এসপিওনেজ সার্ভিস

বিক্রমাদিত্য

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : মলয়েন্দ্র কুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : পঞ্চানন পাল
লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৫।১, ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : গণেশ বসু

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার

শ্রীরঞ্জিত গুপ্তকে

এই লেখকের :

আরব বেদুইন

স্মাগলার

জবাবদিহি

এসপিওনেজ সার্ভিসের একটা জবাবদিহি দেয়া দরকার।

এই বই লিখবার তাগিদ আসে বন্ধুবর শ্রীমলয় সেনের কাছ থেকে। কিন্তু এই ধরণের কাহিনী লিখবার অনুপ্রেরণা আমাকে প্রথমে দেন আমার শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। বিশুদা আমাকে জোর করে ছোটদের মাসিক 'মৌচাকে' টপ্ সিক্রেট নাম দিয়ে কতগুলো গল্প লিখিয়েছিলেন। সেই গল্প সংকলন আমার প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। কারণ এখনও আমার গল্প বলা শেষ হয়নি।

আমার মনে হয় বর্তমান কালে এসপিওনেজ সার্ভিসের মতো একটা বই লেখার প্রয়োজন ছিলো। কারণ আজকাল সবাব মুখে সি. আই. এ. বা K. G. B.-র কাহিনী শোনা যায়। কিন্তু এই দুইটি স্পাইং প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা কতোটুকু জানি?

বলতে পারেন 'এসপিওনেজ সার্ভিস' ঐতিহাসিক উপন্যাস। হয়তো এই ধরণের বই বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাই আশা করি এসপিওনেজ সার্ভিস বাংলা সাহিত্যের এই অভাব খানিকটা পূরণ করবে।

এসপিওনেজ সার্ভিসের ঘটনা কতোটুকু সত্যি এই নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে। এর জবাবে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, ইতিহাসকে ভিত্তি করেই এই কাহিনী লেখা হয়েছে। যে সব বইর সাহায্য এই বই লেখা হয়েছে তার একটা লিষ্ট এই সঙ্গে দেয়া হলো।

এই বইতে যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে সবই প্রকাশিত ঘটনা। বহুবার বহু বইতে, ম্যাগাজিনে এই সব ঘটনা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে পাঠক-পাঠিকাদের আর একটি কথা বলা দরকার। কথাটি আমার নয়, বলেছেন এ্যালান ডালেস। স্পাইংর শতকরা আশীভাগ খবরই বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে যোগাড় করা হয়, বাকী কুড়ি ভাগ সংবাদ স্পাই চুরি করে আনে।

এ্যালান ডালেসের এই মন্তব্যকে উল্লেখ করার মানে হলো যে, বহু দুর্লভ সংবাদ এই বইতে লেখা হলো শুধু ম্যাগাজিন এবং বিবিধ ধরণের বইর

সাহায্য নিয়ে। অতএব এসপিওনেজ সার্ভিসের কোন ঘটনাই গোপন নয়, সবই প্রকাশিত কাহিনী। শুধু এতোদিন এই কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত ছিলো।

এসপিওনেজ সার্ভিসে যে সব ঘটনার উল্লেখ করা হলো এই সব ঘটনা স্পাইং জগতের সহস্র ভাগের সিকি ভাগের সিকি ভাগও নয়। সমস্ত ঘটনা বলতে গেলে রামায়াণ মহাভারত রচনা করতে হবে। বর্তমানে সেই বিস্তৃত কাহিনী লেখা সম্ভব নয়।

অতএব এসপিওনেজ সার্ভিসকে দুটো ভাগে বিভক্ত করা হলো। এই অংশে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী এবং K. G. B-র কথা বলা হলো। দ্বিতীয় ভাগ যা—'সিক্রেট সার্ভিস'—নাম দিয়ে প্রকাশিত হবে, ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিস—এম. আই. সিক্স এবং ফরাসী দেশের ইনটেলীজেন্স সার্ভিস—SDECE আর পশ্চিম জার্মানীর 'গেহলেন' নিয়ে রচিত হবে। এই অংশে এ্যাটম স্পাইং সম্বন্ধে বিস্তৃত খবর থাকবে।

এসপিওনেজ সার্ভিসের বহু কাহিনীই পাঠকের কাছে অলৌকিক বলে মনে হবে। কিন্তু বলে রাখা ভালো যে, বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্পাইং জগতের এতো দ্রুত প্রসার ও উন্নতি হয়েছে যা আমাদের কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বাইরে। আমার পাঠক পাঠিকাদের ভেতর যাদের অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি আছে তাদের আমি একটি বই পড়তে অনুরোধ করবো। ডেভিড কানের রচিত 'কোডব্রেকার' [প্রকাশক ওয়াইডেন ফিল্ড ও নিকলসন] প্রায় পনের শ পাতার বই। এই বইর প্রতিটি পাতায় রহস্য লুকানো আছে। এই বই পড়লে পাঠক-পাঠিকারা পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞান এবং স্পাই জগতের উন্নতির কিছুটা আন্দাজ করতে পারবেন।

এবার যে সব বইর সাহায্য নিয়ে এসপিওনেজ সার্ভিস লেখা হলো তাদের নাম উল্লেখ করা দরকার। এই বইতে সি আই এ এবং এন এস এর যে ডায়াগ্রাম দেয়া হয়েছে সেই ডায়াগ্রামগুলো "কোডব্রেকার" বইর ৬৮২ পাতা থেকে এবং Who's Who in C. I. A. by Julius Mader এর [৫৪৪ পাতা থেকে নেয়া হয়েছে]। K. G. B-র Blue Print for Espionage-টি আলেকজাণ্ডার ফুটের রচিত A Handbook of Spies এর (Museum Press) ৫২ পাতা থেকে নেয়া হয়েছে। K. G. B-র ডায়াগ্রামটি কতোদূর সত্যি আমি জানিনে। তবে রুডলফ আবেল, লন্সডেলের কাহিনী বলবার জন্যেই এই ডায়াগ্রামটি দিতে হলো। তবে আলেকজাণ্ডার ফুট বিশ্বাস করেন যে, রাশিয়া

আজকালও এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কাজ করে থাকেন। এই বক্তব্যর সত্যি মিথ্যে যাচাই করবেন পাঠক-পাঠিকারা।

এই বই রচনা করতে গিয়ে বহু মাসিকপত্র ও ডকুমেণ্টের সাহায্য নিয়েছি। সব মাসিক ও ডকুমেণ্টের নাম এইখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলোনা।

বে অব পিগসের কাহিনী হায়নেস জনসনের বে অব পিগস [ডেল প্রকাশন] কিউবান রিভল্যুশন, টাড স্থলজাক ও মায়ার [প্রাগার প্রকাশন] কাষ্ট্রোস রিভল্যুশন—থিয়োডোর ড্রাপার [প্রাগার প্রকাশন] ক্রাফট অব ইনটেলীজেন্স—এ্যালান ডালেস [হারপার রাও] ফিডেল কাষ্ট্রো—জুলেস ডুবোয় [ববস মেরিল প্রকাশন] থাউজেণ্ড ডেজ—আর্থার শ্লাইসিঙ্গার এবং ভিক্টরী অব জেরন—প্লেয়া জেরন [বইটি খুবই ছোট এবং প্রকাশ করেছেন এডিটোরিয়াল৷ আ মার্চা, ৬৩০৬ হাভানা, কিউবা] থেকে নেয়া হয়েছে।

কিম ফিলবীর জীবনী সংগ্রহ করেছি মাই সাইলেণ্ট ওয়ার—কিম ফিলবী [ম্যাকগীবন কী], দি স্পাই আই লাভড—এলেনর ফিলবী [হামিশ হামিলটন] দি স্পাই হু বিট্রেড এ জেনারেশন—ব্রুস পেজ, ডেভিড লীচ ও ফিলিপ নাইটলি [আন্দ্রে দয়েচ] এবং দি থার্ডম্যান—ই. এইচ. কুকরিচ [পুটনাম] এবং সর্বশেষে অধ্যাপক ট্রেভর রোপার রচিত দি ফিল্বী এ্যাফেয়ার্স [উইলিয়াম কিম্বার]।

এই পাঁচটি গ্রন্থের ভেতর ফিলবীর আত্মজীবনী মাই সাইলেণ্ট ওয়ার ও ট্রেভর রোপার রচিত বইটি সবচাইতে পাঠযোগ্য। ফিলিপ নাইটলী এবং ব্রুস পেজের বইটি খুবই সাধারণ। বহু স্থানে সত্যর সঙ্গে কাহিনীর কোন মিল নেই। যদিও এলেনর ফিলবীর রচিত বইটি আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু প্যাট্রীক সীল সম্পাদনা করেছেন এবং বলতে গেলে তিনিই লিখেছেন, বইটি পড়ে আমি একটুও আকৃষ্ট হইনি। এইখানে বলা প্রয়োজন যে, ফিলবী বেরুট থেকে উধাও হবার পর প্যাট্রীক সীল কিম ফিলবীর স্থানে মধ্যপ্রাচ্যর অবজার্ভার ও ইকনমিষ্টের বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতেন।

বইর অন্যান্য পরিচ্ছদ লিখবার জন্যে কিছুটা বিবরণী 'এসপিওনেজ এষ্টাব্লিশমেণ্টে' পাওয়া যাবে।

সর্জ এবং পার্ল হারবারের কাহিনী লিখতে যে সব বইর সাহায্য পেয়েছি : পার্ল হারবার—রবার্টের হোলষ্টোটার [ষ্টানফোর্ড] দি রোড টু পার্ল হারবার—হারবার্ট ফেস [প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি] হিয়ারিংস অন আমেরিকান আসপেক্ট অব রিচার্ড সর্জ স্পাই কেস, দি লষ্ট ওয়ার—মাসুকাটো [আলফ্রেড

নক] টপ সিক্রেট এসাইনমেণ্ট—টাকেও ইয়োসিকওয়া, হাউ ওয়ার কেম, ফরেষ্ট ডেভিস [সিমন ও সুষ্টার] পার্ল হারবার, দি ষ্টোরী অব সিক্রেট ওয়ার, ডেভিড এ্যাডেয়ার। দি সোভিয়েত হাইকম্যাণ্ড, এ মিলিটারী পলিটিকাল হিষ্ট্রি—জন এরিকসন [ম্যাকমিলান]। এই বইটির নাম উল্লেখযোগ্য কারণ এই বইর ২৩৩ পাতায় বলা হয়েছে: **Soviet admits Sorge was its spy in wartime Japan.**

ওয়াণ্টার শেলেনবার্গ রচিত দি ল্যাবেরনিথ বইতে বলা হয়েছে যে সর্জ ছিলেন ডবল এজেণ্ট। দি কেস অব রিচার্ড সর্জ, ডেকিন ও ষ্টোরী বইটি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সর্জের কাহিনী বলতে গেলে এ হিষ্ট্রি অব মর্ডান এসপিওনেজ, এলিসন ইনড [হডার ষ্টাউটন] সাংঘাই কনসপেরেসি, চার্লস—উইলোবি [ই. পি. ডাটন] সর্জ রিং—উইলবি জনসন নাম উল্লেখযোগ্য।

ওলেগ পেঙ্কভস্কির কাহিনীর জন্যে পেঙ্কভস্কি পেপারস, ওলেগ পেঙ্কভস্কি [উইলিয়াম কলিন্স]-র সাহায্য নেয়া হয়েছে। দি ম্যান ফ্রম মস্কো—গ্রেভীল ভীন [হাচিলসন] আর একটি উল্লেখযোগ্য বই।

পেনিমিনডে—ভি-ওয়ান, ভি-টু রকেট বোমার কাহিনী এবং ফনব্রাউন ও ডোরণবাজারের বিস্তৃত বিবরণী 'ক্রসবো এ্যাণ্ড ওভারকাষ্ট' জেমস ম্যাকগর্ভান [এরো বুক] থেকে নেয়া হয়েছে। এছাড়া বার্লিন টানেলের কাহিনী, মোসাদেগও কিম রুজভেণ্টের অংশ লিখবার জন্যে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স ষ্টোরী—আলেকজাণ্ডার টুলী [গর্কী] দি ইনভিজিবল গভর্ণমেণ্ট—ডেভিড ওয়াইজ ও রবার্ট রস [বানটাম] দি ক্রাফট অব ইনটেলীজেন্স—এ্যালান ডালেস [হারপার রাও] দি সিক্রেট ওয়ালর্ড—সাঁচে দ্য গ্রামো [ডেল] থেকে নেয়া হয়েছে।

সি-আই-এর বিস্তৃত বিবরণীর জন্যে দি রিয়েল সি-আই-এ, লেম্যান ক্রীকপ্যাট্রীক [ম্যাকমিলান] পড়া দরকার। দি সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স ষ্টোরী—আলেকজাণ্ডার টুলী, সিক্রেট সারেণ্ডার—এ্যালান ডালেস থেকে কিছুটা নেয়া হয়েছে।

কোড-সাইফার, ক্রিপ্টোএনালিসিস লিখবার জন্যে 'কোডব্রেকার'—ডেভিড কান [ওয়াইডেনফিল্ড নিকলসন] এবং রাশিয়ান কোড সিষ্টেম সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণী এবং ওয়ানটাইম প্যাড, এসপিওনেজ এষ্টাব্লিশমেণ্ট—ডেভিড ওয়াইজ ও টমাস রস [পৃষ্ঠা ৩৬] পাওয়া যাবে।

জিমারম্যান টেলিগ্রাম—বারবারা টুটম্যান [কনষ্টাবল] বইতে সাইফার কোড সম্বন্ধে কিছু খবরাখবর পাওয়া যাবে।

SMERSH-এর পুরো কাহিনী "মার্ডার টু অর্ডার—কার্ল আনডারস [আমপারস্যাণ্ড] বইতে পাওয়া যাবে। ষ্টাসিনস্কির জীবন কাহিনী খানিকটা এই বই থেকে, খানিকটা এসপিওনেজ এষ্টাব্লিশমেণ্ট থেকে নেয়া হয়েছে।

বেশ তাড়াতাড়ি ছাপার দরুণ এবং আমার অস্পষ্ট হস্তাক্ষরের কারণবশতঃ এই বইতে বেশ কিছু বানান ভুল রয়ে গেলো। স্থানে স্থানে পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে। ভুল থাকবার আর একটা কারণ হলো যে, এই বই লেখা সুরু করা হয় তানজিয়ার শহরে। তারপর কাহিনীর খানিকটা লেখা হয় আলজেরিয়া, নিকোসিয়া, ইস্তানবুল ও বাগদাদ শহরে। কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংককে। অতএব একটানা লেখা সম্ভব হয়নি। পাঠক-পাঠিকারা এই বানান ভুল ও এবং অন্যান্য দুচারটে ক্রটি মার্জনা করলে বাধিত হবো। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই সব ভুল ক্রটী সংশোধন করা হবে।

২৬শে জুলাই, ১৯৬১ বিক্রমাদিত্য

রাত দুটো।

নিকরাগুয়ার মিলিটারী এয়ারপোর্ট পোর্ট কাবেজা আজ নীরব, নিস্তব্ধ হয়ে আছে।

মাঝে মাঝে দূর থেকে দু'একটা প্লেনের গর্জন ভেসে আসছে।

রানওয়ের একপাশে নয়টি আমেরিকান বোম্বার বি ২৬ দাঁড়িয়ে আছে।

খানিকবাদেই এই প্লেন কটি আকাশের বুকে উড়ে যাবে। আজ তাদের আক্রমনের টার্গেট হলো কিউবার কয়েকটি মিলিটারী এয়ারপোর্ট। টাওয়ার কণ্ট্রোলে বাতি জ্বলছে। সি-আই-এর বড়ো কর্তারা সবাই গম্ভীর মুখ নিয়ে বসে আছেন। কিউবান পাইলটদের সঙ্গে বসে কিউবার ম্যাপ ও এরিয়াল ফটো দেখছেন। পাইলটদের বোঝান হচ্ছে কোথায় কখন কোন জায়গা আক্রমন করতে হবে।

কিউবান পাইলটরা সবাই বিদ্রোহী। কিছুদিন আগে তারা হাভানা থেকে পালিয়ে এসেছে।

আজ সবাই তারা জোট বেঁধে কিউবা আক্রমন করতে যাবে।

তিনটি ভাগে আজকের বিমান বাহিনী যাবে। প্রথম ফরমেশনের নাম হলো 'লিণ্ডা'। এই বাহিনী পরিচালনা করবেন আলফ্রেদো কাবালারো। দ্বিতীয় ফরমেশনের নাম হলো 'পুমা'। এই বাহিনী পরিচালনা করবেন জোসে ক্রিসপো। আর দলের শেষ ভাগে থাকবে গরিলা বাহিনী। এই বাহিনীর নেতা হলেন গুস্তাভ পোনজায়া। সবাই ঝানু পাইলট, দীর্ঘকাল কিউবান এয়ারফোর্সে কাজ করেছেন।

পুরো ফরমেশনের নেতা হলেন লুই দ্য কসমে।

প্রতিটি প্লেনের বুকে স্পস্ট করে লেখা আছে এফ-এ-আর। এর পুরো নাম হলো ফুয়েজা এরিয়া রিভল্যুশনিরিয়া—ফিডেল কাস্ট্রোর বিমান বাহিনী। ইচ্ছে করেই সবাইকে বোকা বানাবার জন্যে এই নাম প্লেনের গায়ে লেখা হয়েছে।

এই দলের ভেতর আর একজন পাইলট ছিলেন। নাম মারিও জুনিগা। জুনিগা কিউবান কিন্তু অনেকদিন আগেই কিউবা ছেড়ে আমেরিকায় এসেছেন।

বর্তমানে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর প্লেন চালায়। বহু টপ সিক্রেট মিশন, বিপদসঙ্কুল কাজ জুনিগা করেছেন।

আজ জুনিগা এই ফরমেশনের সঙ্গে যাবেন। আক্রমনের জন্যে নয়, কিন্তু অন্য একটা উদ্দেশ্যে নিয়ে। তার কাজ হলো আক্রমন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে মিয়ামি বিমান বন্দরে নেমে আসবে। সেইখানে এসে বিশ্বজগতের কাছে সাংবাদিকদের কাছে নিজেকে কিউবান বিদ্রোহী পাইলট বলে ঘোষণা করবেন। শুধু তাই নয়। সবাইকে বলবেন যে কিউবান এয়ারফোর্সের পাইলটেরা বিদ্রোহ করেছে। সে এবং তার কয়েকজন বন্ধু কিউবা থেকে পালিয়ে এসেছেন। কী বলতে হবে সবই সি-আই-এর কর্তারা তাকে তোতাপাখীর মতো শিখিয়েছেন।

একটু বাদে পাইলটদের ব্রিফিং শেষ হয়ে গেলো।

মারিও জুনিগা ও অন্যান্য কিউবান পাইলটরা টাওয়ার কণ্ট্রোল থেকে বেরিয়ে এলেন। সবার মুখই গম্ভীর, কারু মুখেই হাসি নেই। সবাই আজ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছেন।

মারিও জুনিগা পকেট থেকে এক প্যাকেট কিউবান সিগারেট বের করলেন। নিজে একটি সিগারেট ধরালেন এবং অন্যান্য পাইলটদের একটি করে দিলেন।

এবার পাইলটেরা গিয়ে প্লেনের ককপিটে বসলো। সি-আই-এর কর্তারা এসে পাইলটদের বললেন, বেষ্ট লাক।

নয়টি প্লেন এবার কিউবার পানে রওনা দিলো।

* * *

রিচার্ড বিসেল ছিলেন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। আজ তিনি হয়েছেন সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী ডিরেক্টর।

বিসেল আজ তার নিজের ঘরে বসে কিউবায় বিমান আক্রমনের কথা ভাবছিলেন। এই আক্রমন ব্যর্থ হলে তাকে বিস্তর মুস্কিলে পড়তে হবে। হয়তো সমস্ত 'বে অব পিগসের' প্ল্যান ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর এই প্ল্যান বানচাল হলে তাকে বিস্তর গালমন্দো শুনতে হবে। কারণ তিনি হলেন সি-আই-এর প্ল্যানিং ডিরেক্টর। 'বে অব পিগসের' প্ল্যান তিনি নিজের হাতেই করেছিলেন। আজ তার বড়োকর্তা এ্যালান ডালেস আমেরিকার বাইরে ট্যুরে গেছেন। তাই বিসেল সি-আই-এর অপারেশন রুমে বসে বসে এই বিমান আক্রমণের কথা চিন্তা করছিলেন।

* * *

ভার্জিনিয়া শহরে গ্লেন ওরা মহল্লায় নিজের বাড়ীতে বসে প্রেসিডেন্ট কেনেডীও এই বিমান আক্রমনের কথা ভাবছিলেন।

কেনেডী ট্যুরে এসেছেন কিন্তু আজ রাত্রে তার চোখে ঘুম নেই। বার-বার সি-আই-এর টেলিপ্রিন্টারে গিয়ে দেখছেন কোন খবর এলো কিনা?

কেনেডীর চিন্তার কারণ ছিলো বৈ কি। কিউবায় বিমান আক্রমণ সহজ কথা নয়। এই বিমান আক্রমন নিয়ে সমস্ত ছুনিয়াব্যাপী কতো হৈ-হল্লা আলোড়ন হবে তিনি জানেন। এই আক্রমনের ব্যাপার নিয়ে তিনি কতোদিন তার বন্ধুবান্ধব ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। কিন্তু তবু মন স্থির করে উঠতে পারেননি। কারণ এই আক্রমনের প্ল্যান প্রেসিডেন্ট কেনেডীর মনে ধরেনি। কিন্তু নিজের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি এই আক্রমনের পরিকল্পনাকে বাতিল করে দিতে পারেননি। কারণ এই প্ল্যানের নক্সাকে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নিজের হাতে মঞ্জুর করে গেছেন। সত্ত প্রেসিডেন্টের গদীতে বসে কেনেডী এই আক্রমনের পরিকল্পনাকে বাতিল বা অবহেলা করতে পারলেন না।

নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হচ্ছে বলে প্রেসিডেন্ট কেনেডী এতো চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। তাই চিন্তিত মন নিয়ে আক্রমনের ফলাফলের জন্যে উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন।

* * *

অন্ধকার ঘুঁটঘুঁটে রাত।

সমুদ্রের বুক দিয়ে ছয়টি জাহাজ কিউবার 'বে অব পিগসের' পানে ছুটে চলেছে। জাহাজ ভর্তি কিউবান বিদ্রোহী সৈন্য। সবাই আজ কিউবার নেতা ফিডেল কাষ্ট্রোর বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরেছে। আর আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে জাহাজ এসে 'বে অব পিগসে' থামবে। সৈন্যরা ডাঙ্গায় নেমে যুদ্ধ করবে। এদের কাজ হলো কিউবাতে বিপ্লব সৃষ্টি করা এবং ফিডেল কাষ্ট্রোকে ক্ষমতার গদী থেকে সরান। সবই সি-আই-এর প্ল্যান। কিন্তু জাহাজের সৈন্যদের মনেও একই চিন্তা। তারাও বিমান আক্রমনের কথা ভাবছে। কারণ ডাঙ্গায় জাহাজের সৈন্যদের নামবার আগে ফিডেল কাষ্ট্রোর বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করা একান্ত আবশ্যক। নইলে কাষ্ট্রোর বিমান বাহিনী বিদ্রোহী সেনাদের আক্রমন করবে। ডাঙ্গায় নামা সহজ হবে না।

* * *

কিন্তু সেইরাত্রের বিমান আক্রমন একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেলো।

ভোর ছটার একটু বাদে হাভানার নাগরিকেরা বোমার তীব্র গর্জনে ঘুম থেকে জেগে উঠলো। বোমার শব্দে সমস্ত বাড়ীঘর কাঁপতে লাগলো। একটু বাদেই ফিডেল কাষ্ট্রোর এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট পান্টা আক্রমন চালালো।

লিণ্ডা ফরমেশনের তিনটি প্লেন কিউবার লিবারটেড ক্যাম্পের বিমান বন্দর আক্রমন করলো। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে সি-আই-এর প্লেনের সঙ্গে কিউবার এয়ারফোর্সের লড়াই হলো।

ওদিকে পুমা ও গরিলা বাহিনীও আক্রমন স্বরু করেছে।

লড়াই শেষে দেখা গেলো সি-আই-এর প্লেন বেশী জখম হয়েছে। পুমা ফরমেশনের দুটো প্লেনে আগুন লাগালো। লিণ্ডা বাহিনীর একটি প্লেন পথ ভুল করে সামনের এক ব্রিটিশ উপনিবেশে গিয়ে হাজির হলো। সেইখানে এই প্লেনের আগমন নিয়ে বেশ আলোড়ন স্বরু হলো। গরিলা বাহিনীও বেশ জখম হলো।

সকাল সাড়ে আটটা। মারিও জুনিগা তার প্লেন নিয়ে মিয়ামি এয়ারপোর্টে হাজির হলো। আগে থেকেই এই এয়ারপোর্টে সমস্ত আয়োজন করা ছিলো। সাংবাদিক ফটোগ্রাফার দল এসে জুনিগাকে ঘিরে ধরলো। কিন্তু সি-আই-এর কর্তারা রিপোটারদের জুনিগার সঙ্গে কথা বলতে দিলেন না। শুধু ফটো-গ্রাফারদের ছবি তুলবার অনুমতি দিলেন।

সাংবাদিকদের কাছে জুনিগার নাম প্রকাশ করা হলো না। শুধু বলা হলো যে পাইলটের নাম বলা হলে ফিডেল কাষ্ট্রো হাভানাতে তার পরিবারকে কষ্ট দেবে। অবশ্যি সি-আই-এ এই কথা বলেননি যে জুনিগার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আমেরিকাতেই থাকেন।

সি-আই-এ তারপর এসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে এক ছোট বিবৃতি দিলো। সেই বিবৃতিতে বলা হলো জুনিগা হলেন ফিডেল কাষ্ট্রোর এয়ারফোর্সের একজন পাইলট। ফিডেল কাষ্ট্রোর নীতির বিরোধিতা করে সে এবং তার কয়েকজন সহকর্মী আমেরিকায় পালিয়ে এসেছে।

জুনিগার এই বিবৃতি কিন্তু সবাই বিশ্বাস করলো। কাগজওয়ালারা বেশ ফলাও করে এই বিবৃতি ছাপলো। আর সেই সঙ্গে কিউবা রিভল্যুশানারী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জোসে মিরো কারডোনা কাষ্ট্রোকে গালমন্দো দিয়ে এক বিবৃতি দিলেন।

জুনিগা ও কারডোনা বিবৃতি প্রচার হবার কিছু বাদেই হাভানা থেকে কিউবা রেডিও সকালের বিমান আক্রমনের সংবাদ দিলে। অভিযোগ করা হলো

যে, এই বিমান আক্রমনের পেছনে আছে আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট এবং সি-আই-এ।

বাজারে আগুনের মতো বিমান আক্রমনের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। সবাই এই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। ইউনাইটেড নেশনসে কিউবার প্রতিনিধি আমেরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে, সি-আই-এ এই আক্রমন পরিচালনা করেছে।

অভিযোগ শুনে আমেরিকার প্রতিনিধি আদলাই ষ্টিভেনসন তাজ্জব বনে গেলেন। কী ব্যাপার? আমেরিকা কিউবা আক্রমনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অথচ তিনি এই আক্রমনের খবর জানেন না। অসম্ভব! ষ্টিভেনসন বেশ অপ্রস্তুত বোধ করলেন।

সত্যিই ষ্টিভেনসনকে এই আক্রমনের খবর জানানো হয়নি। ষ্টিভেনসন কেনেডী ক্যাবিনেটের একজন গন্যমান্য মেম্বর ছিলেন বটে। কিন্তু কিউবা আক্রমনের আলোচনার সময় তাকে ক্যাবিনেটের মিটিংএ ডাকা হয়নি। একবার কানাঘুষোয় ষ্টিভেনসন এই আক্রমনের কিছুটা আভাষ পেয়েছিলেন। ষ্টিভেনসন কেনেডীকে সতর্ক করেছিলেন: খবরদার কিউবা আক্রমনের চেষ্টা করবেন না। কেনেডীর সঙ্গে এই কথা হবার কিছুদিন বাদে সি-আই-এর এক প্রতিনিধি এসে ষ্টিভেনসনের সঙ্গে দেখা করলো। প্রতিনিধির নাম ট্রেসী বার্ণস।

কিউবা আক্রমনের কথা উঠতেই ট্রেসী বার্ণস বললো—পাগল হয়েছেন! আমরা কী কখনও কিউবা আক্রমন করতে পারি?

ষ্টিভেনসন ট্রেসী বার্ণসের কথা বিশ্বাস করলেন। আর সেই কথা বিশ্বাস করে ইউনাইটেড নেশনসের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললেন, এই আক্রমন আমেরিকা করেনি এবং এর সঙ্গে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই।

কিন্তু সেদিন যদি আদলাই ষ্টিভেনসন জানতেন যে, তার বক্তৃতার আর আটচল্লিশ ঘণ্টা বাদে সি-আই-এ পরিচালিত কিউবান বিদ্রোহী সেনারা 'বে অব পিগসের' ডাঙ্গায় যুদ্ধ করতে নামবে তাহলে হয়তো ইউনাইটেড নেশনসে অতো বক্তৃতা দিতেন না।

* * *

গ্লেন ওরাতে নিজের ঘরে বসে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বিভিন্ন সংবাদপত্রে কিউবায় বিমান আক্রমনের খবর পড়লেন।

কিন্তু হঠাৎ নিউইয়র্ক টাইমসের খবর পড়ে তিনি বিস্মিত হলেন। বাকী সব কাগজই এসোসিয়েটেড প্রেসের খবর প্রকাশ করেছে কিন্তু নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদ প্রেরকের নাম হলো টেড জুলক।

টেড জুলকের খবরে বৈচিত্র্য ছিলো। টেড জুলক সি-আই-এর প্রচারিত খবর অতো সহজে মেনে নিতে পারেননি। তার মনে সন্দেহ জেগেছে। তিনি তার প্রবন্ধে অনেক প্রশ্ন করেছেন। তিনি এই আক্রমনের ব্যাপারে আমেরিকা বা সি-আই-একে নির্দোষ বলে মনে করলেন না। প্লেনের ফটো দেখে তিনি বললেন, এই প্লেন আমেরিকান বি-২৬ বোম্বার প্লেন, বিদ্রোহী কিউবান সৈন্যরা এই প্লেন কোথায় পেলো। কিউবা রিভল্যুশনারী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট করডোনা কী করে কিউবা আক্রমনের খবর সবার আগে পেলেন?

টেড জুলকের এই সংবাদ পড়ে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। বুঝতে পারলেন সি-আই-এ সমস্ত ব্যাপারটা ভণ্ডুল করেছে। জনসাধারণের মনে একবার কৌতূহল জেগেছে। এবার জনসাধারণদের মুখ আটকানো যাবে না।

ইতিমধ্যে টেড জুলকের খবর পড়ে অন্যান্য সাংবাদিকেরা বেশ তৎপর হয়ে উঠলো। সবাই এই আক্রমন সংক্রান্ত আরো খবর জানতে চাইলো।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী এবার ঠিক করলেন একবার কিউবাতে বিমান আক্রমণ করা হয়েছে ব্যস আর নয়। দ্বিতীয় বিমান আক্রমনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিলো সেইটে বাতিল করা হোক।

প্রেসিডেন্ট কেনেডীর এই সিদ্ধান্তের খবর পেয়ে ডেপুটী ডিরেক্টর রিচার্ড বিসেল মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। কারণ প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় বিমান আক্রমন করা একান্ত আবশ্যক। নইলে ফিডেল কাস্ট্রোর বিমানগুলোকে ধ্বংস করা যাবেনা। আর ফিডেল কাস্ট্রোর বিমান বাহিনী ধ্বংস না করতে পারলে 'বে অব পিগসে' পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। কী করবেন বিসেল? এ্যালান ডালেস সফরে পোরট রিকেতে গেছেন। বিসেল এবার তার সহকর্মী ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল কাবালের শরণাপন্ন হলেন। তারপর দুজনে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে সেক্রেটারী অব ষ্টেটস ডীন রাস্কের কাছে গেলেন। রাস্ককে অনুরোধ করলেন আপনি একবার প্রেসিডেন্টকে বলুন। দ্বিতীয় বিমান আক্রমন একান্ত আবশ্যক। রাস্ক কেনেডীকে টেলিফোন করলেন।

কেনেডী স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন: নো।

ইতিমধ্যে প্রথম বিমান আক্রমন নিয়ে তুনিয়াব্যাপী আলোড়ণ সুরু হয়েছে। সবাই আমেরিকাকে গালমন্দো দিচ্ছে। রাশিয়ার কর্তারা চোখ রাঙ্গাচ্ছেন। বলছেন কিউবা আক্রমন করলে আমরা চুপ করে বসে থাকবো না। প্রেসিডেণ্ট কেনেডী আর হাঙ্গামা বাড়াতে চাইলেন না। তিনি ডীন রাস্ক রিচার্ড বিসেল এবং কাবালকে স্পষ্ট বললেন : নো। নো মোর এ্যাটাক।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বিমান আক্রমন বন্ধ করলেন বটে কিন্তু 'বে অব পিগসের' ডাঙ্গায় যে আক্রমনের পরিকল্পনা হয়েছিলো তার কোন অদল বদল হলো না।

*　　　　*　　　　*

'বে অব পিগসের' আক্রমণের পরিকল্পনা সুরু হয়েছিলো অনেকদিন আগে।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের গদীতে আইসেনহাওয়ার তখন বসে আছেন। প্রতিদিনই তার কাছে কিউবা থেকে বিভিন্ন ধরণের খবর আসছে! এইসব খবর আইসেনহাওয়ারের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। আইসেনহাওয়ারের পরামর্শদাতা ও বন্ধুরা বলছেন ফিডেল কাষ্ট্রো লোকটা হলো কম্যুনিষ্ট। আর যেন কম্যুনিজমের জুজুবুড়ী আমেরিকাতে প্রবল। আমেরিকার পাশেই কিউবা দেশ। একবার কিউবা কম্যুনিষ্ট হলে তার ঢেউ এসে আমেরিকার বুকে লাগবে।

ডাক পড়লো একদিন সি-আই-এর ডিরেক্টর এ্যালান ডালেসের! অইেসেনহাওয়ার এ্যালান ডালেসের সঙ্গে কাষ্ট্রো এবং কিউবার নীতি নিয়ে আলোচনা করলেন। ডালেস বললেন : কাষ্ট্রোকে ক্ষমতার গদী থেকে সরানো দরকার।

আইসেনহাওয়ার মত দিলেন।

নিজের দপ্তরে এসে এ্যালান ডালেস তার ডান হাত বিসেলকে ডেকে পাঠালেন। এ্যালান ডালেস আইসেনহাওয়ারের কথা বিসেলকে খুলে বললেন।

কিউবাতে বিপ্লব করাতে হবে। ডালেস বললেন।

বিপ্লবের একটা নকশা বিসেল আগেই করে রেখেছিলেন। এবার সেই বিপ্লবের নকশা ডালেসকে দেখালেন। ঠিক হলো কিউবাতে গরিলাবাহিনী ও আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্ট তৈরী করতে হবে। আর এই কাজের জন্যে একজন করিতকর্মা লোক চাই।

এ্যালান ডালেস জিজ্ঞেস করলেন : তোমার জানাশোনা বিশ্বাসী কোন লোক আছে?

বিসেল চোখ বুজে জবাব দিলেন, ফ্রাঙ্ক বেন্ডার। সবাই তাকে মিঃ বি বলে ডাকে। আমাদের কাজের জন্যে কিছুদিন আগে মিঃ বি কঙ্গোতে ছিলেন। বেন্ডার এই উপযুক্ত। আজ বেন্ডার বিসেলের ডাক পেয়ে আবার ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন।

বিসেল বেণ্ডারকে তার কাজের একটা ফিরিস্তি দিলেন। বিসেল বললেন : আমাদের প্ল্যান হলো ফিডেল কাস্ট্রোকে সরানো। কাজটা করতে পারবে ? বেন্ডার কথা বলেন কম। একটু হেসে শুধু বললেন : পারবো।

বেশ তাহলে শোন। বিদ্রোহী কিউবানদের একত্র করো। তাদের নিয়ে একটা গরিলা বাহিনী তৈরী করো। তাদের মিলিটারী ট্রেনিং দাও। তারপর আমরা কিউবাতে বিপ্লব সৃষ্টি করবো। কিন্তু খবরদার আমাদের বাহিনীতে যেন কোন বিভীষণ না ঢোকে !

বেন্ডার তার পাইপে এক লম্বা টান দিয়ে বললেন : আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমাকে কিছুটা দিনের সময় দিন। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেবো। মিলিটারী ট্রেনিংএর জন্যে ভালো একটা জায়গা খুঁজে বার করবো।

এই বলে বেন্ডার চলে গেলেন। আক্রমণের প্রথম বীজ বপন হলো।

ফ্রাঙ্ক বেন্ডার ছিলেন জুনিয়ার, করিতকর্ম্মা লোক। কিউবা গরিলা বাহিনী সৃষ্টি করতে তার বেশী সময় লাগলো না। ফিডেল কাস্ট্রোর শত্রুরও অভাব ছিলো না। প্রতিদিনই কিউবা থেকে কিছু না কিছু লোক বেরিয়ে আসছে। এই সব লোকদের দিয়ে বেন্ডার তার কিউবান গরিলা বাহিনী তৈরী করলেন। সবাইকে ডেকে বেন্ডার বললেন : আমরা ফিডেল কাস্ট্রোকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চাই।

বিদ্রোহী কিউবানরা বললো : প্রস্তুত। বড়ো বড়ো নামকরা লোক বেন্ডারের সঙ্গে হাত মেলালেন। এই দলের ভেতর ছিলেন কিউবার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মানুয়েল আজতাজিও ভেরোলা, মানুয়েল আরতিম বোয়েসিয়া। সি-আই-এর পয়সায় ও সাহায্যে এই দল ক্রমেই পুষ্ট হতে লাগলো। দলের নাম হলো কিউবান রিভল্যুশনারী কাউন্সিল। কাউন্সিলের নামে ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খোলা হলো। আর এই এ্যাকাউন্টে সি-আই-এ লক্ষ লক্ষ টাকা জমা দিলো।

দল তৈরী করবার জন্যে বেন্ডার প্রতিদিন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আজ মিয়ামি, কাল ওয়াশিংটন, পরশু নিউ ইয়র্ক। মাঝে মাঝে গিয়ে রিচার্ড

বিসেলের সঙ্গে দেখা করেন। "অপারেশন কিউবা" নিয়ে তাদের ভেতর অনেক আলাপ আলোচনা হয়।

যাযাবর বেল্ডারকে সবাই এবার মিঃ বি বলে ডাকতে লাগলো।

একদিন মিঃ বি তারই এক বিশ্বস্ত অনুচরকে গুয়েতেমালা শহরে রবার্ট আলেজস বলে এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করতে পাঠালেন। এই বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে গুয়েতেমালায় আমেরিকান এম্বাসীর ফার্ষ্ট সেক্রেটারী রবার্ট কেণ্ডেল ডেভিসও গেলেন। রবার্ট ডোভস ছিলেন সি-আই-এর কর্ম্মাচারী।

রবার্ট আলেজস ছিলেন গুয়েতেমালার প্রেসিডেণ্ট ইদিগোরাসের বিশেষ বন্ধু। গুয়েতেমালার এক প্রান্তে হেলভাতিয়া বলে একটি জায়গায় তার কফির চাষ ছিলো।

সেদিনকার আলাপ আলোচনা ডেভিসই করলেন। প্রথম বক্তব্য: আমরা আপনার বাগানবাড়ী ও চাষের বড়ো মাঠটা চাই।

বিস্মিত হয়ে আলেজস জিজ্ঞেস করলেন, কেন?

আমরা এক গরিলা কিউবান সৈন্যবাহিনী তৈরী করবো। এই বাহিনীর নাম হবে কিউবান ব্রিগেড। এদের মিলিটারী ট্রেনিং দেবার জন্যে খালি নির্জন মাঠ চাই। আপনার বাগানবাড়ী আমাদের কাজের জন্যে দরকার হবে।

আলেজস সি-আই-এর প্রস্তাবে রাজী হলেন।

আমাদের আর একটি কথা আছে। আমরা প্রেসিডেণ্ট ইদিগোরাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। শুনেছি প্রেসিডেণ্ট আপনার বিশেষ বন্ধু।

আলেজস এবার বিপদে পড়লেন। সারা মুখ গম্ভীর হলো। ইদিগোরাসের সঙ্গে সি-আই-এর ঝগড়ার কথা কারো অজানা নেই। কিন্তু তবু আলেজস ইদিগোরাস ও সি-আই-এর সঙ্গে মিটিং-র বন্দোবস্ত করবার দায়িত্ব নিলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর রাত্রের অন্ধকারে সবাই গিয়ে ইদিগোরাসের বাড়ী কাসা ক্রেমীতে হাজির হলো। তারপর বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে দু'পক্ষের ভেতর আলাপ আলোচনা হলো। ইদিগোরাস কম্যুনিজমকে ভয় করতেন। তাকে বলা হলো কিউবাতে ফিডেল কাষ্ট্রো যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে এই অঞ্চলে কম্যুনিজমের প্রভাব বাড়বে। সি-আই-এর অনুচরেরা এবার তাদের অভিসন্ধির কথা খুলে বললেন। আমরা গুয়েতেমালায় গরিলা কিউবানদের মিলিটারী ট্রেনিং দিতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।

ইদিগোরাস বিনা আপত্তিতে এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। ঠিক

হলো আলেজস ইদিগোরাসের পক্ষ হয়ে সমস্ত কাজকর্ম ও চুক্তির দেখা শোনা করবেন।

*

বোকা কোস্তায় আলেজসের বাগান বাড়ী।

কয়েকদিনের ভেতর এই অঞ্চল গরিলা কিউবানদের চীৎকার হৈ হল্লা-ঝগড়ায় মুখরিত হয়ে উঠলো। বেল্ডার নিজে এসে একদিন মিলিটারী ক্যাম্প দেখে গেলেন। জায়গাটা দেখে তার পছন্দ হলো। নির্জন, নিরালা, ধারে কাছে কোথাও জনমানবের বসতি নেই। এখানে ইচ্ছেমতো গোলাগুলী চালান যায়। কেউ গরিলাদের দেখবে না।

কিন্তু ধারে কাছে পাড়া গাঁ না থাকলে কী হবে? কিউবানরা এতো কথা বলতে লাগলো যে, এই মিলিটারী ক্যাম্পের অস্তিত্বের কথা কারো অজানা রইলো না। খবরের কাগজের রিপোর্টারেরা এই মিলিটারী ক্যাম্পের হদিস পেলেন। তারা এবার বেশ ফলাও করে গরিলা কিউবানদের মিলিটারী ট্রেনিং নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন।

কিছুদিন বাদে বোকা কোস্তার সামনেই হেলভাতিয়া অঞ্চলে প্লেন ওঠা নামার জন্যে একটি এয়ার পোর্ট বানানো হলো। এই এয়ার পোর্ট বানাতে সি-আই-এর খরচা হলো বারো লাখ ডলার। এয়ার পোর্ট তৈরীর খবর কারো অজানা রইলো না। ইদিগোরাস বুঝতে পারলেন যে, এয়ারপোর্ট তৈরীর কথা লুকানো যাবে না। তাই সবাইকে বলা হলো যে, এই অঞ্চল থেকে ফল প্লেনে করে নিয়ে যাবার জন্যে এই এয়ারপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।

একদিন উৎসব করে এই এয়ারপোর্টটির উদ্বোধন হলো। বড়ো বড়ো অতিথি, কোর ডিপ্লোমাটিকেরদল সবাই উদ্বোধনে যোগ দিতে এসেছিলেন। কিন্তু উৎসবে যারা যোগ দিতে এসেছিলেন তারা দেখতে পেলেন যে, এয়ারপোর্টে যে সব সি-আই-এর প্লেনে দাড়িয়ে আছে, সেই সব প্লেনের গায়ে কোন নাম লেখা নেই। সবাই জিজ্ঞেস করলেন এই সব প্লেন কোথা থেকে এলো? সি-আই-এর কর্তারা এবার ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করলেন, প্লেনগুলো সদ্য আমদানী করা হয়েছে, তাই প্লেনের গায়ে কোন নাম লেখা হয়নি। এবার নাম লেখা হবে। কিন্তু সেদিন সি-আই -এর কথা কেউ বিশ্বাস করলেন না। সবার মনেই সন্দেহ জাগলো এই প্লেনগুলো কার? এই সব প্লেন দিয়ে কী করা হচ্ছে? সবাই ব্যাপারটাকে সন্দেহজনক মনে করলেন।

নিউইয়র্কে লেম জোনস বেশ নাম করা পাব্লিক রিলেশন্স অফিসার। আগে বড়ো বড়ো কোম্পানীতে পাব্লিক রিলেশন্সের কাজ করেছেন। একদিন সি-আই-এর কর্ত্তারা লেম জোনসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। বললেন : আমরা তোমাকে কিউবা রিভল্যুশনারী কাউন্সিলের পাব্লিক রিলেশন্স অফিসার করতে চাই। প্রস্তাবটি লেম জোনসের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিলো। প্রথমে এই কাজটি গ্রহণ করতে একটু আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু তারপর যখন তারই এক সি-আই-এ বন্ধু এসে বললেন : কাজটা নিয়ে নাও। তখন লেম জোনস এই কাজ গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন না।

* * *

কিউবা অপারেশন নিয়ে সি-আই-এর ভেতর বহু আলাপ আলোচনা হলো। বহুবার এই ব্যাপারে বড়ো কর্ত্তাদের মত পরিবর্ত্তন হলো।

প্রথমে কিন্তু কিউবা আক্রমণের কথা। ঠিক হয়েছিল কিউবা দেশের ভেতর গরিলাবাহিনী সৃষ্টি করতে হবে। এই সব গরিলাদের বাহিরে থেকে হাতিয়ার অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা হবে। তারপর প্লেনে করে, নৌকা করে এই সব হাতিয়ার দেশের ভেতর পাচার করতে হবে। কিন্তু এইভাবে হাতিয়ার পাচার করা সহজ ও সম্ভব হলো না। কারণ প্লেনে করে হাতিয়ার নিতে গেলে রাডারে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে।

সি-আই-এর কর্ত্তারা আরো ভেবেছিলেন যে, কিউবার ভেতর কোন গোলমাল সৃষ্টি করতে পারলেই সেই দেশে বিপ্লব হবে। জনতা এসে সি-আই-এর সাহায্য করবে। কিন্তু সি-আই-এর কর্ত্তাদের এই অনুমান ভুল ছিলো।

শুধু তাই নয়। এই কাজে বাধা ও বিঘ্ন এলো গরিলা কিউবানদের কাছ থেকে। প্লেনে যখন মাল নিয়ে খুব নীচু দিয়ে উড়ে যায় তখন গরিলারা সেই প্লেনগুলোকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়তে লাগলো। গরিলাদের কাণ্ড দেখে বিসেল ও বেল্ডার অবাক হলেন। বুঝতে পারলেন যে, প্লেনে করে মাল দেশের ভেতরে পাচার করা যাবে না। অতএব প্ল্যানের পরিবর্ত্তন করা হলো।

* * *

কেনেডী প্রেসিডেণ্ট হয়ে এ্যালান ডালেস ও রিচার্ড বিসেলকে ডেকে পাঠালেন। কিউবা অপারেশন নিয়ে আলাপ আলোচনা স্বরু হলো।

কিউবা ব্রিগেড ও গরিলা বাহিনী দিয়ে কিউবা আক্রমণের নকশা নিয়ে

কথাবার্ত্তা হলো। বিসেল তার প্ল্যানের একটি খসড়া তৈরী করেছিলেন, প্রেসিডেণ্ট কেনেডীকে এই প্ল্যানের খসড়াটি পড়তে দেয়া হলো।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বেশ মনোযোগ দিয়ে বিসেলের তৈরী নোটটি পড়লেন। কিউবা অপারেশন স্থরু করবার হুকুম দিয়েছেন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার। কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এখন আর ফেরবার পথ নেই। অথচ কিউবা আক্রমণে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর ঘোরতর আপত্তি ছিলো। কিন্তু আইসেন-হাওয়ারের অনুমোদিত প্ল্যানটি নাকচ করবার সাহস তার নেই। অনেক ভেবে চিন্তে কেনেডী অ্যালান ডালেসকে বললেন ঃ আক্রমণের আয়োজনটা চালিয়ে যান। তারপর দেখা যাক কোথাকার জল গিয়ে কোথায় দাঁড়ায়।

কিন্তু এই ঢালা হুকুম দিয়ে কেনেডীর মন খচ্ খচ্ করতে লাগলো। তিনি বিপদের আশংকা করলেন।

* * *

এরপর কিউবা নিয়ে প্রতিদিনই কেনেডীর ঘরে বৈঠক বসতে লাগলো। কিউবার সমস্যা গুরুতর এই বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু কিউবাতে বিপ্লব বা কিউবা আক্রমণ করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে কিনা এই প্রশ্ন নিয়ে কেনেডী চিন্তা করতে লাগলেন। এই মিটীংএ সি-আই-এর বড়ো কর্ত্তারা, আর্ম্মির জেনারেল ও ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী ডীন রাস্ক থাকেন। এছাড়া কেনেডীর ভাই রবার্ট কেনেডী ও তার অন্যান্য পরামর্শদাতারা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতেন।

সি-আই-এর কর্ত্তারা জোর গলায় বললেন কিউবা আক্রমণ করলেই ফিডেল কাষ্ট্রোর পতন অনিবার্য। কারণ তারা খবর পেয়েছেন যে, প্রতিদিনই কিউবাতে অসন্তোষ বাড়ছে। দেশের লোকেরা আর ফিডেল কাষ্ট্রোর শাসন চায় না। অতএব এই সময়ে কিউবা আক্রমণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

আর্ম্মির কর্ত্তারাও সি-আই-এর মতবাদের সঙ্গে স্থর মেলালেন।

ইতিমধ্যে সি-আই-এর কার্য্যকলাপের পুরো একটি বিবরণী নিউ ইয়র্ক টাইমসে বেরোলো। নিউ ইয়র্ক টাইমসের সংবাদ বেরোবার পর মিয়ামি হেরাল্ড বলে আর একটি কাগজ চটকদার এক কাহিনী প্রকাশ করলো। মোট কথা কিউবা আক্রমণের কাহিনী আর কারু অজানা রইলো না।

* * *

সি-আই-এর অভিসন্ধির কথা ফিডেল কাষ্ট্রো জানতে চেয়েছিলেন। গুয়েতে-মালায় গরিলা সৈন্য বাহিনীদের সি-আই-এ ট্রেনিং দিচ্ছে এই খবর কাষ্ট্রোর

কানে এলো। কাষ্ট্রো প্রথমে সন্দেহ করলেন যে, হয়তো আমেরিকান সৈন্য-বাহিনীর সাহায্য নিয়ে গরিলারা কিউবা আক্রমণ করবে। কাষ্ট্রোর পুলিশ ও স্পাইর দল এবার তৎপর হয়ে উঠলো। কাষ্ট্রো তার বিরোধী পক্ষদের গ্রেপ্তার করতে লাগলো। সি-আই-এ এবার বললেন : আর দেরী করা যায় না, আক্রমণ সুরু কর। কিন্তু কেনেডী তার মন ঠিক করে উঠতে পারেন নি।

গুয়েতেমালায় সি-আই-এর কার্য্যকলাপ নিয়ে আলোচনা সুরু করলো। দেশে প্রেসিডেণ্ট ইদিগোরাসের জনপ্রিয়তা কমে গেলো। ইদিগোরাসের সৈন্যবাহিনীও অসন্তুষ্ট হলো। সবাই বিদ্রোহের আশংকা করলো।

একদিন ইদিগোরাস আলেজসকে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর কাছে পাঠালেন। তার মারফৎ কেনেডীকে জানালেন : যা কিছু হয় একটা করুন। গরিলা কিউবান বাহিনী আজ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত।

এবার ক্যাবিনেট মিটিংএ আলোচনা সুরু হলো কোথায় আক্রমণ সুরু করা যায়।

প্রথমে ঠিক হলো কিউবার ত্রিনিদাদ শহরেই গরিলা বাহিনী অবতরণ করবে। কিন্তু পরে হিসেব করে দেখা গেলো ত্রিনিদাদের এয়ারপোর্ট ছোট। এই এয়ারপোর্টে বি-২৬ বোম্বার প্লেন নামতে পারবে না।

সি-আই-এ এবার অন্য প্রস্তাব করলেন। বললেন, যদি ত্রিনিদাদে আমরা না নামতে পারি তাহলে 'বে অব পিগসে' নামা-ই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী আবার এ্যালান ডালেস ও বিসেলকে বললেন : খবরদার, এই ল্যাণ্ডিংর ভেতর যেন কোন আমেরিকান সৈন্য না থাকে।

এ্যালান ডালেস ও আর্মির বড়োকর্ত্তারা কেনেডীকে আশ্বাস দিলেন : ভয় পাবেন না। এই ল্যাণ্ডিংএ আমেরিকান সৈন্য ব্যবহার করা হবে না।

এ্যালান ডালেস কেনেডীকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন বটে কিন্তু গুয়েতেমালায় বেন্ডার ও তার দলবল গরিলা বাহিনীদের বললেন : চিন্তা করো না, আমরা তো আছি। তোমরা ডাঙ্গায় নামলেই আমরাও তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কিউবায় নামবো। আমাদের এয়ারফোর্স ও নেভী তোমাদের সাহায্য করবে। চিন্তা ভাবনার কোন কারণ নেই।

কিন্তু কেনেডীর দোটানা মন।

এতো আলাপ আলোচনা প্রতিশ্রুতির পরও কেনেডী স্থির করতে পারলেন না কী করবেন? আক্রমণের তারিখের দিন পেছোতে লাগলো। প্রতিদিনই হোয়াইট হাউসে ঘন ঘন বৈঠক হতে লাগলো। আর কিউবা

অপারেশন নিয়ে হাজার রকমের কথা হলো। কেনেডী হাজার রকমের প্রশ্ন করেন। পরামর্শদাতারা তার জবাব দেন।

একদিন ক্যাবিনেট মিটিংয়ের পর কেনেডী তার পরামর্শদাতা আর্থার শ্লাইসিহারকে ডেকে পাঠালেন।

জিজ্ঞেস করলেন: এই আক্রমণের ব্যাপারে তোমার কী মত?

শ্লাইসিহার স্পষ্টবক্তা। সোজা জবাব দিলেন: আমি আক্রমণের বিরোধী। শুধু আমি নই, সিনেটর ফুল ব্রাইট, আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেটস চেষ্টার বোলস সবাই এই আক্রমণের বিরোধী।

কেনেডী চুপ করে রইলেন। শ্লাইসিহারের কথার কোন জবাব দিলেন না।

সেদিন বিকেল বেলা প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর ভাই রবার্ট কেনেডীর বাড়ীতে এক ককটেল পার্টি ছিলো।

পার্টির শেষে রবার্ট কেনেডী শ্লাইসিহারকে ঘরের একপ্রান্তে ডেকে নিয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন: শুনলুম, তুমি এই আক্রমণের বিরোধিতা করেছ!

শ্লাইসিহার ছোট জবাব দিলেন: হ্যাঁ।

এবার শ্লাইসিহার কেন এই আক্রমণের বিরোধিতা করছেন তার কারণ বাতলালেন।

রবার্ট কেনেডী মন দিয়ে শ্লাইসিহারের কথা শুনলেন। তারপর বললেন: তোমার কথার ভেতর যুক্তি আছে। কিন্তু এখন আর আক্রমণের বিরোধিতা করে কী হবে বলো? টু লেট। আমরা এই আক্রমণের ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। এখন আর পেছোন যায় না। এখন আমাদের কাজ হলো প্রেসিডেণ্টকে সাহায্য করা।

এবার কিউবা আক্রমণের দিন ঠিক হলো ১৭ই এপ্রিল, ১৯৬১।

* * *

এপ্রিল ১৬—১৭। রাত প্রায় বারোটা।

কিউবা রিভল্যুশনারী কাউন্সিলের পাব্লিক রিলেশন্স অফিসার লেম জোনস ঘুমুচ্ছিলেন। হঠাৎ টেলিফোনের ঝংকারে তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো।

লেম জোনস, দিস ইজ সি-আই-এ। কিউবা রিভল্যুশনারী কাউন্সিলের জন্যে আমরা এক বুলেটিন তৈরি করেছি। লিখে নাও। এক্ষুনি বাজারে বুলেটিনটা বিলোতে হবে।

লেম জোনস কাগজ পেন্সিল নিয়ে বুলেটিন লিখতে লাগলেন। সি-আই-এ বুলেটিনের খবর দিতে লাগলেন।

আজকে সকালে 'বে-অব পিগসে' কিউবার বিদ্রোহী গরিলা বাহিনী আক্রমণ সুরু করেছে।

বুলেটিনের খবর পড়ে লেম জোনসের চক্ষু স্থির হয়ে গেলো। আক্রমণ কবে এবং কোথায় হবে তার কোন খবরই লেম জোনস জানতেন না।

কিন্তু লেম জেনস বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করলেন না। তিনি জানেন খবরটা জরুরী। অতএব নিজের হাতেই বুলেটিন টাইপ করে এই খবর এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টার প্রভৃতি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দিলেন।

এবার খুব দ্রুত ল'য়ে সমস্ত ঘটনা ঘটতে লাগলো।

রাত একটা।

পোরত কাবেজা বিমান বন্দরে টাওয়ার কন্ট্রোলে বাতি জ্বলছে। মিঃ বি. ও সি-আই-এর কর্তারা উদ্বিগ্ন হয়ে সি-আই-এর হেডকোয়ার্টার থেকে হুকুমের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। কিউবান পাইলটেরা দ্বিতীয় বিমান আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত। যে মূহুর্তে মিঃ বি বলবেন : গো, সেই মূহুর্তে তারা প্লেন নিয়ে আকাশে উড়বেন।

কিন্তু মিঃ বি তাদের গো হুকুমটি দিতে পারলেন না। কারণ মিঃ বি ও তার বন্ধুবান্ধবেরা জানতেন না যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডী এই দ্বিতীয় বিমান আক্রমণের প্ল্যান নাকচ করে দিয়েছেন।

তাই সবাই টাওয়ার কন্ট্রোলে চুপ করে বসে রইলো। ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

রাত তিনটের সময় বিসেল টেলিফোন করলেন। বললেন : কিউবার উপর আর কোন বিমান আক্রমণ হবে না।

তার পরিবর্তে বি—২৬-এর পাইলটদের বলো 'বে অব পিগসে' ল্যাণ্ডিংর সময় এয়ার কভার দিতে।

মিঃ বি এই হুকুম শুনে চুপ করে রইলেন। মনে মনে বুঝতে পারলেন যে, 'বে অব পিগসে' জেতবার কোন আশাই নেই।

বে অব পিগর্স। রাত তিনটে।

প্রথম জাহাজ "হুসটন" এসে তাহার কাছে থামলো। কিউবান সৈন্যবাহিনী হৈ-হল্লা করে নৌকোতে চেপে বসলো। তাদের চীৎকারে সমুদ্রতটের নির্জনতা, নিস্তব্ধতা ভাঙ্গলো। একটু বাদে বাকী জাহাজগুলো ডাঙ্গার কাছে এলো। রাত্রের অন্ধকারে ডাঙ্গা স্পষ্ট করে দেখা যায় না। চার ব্যাটালিয়ন গরিলা

বাহিনীর ডাঙ্গায় নামতে কোন অসুবিধে হলো না। এক বাহিনী অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেললো।

*　　　*　　　*

'দিস ইজ ইনভেশন'—ফিডেল কাস্ট্রো গরিলা বাহিনী অবতরণের কথা শুনে চীৎকার করে উঠলেন।

গরিলা বাহিনীর আক্রমণের অপেক্ষা অনেকদিন আগেই ফিডেল কাস্ট্রো করেছিলেন। গুয়েতেমালার ট্রেনিং ক্যাম্পের খবরও তার কানে এসেছিলো। কিন্তু কবে, কোথায় আক্রমণ স্বরু হবে ফিডেল কাস্ট্রো জানতেন না। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন গরিলা বাহিনী হয়তো ত্রিনিদাদ সহরে নামবে। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিডেল কাস্ট্রো ত্রিনিদাদে তার সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। এসকাম্বে পাহাড়ের কাছেও কিছু সৈন্য মজুত রাখলেন।

তারপর একদিন বি—২৬ বোম্বার হাভানার চারপাশে সামরিক বিমান বন্দরগুলোকে আক্রমণ করলো। ফিডেল কাস্ট্রো অনুমান করলেন যে, আক্রমণের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তারপর খবর পেলেন কিউবা থেকে বেশ কিছু দূরে কতোগুলো বিচিত্র ধরণের জাহাজ দেখা দিয়েছে। এই খবর পেয়ে কাস্ট্রো তার মিলিটারী হেড কোয়ার্টার ক্যাম্প কলম্বিয়াতে ছুটে গেলেন। জাহাজগুলোকে ভালো করে দেখবার জন্যে একটি প্লেন পাঠালেন। কিন্তু জেট প্লেনেব ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেলো। সারাটা বিকেল রাত্র জেটের প্রতীক্ষা করে ফিডেল কাস্ট্রো ঠিক করলেন যে, জেটকে খুঁজে বার করবার জন্যে একটি হেলিকপ্টার পাঠাতে হবে।

কিন্তু তার আগেই তার কাছে খবর এলো: গরিলা বাহিনী 'বে অব পিগসে' নামতে স্বরু করেছে।

*　　　*　　　*

রাত চারটা।

কিউবা থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে হন্দুরাস সহর। সেইখানে সি-আই-এর সিক্রেট রেডিও ষ্টেশন রেডিও সোয়ান। গরিলা বাহিনী 'বে অব পিগসের' ডাঙ্গায নামবার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও সোয়ান তৎপর হয়ে উঠলো।

রেডিও সোয়ান এবার বিভীষণ বাহিনীদের উদ্দেশ্য করে কোডে খবর পাঠালো।

'বিপ্লবীর দল, আকাশের পানে তাকাও। আকাশে, রামধনু দেখা দিয়েছে।

এক্ষুনি মাছ ডাঙ্গায় উঠবে। আকাশ নীল, মাছের রং লাল। রামধনুর পানে তাকাও।'

এই সঙ্কেত ধ্বনির মানে আর কিছুই নয়। 'বিপ্লবীর দল তোমরা জাগো। গরিলা বাহিনী ডাঙ্গায় নেমেছে। তোমরা হাতিয়ার নাও। বিদ্রোহ করো। জাগো।

* * *

কিন্তু বিদ্রোহীরা জাগবার সুযোগ পেলো না।

'বে অব পিগসে' গরিলা কিউবান সৈন্য বাহিনী নামবার কয়েক ঘণ্টা বাদেই হাভানা শহরে হাজার হাজার ফিডেল কোষ্ট্রোর সমর্থকেরা চীৎকার করে বলতে লাগল।

'ফিডেল-ক্রুশ্চেভ আমরা তোমাকে চাই।'

জনতা চীৎকার করে বললো: আমরা চাই যুদ্ধ।

কাষ্ট্রো জনতার সামনে দাড়িয়ে বক্তৃতা দিতে লাগলেন।

আমরা জানি এই লড়াই কিউবান সৈন্যরা করছেনা। এই লড়াই করছে আমেরিকান সি-আই-এর কর্তারা। আমেরিকা আমাদের ধ্বংস করতে চায়। কারণ আমেরিকা বর্তমান কিউবান গভর্ণমেণ্টকে দুচোখে দেখতে পারে না।

ফিডেল কাষ্ট্রোর বক্তৃতা শুনে আবার জনতা চীৎকার করে উঠলো। 'আমরা ফিডেল কাষ্ট্রোকে চাই।'

এই গোলমাল হাঙ্গামার পর কিউবার আর কেউ ফিডেল কাষ্ট্রোর বিরুদ্ধে মাথা তুলতে সাহস করলে না। সি-আই-এর কর্তারা ভেবেছিলেন যে 'বে অব পিগস' অঞ্চলে গরিলা কিউবান সৈন্য বাহিনী নামবার পর দেশে বিপ্লব হবে, সবাই বিদ্রোহ করবে, গরিলা সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করবে। ফিডেল কাষ্ট্রোর সরকারের পতন হবে।

কিন্তু ফল হলো ঠিক তার উল্টো। সবাই ফিডেল কাষ্ট্রোর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলো।

* * *

'বে অব পিগসে' নেমেই গরিলা কিউবান সৈন্যবাহিনী বাধা পেলো! কাষ্ট্রোর সেনাবাহিনী এসে তাদের পথ রুখে দাড়ালো। একটু বাদে কাষ্ট্রোর বিমান বহর এসে গরিলা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলী চালাতে লাগলো।

গরিলা সৈন্যবাহিনী ভেবেছিলো যে তারা ডাঙ্গায় নামবার আগেই গরিলা কিউবানদের বিমানবহর হাভানার বুকে দ্বিতীয়বার আক্রমন চলেছে। হয়তো

তারা ফিডেল কাষ্ট্রোর বিমানবহরকে ধ্বংস করবে। কিন্তু তারা কী ছাই জানতো যে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী দ্বিতীয় বিমান আক্রমনের প্ল্যান বাতিল করে দিয়েছেন।

*

কিউবান বিদ্রোহীদের প্লেনগুলো পোরত কাবেজা থেকে বেশীদূর এগোতে পারেনি। পথে প্রতিটি প্লেনের মেসিনের গোলমাল স্বরু হলো। 'বে অব পিগসে' সৈন্যবাহিনীকে কভার দেয়া হলো না।

* * *

ভোর ছ'টার একটু বাদে লেম জোনস আবার সি-আই-এর হেডকোয়ার্টার থেকে একটি টেলিফোন পেলেন।

কিউবা রিভল্যুশনারী কাউন্সিলের দুই নম্বর বুলেটিন প্রস্তুত। নিউজ এজেন্সীদের খবর দাও।

কিউবার গরিলা সৈন্যবাহিনী আজ সকালে বিনাবাধায় 'বে অব পিগসে' অবতরণ করেছে। এই যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে কাউন্সিলের মেম্বররা বিশেষ ব্যস্ত আছেন। আমাদের পরবর্তী বুলেটিনে কাউন্সিলের মেম্বররা তাদের মতামত প্রকাশ করবেন।

সেদিন রাত্রে কাউন্সিলের মেম্বররা আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন বটে। কিন্তু প্রেসের কাছে মতামত ব্যক্ত করার মতো স্বাধীনতা তাদের ছিলোনা। তারা সবাই সি-আই-এর নজর বন্দী হয়েছিলেন।

* * *

কাষ্ট্রোর এয়ারফোর্স এবং সৈন্যদের আক্রমনে বিদ্রোহী গরিলা সৈন্যরা কাবু হয়ে পড়লো। তাদের কিছুই করবার যো নেই। আকাশের বুক থেকে কাষ্ট্রোর প্লেনগুলো গুলী চালাচ্ছে এবং বোমা ফেলছে। ধারে কাছে কোন বনজঙ্গল নেই যে তারা লুকোবে। আমেরিকান প্লেন ও সৈন্যবাহিনী তাদের বিপদে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। কিন্তু কোথায় আমেরিকান সৈন্য, কোথায় আমেরিকান প্লেন?

* * *

'বে অব পিগসে' কাষ্ট্রোর সেনাবাহিনীর গুলীর আঘাতে গরিলা সৈন্যরা যখন প্রান দিচ্ছে তখন পোরত রিকোতে সাঁ জুয়ান শহরে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্সের বড়োকর্তা এ্যালান ডালেস এক বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতার বিষয় হলো কম্যুনিষ্ট বিজনেসম্যান ইন ফরেইন কানিট্রস।

*　　　*　　　*

হঠাৎ একটা বোমার আঘাতে 'হুসটন' জাহাজ ডুবে গেলো।

হুসটন জাহাজে বিদ্রোহী গরিলা সৈন্যবাহিনীর সবচাইতে বেশী হাতিয়ার ও রসদ ছিলো।

হুসটন জাহাজ ডুববার পর গরিলা সৈন্যবাহিনী মুষড়ে পড়লো। বুঝতে পারলে এবার বিনা হাতিয়ারেই যুদ্ধ করতে হবে।

*　　　*　　　*

নিউইয়র্ক। ইউনাইটেড নেশনস।

কিউবার প্রতিনিধি রাউল রোয়া এক বিশেষ জরুরী সভায় কিউবা আক্রমনের সংবাদ ঘোষণা করলেন।

রাউল রোয়া জোর গলায় বললেন: আমরা জানতে চাই মিঃ বি কে? এই আক্রমনের ষড়যন্ত্র করেছে কে? আমরা জানি এর পেছনে রয়েছে সি-আই-এ। রাউল রোয়ার বক্তৃতা শুনে আদলাই ষ্টিভেনসন চটে গেলেন। তিনি রাউল রোয়ার বক্তৃতার প্রতিবাদ করলেন।

একটু বাদে ওয়াশিংটন থেকে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর পরামর্শদাতা ম্যাকজর্জ্জ বাণ্ডী এলেন।

ষ্টিভেনসন ও ম্যাকজর্জ্জ বাণ্ডীর ভেতর অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো।

এবার বক্তৃতা দেবার সময় ষ্টিভেনসনের সুর অনেক নরম হলো। সাফাই গাইবার চেষ্টা করে। তিনি আবার বললেন, কিউবা আক্রমন কিউবার বিদ্রোহী গরিলাবাহিনী করেছে। এই আক্রমনের সঙ্গে আমেরিকার কোন সম্পর্ক নেই।

*　　　*　　　*

ব্ল্যাক সী সমুদ্র তটে বসে ক্রুশ্চেভ প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে শাসিয়ে বেশ একটা কড়া চিঠি লিখলেন।

*　　　*　　　*

সন্ধ্যা সাতটার সময় লেম জোনস সি-আই-এর দপ্তর থেকে তিন নম্বর বুলেটিন পেলেন।

কিউবার বিদ্রোহী গরিলা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শিগিরই কাস্ট্রো বাহিনীর একটা বড়ো রকম লড়াই হবে।

এই বুলেটিন প্রকাশ হবার অনেক আগেই গরিলা সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালাতে সুরু করেছে।

ঘটনার গুরুতর পরিস্থিতি দেখে পোর্ট রিকো থেকে এ্যালান ডালেস ছুটে এলেন।

আবার হোয়াইট হাউসে ক্যাবিনেটের বৈঠক সুরু হলো। সবার মুখই গম্ভীর। সবাই অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছেন। সি-আই-এর কর্তারা বলছেন, যদি দ্বিতীয় বিমান আক্রমণের অনুমতি তাদের দেয়া হতো তাহলে 'বে অব পিগসের' আক্রমণ ব্যর্থ হতো না।

বিসেল বললেন : আমরা যদি গরিলাদের সাহায্য করতে প্লেন না পাঠাই তাহলে ওরা সবাই মারা পড়বে।

আর্মি ও নেভীর জেনারেলরা বিসেলের প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। কিন্তু, প্রেসিডেন্ট কেনেডী আমেরিকার প্লেন, সৈন্য বা নৌবহর কোনটাই ব্যবহার করতে চাইলেন না।

অনেক আলোচনা তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হলো যে, এক ঘণ্টার জন্যে নেভীর জেট প্লেনগুলো 'বে অব পিগসের' উপর দিয়ে উড়ে যাবে। কোন আক্রমণ করবে না। কিন্তু প্রয়োজন হলে গরিলা সৈন্যবাহিনীর বি-২৬ বোম্বারগুলোকে এয়ার কভার দেবে। —হ্যাঁ এই অনুমতির সঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডী আর একটি সর্ত জুড়ে দিলেন : নেভীর জেট প্লেনগুলো থেকে নেভীর নিশানা তুলে দিতে হবে। কেউ যেন টের না পায় এগুলো আমেরিকান নেভী প্লেন।

* * *

১৮ই এপ্রিল।

'বে অব পিগস' সমুদ্রতটে গরিলা সৈন্যবাহিনী হতাশ হয়ে বসে আছে। ফিডেল কাষ্ট্রোর সৈন্যবাহিনী তাদের রীতিমতো জবাই করেছে।

—কী তারা করবে ?

একটু বাদে হন্দুরাস থেকে সি-আই-এর রেডিও সোয়ান বলে উঠলো : কিউবার সাহসী নাগরিকগণ! আপনারা জেগে উঠুন। ফিডেল কাষ্ট্রোর বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিন। বিদ্রোহী গরিলা বাহিনীদের সাহায্য করুণ, আপনার ঘরের সমস্ত ইলেকট্রিক মেসিনগুলো চালান। বিদ্যুৎ খরচ করুণ। তাহলে কিউবার ইলেকট্রিক কোম্পানী বিকল হয়ে যাবে। কাষ্ট্রো বিপদে পড়বেন।

কিন্তু রেডিও সোয়ানের বক্তৃতা শোনবার মতো কোন লোকজন তখন কিউবাতে ছিলোনা।।

একটু বাদে খবর এলো সেকেণ্ড ও থার্ড ব্যাটালিয়ন বিপদে পড়েছে।

এগারটার সময় কাষ্ট্রোর সৈন্যবাহিনী ও প্লেন এসে এই দুই ব্যাটালিয়নকে আক্রমণ করলো।

এদিকে খানিক আগে নেভীর জেট প্লেন আকাশের বুক দিয়ে উড়ে গেলো।

গরিলা সৈন্য বাহিনীর বি-২৬ বোম্বার তার দু'ঘণ্টা পরে উড়ে এসে 'বে অব পিগসে' পৌঁছিল। তখন তাদের এয়ার কভার দেবার জন্যে কোন জেট প্লেন ছিলো না।

দেখা গেলো সময় হিসেব করতে পোরত কাবেজার কর্তারা এবং নেভীর জেনারেলের দল ভুল করেছেন। তাই বিভিন্ন সময়ে দুই দল এসে উপস্থিত হলো। কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারলো না।

*　　　*　　　*

দুটোর সময় লেম জোনস চার নম্বর বুলেটিন প্রচার করলেন।

ফিডেল কাষ্ট্রো কিউবার গরিলা সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে রাশিয়ান ট্যাঙ্ক ও মিগ প্লেন ব্যবহার করছে। বলা বাহুল্য কাষ্ট্রোর কাছে রাশিয়ান প্লেন ছিলো না।

*　　　*　　　*

ইউনাইটেড নেশনস-এ সোভিয়েত প্রতিনিধি জোর গলায় বললেন: কাল এই সভায় আদলাই ষ্টিভেনসন মিথ্যে কথা বলেছেন। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে এই আক্রমণের পেছনে রয়েছে আমেরিকার কর্তারা এবং সি-আই-এ।

*　　　*　　　*

বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময় 'বে অব পিগসের' অপারেশন শেষ হয়ে গেলো।

লেম জেনস আবার তার বুলেটিন প্রচার করলেন। অনেকে বলছেন যে, 'বে অব পিগসে' কিউবার গরিলা সৈন্যবাহিনী আক্রমণ সুরু করেছিলো। এই খবর ভুল এবং সম্পূর্ণ মিথ্যে। আসলে কিউবার পেট্রিয়টদের জন্যে কিছু রসদ সাপ্লাই করবার জন্যে একদল কিউবান 'বে অব পিগসে' অবতরণ করেছিলেন। একে কোন প্রকারেই আক্রমণ বলা চলে না।

আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার কারণ ফিডেল কাষ্ট্রো নিরপরাধ কিউবান বীরদের উপর সোভিয়েত গুলী

চালিয়েছে। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম কখনই ব্যর্থ হবে না। দীর্ঘজীবি হোক কিউবান গরিলা সৈন্য। আমাদের সংগ্রাম চলবে।

*　　　　*　　　　*

পোরত কারেজা নির্জন নীরব। প্লেনের গর্জন আর শোনা যাচ্ছেনা। —হঠাৎ এয়ারপোর্টে কতোগুলো কুলি কয়েকটা বাক্স নিয়ে প্লেনের কাছে গেলো। একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করলো: এই বাক্সের ভেতর কী আছে?

একজন কুলী হেসে বললো: ইস্তাহার!

: ইস্তাহার! প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

কুলী হেসে জবাব দিলো: হ্যাঁ, ইস্তাহার। কথা ছিলো এই ইস্তাহার 'বে অব পিগস' আক্রমণের আগে আকাশের বুক থেকে কিউবার বাসিন্দাদের কাছে বিলোন হবে। কিন্তু উত্তেজনায় আমরা এই ইস্তাহারের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এগুলো বিলোন হয়নি, তাই ভাবছি এখন কোথায় বিলোন যায়। কুলীর জবাব শুনে প্রশ্নকর্তা হাসলেন। বললেন, 'টু লেট।'

তারপর একটি ইস্তাহার নিয়ে পড়তে লাগলেন।

—ইস্তাহারে লেখা ছিলো: কিউবান নাগরিকগণ আমরা শিগ্গিরই এসে তোমাদের মুক্ত করবো।

কিম ফিলবি

'আমার নাম কিম ফিলবি, বাবার নাম সেন্ট জন ফিলবি। আমার জন্ম ভারতবর্ষের আম্বালা শহরে। তারিখ, পয়লা জানুয়ারী, ১৯১২।'

পুলিশের প্রশ্নের জবাবে আমি খানিকটা আত্মপরিচয় দিলুম।

বলতে ভুলে গেছি স্পেনের করডোবা শহরের পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলো। তাদের কাছে জবাব দিহি দিয়েছিলুম। কারণ? কারণ ওরা সন্দেহ করেছে আমি হলুম স্পাই।

সন্দেহ করবেই তো। কারণ করডোবা ছিলো যুদ্ধ সীমান্ত, যাকে বলা হয় ফ্রন্ট লাইন। আর যুদ্ধ মানে স্পেনের গৃহযুদ্ধ, সময় এপ্রিল, ১৯৩৭। আমি ছিলুম লণ্ডন 'টাইমস' পত্রিকার রিপোর্টার। আমার পত্রিকা স্পেনের গৃহযুদ্ধ কভার করতে আমাকে স্পেনে পাঠিয়েছিলো।

একদিন শুনতে পেলুম যে, করডোবা শহরে 'বুলফাইট' হবে। আমি বুল ফাইট কোনদিন দেখিনি। তাই এই খেলা দেখবার খুবই প্রলোভন হলো। কিন্তু খেলা দেখবার চাইতে করডোবা শহর দেখবার আমার আর একটা গৌণ কারণ ছিলো। আমি ফ্রন্ট লাইনের ধারে কাছে গিয়ে যুদ্ধ দেখতে চাই। ফ্রন্ট লাইনের গোপন খবর চাই।

প্রথমে শুনেছিলুম করডোবা শহরে যেতে হলে পারমিট দরকার হয়। কর্তৃপক্ষের কাছে পারমিটের জন্যে গেলুম। কিন্তু আমার কথা শুনবার মতো তাদের তখন সময় বা আগ্রহ ছিলো না। সবাই মদ খাচ্ছিলো। আমার অনুরোধ শুনে একজন মেজর আমাকে বললোঃ করডোবা শহরে যেতে চাইছো? যাও। কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে! শুধু ট্রেনে চেপে বসলেই হলো।

আমি মেজরের কথানুযায়ী করডোবা যাবার একটি ট্রেনে চেপে বসলুম। তারপর বিকেলে এসে করডোবা শহরে হোটেল "দেল গ্রান কাপিতানে" আশ্রয় নিলুম।

শহর ঘুরে বেড়ালুম। যা দেখতে চেয়েছিলুম দেখতে পেলুম। ছোট একটা কাগজে কয়েকটি জরুরী টুকরো খবর টুকে নিলুম। খবর গুলো সিক্রেট।

কিন্তু রাত্রি বেলায় আমার বিপদ ঘনিয়ে এলো। গভীর রাত্রে আমার দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। ঘুমন্ত চোখ দিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

দেখতে পেলুম দরজার সামনে দুজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। চোখটা একবার রগড়ে নিলুম। আবার ভালো করে তাকালুম। হ্যাঁ, পুলিশই বটে।

: সেইনর ফিলবি···

: সী-সী, সেইনর।

: আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন—পুলিশ আমাকে বললো।

ওদের কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলুম। কোথায় যাবো—আর কেনই বা আমাকে ওরা ডাকছে!

: কোথায় যাবো? আমি একটা প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলুম।

: থানায়। আপনাকে আমরা জেরাবন্দী করবো।

এই কথার পর আর আপত্তি করা চলে না। আমি ওদের সঙ্গে থানায় এলুম।

থানায় এসে আমার মনে পড়লো আমার পকেটে ছোট কাগজে যে সব সিক্রেট কথা লিখে রেখেছিলুম সেই কাগজটি আমার পকেটে লুকানো আছে। সর্বনাশ! এবার আমি কী করবো? পুলিশ যদি এই কাগজটি খুঁজে পায় তাহলে তাদের মনে আর কোন সন্দেহ থাকবে না কিম ফিলবি কে? তারা জানতে পারবে কিম ফিলবি হলো স্পাই।

থানায় গিয়ে এক মেজরের কাছে নিজের পরিচয় দিলুম। মেজর আমার পাশপোর্টটি নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন করডোবা শহরে আসবার পারমিট কোথায়?

বললুম: করডোবা শহরে আসবার আগে আমি হেড-কোয়াটারে পারমিটের জন্যে গিয়েছিলুম। কিন্তু ওরা আমাকে বললো পারমিটের দরকার নেই।

আমার কথা শেষ হবার আগেই মেজর আমাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বেশ, তোমার ফিরে যাবার টিকিট কোথায়?

আমি এবার অনুনয়-বিনয় করে বললুম, মাপ করবেন। আমার কাছে কোন রিটার্ণ টিকিটও নেই। ভেবেছিলুম কাল সকালে ফিরে যাবার টিকিট কাটবো······

এবার মেজর আমার কথা শুনে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, ঝুট

রাত। বিকেলে এসেই সকালে কেউ করডোবা থেকে চলে যায়! তুমি এসেছিলে করডোবা শহরে গোপন খবর সংগ্রহ করতে। তুমি হলে স্পাই।

এই বলে মেজর দুজন পুলিশকে ডেকে বললেন, একে সার্চ করো। প্রথমে এর স্যুটকেশ খুঁজে দেখো। তারপর এর বডি সার্চ করো।

বডি সার্চ করার কথা শুনে আমি চিন্তিত হলুম। কারণ আমার দেহ খানা-তল্লাসী করলে পুলিশ সেই গুপ্ত কাগজটি দেখতে পাবে। কাগজ সরিয়ে নেবার কোন সুযোগ নেই। আমার চোখের সামনে পুলিশ দাড়িয়ে আছে। ভাবতে লাগলুম কী করে এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাই।

পুলিশ আমার স্যুটকেস সার্চ করে কিছুই পেলো না।

এবার পুলিশ আমার বডি সার্চ করতে এলো। বললো, এবার তোমাকে সার্চ করবো।

আমি বুঝতে পারলুম আমার বিপদ ঘনিয়ে এসেছে। প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে মূল্যবান। সময় নষ্ট করলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। আমি এবার একটা চালাকী করলুম।

আমার পকেট থেকে মণিব্যাগটি বের করলুম। তারপর ইচ্ছে করেই মণিব্যাগটি মাটিতে ফেলে দিলুম। মণিব্যাগে বিস্তর পয়সা ছিল।

ব্যাস আমার মণিব্যাগ দেখে তিনজনেই হিংস্র বাঘের মতো মণিব্যাগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মূল্যবান কাগজটি সরাবার খানিকটা সময় পেলুম। আমি আর দেরী করলুম না। পকেট থেকে কাগজটি বের করে মুখে পুরলুম। তারপর কাগজটি গিলে ফেললুম। আমার বিপদ কাটলো।

মণিব্যাগ খুঁজে ওরা কিছু পেলো না। মেজর এবার আমাকে বেশ বড় রকমের রাজনৈতিক বক্তৃতা দিলেন। তারপর আমাকে ছেড়ে দিলেন।

আসবার সময় বার বার বললেন, আজকের রাত্রের ট্রেনেই তুমি কারডোবা শহর ত্যাগ করবে।

আমি মেজরের আদেশ অমান্য করিনি। সেদিন রাত্রে আমি ট্রেনে চেপে সেভিল শহরে ফিরে এলুম।

জীবনে আমি এতো বড়ো বিপদের সম্মুখীন কখনই হইনি। তাই আমার জীবনের ফিরিস্তি দেবার আগে আমার কাজে যে বাধা বিপত্তি ছিলো তারই খানিকটা আভাষ আপনাদের দিলুম।

* * *

আমি কে? জার্নালিষ্ট না ডবল এজেণ্ট?

জার্ণালিজম করা ছিলো আমার মুখোস। বলতে পারেন কভার জব।

আর ডবল এজেন্ট ? ১৯৫৫ নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে কর্ণেল মার্কাস লিপটন জিজ্ঞেস করলেন কিম ফিলবি কে ? স্পাই না থার্ডম্যান ?

ম্যাকমিলন কিন্তু সেদিন ব্রিটিশ ফরেইন মিনিষ্টার। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বললেন, কিম ফিলবি থর্ডম্যান নয়। কিম ফিলবি এই দেশের কোন গুপ্ত খবর শত্রুকে দেয়নি।

সত্যিই আমি থার্ডম্যান বা ডবল এজেন্ট নই। কিন্তু ম্যাকমিলানের জবাবে খানিকটা ভুল ছিলো। সেই ভুলটা আমি সংশোধন করে দিচ্ছি। আমি ছিলুম সোভিয়েত গুপ্তচর। আরো সহজে বলতে পারেন আমি ছিলুম মস্কোর প্লানটেড ম্যান ইন ব্রিটিশ সিকিউরিটি সার্ভিস। আমি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকতে পারি বটে। কিন্তু মস্কোর সঙ্গে কোনদিনই বেইমানী করিনি। কারণ, আমি তো সামান্য অর্থের লোভে গুপ্তচরের কাজ করছি। আমি মনে প্রাণে কম্যুনিজম এবং সোভিয়েত দেশের নীতিকে সমর্থন করতুম। আর সোভিয়েত নীতিকে সমর্থন করতুম বলেই আমার কাজে ছিলো ব্রিটিশ সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চপদে কাজ করা যাতে জানতে পারি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মস্কোর বিরুদ্ধে কী কাজ করছেন ? বলতে পারেন আমি ছিলুম সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স অফিসার।

*　　*　　*

এবার আমার জীবনের অতীতের খানিকটা আভাষ আপনাদের দিই।

ভারতবর্ষ থেকে আমার বাবা আরব দেশে চলে এলেন। আমি কেম্ব্রিজে পড়াশুনা করতে চলে এলুম। তখন কেম্ব্রিজে বামপন্থী চিন্তাধারার ঢেউ বইছে। আমাদের ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নে সবাই কম্যুনিজম ও লেবার পার্টি নিয়ে আলোচনা করে। আমিও বামপন্থী দলের সঙ্গে যোগ দিলুম এবং এইখানে আমার কম্যুনিজমে হাতেখড়ি হলো। কয়েক দিনের ভেতর আমি হলুম কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটি সোশ্যালিষ্ট ষ্টাডির একজন পাণ্ডা। কম্যুনিজম সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশুনা করতে লাগলুম। কলেজ থেকে যখন বেরুলুম তখন আমি হলুম মার্কামারা কম্যুনিষ্ট। কিন্তু আমি কম্যুনিষ্ট নীতিতে বিশ্বাস করি এই কথা কেউ জানতে পারলো না।

কলেজ থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছি, চাকুরির খোঁজ করছি। এমনি সময় স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধলো। টাইমস্ পত্রিকায় ওয়ার করেস্পণ্ডেণ্টের কাজ পেলুম। আমার কাজ হলো স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অধীনে যে সব এলাকা ছিলো সেই

এলাকা থেকে টাইমসে খবর পাঠানো। আমার সুবিধেই হলো। আমার মস্কোর বন্ধুরা বললেন, ভালোই হলো। ঐ অঞ্চল থেকে আমাদের কাছে খবর পাঠাবার জন্যে কেউ নেই। তুমি গেলে আমরা কিছু খবরাখবর পাবো।

আমি লণ্ডন টাইমসের কাজ নিয়ে স্পেনে গেলুম। কিন্তু আসল কাজ হলো মস্কোর কাছে খবর পাঠানো।

আর এই খবর পাঠাতে গিয়ে আমি কি মুস্কিলে পড়েছিলুম তার খানিকটা আভাষ আপনাদের গল্পের ভূমিকাতেই দিয়েছি।

* * *

স্পেনের যুদ্ধ শেষ হলো, তারপর এলো ইয়োরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধ সুরু হবার আগে আমি জার্মান নাৎসীদের সঙ্গে খানিকটা মাখামাখি করেছিলুম। ওরা তো জানতো না আমার আসল পরিচয় কী? কিন্তু এই মাখামাখির গৌণ উদ্দেশ্য ছিলো, পরে বলবো। কিন্তু যখন যুদ্ধ বাধলো তখন আবার লণ্ডন টাইমসের কাজ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে গেলুম। কিন্তু তারপর যখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইয়োরোপ থেকে পালিয়ে এলো তখন আমি হলুম বেকার।

* * *

লণ্ডন, ফ্লীট স্ট্রীট, লণ্ডন টাইমসের দপ্তর।

ফরেইন নিউজ এডিটার রালফ ডেকিন আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন।

: কিম আজ আমাকে ওয়ার অফিস থেকে ক্যাপ্টেন লেসলী শেরিডান টেলিফোন করেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কিম কী কাজ করছে? ওরা তোমাকে কোন একটা কাজে বহাল করতে চায়।

আশ্চর্য্য! আমি তো ক্যাপ্টেন লেসলী শেরিডানকে চিনিনা। একটা জবাব দেবার চেষ্টা করলুম।

হ্যাঁ, এই শেরিডান লোকটিকে আমার একেবারই পছন্দ হয়নি। লোকটা আমাকে বললো যুদ্ধের আগে নাকি ডেলী-মিরর কাগজে কাজ করতো। যাক শেরিডানের কথা ভুলে যাও। আমরা ভাবছি আবার তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবো।

আমি কিন্তু ডেকিনের নির্দেশানুযায়ী শেরিডানকে ভুলে গেলুম না। ব্যাপারটা কী তলিয়ে দেখাই যাকনা কেন?

ডেকিনের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে আমি শেরিডানের সন্ধানে গেলুম। সেখানে গিয়ে মিস্ মারজরি মক্সের সঙ্গে দেখা হলো। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার

রাজনীতির কথা হলো। ভদ্রমহিলা আমাকে আর একদিন আসতে বললেন। আবার দ্বিতীয় দিন গেলুম। সেদিন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমারই পরিচিত এক ভদ্রলোকের দেখা পেলাম। এই ভদ্রলোকের নাম হলো গাই বার্জেস।

গাই বার্জেস আমার মতো বামপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের মেম্বার ছিলো। গাই বার্জেসকে দেখে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা স্পষ্ট সরল হয়ে গেলো। বুঝতে পারলুম বার্জেসই আমাকে দলে টেনে এনেছে।

থাক আমি সিক্রেট ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে [এস. আই. এস] কাজ নিলুম। আমার কাজের সহকর্মী হলেন গাই বার্জেস।

* * *

সিক্রেট ইনটেলীজেন্স সার্ভিস এক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ অর্গানিজেশন। কিন্তু সেদিন এই অর্গানিজেশনের ভেতর কোন রহস্য ছিলো না। যুদ্ধ সবেমাত্র সুরু হয়েছে। শত্রুপক্ষের গুপ্ত খবরাখবর সংগ্রহ করার জন্যে এই দপ্তর সৃষ্টি করা হয়েছিলো। আমি সেকসন ডি'তে (ডেষ্ট্রকশন) কাজ স্বরু করলুম।

আমার জীবন কাহিনীর পুরো ফিরিস্তি দিয়ে আপনাদের মন ভারাক্রান্ত করবো না। শুধু সংক্ষেপে বলবো এই সিক্রেট সার্ভিসের কাজটা আমার মনঃপূত হয়েছিলো। কারণ আমি জানতুম যে, এই দপ্তরে কাজ করলে আমি ব্রিটীশ গভর্ণমেন্টের সমস্ত গোগন খবরাখবর জানতে পারবো এবং সেই সব খবরাখবর মস্কোতে পাঠাতে পারবো। দপ্তরে আমি খুবই মন দিয়ে কাজ করতুম। দপ্তরের কোন পলিটিক্সে কখনই যোগ দিতুম না।

প্রথমে আমাদের দপ্তরে শুধু পুলিশের লোক কাজ করতেন। কিন্তু পরে হিসেব করে দেখা গেলো যে স্পাইর কাজের জন্যে শুধু পুলিশের লোক দিয়ে কাজ চলবে না। কারণ সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গোপন খবর সংগ্রহ করার নিয়ম পাল্টেছে। আজকাল এই কাজের জন্যে পুলিশের চাইতে ইনটেলেকচুয়ালদের প্রয়োজন বেশী। তাই সেদিন আমাদের দপ্তরে অনেক অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের সেরা ছাত্র এসে কাজ নিলো। এদের মধ্যে গ্রেহাম গ্রীন, ট্রেভর রোপার, ডেনিস হুইটলী, জন লা কারে এবং ইয়ান ফ্লেমিংর নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধ পরবর্তী জীবনে এরা সবাই দুনিয়ার কাছে বিখ্যাত সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত হয়েছেন।

মোটকথা বলতে পারেন আমাদের সিক্রেট ইনটেলীজেন্স সার্ভিস হলো অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজের ইনটেলেকচুয়াল ক্লাব। আমাদের কাজ ছিলো বিদেশ থেকে সিক্রেট খবর সংগ্রহ করা।

যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেলো।

বুঝতে পারলুম এবার হয়তো পাততাড়ি গোটাতে হবে। হয়তো বেকার হবো। কিন্তু সিক্রেট ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে আমার থাকা একান্ত প্রয়োজন। কী করি, এই নিয়ে মস্কোর বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলুম। তারাও আমার সঙ্গে একমত। আমার সিক্রেট সার্ভিসে থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ শত্রুর নিপাতন হয়েছে, এবার সবাই মস্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম সরু করবে। ব্রিটেনের কাছে কম্যুনিষ্ট মস্কো তো জুজুবুড়ী।

আমি খবর পেলুম শিগি্‌রই কম্যুনিষ্ট দেশগুলো থেকে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবার জন্যে একটা নতুন সেকশন খোলা হচ্ছে। এই সেকশনের নম্বর হলো সেকশন নাইন ইনচার্জ অব কম্যুনিষ্ট কান্ট্রিস। আমার মস্কোর বন্ধুরা বললেন যেমনি করেই হোক আমাকে এই সেকশনের দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু আমার চাইতে এই কাজের জন্যে আর একজন উপযুক্ত লোক ছিলো। এই লোকটির নাম হলো ফেলিক্স কার্ডগিল। ফেলিক্স কার্ডগিল ছিলো আমার বিশেষ বন্ধু এবং তার কর্মদক্ষতার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিলো। কিন্তু ফেলিক্সের বিস্তর শত্রু ছিলো।

প্রথমে ফেলিক্স কার্ডগিলকে ডিঙ্গিয়ে এই কাজটা নিতে আমার সঙ্কোচ হলো। কারণ আমি জানতুম ফেলিক্স আমাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু আজ কর্তব্যের খাতিরে ফেলিক্স কার্ডগিলের সঙ্গে বেইমানী করলুম। কার্ডগিলের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলুম। তারপর তাদের সাহায্যে নিয়ে আমি সেকশন নাইনের বড় কর্তা হলুম।

সেকশন নাইনের দায়িত্ব নিয়ে আমি নতুন প্রেরণায় কাজ সুরু করলুম। কিছুদিন বাদে শেকসন ফাইভকে আমার শেকসনের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হলো। সেকশন ফাইভের কাজ ছিলো ব্রিটীশ হোম ইনটেলীজেন্স সার্ভিস এম-আই ফাইভকে খবরাখবর দেয়া।

এই দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে আমি বিদেশ সফরে বেরুলুম। আমার কাজ হলো বিদেশে আমাদের ইনটেলীজেন্স সার্ভিসকে নতুন করে তৈরী করা।

আমাদের বিদেশের ইনটেলীজেন্সগুলোর কাজকর্ম দেখে বুঝতে পারলুম যে, আমাদের কাজের ভেতর অনেক গলদ ত্রুটী আছে। বুঝতে পারলুম যে, আমাদের কাজের ধারা না পাল্টালে আমরা কখনই মস্কোর বিরুদ্ধে কাজ করতে পারবোনা। সেদিন আমাদের দুর্বলতা দেখে আমি মনে মনে খুশীই হয়েছিলুম।

সফর থেকে ফিরে এসে আমার সেকশনকে নতুন করে গড়ে তুললুম। পুলিশের লোকদের বাদ দিয়ে মেধাবী ইনটেলেকচুয়ালদের কাজে নিযুক্ত করলুম। একটা কম্যুনিষ্ট সেল তৈরী করলুম। এই সেলের দায়িত্ব বব ফ্যার্ স্থান্ট বলে একটি লোককে দিলুম। সিক্রেট সার্ভিস থেকে রিটায়ার করে ভদ্রলোক কম্যুনিজমের উপর অনেক বই লিখেছিলেন।

কিন্তু কিছুদিন বাদে হঠাৎ একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটলো। সেই ঘটনার খবর পেয়ে আমি চিন্তিত হলুম। বুঝতে পারলুম আমি যদি এবার সতর্ক না হই তাহলে ধরা পড়বো। সবাই জানতে পারবে আমি হলুম সোভিয়েত স্পাই।

আর এই ঘটনা হলো ভলোকভ কেস। এবার শুনুন সেই ঘটনা।

* * *

তুরস্কের শহর ইস্তানবুল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ, আগষ্ট মাস।

সোভিয়েত কন্সুলেট জেনারেলের ভাইসকন্সুল কনষ্টানটিন ভলোকভ ব্রিটীশ কন্সুলেট জেনারেলের অফিসে ভাইস-কন্সুল মিঃ পেজের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

কনষ্টানটিন ভলোকভকে দেখে মিঃ পেজ বেশ একটু বিস্মিত হলেন। কারণ এইভাবে প্রকাশ্যে ভলোকভ যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে এ ছিলো মিঃ পেজের চিন্তা ধারার বাইরে।

ঃ গুড মর্ণিং—

ঃ গুড মর্ণিং —মিঃ পেঁজ জবাব দিলেন।

ঃ আমার নাম হলো কনষ্টানটিন ভলোকভ। আমি হলুম সোভিয়েত কন্সুলেট জেনারেলের······

ভলোকভের কথা শেষ হবার আগেই মিঃ পেজ জবাব দিলেন ঃ আমি জানি আপনি হলেন সোভিয়েত কন্সুলেট জেনারেলের ভাইস কন্সাল।

—ভলোকভ ম্লাণ হেসে বললেন ঃ না, আমি হলুম এন-কে-ভি-র (পুরো নাম হলো Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del, ইংরাজীতে Peoples Commissariat for Internal Affairs] এজেণ্ট।

ভলোকভের জবাব শুনে মিঃ পেজের বিস্ময় বাড়লো। এন, কে, ভি ডি'র এজেণ্ট যে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে একথা কিন্তু তিনি ভাবতেই পারেননি। কিন্তু তার পরবর্তী আলাপ আলোচনায় তার বিস্ময় আরো বাড়লো।

ঃ বলুন আমি কী করতে পারি ?

ঃ আমি এবং আমার স্ত্রী ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিতে চাই। আমার স্ত্রীর নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে।

ঢোঁক গিলতে গিলতে মিঃ পেজ জিজ্ঞেস করলেন তারপর!

ঃ এই আশ্রয়ের পরিবর্তে আমি ব্রিটিশ সরকারকে অনেক মূল্যবান খবর দেবো,—ভলোকভ জবাব দিলো।

ঃ কী ধরণের খবর? মিঃ পেজের বিস্ময় তখনও দূর হয়নি।

আমি ব্রিটেনে যে সব সোভিয়েত স্পাই কাজ করছে তাদের নাম জানি। বর্তমানে আপনাদের দেশে তিনজন সোভিয়েত স্পাই কাজ করছে। তারা বড়ো বড়ো সরকারী কাজ করছেন। দুজন ফরেইন অফিসে কাজ করছেন! তৃতীয়জন কাউন্টার ইনটেলীজেন্সের বড়ো অফিসার।

মিঃ পেজ লাফিয়ে উঠলেন। চীৎকার করে বললেন ঃ অসম্ভব। ইমপসিবল।

ঃ ইমিপসবল নয়। আপনারা আরো মূল্যবান খবর চান, আমি সেই সব খবর দেবো। কিন্তু তার পরিবর্তে আমাকে আপনাদের দেশে আশ্রয় দিতে হবে।

মিঃ পেজ এবার খানিকটা সময় চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন ঃ আপনি একটু বসুন। আমি এক্ষুণি আসছি।

দৈবক্রমে ব্রিটিশ এম্বাসডার স্যর মরিস পেটারসন ইস্তানবুলে বেড়াতে এসেছিলেন। মিঃ পেজ এবার গিয়ে তার এম্বাসডারের সঙ্গে দেখা করলেন।

ব্রিটিশ এম্বাসডার নিজের ঘাড়ে ঝুক্কি নিতে চাইলেন না। বললেন ঃ ভলোকভকে কোন প্রতিশ্রুতি দেবার আগে লণ্ডন থেকে অনুমতি আনতে হবে। লণ্ডনে তার পাঠাও।

মিঃ পেজ আপত্তি করলেন। বললেন ঃ স্যার তার পাঠান সম্ভব নয়। কারণ এই মাত্র ভলোকভ আমাকে বললো যে তার সঙ্গে যে, কথাবার্তা হয়েছে সেই খবর যেন টেলীগ্রামে না পাঠান হয়। কারণ সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিস আমাদের কোড ভাঙ্গতে পেরেছে।

ঃ বেশ তাহলে ব্যাগে এই খবর লণ্ডনে পাঠাও। দেখা যাক লণ্ডন কী বলে, এম্বাসডার জবাব দিলেন।

মিঃ পেজ বাইরে এসে ভলোকভকে বললেন ঃ আপনাকে এক্ষুণি হাঁ বা না কোন জবাব দিতে পারব না। কারণ লণ্ডনের বিনানুমতিতে আমরা কিছুই করতে পারব না। ভলোকভ উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা করতে রাজী হলেন। শুধু এর সঙ্গে দুটি সর্ত জুড়ে দিলেন। লণ্ডনের ফরেইন অফিসে যেন

এই খবর টাইপ না করে পাঠান হয়। মিঃ পেজ নিজের হাতে এই চিঠি লেখেন। কারণ কথাপ্রসঙ্গে ভলোকভ মিঃ পেজকে বললেন যে, মিঃ পেজের অফিসে সোভিয়েত স্পাই কাজ করছে। আর দ্বিতীয়তঃ এই খবর ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পাঠাতে হবে ওয়্যারলেস টেলীগ্রামে নয়।

মিঃ পেজ ভলোকভের এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। ঠিক হলো তিন সপ্তাহ বাদে ভলোকভকে লণ্ডনের উত্তর জানান হবে।

ভলোকভ চলে গেলেন।

* * *

এই ঘটনার কয়েকদিন বাদে সিক্রেট ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের বড়োকর্তা মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট মেনজিস আমাকে তার ঘরে ডেকে পাঠালেন।

আমরা বড়োকর্তাকে সংক্ষেপে 'C' বলে ডাকতুম। [ইয়ান ফ্লেমিং জেমস বণ্ডের গল্পে ও জন লা কারে তাদের পরবর্তী কাহিনীতে প্রায়ই ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের বড়োকর্তাকে 'C' বলে উল্লেখ করেছেন।]

'C' আমাদের কাছে একটি টপ সিক্রেট ফাইল তুলে দিলেন। বললেন, কিম ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। তুমি হলে আমাদের কম্যুনিষ্ট এক্সপার্ট। এই কাজের ইনভেষ্টিগেশনের ভার তোমার উপরেই দিলুম।

নিজের ঘরে এবার 'টপ সিক্রেট' ফাইলটি নিয়ে এলুম। ফাইলের সারাংশ পড়ে আমি স্তম্ভিত হলুম। স্বয়ং ভলোকভ বিবৃত কাউন্টার ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্তা, আর কেউ নয়—স্বয়ং আমি, কিম ফিলবি।

পেজকে ভলোকভ যে কথা বলেছিলো সেই কাহিনী পড়ে আমার মাথা গরম হয়ে উঠলো। ভাবতে লাগলুম এবার কী করি! সেক্রেটারীকে ডাকলুম। বললুম আমি একটু কাজে ব্যস্ত আছি। কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। অনেকক্ষণ ধরে নিজের মনে মনে ভাবতে লাগলুম এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাই কী করে। ঘাবড়ালে চলবে না। মনের দ্বিধা বা সঙ্কোচ প্রকাশ করলে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারি। অনেক ভেবে চিন্তে 'C'-কে বললুমঃ ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। অতএব খুব ভালো করে তদন্ত হওয়া দরকার। তারপর ভেবে চিন্তে এ্যাকশন নেয়া যাবে।

আমার উপর 'C'-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। তিনি আমার কথা শুনে বললেনঃ বেশ কিম, আজ রাত্রে এই টপ সিক্রেট ফাইলটি তোমার কাছে রাখো। কাল সকালে তোমার মতামত কী আমাকে জানিও।

তদন্ত করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। কারণ সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে স্বচ্ছ সরল হয়ে আছে। ভলোকভও মিঃ পেজের কাছে নিজের দর বাড়াবার জন্যে কয়েকটি কথা বাড়িয়ে বলেছিলো। প্রথমতঃ ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের কোড ভাঙ্গবার কথা সম্পূর্ণ অতিরঞ্জিত। আমরা 'ওয়ান টাইম প্যাড (O. T. P.) ব্যবহার করতুম। [এই বইয়ের পরবর্তী একটি অধ্যায়ে কোড ও সাইফার এবং ওয়ান টাইম্ প্যাডের পুরো কাহিনী বলা হয়েছে] আর এই ওয়ান টাইম প্যাড কখনই ভাঙ্গা যায় না। বুঝতে পারলুম ভলোকভ এই ব্যাপারে মিঃ পেজের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে।

আমার মনে আর একটি চিন্তা জাগলো। 'C' আমাকে এই কেসের তদন্ত করবার ভার দিয়েছেন। সত্যি, কিন্তু আমি তো লণ্ডনে বসে তদন্ত করবো এবং তারপর আমার মতামত Center কে জানাবো। লণ্ডন নির্দেশ ইস্তানবুলে পাঠাবে। তারপর কী হবে? আমি বিপদের আশংকা করলুম। এই ব্যাপারে সামান্য ভুল ক্রটী হলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। ঠিক করলুম আমি নিজে ইস্তানবুলে গিয়ে এই কেসের তদন্ত করবো। ব্যাপারটা এতো জরুরী যে অন্য কারো হাতে এই কাজের দায়িত্ব দেয়া যায় না।

পরের দিন 'C' কে আমার মতামত জানালুম। বললুম আমাদের ফাইলে অনেক ভলোকভ আছে। কিন্তু এই রহস্যর আরো ভালো করে তদন্ত করবার জন্যে লণ্ডন থেকে একজনকে পাঠান উচিত।

'C' আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন, তুমি আমার মনের কথাই বলেছ কিম্। আমিও কাল থেকে ভাবছি যে, এই কেস তদন্ত করবার জন্যে লণ্ডন থেকে কাউকে পাঠান উচিৎ। কিন্তু কাকে এই কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই সেইটি চিন্তা করছি। আমাদের কায়রোর চীফ ইন্‌টেলীজেন্স অফিসার ব্রিগেডিয়ার ডগলাস রবার্টস্ কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে লণ্ডনে এসেছেন। ভাবছি ব্রিগেডিয়ার রবার্টস্‌কে এই কেস তদন্ত করতে পাঠাবো। মিডল ইষ্ট ওর ভালো করে জানা আছে। রাশিয়ান ভাষা চমৎকার বলেন। তুরস্কের ইনটেলীজেন্স অফিসের সঙ্গে ওর বেশ হৃদ্যতাও আছে।

'C' এর প্রস্তাব শুনে আমি চম্‌কে উঠলুম। বুঝতে পারলুম আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেছে। আমার বদলে ব্রিগেডিয়ার রবার্টস ইস্তানবুলে গেলে আমার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। কী করি!

Center বললেন যে, এই ব্যাপার নিয়ে উনি বিকেলে ব্রিগেডিয়ার রবার্টসের সঙ্গে আলোচনা করবেন এবং পরে আমাকে এই আলোচনার ফলাফল জানাবেন।

সেদিন বিকেল বেলা আমি মস্কোর বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলুম এবং ভলোকভের বিবৃতির একটা সারাংশ তাদের দিলুম। বললুম, এখন সাবধান না হলে পরে বিপদ বাড়বে। একটু বাদে লণ্ডন থেকে মস্কোতে কোডে খবর গেলো : লণ্ডন কলিং মস্কো............

কিন্তু সেদিন বিধাতা আমার প্রতি সদয় ছিলেন। বিকেলে 'O' এসে বললেন যে, ব্রিগেডিয়ার রবার্টস তার ছুটী নাকচ করে ইস্তানবুলে যেতে রাজী ন'ন।

আমি এবার মরীয়া হয়ে বললুম, তাহলে আমাকে ইস্তানবুলে যেতে দিন। আমি এই কথা বলে 'O' এর মুখের পানে তাকালুম। না, 'O' এর মুখে কোন সন্দেহের ভাব জাগেনি। তারপর খানিকটা সময় বাদে center যখন আমাকে বললেন : অলরাইট, তুমিই ইস্তানবুলে যাও। তখন আমার মন আনন্দে নেচে উঠলো।

এই সব আয়োজন বন্দোবস্ত করতে তিনটি দিন কেটে গেলো। আমরা ব্যাগে ইস্তানবুলের কাছে খবর পাঠালুম যে, ভলোকভ কেস তদন্ত করতে কিম ফিলবি নিজেই ইস্তানবুলে যাবে। ঠিক হলো ইস্তানবুলে মিঃ পেজ ও মিঃ রীড আমাকে এই কাজে সাহায্য করবেন। ভলোকভের সঙ্গে দেখা করবার সময় মিঃ রীড ও এম্বাসীর আর একজন আমার সঙ্গে যায় যেন। মিঃ রীড ভালো রাশিয়ান জানেন। এতএব ভলোকভকে উনিই প্রশ্ন করবেন।

আমি চিন্তা করতে লাগলুম। মিঃ রীডকে এড়াই কী করে? কারণ যদি ভলোকভ রাশিয়ান ভাষায় রীডের কাছে সমস্ত কথা খুলে বলেন তাহলে বিপদ হবে। ঠিক করলুম রীডকে বলবো যে, ভলোকভকে বর্তমানে বেশী প্রশ্ন করার দরকার নেই। কারণ ইস্তানবুল নিরাপদ জায়গা নয়। আমরা ভলোকভের সঙ্গে দেখা বা কথা বলছি এই খবর মস্কোর কর্তারা জানতে পারলে আমাদের সমস্ত কাজে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আমাদের কাজ হলো ভলোকভকে কোন নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া। পরে তাকে প্রশ্ন ও জেরা করতে হবে।

নিজের মনে মনে ভেবে দেখলুম আমার প্ল্যানের ভেতর যুক্তি আছে। হয়তো রীড আমার কথানুযায়ী কাজ করতে রাজী হবে।

ইস্তানবুলে এলুম। দিনটা ছিলো শুক্রবার, ছুটির দিন। আমাদের দপ্তরের ষ্টেশন চীফ সিরিল মাশরে এয়ারপোর্টে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। যদিও সিরিল মাশরে ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করতেন তবু আমাদের ইস্তানবুল এম্বাসী ভলোকভ ব্যাপারের কোন আভাষই তাকে দেননি। তাই মাশরেকে

আমার আগমনের কথা খুলে বললুম। মাশয়ে আমার মুখে ভলোকভের কাহিনী শুনে অবাক হলো।

বিকেল বেলা আমরা দুজনে এম্বাসীর কাউন্সিলার—মিনিষ্টার নক্স হেলমের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। হেলমের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলুম আমার আগমনে নক্স হেলম একটুও খুশী হ'ননি। ঠিক হলো, এই ব্যাপার নিয়ে এম্বসডারের সঙ্গে পরের দিন বিস্তৃত আলোচনা হবে।

একটা দিন নষ্ট হলো। তারপরের দিন এম্বসডার প্যাটারসন আমাকে তার সঙ্গে গল্প করে কাটাতে বললেন। এম্বসডারকে আমি আগে থেকেই চিনতুম। সারাটা দিন আমি হেলম্ ও প্যাটারসন গল্প করে কাটালুম। কিন্তু এম্বসডারের কথাবার্তায় বুঝতে পারলুম উনি আমার সঙ্গে ভলোকভের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ কোন আলোচনা করতে চাননা।

বাধ্য হয়ে আমিই ভলোকভের প্রসঙ্গ নিজেই উত্থাপন করলুম। এম্বসডার আমার পানে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি তাকে আমার ইস্তানবুলে আগমনের কারণ বললুম।

ঃ ফিলবি, ফরেইন অফিসের বিনানুমতিতে আমি তোমাকে এখানে কোন কাজ করতে দিতে পারি না—এম্বসডার আমাকে স্পষ্ট বললেন।

আমি বললুমঃ ইয়োর ইক্সলেন্সী, আমি লণ্ডন থেকে আসবার আগে ফরেইন অফিসের অনুমোদনপত্র নিয়েছি। ফরেইন অফিস আমার প্ল্যানকে পুরো সমর্থন করেন।

ঃ তাহলে এই ব্যাপারে আমার বলবার কিছুই নেই—শুকনো নিরাশ কণ্ঠে এম্বসডার জবাব দিলেন।

আমাদের কাজ সুরু হলো।

পেজ সোভিয়েত কনসুলেটে টেলিফোন করলেন, বললেনঃ ভলোকভকে চাই।

পেজের সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিস্ময় প্রকাশ করলুম। পেজ বললোঃ আশ্চর্য্য। আমি টেলিফোনে ভলোকভকে চাইলুম, একটা লোক টেলিফোনে জবাব দিলো যে, তার নামই ভলোকভ। কিন্তু আমি জানি লোকটা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলছে। কারণ ভলোকভের কণ্ঠস্বর আমি চিনি। আমি চুপ করে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না। বুঝতে পারলুম আমার মস্কোর বন্ধুরা ভলোকভের ব্রিটীশ এম্বাসীর সঙ্গে যোগাযোগের খবর পেয়েছেন।

পেজ আবার দুতিনবার ভলোকভকে টেলিফোন করলেন। কিন্তু

প্রতিবারেই আমাদের নিরাশ হতে হলো। জবাব পেলুম : ভলোকভ নেই, কিংবা বেরিয়ে গেছেন,·········ইত্যাদি।

পরের দিন সোভিয়েত কনস্যুলেটে আমি নিজে টেলিফোন করলুম। একটি মেয়ে টেলিফোন ধরলো। কট করে টেলিফোনে একটি শব্দ হলো। তারপর টেলিফোনের লাইন কেটে গেলো। আবার টেলিফোন করলুম। মেয়েটি জবাব দিলো, ভলোকভ মস্কোতে গেছে।

পেজ এবার নিজে সোভিয়েত কনস্যুলেটে গেলেন। কিন্তু তাকে নিরাশ হয়ে ফিরতে হলো। ভলোকভের কোন খবরই সে সংগ্রহ করতে পারলো না। আমি লণ্ডনে C এর কাছে তার পাঠালুম : ভলোকভ অপারেশন হ্যাজ ফেইলড। পরের দিন লণ্ডনে ফিরে এলুম। আমার মস্তো বড়ো একটা ফাঁড়া কাটলো।

* * *

কয়েকদিন বাদে 'C' আমাকে বললেন, আমাকে হেড কোয়ার্টার থেকে বদলী করে তুরস্কে পাঠান হবে। হেড কোয়ার্টারে আমার জায়গায় ব্রিগেডিয়ার রবার্টস কাজ করবেন। ব্রিগেডিয়ার রবার্টসকে মিডল ইষ্ট থেকে বদলী করা হয়েছে।

আমি তুরস্কে যেতে কোন আপত্তি করলুম না। আমার মস্কোর বন্ধুরাও আমার সঙ্গে একমত হলেন। কারণ ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিস তখন তুরস্ক প্রান্ত থেকে সোভিয়েত রাশিয়ার অনেক মিলিটারী খবরাখবর সংগ্রহ করছিলো। অতএব তুরস্কে আমার উপস্থিতি তারা বাঞ্ছনীয় বলেই মনে করলেন।

কিন্তু তুরস্কে আমি বেশী দিন কাজ করিনি। প্রায় দু-বছর কাজ করবার পর একদিন 'C' আমাকে খবর দিলেন যে, আমাকে ওয়াশিংটনে বদলী করা হচ্ছে। আমার কাজ হবে আমেরিকার সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

এই বদলীর খবর পেয়ে আমি আনন্দিত হলুম। কারণ আমেরিকান ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কাজকর্ম জানবার আমার মস্তো বড়ো একটা কৌতুহল ছিলো।

আমাকে বলা হলো যে, ওয়াশিংটনে ব্রিটীশ দূতাবাসে আমি কাজ করবো। আমার কভার জব হবে ফার্ষ্ট সেক্রেটারী।

ওয়াশিংটনে এর আগে আমার কাজ করতেন পিটার ডুইয়ার। দীর্ঘ দিন তিনি আমেরিকায় কাজ করেছেন। আমেরিকান ফেডারেল ব্যুরো

অব ইনভেষ্টিগেশনের সঙ্গে এবং এফ. বী. আই'র কর্তা হুভারের সঙ্গে তার বিশেষ হৃদ্যতা ছিলো। কিন্তু এফ. বী. আই-র সঙ্গে হৃদ্যতা থাকার দরুণ সেণ্টাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর কর্তার পিটার ডুইয়ারকে দেখতে পারতেন না। এইখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে, ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন [এফ. বী. আই হোম ইনটেলীজেন্স] এবং সেণ্টাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর [সি. আই. এ, ফরেইন ইনটেলীজেনন্স] সঙ্গে আদা-কাচকলা ভাব।

আমি ওয়াশিংটনে রওনা হবার আগে, center আমাকে সি. আই. এ এবং এফ. বী. আই-র ঝগড়ার কথা বললেন। যদিও আমার আসল কাজ হবে সি-আই-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা তবু আমাকে বলা হলো এফ. বী. আই'র সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে।

আমি আমেরিকায় পৌঁছে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলুম। এই বন্ধুদের ভেতর এফ বী আই আর সি আই এর কর্ম্মচারীরা ছিলো।

আমি ছিলুম অফিস অব পলিসি কোঅরডিনেশনের [ও-পি-সির] মেম্বর। এই কমিটিতে আমেরিকার ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট এবং ব্রিটীশ ফরেইন অফিসের একজন করে প্রতিনিধি থাকতেন। ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসের প্রতিনিধি ছিলুম আমি এবং সি-আই-এর প্রতিনিধি ছিলেন ফ্রাঙ্ক লিগুসে!

আমাদের কমিটির মিটীং প্রায়ই হতো। তখন কোন দেশে হাঙ্গামা বা বিপ্লব সৃষ্টি করতে হলে এই কমিটির বৈঠকে প্রথমে সেই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হতো।

আমি ওয়াশিংটনে পৌঁছুবার কিছুদিন আগে থেকেই ও-পি-সি-র ভেতর আলবেনিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছিলো। ইয়রোপে কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর ভেতর আলবেনিয়াই ছিলো সব চাইতে দুর্বল। আমেরিকান সরকার ও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মৎলব করেছিলেন যে, আলবেনিয়াকে কম্যুনিষ্ট ব্লক দেশগুলো থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। এই ছিনিয়ে আনার প্ল্যান নিয়ে ওপিসির মিটীংএ আলোচনা হতো।

আলবেনিয়ার বিদ্রোহীদের সঙ্গে ওপিসি যোগাযোগ স্থাপন করেছিলো। ওপিসির কাছে আমাদের এজেণ্টরা খবর দিয়েছিলো যে, আলবেনিয়াতে কোন বিপ্লব হলে আমরা যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটোর কাছ থেকে সাহায্য পাবো। আমাদের এই অনুমানে ভুল ছিলো।

এবার আমাদের আলবেনিয়া বিপ্লব প্ল্যানের খানিকটা আভাষ দিচ্ছি।

আলবেনিয়ান বিদ্রোহী দলের নেতা ছিলেন হাসান দোস্তি। আর এই

ভদ্রলোক ছিলেন নিউইয়র্কের আলবেনিয়ান ন্যাশানাল কমিটির প্রেসিডেন্ট। আমাদের আলবেনিয়ান প্রতিনিধির নাম হলো আব্বাস কুপী।

ঠিক হলো এই সব আলবেনিয়ানদের নিয়ে আলবেনিয়া বিপ্লব সৃষ্টি করতে হবে। মাল্টায় বিপ্লবের ঘাঁটি হবে। লিবিয়ার লুইলার্স এয়ারপোর্ট হবে সাপ্লাই হেড কোয়ার্টার। বিপ্লবের খরচ-পত্র দেবেন আমেরিকান সরকার।

প্রথমে ঠিক হলো বিপ্লবীর দল প্যারাশুটে করে আলবেনিয়ার মাতি শহরে নামবেন। মাতি শহরের বাসিন্দারা ছিলো প্রাক্তন সম্রাটের ভক্ত। এদের কাজ হবে কম্যুনিষ্ট শাসন বিরোধী বাসিন্দাদের জড়ো করা এবং সময় বুঝে দেশের ভেতর বিপ্লব সৃষ্টি করা। কিন্তু আলবেনিয়ান বিপ্লব শেষ পর্য্যন্ত ধোপে টিকলোনা। গরিলা আলবেনিয়ানদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। আলবেনিয়ান সরকার মস্কোর সাহায্য নিয়ে এই বিপ্লব দমন করলো। মাঝখান থেকে কতোগুলো লোক মারা গেলো।

* * *

হয়তো আমার কাহিনী দীর্ঘ ও নিরস হয়ে যাচ্ছে। পাঠকেরা হয়তো আমার আত্মজীবনী পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। অতএব এই কাহিনী সংক্ষিপ্ত করবো।

কিছুদিন বাদে গাই বার্জেসের কাছ থেকে একটি চিঠি পেলুম যে, আমেরিকায় ব্রিটীশ দূতাবাসে একটা চাকুরী নিয়ে সে ওয়াশিংটনে আসছে। বার্জেস তার চিঠিতে আরো লিখলো যে, প্রথম কয়েকটা দিন আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে কাটাবে।

গাই বার্জেসকে আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে। আমার কেম্ব্রিজ দিনের বন্ধু। তারপর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আমার পরামর্শে মস্কোর বন্ধুরা গাই বার্জেসকে মস্কোর সিক্রেট সার্ভিসে নিযুক্ত করেছিলো।

এর পরিবর্তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার পর বার্জেসই আমাকে ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসে টেনে আনলো। সেদিন আমাকে বার্জেস এই চাকুরী পেতে সাহায্য না করলে আমি আজ কখনই ওয়াশিংটনে আসবার সুযোগ পেতুম না। যাক, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, বার্জেস ছিলো আমারই মতো মস্কোর এজেন্ট।

আমি এবার ভাবতে সুরু করলুম, বার্জেসকে আমার বাড়ীতে আশ্রয় দেয়া ন্যায় সঙ্গত কাজ হবে কিনা? অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলুম বার্জেসকে আমার বাড়ীতে ঠাঁই দেয়া হবে বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথমতঃ, আমি জানতুম

ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসের খাতায় তার নামে কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু বার্জেস বিভিন্ন এম্বাসীতে অনেক ঝগড়া হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিলো।

বার্জেস ওয়াশিংটনে আসছে শুনে এম্বাসীর সিকিউরিটি অফিসার ম্যাকেঞ্জী আমার কাছে এলো। বললো, ফরেইন অফিস আমাকে সতর্ক করেছে। বলেছে বার্জেসের পাগলামো অনেক এম্বাসীতে ঝঞ্ঝাট ও বাধা বিপত্তির সৃষ্টি করেছে। ওর উপর কড়া নজর রাখতে বলা হয়েছে! বলো আমি কী করি?

আমি ম্যাকেঞ্জীকে আশ্বস্ত করলুম। বললুম, আমিও বার্জেসের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। বার্জেস আমার কাছে থাকতে চায়।

আমার জবাব শুনে ম্যাকেঞ্জী সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলো। তার মাথা থেকে একটা চিন্তা কমলো।

কিন্তু সেদিন আমি ভুল করেছিলুম। বার্জেস আমার সঙ্গে থাকতো এইটে পরে আমার বিরুদ্ধে মস্তো বড়ো অভিযোগ হয়ে দাঁড়ালো।

আমি একবার মস্কোর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলুম। জিজ্ঞেস করলুম বার্জেসের সঙ্গে কতোটা গোপন খবরাখবর আদান প্রদান করতে পারি। মস্কোর বন্ধুদের বার্জেসের উপর পুরো বিশ্বাস ছিলো। তারা আমাকে বললেন যে, বার্জেসকে গোপন খবরাখবর বলতে তাদের কোন আপত্তি নেই।

* * *

বার্জেসের কথা বলতে গেলে ম্যাকলীনের কথাও বলা দরকার। বার্জেসকে আমি চিনতুম কিন্তু ম্যাকলীনের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন পরিচয় ছিলোনা। চোদ্দ বছরের মধ্যে আমি মাত্র দুবার ম্যাকলীনকে দেখেছিলুম।

আমি জানতুম ম্যাকলীনও আমাদের মতো মস্কোর স্পাইর কাছ করছে। তার কোড নাম ছিলো হোমার।

কিছুদিন আগে থেকেই ম্যাকলীনের কার্য্যকলাপ নিয়ে এম্বাসীতে বেশ কানাঘুষো চলছিলো। ম্যাকলীন ছিলো এম্বাসীর আমেরিকান ডিভিসনের চীফ। আমেরিকান এফ বী আই তাকে এবার সন্দেহ করতে স্বরু করলো। ম্যাকলীনের অতীত নিয়ে আলোচনা স্বরু হলো।

১৯৪০ সালে ওয়াল্টার ক্রিভিটস্কি বলে একজন রাশিয়ান ইনটেলীজেন্স অফিসার রাশিয়া থেকে পালিয়ে যায়। ক্রিভিটস্কি পরে ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স অফিসারদের বলে যে 'হোমার' ছদ্মনামে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় ইংরেজ ব্রিটীশ ফরেইন অফিসে রাশিয়ার স্পাই হিসেবে কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, ভলোকভ ইস্তানবুলে বলেছে যে, ব্রিটীশ ফরেইন অফিসে রাশিয়ান স্পাই

বসে আছে। কিন্তু কার মনেই সন্দেহ জাগেনি যে, ম্যাকলীনই রাশিয়ান স্পাই।

কিন্তু এবার সবার মনে ম্যাকলীনের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগলো।

আবার মস্কোর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলুম। ম্যাকলীনকে নিয়ে আলোচনা হলো। আলোচনার ফলাফল হলো যে, ম্যাকলীনকে যেমনি করেই হোক মস্কোতে নিয়ে যেতে হবে। কারণ ম্যাকলীন ধরা পড়লে সোভিয়েত এসপিওনেজ সিস্টেমের প্রচুর ক্ষতি হবে। আমরা সবাই ধরা পড়বো।

দেরী করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ আমাকে মাত্র দু'বছরের জন্যে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়েছিলো। আমার বদলীর আর মাত্র ছয় মাস বাকী আছে। আমি এখান থেকে চলে গেলে ম্যাকলীনকে উদ্ধার করা মুস্কিল হবে।

শুধু ম্যাকলীনকে নিয়ে নয়, বার্জেসকে নিয়ে আমি মস্কোর বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করলুম। বার্জেসের সঙ্গে ফরেইন অফিসের বনিবনা হচ্ছিলো না। বার্জেস নিজেও অন্যত্র চাকুরীর চেষ্টা করছিলো। অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক হলো বার্জেস লণ্ডনে ফিরে যাবে এবং সেইখানে গিয়ে রেজিগনেশন দেবে। আর লণ্ডনে পৌঁছে বার্জেস তদ্বির করে ম্যাকলীনকে ওয়াশিংটন থেকে বদলী করাবে।

মস্কোর বন্ধুরা এবার আমার জন্যে চিন্তিত হলেন। চিন্তিত হবার কারণ ছিলো বৈ কি? কারণ বার্জেস আমার সঙ্গে থাকে এবং বাজারের সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; আমাদের দুজনের ভেতর বেশ হৃদ্যতা আছে। তারপর বার্জেস ম্যাকলীনের সঙ্গে মেলামেশা করে। ম্যাকলীনের কিছু হলে সবাই বার্জেসকে সন্দেহ করবে এবং বার্জেসের কিছু হলে সবাই আমাকে সন্দেহ করবে।

নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি সতর্কতা অবলম্বন করলুম। ঠিক করলুম Cকে লিখবো যে, ম্যাকলীন সম্বন্ধে যে কানাঘুষো হচ্ছে তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার। আমি এবার ভলোকভ ও ক্রিভিটস্কির বিবৃতির কথা উল্লেখ করলুম। বললুম, ক্রিভিটস্কি আমাদের কাছে বলেছিলেন যে, সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিস ১৯৩৪।৩৫ সালে ফরেইন অফিসের কর্মচারীকে তাদের দলে টেনে নিয়েছিলেন। লোকটি আদর্শবাদী, পয়সার জন্যে সোভিয়েত সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করছেনা।

আমার চিঠির জবাব শিগগিরই পেলুম। হেডকোয়ার্টার আমার কাছে লিখলেন যে, আমার চিন্তাধারা অনুযায়ী তারা কাজ করছেন। শিগিরই হয়তো একটা ফলাফল পাবেন। শুধু তাই নয়, হেটকোয়ার্টার আমাদের কাছে পাঁচজনার নাম পাঠালেন। এর মধ্যে ম্যাকলীনের নামও ছিলো। বললেন যে, তারা এই নামের ভেতর একজনকে সন্দেহ করছেন।

দুএকদিনের ভেতর বার্জেস লণ্ডনে ফিরে গেলো। যাবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী খবর? তুমি আসবেনা?

হেসে জবাব দিলুম : হয়তো এখনও যাবার সময় হয়নি।

কিছুদিন বাদে এম আই ফাইভ [ব্রিটীশ হোম ইনটেলীজেন্স সার্ভিস আমাদের জানালেন যে, তারা ম্যাকলীনকে সোভিয়েত স্পাই বলে সন্দেহ করেন। আমাদের উপর এম আই ফাইভ নির্দ্দেশ দিলেন যেন ম্যাকলীনের উপর কড়া নজর রাখা হয় এবং তাকে কোন টপ সিক্রেট ফাইল দেখতে না দেয়া হয়।

তারপর বেশ তাড়াতাড়ি অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেলো। আমি বার্জেসকে সব কথা খুলে চিঠি লিখলুম। বললুম, আর দেরী করা যুক্তিসঙ্গত কাজ হবে না। ম্যাকলীন লণ্ডনে ফিরে গেছে। এবার থেকে এম আই ফাইভ তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে। অতএব সময় থাকতে পালানই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

এর কিছুদিন পরে একদিন সকালে এম্বাসী থেকে টেলিফোন পেলুম। আমার সহকর্মী জিওফ্রে প্যাটারসন টেলিফোন করছে।

: কিম, তুমি একটু অফিসে আসবে? আমি বড্ডো জরুরী দীর্ঘ এক টেলীগ্রাম পেয়েছি। ডিকোড করতে সময় নেবে। তোমার কাছ থেকে সাহায্য চাই।

আমি তাড়াতাড়ি এম্বাসীতে গেলুম। প্যাটারসন বললো যে, তার সেক্রেটারী ছুটীতে গেছে। যদি আমার কোন আপত্তি না থাকে তাইলে আমার সেক্রেটারীর সাহায্য নিতে চায়। আমি আপত্তি করলুম না। প্যাটারসন টেলিগ্রাম ডিকোড করতে লাগলো। আমি চুপ করে নিজের ঘরে বসে রইলুম। আমার মনে বহু চিন্তাধারা এসে জড়ো হলো। এতো বড়ো টেলিগ্রাম কে পাঠিয়েছে? কী আছে এই টেলিগ্রামের ভেতর? তাহলে কী ওরা ম্যাকলীনকে গ্রেপ্তার করেছে? না ম্যাকলীন পালিয়েছে! টেলিগ্রামের খবর জানবার প্রবল ইচ্ছা হলো। কিন্তু ইচ্ছে করে নিজের মনের কৌতুহলকে দমন করলুম।

একটু বাদেই প্যাটারসন আমার ঘরে ঝড়ের মতো এসে উপস্থিত হলো।

: কিম, পাখী পালিয়েছে?—প্যাটারসন উত্তেজিত হয়ে এই কথা কয়েকটি বললো।

: কোন পাখী? আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। ম্যাকলীন পালায়নি তো!

প্যাটারসন আমার প্রশ্ন শুনে মুখ গম্ভীর করলো। তারপর ছোট্ট জবাব দিলো : হ্যাঁ, খবরটা আরো খারাপ। শুধু ম্যাকলীন নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে বার্জেসও পালিয়েছে।

বার্জেস পালিয়েছে, এই কথা শুনে আমি বেশ বিচলিত হলুম। আমার হিসেব ও প্ল্যানের ভেতর বার্জেস পালাবার কোন কথা ছিলোনা। এবার আমি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলুম। হয়তো এবার আমাকে পালাতে হবে।

নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে লাগলুম।

প্রথমেই আমার মনে পড়লো যে, আমার বাড়ীতে কিছু মূল্যবান কাগজ ও স্পাইং-র জিনিষ পত্র আছে যা নষ্ট করা একান্ত আবশ্যক! হয়তো বার্জেস পালিয়েছে এই কথা এফ বী আই শুনতে পেলে আমার বাড়ী খানাতল্লাসী করবে। আমি কোন রিস্কই নিতে চাইনা। প্রথমেই আমার ক্যামেরা, ট্রানসমিটর ইত্যাদি নষ্ট করতে চাইলুম।

কিন্তু দপ্তর থেকে তক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলুম না। একটু বাদে আমি ও প্যাটারসন এফ বী আইর কাছে গিয়ে ম্যাকলীন বার্জেস পালাবার কথা জানালুম। আমাদের কথা শুনে ওরাও একটু বিস্মিত হলেন বটে কিন্তু সেদিন প্রকাশ্যে কিছু বললেন না।

আমি তারপর বাড়ী ফিরে এলুম। মূল্যবান ডকুমেণ্ট এবং আমার স্পাইংর সরঞ্জামগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ওয়াশিংটন থেকে খানিকটা দূরে নির্জন এক জায়গা আমার জানা ছিলো। সেইখানে গিয়ে এই কাগজ ও সরঞ্জাম ধ্বংস করলুম।

এই কাজ শেষ করার পর আমার মনের মস্তো বড়ো একটা দুশ্চিন্তা দূর হলো। এখন আমাকে ধরলে বা আমার বাড়ী সার্চ্চ করলে আপত্তিজনক কিছুই পাবেনা। এবার পালাবার কথা চিন্তা করতে লাগলুম।

আমি অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলুম পালাবনা। যদি দেখতে পাই বাঁচবার কোন পথই নেই তাহলে পালাবার চেষ্টা করবো। ঠিক করলুম কিছুদিনের জন্যে মস্কোর বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে এবং চুপচাপ থাকতে হবে। দেখা যাবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

আমি দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসে কাজ করেছি। সি. আই. এ. ও এফ. বি. আইর কাজকর্মের ধারার সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। এম. আই. ফাইভের রীতিনীতি আমি ভালো করে জানি। ওরা আমাকে কী ধরণের প্রশ্ন ও জেরা করতে পারে সেইটি অনুমান বা আন্দাজ করতে আমার অসুবিধে হলোনা।

এবার নিজের মনে মনে প্রশ্ন করলুম এবং সেই প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলুম।

আমি কম্যুনিষ্ট ?

না আমি কোনদিনই কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিইনি।

অষ্ট্রিয়াতে আমি কম্যুনিষ্ট পার্টির হয়ে কাজ করেছি!

হ্যাঁ আমার এই কাজকর্মের কথা যারা জানতো তারা আজ সবাই মারা গেছে। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার মতো কেউ নেই।

তারপর ক্রিভিটস্কির বিবৃতির কথা মনে পড়লো।

ক্রিভিটস্কি বলেছিলো যে, সেভিয়েত সিক্রেট সার্ভিস এক তরুণ ইংরেজ জার্নালিষ্টকে স্পেনে তাদের কাজ করতে পাঠিয়েছিলো। সেই তরুণ ইংরেজ সাংবাদিক যে আমি সেই কথা প্রমাণ করতে বেশ মুস্কিল হবে। কারণ স্পেনের গৃহযুদ্ধ কভার করতে অনেক ইংরেজ সাংবাদিকই স্পেনে গিয়েছিলো। আমি তার মধ্যে একজন।

কিন্তু বার্জেসের সুপারিশেই আমি ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলুম।

ঠিক করলুম আমি বলবো যে, ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসে আমাকে প্রথমে এক ভদ্রমহিলা টেনে এনেছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম। মিস মারজরি মাক্স। যদি ভদ্রমহিলা অস্বীকার করেন ? জবাব দেবো চাকুরীর খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমে তার সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছিলো। তিনিই আমাকে রিক্রুট করেছিলেন।

তারপর মনে পড়লো যে, লণ্ডনে কাজ করবার সময় অনেক সিক্রেট ফাইল, যার সঙ্গে আমার কাজের কোন সম্পর্ক ছিলোনা, সেই সব ফাইল দেখেছিলুম।

কেন ?

হিসেব করে দেখলুম এসব ফাইলের মুভমেণ্ট শ্লিপ নিশ্চয় এতোদিনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আজ দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে কে খোঁজ করবে আমি কোন ফাইল দেখেছি নাদেখেছি।

কিন্তু বার্জেসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা হবে এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিলো না। কেন আমরা দুজনে বন্ধু হয়েছিলুম ? হয়তো সবার মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে। বার্জেসের সঙ্গে রুচির কোন মিল ছিলোনা। তবু মনে মনে ভাবতে লাগলুম যদি আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে তাহলে কী জবাব দেবো ?

লোকের মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে অনেক জবাব খুঁজে পেলুম।

এর পর এম্বাসীতে ম্যাকেলীন বার্জেস নিয়ে বড়ো বেশী কথা হতো না। আমি সি. আই. এ. এবং এফ-বী-আইর কর্তাদের মনের সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা

করলুম। আমার জবাবদিহিতে ওরা সন্তুষ্ট হলেন কিনা জানিনা। এ্যালান ডালেস তখন সি-আই এর ডেপুটী ডিরেক্টর, ডিরেক্টর হলেন বেডেল স্মিথ। আমি ডালেসকে কোনদিনই ভয় করিনি, কিন্তু বেডেল স্মিথকে দেখলে আমার ত্রাসের সঞ্চার হতো। যাক, একদিন পরপর ছুজনের সঙ্গে দেখা করে ম্যাকলীন বার্জেসের পালাবার কথা নিয়ে আলোচনা করলুম।

এর কিছুদিন বাদেই খবরের কাগজে বেশ ফলাও করে ছাপা হলো : হু ইজ দি থার্ড ম্যান? কিম ফিলবি কে? ম্যাকেলীন বার্জেসকে মস্কোতে পালাতে কে সাহায্য করেছে?

বুঝতে পারলুম এবার আমাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া হবে।

প্রথমে আশংকা করলুম হয়তো 'C' আমাকে লণ্ডনে ডেকে পাঠাবেন।

কয়েকদিন বাদে লণ্ডন থেকে আমাদের দপ্তরের এক ভদ্রলোক অন্য একটি কাজে ওয়াশিংটনে এলেন। আমেরিকা ডেস্কের ইনচার্জ এষ্টন তার মারফৎ আমাকে নিজের হাতে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। এষ্টন আমাকে জানালেন যে, শীঘ্রই আমার বদলীর হুকুম ইস্যু করা হবে। কারণ হেডকোয়ার্টার ম্যাকেলীন বার্জেস কেস তদন্ত করবার জন্যে আমাকে জেরা করবে।

এষ্টনের নিজের হাতে লেখা চিঠি পেয়ে আমি বেশ একটু বিস্মিত হলাম।

এষ্টন কেন আমাকে লিখলো যে, আমাকে লণ্ডনে ম্যাকলীন বার্জেস কেস তদন্ত করবার জন্যে ডেকে পাঠান হচ্ছে। এষ্টনের কী অভিসন্ধি? এষ্টন কী আমাকে পালাতে বলছে, না সতর্ক করছে! বলা বাহুল্য এষ্টন আমার বিশেষ ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলো।

ছুদিন বাদে আমার বদলীর হুকুম এলো। আমি লণ্ডনে ফিরে যাবার আয়োজন করতে লাগলুম। যাবার আগে এফ বী আই ও সি-আই-এর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। সবাই আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন।

লণ্ডনে ফিরে এলুম।

এয়ারপোর্টে বিল ব্রেমারকে দেখতে পেলুম। বিল ব্রেমার আমারই দপ্তরের লোক। বুঝতে পারলুম এষ্টন আমার সঙ্গে দেখা করতে বিল ব্রেমারকে এয়ারপোর্টে পাঠিয়েছে। কিন্তু আবার মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন? বিল ব্রেমার কিন্তু আমাকে দেখতে পেলোনা।

বাড়ীতে এসে এষ্টনকে টেলিফোন করলুম। এষ্টন টেলিফোনে আমার কথা শুনে বিস্মিত হলো।

: কিম, তুমি কোত্থেকে কথা বলছো?

: আমার লণ্ডনের বাড়ী থেকে—আমি জবাব দিলুম।

: বিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিলো ?

: জানি, কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হয়নি—আমি জবাব দিলুম।

: তুমি কী করছো ? এক্ষুনি একবার দপ্তরে আসতে পারো ?

এষ্টন আমাকে বললো এম আই ফাইভের বড়ো কর্তা ডিক হোয়াইট আমার সঙ্গে অবিলম্বে দেখা করতে চান।

আমি আপত্তি করলুম না। আমি আর এষ্টন দুজনেই এম আই ফাইভ-এর হেডকোয়ার্টারে গেলুম।

ডিক হোয়াইট আমাকে প্রশ্নবানে জর্জরিত করলেন। কিন্তু আমি সব প্রশ্নেরই জবাব সহজ সরলকণ্ঠে দিলুম। জবাব দেবার সময় আমার একটুও গলা কাঁপলোনা।

ডিক হোয়াইটকে আমি চিনতুম, কিন্তু আমার সঙ্গে তার খুব হৃদ্যতা ছিলো না। আমি ডিক হোয়াইটের মনের সন্দেহ দূর করবার চেষ্টা করলুম। আমি হলুম একজন অভিজ্ঞ ব্রিটীশ কাউণ্টার এসপিওনেজ অফিসার। আমি কী কখনও হোয়াইটের তৈরী ফাঁদে পা দেবো।

আমি জানতুম ডিক হোয়াইটের সঙ্গে যে কথাবার্তা বলছিলুম তার সব কিছুই টেপ রেকর্ড করা হচ্ছিল। তাই আলোচনা শেষে আমি বললুম যে, আমার বক্তব্য লিখে দিতে চাই। ডিফ হোয়াইট আমার প্রস্তাবে রাজী হলেন।

কথাপ্রসঙ্গে ডিক হোয়াইট জিজ্ঞেস করলেন আমার প্রথম জীবনে আমি যে স্পেনে টাইমসের সংবাদদাতা হয়ে গিয়েছিলুম সেই যাবার খরচ আমাকে কে দিয়েছিলো ? আমার মনে পড়লো ক্রিভিটস্কি অভিযোগ করছিলো যে, এই সাংবাদিকের যাবার খরচ মস্কো দিয়োছিলো।

কথাটা সত্যি। স্পেনে যাবার খরচ সেদিন বার্জেস দিয়েছিলো। বার্জেস এই টাকা মস্কো থেকে নিয়েছিলো।

কিন্তু এই প্রশ্নের জবাবে আমি ভেঙ্গে পড়লুম। বললুম : তখন আমার যাবার টাকা ছিলো না। নিজের জিনিষপত্র ও বই বিক্রী করে আমি যাবার খরচ সংগ্রহ করেছিলুম।

পরের দিন C এর সঙ্গে দেখা করলুম। 'C' আমাকে বললেন যে, বেডেল স্মিথের কাছ থেকে তিনি একটা চিঠি পেয়েছেন। বেডেল স্মিথ সেই চিঠিতে 'C' কে জানিয়েছেন যে সি-আই-এ কিম্ ফিলবিকে ওয়াশিংটনে ফেরৎ চায় না।

এর কিছুদিন বাদে 'C' আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং আমাকে রিজাইন করতে বললেন। বলা হলো আমাকে চার হাজার ষ্টার্লিং ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

আমি ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস থেকে রিজাইন করলুম [বর্তমানে ব্রিটীশ সিক্রেট সার্ভিসের নাম হয়েছে—এম-আই সিক্স।]

আবার আমার এম-আই ফাইভ হেডকোয়ার্টারে ডাক পড়লো। বলা হলো ম্যাকলীন বার্জেসের কেস তদন্ত করবার জন্যে এক জুডিসিয়াল এনকোয়ারী কমিটি বসবে।

এনকোয়ারী করবেন নামকরা ব্যারিষ্টার মিলমো। মিলমো যুদ্ধের সময় এম-আই ফাইভে কাজ করতেন।

আবার জেরা স্থরু হলো। আমি মিলমোর প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিলুম। একটুও মনের বিচলতা বা চঞ্চলতা দেখালুম না।

কিন্তু মিলমো আমাকে কাবু করতে পারলেন না। মিলমোর কাছ থেকে সর্বপ্রথম জানতে পারলুম যে, আমি যখন ভলোকভ কেসের তদন্ত করছিলুম তখন হঠাৎ একদিন লণ্ডন মস্কোর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ওয়ারলেসে কথাবার্ত্তা হয়। শুধু তাই নয়, এই ঘটনার তুদিন বাদে মস্কোরও ইস্তানবুলের সঙ্গে ওয়ারলেসে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হয়। ম্যাকলীন পালাবার কিছুদিন আগে মস্কো ও ওয়াশিংটনের ভেতর বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ আলোচনা হয়। মিলমো জিজ্ঞেস করলো, প্রতিবারই যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটে তখন এই মস্কোর সঙ্গে ওয়ারলেস ট্রাফিক বাড়ে কেন? স্পষ্ট সহজ জবাব দিলুম, জানি না। শেষ অবধি মিলমো হাল ছেড়ে দিলেন। মিলমোর সহকারী মার্টিন এবার জেরা শুরু করলো। কিন্তু তাকেও নিরাশ হতে হলো। এবার এম-আই-ফাইভের কর্তারা আমাকে আমার পাশপোর্ট তাদের কাছে জমা দিতে বললেন।

তারপর কতো জেরা, কতো প্রশ্ন! কিন্তু সব জেরারই একই পরিণাম। এম আই ফাইভ আমার কাছ থেকে কোন খবর পেলেন না।

এম আই ফাইভ ও ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিস হাল ছেড়ে দিলেন। ব্রিটীশ পার্লামেণ্টে ফরেইন মিনিষ্টার ম্যাকমীলান বিরোধী দলকে বললেন, কিম ফিলবি ইজ নট্ দি থার্ড ম্যান। আমরা তার বিরুদ্ধে কিছুই পাইনি।

* * *

তু'বছর কেটে গেলো।

সবাই আমার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমি আবার ঝড়ের কালো মেঘ দেখতে পেলুম।

অষ্ট্রেলিয়া থেকে একজন রাশিয়ান ডিপ্লোম্যাট পালিয়ে গেলো। এই ডিপ্লোম্যাটের নাম ছিলো পেট্রোভ। পেট্রোভ অষ্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষের কাছে ম্যাকলীন ও বার্জেস সম্বন্ধে অনেক কথা বললো।

ম্যাকলীন বার্জেসের কাহিনী আবার টাটকা খবর হয়ে উঠলো।

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ফ্লীট ষ্ট্রিটের কাগজওয়ালারা বলতে লাগলো ঃ হু ইজ দি থার্ড ম্যান? কিম ফিলবি কোথায়? আমি সিক্রেট ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্তাদের কাছে টেলিফোন করলুম। বললুম বাজারের সবাই আমাকে দুষছে। আমি এর জবার দিতে চাই।

কিন্তু এম-আই-এসের কর্তারা আমাকে বললেন ঃ চুপ করে থাকো। মুখ খুলো না। কিন্তু এর কিছুদিন বাদে পার্লামেণ্টে লিপটন বলে এক মেম্বর আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন।

পার্লামেণ্টে দাড়িয়ে মিঃ ম্যাকমিলান আমার কাজের প্রশংসা করলেন। তিনি স্পষ্ট অস্বীকার করলেন যে, আমি ম্যাকলীন বার্জেসের সঙ্গে জড়িত ছিলুম না।

ম্যাকমিলানের বক্তৃতা শুনে আমার মনে একটু সাহস হলো। আমি এবার এম-আই-এসের অনুমতি নিয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স ডাকলুম। তারপর সেই প্রেস কনফারেন্সে বললুম ঃ আমি নির্দোষ।

* * *

এই ঘটনার পর আরো সাত বছর কেটে গেলো। আমি লণ্ডন থেকে বেরুটে এলুম। আপনাদের কাছে বলছি আবার এম-আই-এসের কাজ নিয়ে বেরুটে এসেছি। কিন্তু আমি যে এম-আই-এসের কাজ করি এই খবর কেউ জানেনা। সবার কাছে আমার পরিচয় হলো, কিম ফিলবি মিডিল ইষ্ট করেসপণ্ডেটেণ্ট অফ্ 'লণ্ডন অবজার্ভার ও ইকমিষ্ট।' সাংবাদিকের কাজ হলো মুখোস। আমার আসল কাজ হলো খবর সংগ্রহ করা। কার জন্যে জানতে চান? আমার এম-আই এসের কর্তারা ভাবছেন আমি ওদের জন্যে খবর সংগ্রহ করেছি। কিন্তু ওরা কী এখনও জানেন যে, আমি হলুম সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্মচারী।

হয়তো এর কিছুটা আভাষ ইতিমধ্যে ওরা পেয়েছেন।

কিছুদিন আগে খবর পেলুম এম-আই-এসের [বর্তমান নাম এম-আই-সিক্স] নতুন কর্তা হয়েছেন ডিক হোয়াইট। ডিক হোয়াইট ছিলেন এম-আই ফাইভের কর্তা।

কিন্তু আমি জানতুম ডিক হোয়াইট আমাকে ছাড়বে না। আমার পেছনে লোক লাগবেই। হলোও তাই।

বেরুট।

বেশ রাত হয়েছে। আজ ব্রিটিশ এম্বাসীর ফার্স্ট সেক্রেটারী বালফুরের বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে আমি জানতুম ঐখানে ডিক হোয়াইটের প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হবে।

আমি আর এলেনর [আমার তৃতীয়া স্ত্রী] বাড়ী থেকে বেরুলুম। আমি থাকি রু কান্তারীতে। বালফুরেরা থাকে রু সাদাতে। খুবই কাছে। এলেনর একটা ট্যাক্সী ডাকলো।

হঠাৎ আমি এলেনরকে বললুম, তুমি আগে পলের বাড়ীতে যাও। আমি একটু টেলিগ্রাফ অফিসে যাচ্ছি। লণ্ডনে একটা তার পাঠাতে হবে। তারপর আমি কেবল অফিস থেকে পলের বাড়ীতে আসবো।

এলেনর সরল মনে আমার কথা বিশ্বাস করে পল বালফুরের বাড়ীতে চলে গেলো।

আর আমি চলে এলুম অন্য এক দেশে। সেই দেশের নাম সোভিয়েত রাশিয়া, রাজধানীর নাম মস্কো।

ইনভিজিবেল গভর্ণমেণ্ট, সি. আই. এ.

বে অব পিগস ও কিম ফিলবির গল্প আপনাদের শোনালুম। এই সব ঘটনার সঙ্গে যে সিক্রেট অর্গনিজেশনগুলো জড়িয়েছিলো এবার তাদের গল্প বলবো।

প্রথমেই শুনুন সি-আই-এর কাহিনী। আজকালকার বাজারে একটা কিংবদন্তী হলো যে, আমেরিকাতে দুটো গভর্ণমেণ্ট আছে। এক গভর্ণমেণ্টের হেডকোয়ার্টার হলো হোয়াইট হাউসে। এই গভর্ণমেণ্ট দুনিয়ার বড়ো দেশ-গুলোর সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক রাখেন। আর একটি গভর্ণমেণ্টের আস্তানা হলো ল্যাংলী, ভার্জিনিয়া শহরতলীতে। এই সরকারকে কেউ চোখে দেখতে পায় না। তাই এর নাম হলো ইনভিজিবেল গভর্ণমেণ্ট। আরো সংক্ষেপে বলতে পারেন সি-আই-এ।

এই ইনভিজিবেল গর্ভনমেণ্টের জন্মের কথা বলতে গেলে আপনাদের কাছে গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাহিনী বলতে হবে। কারণ সেদিন যদি এই ঘটনা না ঘটতো তাহলে এই ইনভিজিবেল গভর্ণমেণ্ট সৃষ্টি হতো কিনা সন্দেহ।

*　　*　　*

রবিবার, ভোর প্রায় চারটে, ডিসেম্বরের সাত তারিখ, ১৯৪১।

পার্ল হারবার। আমেরিকান সামরিক নৌবন্দর। বন্দর আজ নিঃঝুম, নিশ্চুপ হয়ে আছে। বন্দরে নয়টি যুদ্ধ জাহাজ দাড়িয়ে আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আছে মাইন স্থইপার, ডেষ্ট্রোয়ার, ক্রুজার আরো বিভিন্ন ধরণের সামরিক জাহাজ।

ডাঙ্গায় আমেরিকান সার্জেণ্ট প্রাইভেট জন পাহারা দিচ্ছিলো। কিন্তু টহল দিতে দিতে হঠাৎ থমকে দাড়ালো।

কে? অস্ফুট মৃদুস্বরে জন নিজের মনকে জিজ্ঞেস করলো।

সমুদ্রের জলের ভেতর কে জানি সাঁতার কাটছে। প্রথমে সার্জেণ্ট জন ভাবলো সে স্বপ্ন দেখছে। তাই একবার নিজের চোখ রগড়ে নিলো। দেখতে ভুল করেনি জন। সত্যিই জলে একটা লোক সাঁতার কাটছে।

জন ভাবলো, আশ্চর্য্য এই এলাকায় কে সাঁতার কাটতে পারে? এযে মিলিটারী এলাকা। এখানেতো কারও আসবার অধিকার নেই। সাতার কাটাতো দূরের কথা! তাহলে লোকটা কে?

জন চীৎকার করে ডাকলো : হু ইজ দেয়ার ? কিন্তু জন তার প্রশ্নের কোন জবাব পেলোনা। জন এবার তার বন্দুক উঁচু করলো এবং শূন্য আকাশে গুলী চালালো।

জন আবার হুংকার দিয়ে বললো : কে সাঁতার কাটছো। শিগ্রই ডাঙ্গায় উঠে এসো। নইলে গুলী করবো।

জল থেকে একটি লোক উঠে এলো। লোকটির চেহারা দেখলে মনে হয় সে জেলে, মাছ ধরাই তার পেশা। তার হাত ভর্তি মাছ।

কী করছো এই নিষিদ্ধ এলাকায় ? এখানে আসতে তোমাকে কে অনুমতি দিলো ? জন ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

কিন্তু জেলে লোকটা কেন জবাব দিলোনা। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। মুখের ভাব এমনি করলো যেন সে জনের প্রশ্নকে বুঝতে পারেনি। হয়তো লোকটা ইংরাজী জানেনা, জন ভাবলো।

: কী নাম তোমার ? এবার জনের প্রশ্নে বেশ খানিকটা বিরক্তির আভাষ ছিলো। কিন্তু লোকটি এবারও তার মুখ খুললো না। নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জন কিছুদিন আগে তার মেসে একটা গুজব শুনতে পেয়েছিলো। এই এলাকায় নাকি প্রায়ই একটা লোক মাছ ধরতে আসে। হয়তো এই সেই মাছ ধরার জেলে। লোকটাকে তার কোন সহকর্মী আমল দেয়নি। আজ জনও তাকে তুচ্ছ অবহেলা করলো।

জন বুঝতে পারলো যে, লোকটি ইংরাজী জানেনা। একে আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। জন এবার ধমক দিয়ে বললো : গেট আউট, গেট আউট। আবার যদি তোমাকে এই অঞ্চলে দেখি তাহলে তোমাকে কয়েদখানায় ভরে রাখবো।

লোকটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে নৌবন্দর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কিন্তু রাস্তায় এসে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সাজেণ্ট জনকে সে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে। যদি জন জানতো যে, সে সামান্য মাছধরার জেলে নয়, বিখ্যাত জাপানী স্পাই ইয়োসিকাওয়া, আজ সে বন্দরে কয়টা জাহাজ মজুত আছে গুণবার জন্যে সমুদ্রে স্নান করছিলো তাহলে কী জন তাকে ছেড়ে দিতো। অসম্ভব ! কখনই না।

* * *

পার্ল হারবার থেকে বেরিয়ে এসে ইয়োসিকাওয়া সোজা তার বাড়ীতে চলে এলো। ঘড়িতে মাত্র সাড়ে চারটা বাজে। পার্ল হারবার আক্রমণের আর বেশী সময় বাকী নেই। একটু বাদে ঝাঁকে ঝাঁকে জাপানী প্লেন উড়ে আসবে।

জাপানী নৌবাহিনীও এসে দেখা দেবে। কিন্তু তার আগে টোকিওতে ইয়োসিকাওয়াকে এক্ষুনি একটা জরুরী খবর পাঠাতে হবে।

টোকিও তাকে জিজ্ঞেস করেছে আজ সকালে পার্ল হারবারে ক'টা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়োসিকাওয়া এবার ট্রান্সমিটর খুলে নিয়ে বসলো।

তারপর কোডের সঙ্কেতধ্বনি চললো—পার্ল হারবার কথা বলছে টোকিওর সঙ্গে।

বিচিত্র, মানুষ ইয়োসিকাওয়া।

সবাই বলে লোকটা পাড় মাতাল। প্রায়ই তো মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বাড়ীতে আসে। মাঝে মাঝে মেয়েমানুষ সঙ্গে করে আনে। বাজারের গুজব, জাপানী কনসুলেটের ভাইসকনসুল ইয়োসিকাওয়া হলো লম্পট—বদমাস। প্রতিরাত্রেই ইয়োসিকাওয়াকে হনলুলুর বিভিন্ন নাইট ক্লাবে দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো মদ খেয়ে সে মাটীতে গড়াগড়ি যাচ্ছে কিংবা কোন মেয়েমানুষের গলা জড়িয়ে ধরে আছে। কিন্তু একটা কথা কেউ জানতো না যে, ইয়োসি কাওয়া অভিনয় করছে, আসলে সে মাতালই নয়—লম্পটতো দূরের কথা। ইয়োসিকাওয়া হলো জাপানী স্পাই। খবর সংগ্রহ করবার জন্যে, সবার চোখে ধুলো দিয়ে ইয়োসিকাওয়া এক চরিত্রহীনের অভিনয় করছে।

ইয়োসিকাওয়ারের মনে ভয় ডর বলে কিছুই ছিলো না। কখনও বা জেলের পোষাকে, কখনও ভিখিরী সেজে কিংবা কুলীর ছদ্মবেশে সে খবর সংগ্রহ করতো। তাই আজ সকালবেলায় নিষিদ্ধ পার্ল হারবারে যেতে তার একটুও দ্বিধা ভয় হয়নি।

খবর সংগ্রহে ইয়োসিকাওয়া হলো ঝানু আদমী। হনলুলুতে আসবার আগে টোকিও স্পাই ট্রেনিং স্কুলে অনেকদিন ট্রেনিং নিয়েছে। তার কাজকর্ম্ম দেখে বড়ো কর্ত্তারা খুশী হলেন। বললেন ঃ ইয়োসিকাওয়া তুমি হনলুলুতে আমাদের ভাইসকন্সুল হয়ে যাও। কিন্তু তোমার আসল কাজ হবে পার্ল হারবারের বন্দরের উপর নজর রাখা। কোন যুদ্ধজাহাজ আসছে যাচ্ছে, কোন এডমিরাল বদলী হলেন, তার জায়গায় কে এলো, এই খবর সংগ্রহ করা হবে তোমার কাজ। তোমার ছদ্মনাম হবে ইটো মরিমুরা।

হনলুলুতে ইয়োসিকাওয়া এসে পৌঁছল। ইটো মরিমুরা নাম ব্যবহার করে তিনি নাইট ক্লাবে রাস্তায় হৈ-হল্লা মাতলামি করেন, আর ইয়োসিকাওয়া নাম নিয়ে পার্ল হারবারের গোপন খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন।

আর সকাল হলেই তিনি রেডিও ট্রান্সমিটার নিয়ে বসেন : পার্ল হারবার, ইয়োসিকাওয়া কলিং নেভাল হেড কোয়ার্টার টোকিও……

হনলুলুতে এসে ইয়োসিকাওয়া তার কাজের জন্যে আর একজন সঙ্গী পেয়ে গেলেন।

ভদ্রলোকের নাম ফ্রাইডেল কুহেন, জাতে জার্মান, পেশা স্পাই; কিন্তু কভার জব হলো নেভাল ইঞ্জিনিয়ার।

কুহেন হনলুলুতে সপরিবারে পাঁচবছর আগে জার্মানী থেকে এসেছিলেন। এই সুদূর প্রাচ্যে এসে আস্তানা গড়বার আর একটা গৌণ কারণ ছিলো। কুহেনের একটি অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিলো। মেয়েটির নাম রুথ, বয়স প্রায় বাইশ-তেইশ।

একদিন বার্লিনের বাজারে গুজব রটে গেলো যে, জার্মানীর প্রোপাগাণ্ডা মিনিস্টার ডাঃ গোয়েবলস রুথের প্রেমে পড়েছেন। এই গুজব নেভাল ইনটেলীজেন্সের কর্তাদের কানে গেলো। রুথের বাবা কুহেন জার্মান নৌ-বাহিনীর একজন পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। নেভাল ইনটেলিজেন্সের কর্তারা এবার ফ্রাইডেল কুহেনকে স্পাইর কাজ দিয়ে সুদূর হনলুলুতে পাঠালেন। হনলুলু বার্লিন থেকে অনেকদূরে। অতএব রুথ প্রোপাগাণ্ডা মিনিষ্টার গোয়েবলসের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেলো।

ইয়োরোপ তখন শান্ত, যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। কুহেন পরিবার যখন এসে হনলুলুতে পৌঁছলেন তখন তাদের কেউ সন্দেহ করলো না। বরং আমেরিকান সৈন্য মহলে কুহেন পরিবারের চাহিদা বাড়লো। কারণ সবাই রুথের সান্নিধ্য চায়।. রুথের চোখ ঝলসানো রূপ। কিন্তু কোন আমেরিকান সৈন্যই টের পেলো না যে, রুথ তাদের পেট থেকে সমস্ত গোপন খবর বের করে নিচ্ছে আর সেই খবর জার্মানীতে পাঠাচ্ছে।

লড়াই সুরু হবার পর রুথ হনলুলুতে একটি হেয়ার সেলুনের দোকান খুললো। ইতিমধ্যে কুহেন পরিবার হিটলার এবং তার চেলাদের গালমন্দো দিতে সুরু করেছে। সবাই সরল মনে বিশ্বাস করলো যে, কুহেনরা হিটলার বিদ্বেষী।

রুথের হেয়ার সেলুনের দোকান ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বড়ো বড়ো অফিসারের বউরা এই হেয়ার সেলুনে যায় আর স্বামীদের কাজকর্ম নিয়ে আলাপ

আলোচনা করেন। রুথ আপন মনে কাজ করে যায় এবং এই সব গোপন কথা শোনে। তারপর সন্ধ্যার পর বিভিন্ন উপায়ে ও সঙ্কেতে এই সব খবর ইয়োসিকাওয়ার কাছে পাচার করে।

* * *

ইয়োসিকাওয়া জানতো যে, জাপান-আমেরিকার যুদ্ধের দিন ঘনিয়ে আসছে।

রুথ ও তার বাবা এই খবর জানতেন। জাপান মিলিটারী হাইকম্যাণ্ড যুদ্ধের পাঁয়তারা কষছেন। নেভাল ষ্ট্রাটেজিক কম্যাণ্ড পার্ল হারবার আক্রমনের একটা পরিকল্পনাও করে রেখেছেন। এবার সেই প্ল্যানটি কাজে লাগালেই হলো।

জাপান ইতিমধ্যে তার বিভিন্ন দূতাবাস ও লোককে সতর্ক করে দিয়েছে : সমস্ত গোপন কাগজপত্র, সাইফার প্যাড পোড়াও। ওয়াশিংটন দূতাবাসকে বললো : ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে জাপান-ওয়াশিংটন সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাও। জাপান তার দূতাবাসগুলোকে কী গোপন তার পাঠাচ্ছে, ওয়াশিংটনের অজানা নেই। কারণ জাপানের 'ম্যাজিক' কোড আর্ম্ম ও নেভীর কর্ত্তারা ভেঙ্গেছেন।

একদিন জাপান কোডে তার দূতাবাসের সবাইকে বললো : আমাদের টোকিও রেডিওর আবহাওয়ার বুলেটিনের উপর নজর রেখো। এই বুলেটিনের মারফৎ আমরা তোমাদের কাছে সঙ্কেতধ্বনি পাঠাব। যদি আমেরিকার সঙ্গে ডিপ্লোম্যাটিক সম্পর্ক ছিন্ন করি তাহলে আমাদের আবহাওয়ার বুলেটিনের মধ্যে একটি খবর থাকবে। সেই খবর হলো EAST WIND RAIN.

শোনা মাত্র বুঝতে পারবে যে, আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন।

ইতিমধ্যে ইয়োসিকাওয়া টোকিওর নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার থেকে আর একটি নির্দ্দেশ পেলো। ইয়োসিকাওয়া আমরা জানতে চাই পার্ল হারবারে কোনদিন সবচাইতে বেশী জাহাজ মজুত থাকে।

: রবিবার—ইয়োসিকাওয়া জবাব দিলো।

: আজ সকালে কয়টি জাহাজ বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে ?

: নয়টি যুদ্ধ জাহাজ, তিনটি মাইন সুইপার, চারটি লাইট ক্রুজার, দুইটি ডেষ্ট্রয়ার দাঁড়িয়ে আছে।

আবার প্রশ্ন হলো, আকাশে কোন বেলুন ব্যারাজ দেখতে পাচ্ছো ?

: না।

ভোর সাড়ে পাঁচটা। জাপানীজ নৌবাহিনী দ্রুত বেগে পার্ল হারবারের পানে ছুটে আসছে। প্লেনের কম্যাণ্ডার মিৎসু ফুচিদা প্লেনের ককপিটে গিয়ে বসলেন। তারপর হুকুম দিলেন : এ্যাটাক। কিছুক্ষণবাদে গর্জন শোনা গেলো টোরা, টোরা, টোরা…[টাইগার, টাইগার, টাইগার—আক্রমণ সুরু হয়েছে]

ভোর ৭টা ৫৫। ইয়োসিকাওয়া ব্রেকফাষ্ট খেতে বসেছেন। এমনি সময় টোকিওর রেডিওতে শুনতে পেলেন সঙ্কেত ধ্বনি। : East Wind Rain.

বুঝতে পারলো যুদ্ধ সুরু হয়েছে। তারপরেই বোমার তীব্র গর্জন শুনতে পেলো। এবার ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন আসতে লাগলো। তারা প্রতিটি জাহাজ আক্রমন করতে লাগলো। আর আক্রমনের সঙ্গে সঙ্গে রেডিওতে টোকিওতে খবর পাঠালো : টোরা-টোরা-টোরা…

…আমাদের আক্রমণ সফল হয়েছে…

তখন ওয়াশিংটনে জাপানী রাজদূত সেক্রেটারী অব ষ্টেটস কর্ডেল হালের সঙ্গে বসে জাপানী-আমেরিকান রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছেন।

এমনি সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট কর্ডেল হালকে টেলিফোন করলেন : খবরটা শুনেছ ? জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করেছে।

: খবর যাচাই করা হয়েছে ? হাল রুজভেণ্টকে জিজ্ঞেস করলেন।

: না, তবে এক্ষুনি সঠিক খবর পাওয়া যাবে।

কর্ডেল হাল এবার জাপানী রাজদূতের পানে তাকালেন। সেই দৃষ্টির মানে বুঝতে জাপানী রাজদূতের অসুবিধে হলো না। জাপানী রাজদূত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

* * *

জাপানী প্লেন ও নেভীর আকস্মিক আক্রমণে পার্ল হারবারের বিস্তর ক্ষতি হলো। অনেক জাহাজ ডুবলো, লোক মারা গেলো। আমেরিকান সরকার ভাবতে লাগলেন জাপানীরা তাদের এতো বোকা বানালো কী করে ? আমেরিকান আর্মি ও নেভী হেড কোয়ার্টার জাপান সরকারের প্রতিটি গুপ্ত খবরই পেয়েছিলেন। ওয়াশিংটনের বড়ো কর্ত্তারা জানতেন যে, জাপান আক্রমণের একটা ফন্দী আঁটছে কিন্তু এই আক্রমণ যে কখন কোথায় এবং কবে হবে এই খবর আমেরিকান সরকার আন্দাজ করে উঠতে পারেননি।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট আচমকা জাপানী আক্রমণে হকচকিয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন যে, তাদের কাছে জাপানী সিক্রেট টেলিগ্রামের সব কপিই ছিলো বটে কিন্তু সমস্ত খবর যাচাই বা এনালিসিস করবার জন্যে কোন

ব্রোক বা এজেন্সী ছিলো না। তাই কেউ বুঝে উঠতে পারেননি, জাপান কবে কখন অতিক্রম সুরু করবে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঠিক করলেন ভবিষ্যৎ এই ধরণের আচমকা আক্রমণ যেন না হয় তার জন্যে একটা বিহিত করতে হবে।

কী করা যায় এই নিয়ে আলোচনা করার জন্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উইলিয়াম উনোভানকে ডেকে পাঠালেন। উইলিয়াম উনোভান ছিলেন অফিস অব কোঅরডিনেশন অব ইনফরমেশনের কর্ত্তা। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দু-একবার উনোভানকে ইয়োরোপে কয়েকটি জরুরী খবর আনতে পাঠিয়ে ছিলেন। প্রতিবারই উনোভান তার কাজে সফল হয়েছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উনোভানকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কী করা যায়?

অনেকদিন থেকেই উনোভানের মাথায় সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী খুলবার পরিকল্পনায় ঘুরছিলো। এবার উনোভান প্রেসিডেণ্টকে পরামর্শ দিলেন ঃ একটা ইনটেলীজেন্স দপ্তর খুলুন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট উনোভানের প্রস্তাবে রাজী হলেন। ঠিক হলো অফিস অব কোঅরডিনেশন অব ইনফর-মেশনকে এবার দুভাগ করা হবে। এক ভাগের নাম হবে অফিস অব ষ্ট্রাটেজিক সার্ভিস, সংক্ষেপে ও-এস-এস। দ্বিতীয় দপ্তরের নাম অফিস অব ওয়ার ইনফেরমেশন!

নতুন দপ্তর যেদিন থেকে পত্তন হলো সেদিনকার তারিখ স্মরণ করে রাখবার মতো। ১৩ই জুন, ১৯৪২। কারণ পরবর্ত্তীকালে এই অফিস অব ষ্ট্রাটেজিক সার্ভিসের নাম পাল্টে রাখা হলো সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স সার্ভিস। আপনারা যাকে বলেন ইনভিজিবেল গভর্ণমেণ্ট। আর অফিস অব ওয়ার ইনফরমেশনের নাম হলো ঃ ইউনাইটেড ষ্টেট্স ইনফরমেশন এজেন্সী, সংক্ষেপে ইউ-এস-আই-এ।

* * *

বাজারে সবাই উনোভানকে পাগলা বিল বলে ডাকতো। কারণ উনোভান ছিলেন খামখেয়ালী আর তার প্রতি চিন্তাধারাতে বৈচিত্র্য ছিলো। সবাই বলতো উনোভানের মাথায় প্রতিদিনই উদ্ভট আইডিয়া গজায়।

বাজারের এই গুজবে খানিকটা সত্যি ছিলো। ১৯৩৩ সালে উনেভোন রিপ্পাবিকান দলের প্রার্থী হয়ে আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট ইলেকশনে নেমেছিলেন। কিন্তু ইলেকশনে জিততে পারেননি।

ইলেকশনে পরাজিত হয়ে উনোভান একটুও মুষড়ে পড়েন নি। নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হচ্ছে। পাগলা বিল বললেন, শুধু ট্যাঙ্ক, বন্দুক নিয়ে লড়াই করলে চলবে না। আমাদের বুদ্ধির লড়াই করতে হবে। দেশের চারদিকে বিভীষণ বাহিনী ছাড়িয়ে আছে। তাদের উপর নজর রাখতে হবে। প্রয়োজন হলে গরিলা বাহিনী সৃষ্টি করতে হবে শত্রুর এলাকায় স্যাবোটেজ বা বিপ্লব করাতে হবে। মোদ্দাকথা গুপ্ত খবর সংগ্রহ করবার জন্যে আমাদের এক ইনটেলীজেন্স বাহিনী তৈরী করা দরকার।

তাই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যেদিন অফিস অব ষ্ট্রাটেজিক সার্ভিস সৃষ্টি করবার অনুমতি দিলেন সেদিন উনোভান আনন্দে মশগুল হলেন।

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে উনোভান ষ্ট্রাটেজিক সার্ভিসের জন্যে লোক নিযুক্ত করলেন। এই কাজের জন্যে এলেন প্রফেসর, বিজনেসম্যান, ব্যাঙ্কার, লেখক, প্রকাশক ইত্যাদি। সেদিন এই দলের মধ্যে আর একজন লোক এসে যোগ দিলেন, যার নাম পরবর্তীকালে ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। ভদ্রলোকের নাম এ্যালান ডালেস।

এদের সবাইকে নিয়ে উনোভান এক বোহেমিয়ান ক্লাব তৈরী করলেন। এদের কাজ হলো দেশ-বিদেশ থেকে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করা। আর সেই কাজের জন্যে উনোভান তার অনুচরদের স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, টানজিয়ার ও পর্তুগালে পাঠালেন।

*　　　*　　　*

পুরো যুদ্ধকালীন সময়ে উনোভানও অফিস অব ষ্ট্রাটেজিক কাজ করে গেলেন। তখন খবর সত্যি মিথ্যে যাচাই করবার বালাই ছিলো না, লোকও ছিলো না। খবর পেলেই হলো। কিন্তু তবু ও-এস-এস-তে সৈন্যবাহিনীর জেনারেলদের অনেক মূল্যবান জরুরী খবর এনে দিলেন।

*　　　*　　　*

ঠিক লড়াই শেষ হবার আগে উনোভান আবার প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের শরণাপন্ন হলেন। প্রস্তাব করলেন, নতুন করে এক ইনটেলীজেন্স সার্ভিস খোলা হোক। এই ইনটেলীজেন্স সার্ভিস অন্য কোন ডিপার্টমেণ্টের অধীনে থাকবে না। সোজাসুজি প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কাজ কারবার করবেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তখন ক্লান্ত, অসুস্থ। কিন্তু তবু তিনি উনোভানের প্রস্তাবকে তুচ্ছ অবহেলা করলেন না। বুঝতে পারলেন উনোভানের প্রস্তাবে যুক্তি আছে। পার্ল হারবারের আচমকা আক্রমনের কথা তিনি সহজে ভুলে যাননি। রুজভেল্ট উনোভানকে বললেন: এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা

করবার জন্যে একটি কমিটি গঠন করুন। এই কমিটিতে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশন (এফ-বী-আই), আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্সের চীফ অব ষ্টাফ, ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের বড়ো কর্তারা থাকবেন। তারপর কমিটির সিদ্ধান্ত কী— আমাকে জানান। দেখি আমি কি করতে পারি ?

কিন্তু উনোভান এই কমিটি বানাতে পারলেন না। কারণ কয়েক দিন বাদে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা গেলেন। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন ট্রুম্যান।

এবার এফ-বী-আই'র কর্তা এডগার লুভার গিয়ে নতুন প্রেসিডেন্টকে বললেন: লড়াই শেষ হয়েছে। অফিস অব ষ্ট্রাটেজিক সার্ভিস রাখবার কোন দরকার নেই। এফ-বী-আই'র কাজে ব্যাঘাত হবে। শুধু তাই নয়। ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্তারাও এডগার লুভারের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর মেলালেন। বললেন: নো-মোর ও-এস-এস। আমরা আছি কী জন্যে? বিদেশ থেকে খবর সংগ্রহ করবার দায়িত্ব হলো আমাদের। ভাঙ্গুন ও-এস-এসকে।

আর্মি ও নেভীর কর্তারা হেসে বললেন: ও-এস-এস যোগাড় করবে মিলিটারী সিক্রেট? তাহলেই হয়েছে! ওরা মিলিটারীর কী জানে?

ট্রুম্যান এদের সবার আপত্তি অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। ১৯৪৫ সালে ও-এস-এস দপ্তরকে উঠিয়ে দেয়া হলো। শুধু ঠিক হলো, ও-এস-এসের রিসার্চ ও এ্যানালিসিসের কাজ ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে করবে।

কিন্তু কয়েক দিন বাদেই ট্রুম্যান বুঝতে পারলেন যে, ও-এস-এস দপ্তরকে ভেঙ্গে দেওয়া ঠিক কাজ হয়নি। কারণ প্রতিদিনই ট্রুম্যান সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাছ থেকে ইনটেলীজেন্স খবর পান। কিন্তু একটা খবরের সঙ্গে আর একটা খবরের মিল নিই। ট্রুম্যান বুঝতে পারলেন না কোন খবরটা তিনি বিশ্বাস করবেন। সমস্ত দপ্তরের বিভিন্ন খবরগুলো যাচাই করে তার একটা সারাংশ তৈরী করবার জন্যে ট্রুম্যান একটা নতুন দপ্তর তৈরী করলেন। এই দপ্তরের নাম হলো সেন্ট্রাল ইনটেলীজেন্স গ্রুপ। সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স গ্রুপে তিনজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হলো। ইনটেলীজেন্স গ্রুপের ডিরেক্টরেরা হিসেব করে দেখলেন যে, তাদের কাছে ইনটেলীজেন্স খবরের অভাব নেই। অভাব হলো এই সব খবরের মূল্য যাচাই করা অর্থাৎ কোন খবর কাজে লাগাতে হবে সেইটে ঠিক করবার জন্যে এক নতুন ইনটেলীজেন্সের দপ্তর থাকা চাই।

কিন্তু সেন্ট্রাল ইনটেলীজেন্স গ্রুপ বেশীদিন টিকলো না। কারণ কিছুদিন বাদে এই ইনটেলীজেন্স গ্রুপের একজন করিতকর্মা ডিরেক্টর ইনটেলীজেন্সের

কাজ ছেড়ে দিলেন। এই ভদ্রলোক ইনটেলীজেন্স গ্রুপ ছেড়ে দেবার পর এই দপ্তর প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো।

এবার ট্রুম্যান ও তার পরামর্শদাতারা ভাবতে লাগলেন কী করা যায়। কারণ একটা সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর আবশ্যকতা তারা বেশ উপলব্ধি করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে কংগ্রেস ও সিনেটে আলোচনা স্থরু হলো। সবাই বললো সিক্রেট খবর সংগ্রহ করবার জন্যে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী গঠন করা দরকার। আর এজেন্সীকে প্রেসিডেণ্ট তার নিজের হাতের মুঠোয় রাখবেন। অবশ্যি এই কাজে প্রেসিডেণ্টকে সাহায্য করবার জন্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করা হবে।

জুলাই, ১৯৪৭এ কংগ্রেস ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট পাশ করলো। এই এ্যাক্ট অনুযায়ী ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠন করা হলো। তার সঙ্গে সঙ্গে ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্ট জয়েণ্ট চীফস্ অব ষ্টাফ, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ এয়ারফোর্স দপ্তর সৃষ্টি করা হলো।

আর এই এ্যাক্টের সর্বশেষে বলা হলো, গুপ্ত খবর সংগ্রহ করার জন্যে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী, সংক্ষেপে সি-আই-এ গঠন করা হবে।

* * *

এমনি করে সি-আই-এ দপ্তর তৈরী হলো। আর কাজ করবার জন্য ডিরেক্টর অব সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হলো। এজেন্সীর ডিরেক্টর ইচ্ছে করলে এজেন্সীর কাজের জন্যে যে কোন লোককে নিযুক্ত করতে পারেন। আর শুধু লোক বহাল করবার ক্ষমতা নয়, কাউকে কোন কারণ না দেখিয়ে যখন খুশী তখন যে কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে পারবেন। তার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল বা আবেদন চলবে না।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট এবার সি-আই-এর কাজের ব্যাখ্যা করলো। এই এ্যাক্টে বলা হলো সি-আই-এর কাজ হবে আমেরিকান সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ইনটেলীজেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলকে পরামর্শ দেওয়া এবং এসব ইনটেলীজেন্স খবরগুলোর মূল্য যাচাই করা।

কিন্তু এই এ্যাক্টের শেষের বক্তব্য নিয়ে আজ দুনিয়াশুদ্ধ বাগ-বিতণ্ডা চলছে। আর এই শেষ বক্তব্য হলো—

"To perform such other functions and duties related to intelligence affecting the national security council from time to time"

সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এই "such other functions"-এর মানে

কী? বলা-বাহুল্য সি-আই-এর কর্তারা এই আইনের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ধরণের বেআইনী কাজ করে গেছেন। তাই আজ সবার মনে কৌতুহল জেগেছে সি-আই-এ—কী?

১৯৪৮ এ চেকোশ্লোভকিয়ায় যখন কম্যুনিষ্ট সরকার গঠন করা হলো তখন আমেরিকান সরকার ইতালী সরকারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আমেরিকান সরকার ঠিক করলেন, যেমনি করেই হোক ইতালীর নির্বাচনে কম্যুনিষ্টদের পরাজিত করতে হবে। ঠিক হলো, ইতালীর গন্যমান্য ব্যবসায়ীদের মারফৎ এই নির্বাচনের জন্যে টাকা খরচ করা হবে। কিন্তু ইতালীর ব্যবসায়ীরা এই নোংরা কাজের ভেতর নিজেদের জড়াতে চাইলো না। তাদের মনে মনে আতঙ্ক ছিলো যদি কম্যুনিস্টরা নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাহলে ভবিষ্যৎএ তারা মুস্কিলে পড়বে। সি-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর তখন এ্যালান ডালেস। এ্যালান ডালেস বললেন, এই ধরণের বিপ্লব বা নোংরা কাজ কোন ব্যবসায়ী বা অন্যকোন সাধারণ লোক দিয়ে করানো সম্ভব নয়। এই কাজ করবার জন্যে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান হলো সি-আই-এ। আবার এক নতুন আইন সৃষ্টি হলো। বলা হলো, অফিস অব পলিসি কোঅরডিনেশন (ওপিসি) বলে একটা দপ্তর খোলা হবে। এই ওপিসি সি-আই-এ এবং ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। ফ্রাঙ্ক উইমনার বলে একটি লোককে এ্যাসিটাণ্ট ডিরেক্টর অব ওপিসি-র পদে নিযুক্ত করা হলো।

কিন্তু দু'তিন বছর বাদে সি-আই-এর ডিরেক্টর ওয়াল্টার বেডেল স্মিথ এসে বললেন, পলিসি কো-অরডিনেশনের দায়িত্ব পুরোপুরি সি-আই-এর হাতে থাকবে। এই কাজের সঙ্গে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টকে জড়ানো যায় না। ১৯৫১র জানুয়ারী মাসে পলিসি কো-অরডিনেশন ডিপার্টমেণ্টের কাজের পুরোপুরি দায়িত্ব সি-আই-এ নিলেন। আর পলিসি কো-অরডিনেশনের নতুন নাম হলো প্ল্যানিং ডিভিশন।

আর সমস্ত দুনিয়ায় যতো ক্যু দ্য আঁতাত, বিপ্লব, কোন প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতার গদী থেকে সরানোর কাজের ভার প্ল্যানিং ডিভিশনকে দেওয়া হলো।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট আইন অনুযায়ী সি-আই-একে শুধু অপ্রতিহত ক্ষমতা দেওয়া হলো না। সি-আই-এর হাতে বেশ মোটা টাকার বাজেট দেওয়া হলো। প্রতি বছর সি-আই-এ প্রায় দেড়শো কোটি ডলার খরচ করেন [সি-আই-এ এবং এন-এস-এ কে বাদ দিয়ে আমেরিকা সরকার খবর যোগাড় করবার জন্যে ২'১ বিলিয়ন ডলার খরচ করেন] আর-সি-আই-এর

ডিরেক্টর ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে যে কোন টাকার চেক যাকে খুশী তাকে দিতে পারেন। এই জন্যে তাকে কারু কাছে হিসেবপত্র বা জবাবদিহি দিতে হবে না।

সি-আই-এর ডিরেক্টরকে এতো ক্ষমতা দেয়া হলো বটে কিন্তু আজ অবধি সি-আই-এর ডিরেক্টর এই ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নি।

* * *

সি-আই-এর প্রথম ডিরেক্টর হলেন এডমিরাল হিলিনকোয়েটার। কিন্তু বেচারাকে বেশীদিন এই চাকুরী করতে হলো না। অনেকগুলো জরুরী খবর সংগ্রহ করতে সি-আই-এ ব্যর্থ হলো। কলম্বিয়ার বগোটা শহরে একদিন বিপ্লব হলো। কিন্তু এই বিপ্লবের খবর সি-আই-এ জানতো না।

রাশিয়া এ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ করলো। কিন্তু সি-আই-এর দপ্তরে এই খবরের কোন আভাষ পাওয়া গেলো না। তারপর কোরিয়ার যুদ্ধ যখন লাগল তখন সি-আই-এ এই যুদ্ধের কোন পূর্বাভাষ পায়নি। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সি-আই-এ এই লড়াই সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিলো।

কোরিয়ার লড়াই স্বরু হবার পর আমেরিকার সরকারী মহলে আবার চিন্তা স্বরু হলো।

সি-আই-একে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, আরো কর্মঠ করতে হবে। তাদের মনে কম্যুনিষ্ট জুজুবুড়ীর আতংক প্রতিদিনই বাড়ছে। প্রেসিডেণ্ট ট্র্যান একদিন ওয়ালটার বেডেল স্মিথকে ডেকে পাঠালেন। বললেন: সি-আই-এর দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।

বেডেল স্মিথ হলেন সি-আই-এর দ্বিতীয় ডিরেক্টর। যুদ্ধের সময় বেডেল স্মিথ ছিলেন জেনারেল আইসেনহাওয়ারের চীফ অব ষ্টাফস। পড়াশুনা করবার জন্যে কোন দিনই বেডেল স্মিথ প্রিন্সটনে বা হার্ভাডে যাননি কিন্তু কাজকর্মে তার অপূর্ব দক্ষতা ছিলো। বাজারে তার নাম ছিলো 'গো গেটার'। যে কোন কঠিন কাজ তিনি সুসম্পন্ন করতেন।

বেডেল স্মিথ সি-আই-এর কর্তা হয়ে অর্গানিজশনকে আবার নতুন করে গড়ে তুলবার চেষ্টা করলেন। স্বরু হলো 'হীয়ার ও ফায়ার' সিষ্টেম। বেডেল স্মিথ দপ্তরের অকর্মন্যদের রাতারাতি বরখাস্ত করলেন। আর নতুন নতুন করিতকর্মা লোকদের কাজে নিযুক্ত করলেন। এই করিতকর্মাদের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যার গল্প না বললে আজকের এই সি-আই-এর কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে।

ভদ্রলোকের নাম এ্যালান ওয়েলশ ডালেস। এই ডালেস যেদিন থেকে সি-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর হলেন সেদিন থেকে বাজারে একটি কিংবদন্তী প্রচার হলো—সি-আই-এ হলেন ডালেস আর ডালেস হলেন সি-আই-এ।

১৯৫৩ সালে আইসেনহাওয়ার হলেন আমেরিকার নতুন প্রেসিডেণ্ট। প্রেসিডেণ্টের গদীতে বসে আইসেনহাওয়ার আবার বেডেল স্মিথকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তুমি হবে ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী আর সি-আই-এর কর্তা হবে এ্যালান ডালেস।

ডালেসের আমল থেকে স্পাইর জগতে এক নতুন যুগ সৃষ্টি হলো। যদি আপনারা সি-আই-এ ভালো করে জানতে চান, তার কাজকর্মের সঙ্গে ওয়াকিবহাল হতে চান তাহলে এ্যালান ডালেসের জীবনী আপনাদের শুনতেই হবে।

শুনুন এ্যালান ডালেসের জীবনী।

মিষ্টার সি-আই-এ এ্যালান ডালেস।

লোকটা পাগল।

আমার এক এজেণ্ট এসে বললো: স্যার আজকের প্রাভদা সংবাদপত্র পড়েছেন?

আমি কাজে ব্যস্ত ছিলুম। কিন্তু তবু একবার এজেণ্টের মুখের পানে তাকালাম। এজেণ্ট আমাকে প্রাভদায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ দেখালো। প্রবন্ধ লিখেছে বিখ্যাত রাশিয়ান লেখক ইলিয়া এরেন-বুর্গ।

ইলিয়া এরেন-বুর্গের প্রবন্ধের শিরোনামা দিয়েছে মিষ্টার সি-আই-এ।

মিষ্টার সি-আই-এ হলেন এ্যালান ডালেস। ভগবান যদি কোন দিন এই এ্যালান ডালেসকে স্বর্গে নিয়ে যান তাহলে মিষ্টার সি-আই-এ স্বর্গে গিয়ে বিপ্লব, ক্যু দ্য আঁতাত করাবেন, বোমা ফাটাবেন, হয়তো ভগবানকে তার গদী থেকে সরাবেন।

ইলিয়া এরেনবুর্গের মন্তব্য পড়ে হাসলুম। জানি আমার নাম শুনলে রাশিয়ার কর্তারা আঁতকে ওঠেন। মনে মনে অবশ্যি আমাকে একটু শ্রদ্ধা করেন। ওদের ধারণা আজ এই পৃথিবীব্যাপী যতো হৈ-হল্লা, বিপ্লব, ক্যু দ্য আঁতাত হচ্ছে সবই আমার পরিকল্পনা। তাই ওরা আমাকে বলেন, আমি হলুম মিষ্টার সি-আই-এ।

কিন্তু বাজারে আমার আর একটি সুখ্যাতি আছে। আর সেই সুখ্যাতি হলো: মাষ্টার স্পাই।

হ্যাঁ, কথাটা সত্যি বটে। স্পাইর জীবন যেন আমার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। আজকের এই যে স্পাইর দুনিয়া দেখছেন এটা আমারই তৈরী। কারণ আমি জানি যে, আজকের যে কোন গভর্ণমেণ্টের শাসনভার চালাবার জন্যে স্পাইর কাজ অতি আবশ্যক। আপনার বিরুদ্ধে কে গোপন ষড়যন্ত্র করছে, কে আপনাকে জবাই করবার চেষ্টা করছে, এই খবর যদি আপনি না রাখেন তাইলে আপনার পতন ও মৃত্যু দুটোই অনিবার্য্য। তাই সিনেটে যখন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা হলো তখন আমি বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললুম : আমেরিকাকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এক সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সি গঠন করা দরকার। আর আমেরিকার শত্রু কে জানেন? কম্যুনিষ্ট দেশগুলো। এই দেশের চরগুলো আমরা কী করছি না করছি, তার পুরো হিসেব রাখছে।

*　　　*　　　*

আমরা দু'ভাই। বড়ো ভাইকে আপনারা নিশ্চয় চেনেন। জন ফষ্টার ডালেস। আর এই ডালেস নীতি নিয়ে আপনারা কতো গালমন্দো করেছেন তার কোন হিসেব রেখেছেন কী?

আমি জানি, মনে মনে দুনিয়ার অনেকেই আমাকে গালমন্দো করছে। রাশিয়ান লেখক ইলিয়া এরেনবুর্গ আমার সম্বন্ধে কী মন্তব্য করেছেন তার আভাষ আপনাদের একটু আগেই দিয়েছি। এই দুনিয়ার কোথাও কোন হাঙ্গামা-বিপ্লব হলে লোকে আমার ভাই ফষ্টার ডালেসকে গালমন্দো দেয়। আর যদি ফষ্টার ডালেসকে গালিগালাজ না করতে পারলো তাহলে বলবে এই দুষ্কর্ম হলো মিষ্টার স্পাইর কাজ। তবে একটা কথা মনে রাখবেন। সত্যিকার নিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে হলে প্রথমে আপনাকে দুর্ণাম কিনতে হবে বৈকি! হয়তো পরবর্তী জীবনে আপনি কাজের জন্যে ইনাম পাবেন।

প্রথম জীবনে আমি তো স্পাই ছিলুম না। ছিলুম স্কুল মাষ্টার। ১৯১৪ সালে প্রিন্সটন ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করে আমি এক মিশনারী স্কুলের চাকুরী নিয়ে ভারতবর্ষে গেলুম। একবছর ভারতবর্ষে চাকুরী করে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ালুম। একবার চীনেও গিয়েছিলুম।

বিদেশ ভ্রমণ শেষ করে আবার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে আমার ভাই ফষ্টার আমেরিকার ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন। এবার আমিও ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসে যোগ দিলুম।

হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার পরিবারের সবাই

আমেরিকান সরকারে বেশ বড়ো চাকুরী করতেন। কাজেই সরকারীতে ঢুকতে আমার কোন অসুবিধে হয়নি।

চাকুরী নিয়ে ফষ্টার গেলো পারীতে আর আমি গেলুম সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানী বার্ণ শহরে। আমার কাজ ছিলো বার্ণ শহর থেকে ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের গোপন খবরা-খবর সংগ্রহ করা। এবার আপনাদের আমাদের জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলবো।

একদিন আমি আমার দপ্তরে বসেছিলুম। এমনি সময় আমার এক বন্ধু এসে বললেন, এ্যালান, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরী কথা আছে।

আমি মুখ না তুলেই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম: কী কথা?

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে হবে।—বন্ধু জবাব দিলেন।

কী ধরণের বন্ধু?—এবার আমার প্রশ্নে একটু উৎসাহের রেশ ছিলো।

লোকে বলে আমার বন্ধু পাগল। কিন্তু আমি তাকে পাগল বলবো না। বরং বলবো আমার বন্ধু রিভল্যুশনারী। তার মাথায় অনেক অভিনব পরিকল্পনা ঘুরছে। একবার আমার এই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করো এ্যালান, তাহলে অনেক কিছু জানতে পারবে, শিখতে পারবে,—বন্ধু জবাব দিলেন।

আমি এই রিভল্যুশনারী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলুম। কিন্তু এই আলোচনার পর কয়েকটা দিন আমি কাজে বড্ডো ব্যস্ত ছিলুম। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা করা সম্ভব হলো না। যেদিন আমার হাতে একটু ফুরসৎ মিললো সেদিন আমার বন্ধুকে ডেকে বললুম: কৈ হে তোমার বন্ধু কোথায়? তার সঙ্গে বসে একটু গল্প-গুজব করা যাক।

আমার বন্ধু ম্লান হেসে বললেন: টু-লেট! আমার বন্ধু রাশিয়ায় চলে গেছেন। ঐখানে এক রিভল্যুশনের সঙ্গে তার এক এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

আপনারা নিশ্চয় রিভল্যুশনারী ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছেন। ভদ্রলোকের নাম হলো ভ্লাডিমির ইলিয়াচ উলিয়ানভ। বিশ্বজগতের কাছে ভদ্রলোক 'লেনিন' নামে পরিচিত।

লেনিনের সঙ্গে সেদিন আমার দেখা সাক্ষাৎ না হবার জন্যে পরে বড্ডো অনুতাপ হয়েছিলো। এই ঘটনার পর জীবনে আমি কাউকে কোনদিন তুচ্ছ অবহেলা করিনি। আমি যখন সি-আই-এর কর্তা তখন হাজার কাজ থাকলেও আমি সামান্য নগন্য লোকের সঙ্গে দেখা করতুম, পার্টি ককটেলে যেতুম। আমার কথা শুনুন। জীবনে কোনদিন কাউকে অবজ্ঞা করবেন না।

* * *

যুদ্ধের শেষে আমি ভের্সাই সন্ধির আলাপ-আলোচনায় যোগ দেবার জন্যে পারীতে গেলুম। পারীতে থাকাকালীন আমি প্রায়ই জার্মানীর বড়ো বড়ো ব্যবসায়ীদের সঙ্গে জার্মানীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতুম। আমি যে কম্যুনিষ্ট বিরোধী এই কথা কোনদিনই প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি।

পার্ল হারবারে জাপানের আক্রমনের পর আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিলো।

বিল উনোভান তার অফিস অব ষ্ট্রাটেজিক সার্ভিস গঠন করলেন এবং আমাকে ও-এস-এসে যোগ দিতে অনুরোধ করলেন। আমি বিলকে আগে থেকেই চিনতুম। কাজেই সেদিন বিলের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিনি।

ও-এস-এসে যোগ দিলুম।

ইতিমধ্যে বাজারে আমার বিরুদ্ধে অনেক প্রোপাগাণ্ডা সুরু হলো। একদল বললেন: আমি হলুম ফ্যাসিস্ত। জার্ম্মানীর নাৎসীরা আমার বন্ধু। জার্ম্মানীর হেনরী শ্রোয়েডার কর্পোরেশনের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে, শুধু তাই নয়, আমি হলুম বিখ্যাত জর্ম্মান ফার্ম্ম রবার্ট বসের একজন ডিরেক্টর।

আমি এইসব অভিযোগে অনুযোগে কান দিলুম না! লোকের কথায় কী কান দেয়া যায়? বিল উনোভানের কাছ থেকে কাজের নির্দ্দেশ নিয়ে আমি বার্ন শহরে এলুম। এই শহরে আসতে আমার কম ঝক্কি পোহাতে হয়নি। জর্ম্মানী গোষ্টাপো বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে আসা কী সহজ কাজ? কিন্তু তবু সেদিন আমি কোন বিপদকে ভয় পাইনি। আর বার্ণ শহরে এসেই আমি স্পাইর কাজ সুরু করলুম।

* * *

বার্ণ শহরে আমি বেশ ভালো করে আস্তানা গাড়লুম।

এই শহর ঘুরে আমি বিভিন্ন ধরণের খবর সংগ্রহ করতুম। যুদ্ধের মধ্যিখানে আমার কাছে জর্ম্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের এক ভদ্রলোক টপ সিক্রেট টেলিগ্রাম নিয়ে এলেন। বললেন: এইসব টেলীগ্রামে অনেক মূল্যবান ও জরুরী কথা আছে। ভদ্রলোক মিথ্যে কথা বলেননি। তার এই টেলীগ্রামের মারফৎ আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি যে আঙ্কারাতে ব্রিটীশ এম্বসডারের বাড়ী থেকে তার চাকর গোপণ খবর চুরি করছে। এই চাকরের নাম ছিলো সিসারো। আর সিসারো গল্প নিশ্চয় আপনাদের অজানা নেই।

যুদ্ধে জর্ম্মানীর পরাজয় যখন ধ্রুব নিশ্চিত হয়ে দাড়ালো তখন বড়ো বড়ো নাৎসী নেতারা আমার কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে লাগলেন। সবাই বললেন,

ডালেস একটা কিছু করো, আমরা মিত্রশক্তির সঙ্গে ভিন্ন সন্ধির চুক্তি করতে চাই।

এই নাৎসী নেতাদের ভেতর হিমলারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। আমি আবার নাগরিক জীবনে ফিরে এলুম। আইন প্র্যাকটিশ সুরু করলুম। কিন্তু হঠাৎ একদিন ট্রুম্যান আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন: আমি সি-আই-এর কাজ কারবার নিয়ে তদন্ত করবার জন্যে একটি কমিটি গঠন করেছি। তোমাকে এই কমিটির মেম্বর করতে চাই।

কমিটির বাকী দু'জন মেম্বর হলেন উইলিয়াম জ্যাকসন অপর জন মাথিয়াস করিয়া।

যথা সময়ে আমরা সি-আই-এর কাজকর্ম্মের বিস্তৃত আলোচনা করে এক রিপোর্ট পেশ করলুম। আমরা বললুম সি-আই-এর কাজকর্ম্মের ধারা পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক। সি-আই-আইকে আরো শক্তিশালী সংগঠন করতে হবে।

একদিন ওয়াশিংটন থেকে বেডেল স্মিথ আমাকে ডেকে পাঠালেন। বেডেল স্মিথ তখন সি-আই-এর বড়ো কর্ত্তা হয়েছেন। বেডেল স্মিথ আমাকে বললেন: এ্যালান, তোমার রিপোর্টটা পড়লুম। ভালো লাগলো। আসবে নাকি একদিন ওয়াশিংটনে? তোমার রিপোর্ট নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা যাবে।

আমি বেডেল স্মিথের সঙ্গে দেখা করতে ছয় সপ্তাহের জন্যে ওয়াশিংটনে গেলুম।

কিন্তু বিশ্বাস করুন এগার বছর বাদে আমি ওয়াশিংটন থেকে ফিরলুম!

* * *

ওয়াশিংটনে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেডেল স্মিথ আমায় রিপোর্ট দেখিয়ে বললেন: রিপোর্ট যখন তুমিই লিখেছ, তখন এই রিপোর্ট কার্য্যকরী করার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।

এই বলে বেডেল স্মিথ আমাকে সি-আই-এর ডেপুটী ডিরেক্টরের পোষ্টটি অফার করলেন। তারপর দু'বছর বাদে আমি হলুম ডিরেক্টর অব সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী।

দুনিয়া জুড়ে আমার নাম হলো মিষ্টার সি-আই-এ। স্পাইর ডিকশনারীতে আমার নাম হলো মাষ্টার স্পাই।

* * *

আমার পরিচালনায় সি-আই-এ নতুন করে গড়ে উঠলো।

প্রেসিডেণ্ট আমার হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিলেন আর দিলেন অর্থ। কী

কাজে আমি টাকা খরচ করছি তার হিসেব নিকেশ কারু কাছে দেবার প্রয়োজন ছিলো না। কিন্তু তবু সি-আই-এর কাজকর্ম্ম এবং বাজেট নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতুম। প্রেসিডেন্টের পরামর্শানুযায়ী আমি সি-আই-এর দপ্তরে ইনটারনাল অডিট সিষ্টেম প্রচলন করলুম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিস পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছিলুম। এবার কতোগুলো ভালো ব্রিটিশ নিয়ম কানুন সি-আই-এর কাজে লাগালুম।

আর একটা মজার গল্প আপনাদের বলবো। আমি সি-আই-এর ডিরেক্টর হবার আগে ওয়াশিংটনের কেউ জানতোনা যে, দপ্তর কোথায়। সি-আই-এর দপ্তরের সামনে একটা বড় সাইন লেখা ছিলো গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং অফিস। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ছাপাখানা বলে কেউ বিশ্বাস করতো না। একদিন আইসেনহাওয়ারের ভাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তার সঙ্গে সঙ্গে আইসেনহাওয়ারও এলেন। কিন্তু সারা ওয়াশিংটন খুঁজেও তারা আমার দপ্তর খুঁজে বার করতে পারলেন না।

বাধ্য হয়ে আইসেনহাওয়ার আমাকে টেনিফোন করলেন।

বললেন: এ্যালান, সারা ওয়াশিংটনে তোমার দপ্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি। অফিসটা কোথায় বলোতো? আমি প্রেসিডেন্টের কথা শুনে লজ্জা পেলুম। তাড়াতাড়ি আমারই একজন সাগরেদকে প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠালুম। আমার সাগরেদ প্রেসিডেণ্ট ও তার ভাইকে আমার দপ্তরে নিয়ে এলেন।

পরের দিন আমি অফিসে হুকুম জারী করলুম: গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং অফিস সাইনবোর্ড তুলে ফেলো। আর তার বদলে বড়ো বড়ো করে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে দাও।

সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী—এই সাইন বোর্ড টাঙ্গাবার পর জনতার কৌতুহল মিটলো। আগে সবাই আমাদের দপ্তরের সামনে দাড়িয়ে বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য করতো। কিন্তু এবার থেকে আমাদের নিয়ে আর কেউ ঠাট্টা করতো না, বলতো না: ওটা তো সি-আই-এর অফিস নয়। ওটা হলো গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং অফিস।

* * *

আমার দপ্তর কী করে গড়ে তুলেছিলুম তার আভাষ দেবার আগে তুএকটা কাহিনী বলবো। আর আমার কাহিনী মানেই ক্যু দ্য আঁতাত আর রিভল্যুশনের গল্প। প্রথমে আপনাদের ইরাণের একটা গল্প বলবো।

ইরানের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিলুম। ইরানের এ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীর আইনের পরামর্শদাতা ছিলেন স্থলিভান এ্যাণ্ড ক্রমঅয়েল। আমি ও ফষ্টার এই আইন কোম্পানীর পার্টনার ছিলুম। কিন্তু আজকে আপনাদের কাছে যে গল্প বলছি তার সঙ্গে স্থলিভ্যান এ্যাণ্ড ক্রমঅয়েল কোম্পানীর কোন সম্পর্ক ছিলো না।

কিন্তু আজকের এই কাহিনী শুধু আমার ভাষায় শুনলে হবে না। আমার এই কাজের সঙ্গে যারা জড়িয়ে ছিলেন তাদের মুখ থেকে এই গল্পের খানিকটা শুনে নিন। তারপর গল্পের শেষ টুকু আমি বলবো।

এবার আপনাকে আমার এক সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সহকর্মীর নাম হলো কিম রুজভেল্ট।—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ভাইপো। আর দ্বিতীয় ভদ্রলোকের নাম হলো নরম্যান সোয়ারজকফ।

স্থান ইরাণের রাজধানী তেহরান, ১৯৫৩, আগষ্ট মাস।

কিম রুজভেল্টের কথা

এ্যালান ডালেসের মুখে নিশ্চয় আমার নাম শুনেছেন।

আমি হলুম সি-আই-এর অপারেটর। স্পাইর ভাষায় তাদেরই অপারেটর বলা হয় যারা ফিল্ডে কাজ করেন। বড়োকর্ত্তা এ্যালান ডালেসতো ওয়াশিংটনের দপ্তরে বসে কাজ করছেন আর হুকুম দিচ্ছেন। আর আমাকে সেই হুকুম পালন করতে হচ্ছে।

নিজের একটু পরিচয় দিয়ে নিই। আমার পুরোনাম হলো কারমিট কিম রুজভেল্ট। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমার আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু আত্মীয়ের নাম নিয়ে বড়াই করবো না। নিজের সুখ্যাতি আজ আমাকেই করতে হবে।

বাজারে আমার নাম হলো মিঃ ইরান। এই যে মধ্যপ্রাচ্য দেখছেন এই অঞ্চল আমার নখ দর্পনে। এই অঞ্চলের সবাই আমার পরিচিত। কোথায় কে কী করছে, আমি চোখ বুঝে বলে দিতে পারি।

প্রথমে আমি সি-আই-এর ওয়াশিংটনের দপ্তরে কাজ করতুম। একদিন সি-আই-এর কাজে ইস্তাফা দিয়ে গালফ অয়েল কর্পোরেশনে যোগ দিলুম। সেইখানে আমার পদবী হলো গভর্ণমেণ্ট রিলেশন্স ডাইরেক্টর। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হলো আমার কাজ। কিন্তু একটা কথা আপনাদের বলে দিচ্ছি। বাইরের জগৎ জানতো আমার সঙ্গে সি-আই-এর কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু এ্যালান ডালেস জানতেন যে, আমি সি-আই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিনি।

একদিন খবর পেলুম ইরাণে গোলমাল সুরু হয়েছে। আর এই গোলমালের কারণ হলেন মোসাদেগ। শুনতে পেলুম, ইরানের প্রধান মন্ত্রী মোসাদেগ মস্কোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করবার চেষ্টা করছেন।

ইরানের সবচাইতে বড়ো সম্পদ হলো তেল। খনি থেকে প্রতিদিন দশ লাখ ব্যারেল তেল পাওয়া যায়। আর এই তেলের খনির মালিক ছিলেন ইংরেজ।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে মোসাদেগ ইরানের প্রধান মন্ত্রী হলেন। বাধ্য হয়ে জনতার চাপে পড়ে ইরাণের সম্রাট শাহানশা মোসাদেগকে ইরাণের প্রধান মন্ত্রী করলেন। কিন্তু এইখানে শাহানশা মস্তোবড়ো একটা ভুল করলেন। কারণ মোসাদেগ প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসেই এ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীকে হুমকি দিলেন যে, তিনি এই অয়েল কোম্পানীকে ন্যাশালাইজ করবেন। আসলে

মোসাদেগের হুমকি ব্ল্যাকমেল ছাড়া আর কিছুই নয়। মোসাদেগ বললেন, যদি তিনি আমেরিকানের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পান তাহলে অবশ্য এ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানীকে ন্যাশালাইজ করবেন না। মোসাদেগ আরো বললেন, প্রয়োজন হলে এই ব্যাপার নিয়ে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবেন।

এ্যালান ডালেস আমাকে ডেকে বললেন : মোগাদেগের হুমকি শুনেছ? বুঝতে পারছ ওর আসল মৎলবটা কী?

আমি একটু ম্লান হেসে জবাব দিলুম : ব্ল্যাকমেল।

: দ্যাটস্ রাইট! মোসাদেগ আমাদের ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। থাক্, এবার আমার কথা শোন। তুমি আজই তেহরানে যাও এবং সমস্ত পরিস্থিতির দায়িত্ব নিজের হাতে নাও। এই তেহরানে আমার একজন বিশ্বস্ত লোক আছে। লোকটার নাম হলো নরম্যান সোয়ারজরফ। লোকটার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমার হয়ে পাকিস্থান, সিরিয়া, লেবাননে কিছু কাজ করেছিলো। আজ ইরানে মোসাদেগকে গদী থেকে সরাতে সোয়ারজকফের সাহায্য চাই। যাক, দুএকদিনের ভেতর আমি সুইজারল্যাণ্ডে যাচ্ছি। আমাদের ইরানের এম্বসডার লয় হেণ্ডারসনও বেড়াতে সুইজারল্যাণ্ডে আসছেন। আর কে আসছেন জানো?

আমি উৎসুকী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কে?

প্রিন্সেস আসরফ—শাহানশার বোন। এই বিপদের সময় শাহানশাকে আমাদের হাতের মুঠোয় রাখতে হবে।

এ্যালান ডালেসের কথা শুনে আমি তেহরানে চলে এলুম। বে-আইনী ভাবে আমি তেহরানে ঢুকিনি। আমার প্রথম কাজ হলো তেরহানে মোসাদেগের বিরুদ্ধে দল গঠন করা। তারপর আমি সেয়ারজকফকে সুইজারল্যাণ্ডে এ্যালান ডালেসের সঙ্গে দেখা করতে পাঠালুম।

* * *

আমি ইরানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ইরান শহর বেশ গরম হয়ে উঠলো।

মোসাদেগ রোজই ইরানের জাতির কাছে তেজময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন আর ব্রিটেন ও আমাদের মুণ্ডুপাত করছেন। বুঝতে পারলুম মোসাদেগ জাতিকে হাত করেছেন। আমার হাতে বেশী লোক নেই। আমার দলবল যা ছিলো সবাইকে বিপ্লবের জন্যে তৈরী করলুম। ঠিক করলুম, মোসাদেগের স্থানে ফজল্লা জাহেদীকে প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসাতে হবে।

কিন্তু আমার এই মনের চিন্তাধারাকে কার্য পরিণত করতে হলে অনেক তেল লবণ খরচ করতে হবে। প্রথমতঃ মোসাদেগের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী দল গঠন করা চাই। আর এই কাজের জন্যে উপযুক্ত হলো সোয়ারজকফ।

আমার মনের কথা সোয়ারজকফকে খুলে বললুম। এ্যালান ডালেস তখন সুইজারল্যাণ্ডে বসে লয় হেণ্ডারসন ও প্রিন্সেস আসরফের সঙ্গে ইরানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। এবার এই আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে সোয়ারজকফকে পাঠালুম।

বাকী কাহিনীর কিছুটা এবার আপনারা সোয়ারজকফের ভাষায় শুনুন।

নরম্যান সোয়ারজকফ

কল্পনা করুন একটা লম্বা লোক চোখে কালো পুরু চশমা, গায়ে বেশ ওভার কোর্ট, ছটা সাতটা ভাষা অনর্গল মুখ দিয়ে ফুটছে, আর বিপদ জিনিষটা যে কী তার জানা নেই। এই কল্পনা যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে আমাকে চিনতে আপনাদের একটুও অসুবিধে হবে না। মুহূর্তের ভেতর আপনি আঁচ করতে পারবেন এই হলো ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নরম্যান সোয়ারজকফ।

পেশা—দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ান। আজ আমাকে করাচীতে দেখতে পাবেন, পরশু ইস্তানবুলে কিংবা বেরুটে। আমার পেশা সম্বন্ধে যদি কেউ কোন কৌতূহল প্রকাশ করে তাহলে জবাব দিই—যাযাবার।

আপনাদের কাছে আমার এই আত্মপরিচয় দিয়ে হয়তো রেহাই পেতে পারি, কিন্তু ইরানের বাসিন্দাদের কাছে এই পরিচয় দিলে ধরা পড়ে যাবো। কারণ আমি ছিলুম ইরানের পুলিশ-বাহিনীর কর্তা। সময় ১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ অবধি। সমস্ত ইরান পুলিশ-বাহিনীর উপর আমার অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিলো।

আমি ইরান পুলিশ-বাহিনীর কাজে ইস্তাফা দেবার পর এ্যালান ডালেসের বাহিনীতে যোগ দিলুম।

১৯৫৩ সালের মধ্যিখানে হঠাৎ এ্যালান ডালেস আমাকে খবর পাঠালেন : ইরানে তোমাকে চাই। বিশেষ জরুরী কাজ আছে।

একদিন কিম আমার সঙ্গে এসে দেখা করলো। কিমের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। কিন্তু আমি জানতুম বাজারে তার নাম হলো মিঃ ইরান।

কিম রুজভেল্টের কাছ থেকে আমার কাজের খানিকটা আভাষ পেলুম। কিম বললো যে, মোসাদেগ প্রধান মন্ত্রীর গদীতে বসবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলে কম্যুনিষ্টদের প্রতিপত্তি বেড়ে যাচ্ছে। যেমন করেই হোক মোসাদেগকে ক্ষমতার গদী থেকে সরাতে হবে।

আমাকে এই কথা বলার উদ্দেশ্য কী জানতুম। ওরা সবাই জানেন যে, ইরান পুলিশ-বাহিনীর উপর আমার এখনও যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। আর মোসাদেগের অনুচরদের দমন করবার ওষুধ হলো ইরানের পুলিশ।

কিন্তু তবু চট্ করে কিমের কথায় রাজী হলুম না। হয়তো আমার দোটানা মন দেখে কিম রুজভেল্ট বললেন: এ্যালান ডালেস সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গেছেন। আমাদের ইরানের এম্বসডার লয় হেণ্ডারসনও ঐখানে আছেন। একবার তুমি গিয়ে এ্যালানের সঙ্গে দেখা করো। কী করে মোসাদেগকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে তার একটা পরিকল্পনা এ্যালান তোমাকে দেবেন।

*   *   *

আমি সুইজারল্যাণ্ডে এলুম।

এ্যালান ডালেসের সঙ্গে দেখা হলো।

এ্যালান ডালেস আমার সঙ্গে ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। বললেন: মোসাদেগ প্রতিদিনই আমাদের শাসাচ্ছে যে, এ্যাংলো ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানী রাশিয়ার হাতে তুলে দেবে। মোসাদেগকে যদি আমরা প্রধান মন্ত্রীর গদী থেকে সরাতে না পারি তাহলে আমাদের মনে একটুও শান্তি থাকবে না।

আমি বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম: বলুন আমাকে কী করতে হবে?

জাহেদীকে আমরা প্রধান মন্ত্রী করতে চাই। শুনেছি জাহেদী তোমার বন্ধু।

হ্যাঁ, শুধু জাহেদী আমার বন্ধু নয়, শাহানশার সঙ্গেও আমার বেশ হৃদ্যতা আছে।

বেশ আমরা ইরানে মোসাদেগের বিরুদ্ধে বিপ্লব করতে চাই—এ্যালান ডালেস বললেন।

এ্যালান ডালেসের সঙ্গে দেখা করে আমি তেহরানে ফিরে এলুম।

এদিকে শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া ক্রমেই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মোসাদেগের গরম বক্তৃতা শুনে ছাত্রেরা ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছে। সবাই চীৎকার করে বলছে, আমরা ইংরেজ ও আমেরিকাকে এই দেশ থেকে সরাতে চাই।

আমি তেহরানে এসে প্রথমেই কিম রুজভেল্টের খোঁজ করলুম। কিন্তু আমার এজেন্টরা আমাকে বললো, আমরা কিমের কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছি না।

আমি এবার শাহানশার কাছে গিয়ে কুর্নিশ কাটলুম। বললুম: এখনও সময় আছে। দেশের শাসনভারের ক্ষমতা নিজের হাতে নিন। মোসাদেগকে সরান।

শাহানশা মোসাদেগকে চিঠি লিখলেন। বললেন : তোমাকে প্রধান মন্ত্রীর গদী থেকে সরানো হলো। আর সেই সঙ্গে শাহানশা কর্নেল জাহেদীকে বললেন : মোসাদেগের হাত থেকে তুমি দেশের ক্ষমতা নিজের হাতে নাও।

কিন্তু এই জাহেদী লোকটা যে এতো বোকা আমি কী জানতুম? দু'দিন বাদে জাহেদী তার দল-বল নিয়ে মোসাদেগের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। বললো : আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি। শাহানশা তোমাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেছেন।

মোসাদেগ জাহেদীর পানে তাকিয়ে বললেন : একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখো। আমার সৈন্য এই বাড়ীর মাঝে তোমাকে ঘিরে আছে। আমাকে গ্রেপ্তার করার আগে তোমাকে আমরাই গ্রেপ্তার করলুম।

ব্যাস জাহেদীকে হাজতে ভরা হলো। মোসাদেগ চীৎকার করে বললেন : ইম্পিরিয়ালিষ্টের দল আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিলো। তাদের বিপ্লবের প্ল্যান আমি বানচাল করেছি।

আমি কিন্তু এই নাটকের আড়ালে ছিলুম। বুঝতে পারলুম আবার নতুন করে নাটকের ষ্টেজ তৈরী করতে হবে। দেশের এই গুরুতর পরিস্থিতি দেখে শাহানশা সস্ত্রীক রোমে চলে গেলেন। প্রতিদিনই অবস্থার অবনতি হতে লাগলো।

কিম এতোদিন তেহরানে লুকিয়েছিলো। এবার সে তার দল-বল নিয়ে বেরিয়ে এলো। আবার আমাদের শলাপরামর্শ বৈঠক সুরু হলো। আমরা দুজনেই মরীয়া হয়ে উঠলুম। মোসাদেগের কাছে হার স্বীকার করবো না। পয়সার জন্যে কুছ-পরোয়া নেই…।

* * *

এ্যালান ডালেস বলছি।

কিম রুজভেল্ট এবং সোয়ারজকফের মুখে ইরানের বিপ্লবের খানিকটা শুনলেন। এবার গল্পের শেষটুকু আমিই বলবো। কারণ এই বিপ্লবের কলকাঠির চাবি আমার হাতেই ছিলো।

সোয়ারজকফ ঠিক কথাই বলেছিলো—পয়সার জন্যে কুছ-পরোয়া নেই। মোসাদেগকে প্রধান মন্ত্রীর গদী থেকে সরানো চাই। বিশ্বাস করুন, সেদিন মোসাদেগকে প্রধান মন্ত্রীর গদী থেকে সরাবার জন্যে দশ মিলিয়ন ডলার খরচা করেছিলুম।

জাহেদী গ্রেপ্তার হবার পর আবার আমাদের নতুন করে বিপ্লবের আয়োজন

সুরু করতে হলো। সুইজারল্যাণ্ডে বসে আমি ইরানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে লয় হেণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বললুম। হেণ্ডারসন আমার সঙ্গে একমত। আর একটা বিপ্লব চাই।

বুঝতে পারলুম শাহানশার এবার ইরানে ফিরে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। নইলে মোসাদেগ নিজের খুশীমতো বিশ্রীকাণ্ড করতে থাকবে।

প্রিন্সেস আশরফকে আমি রোমে শাহানশার সঙ্গে দেখা করতে পাঠালুম। কিন্তু শাহানশা রাজকুমারীর সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন না।

ইতিমধ্যে কিম রুজভেল্ট তার দলবল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। তার সঙ্গে সোয়ারজকফের সাঙ্গোপাঙ্গোরা যোগ দিলো! এই কয়েকটা দিন কিম বাজারে জলের মতো টাকা ঢেলেছে। মোসাদেগের অনেক সমর্থকদের আমরা কিনে নিয়েছি, অতএব আমাদের দলও বেশ ভারী হলো। এবার সেয়ানে সেয়ানে লড়াই সুরু হলো।

বুধবার আগষ্ট ১৯।

তেহরান শহরে থমথমে ভাব। চারদিকে সৈন্য মোতায়েন রাখা হয়েছে। মোসাদেগ নিজের হাতে দেশের আইন-শৃঙ্খলার ভার নিয়েছেন। কোন হাঙ্গামা সৃষ্টি করার সম্ভবনা নেই।

কিম এবার তার দলবল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল বেরুলো। রাজনৈতিক মিছিল নয়, সামাজিক প্রসেশান! এই মিছিলে কেউ ভেল্কীর খেলা দেখাচ্ছে। কেউ বা ডিগবাজী খাচ্ছে, কেউ বা নাচছে। এদের ভেল্কী ও নাচ দেখতে চারদিক থেকে লোক ছুটে এলো। শহরের সৈন্যরাও এই মিছিল ভাঙ্গবার কোন চেষ্টা করলো না।

দলের পেছনে ছিলো কিম ও সোয়ারজকফ। কিমকে আজ চিনবার যো নেই। মুখে রং চং মেখেছে।

হঠাৎ কিম খুব জোরে একটা শিষ দিলো। আর এই শিষ শুনবার সঙ্গে সঙ্গে প্রশেসানের রূপ পাল্টে গেলো।

প্রসেশানের জনতা চীৎকার করে বলতে লাগলো ঃ লং লীভ শাহানশা। দীর্ঘজীবি হোক আমাদের সম্রাট। জাহান্নামে যাক মোসাদেগ।

জনতা এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলো। এবার তারাও চীৎকার দিতে লাগলো—জাহান্নামে যাক মোসাদেগ। আগুনের মতো এই বিপ্লব চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মোসাদেগের চাইতে আমাদের সমর্থকের সংখ্যা খুব কম ছিলো না। অবশ্যি দেশের সৈন্যবাহিনী তখনও শাহানশার অনুগত ছিলো।

সমস্ত শহরে এবার আমাদের দলের এবং মোসাদেগের সমর্থকদের ভেতর মারপিট চললো। আমরা এতো দ্রুতগতিতে কাজ করছিলুম যে, মোসাদেগের বাহিনীরা বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলো। তারা কিন্তু আমাদের মতলব বা অভিসন্ধির কিছুই আভাষ পায়নি।

নয় ঘণ্টা ধরে মোসাদেগের সমর্থকদের সঙ্গে যুদ্ধ করলুম। শেষ পর্য্যন্ত তারা আমাদের কাছে হার স্বীকার করলো। জাহেদী এবার কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে কিম রুজভেল্ট ও সোয়ারজকফের সঙ্গে যোগ দিলো। শাহানশা ফিরে এলেন। আবার ইরান শহরে চীৎকার শোনা গেলো, দীর্ঘজীবি হোন শাহানশা…

* * *

আমি এবার ডায়েরীর পাতায় লিখে রাখলুম : **when purpose of creating communist state became clear support from outside was given to loyal anti-communist element.** [এ্যালান ডালেস, দি ক্রাফট অব ইনটেলীজেন্স। পৃষ্ঠা ২২৪]

* * *

জেমস বণ্ডের ছবি দেখে যদি কখনও মনে করেন ঐ হলো স্পাইর জীবন তাহলে মস্তোবড়ো ভুল করবেন। স্পাইর জীবন আরো কঠোর নির্দয়। আর ঐ জীবনে মেয়েমানুষের বালাই নেই বললেই চলে। যাক্ এবার আপনাদের কাছে স্পাইর জীবনের খানিকটা আভাষ দিচ্ছি।

কফি হাউসে বসে কফি খাচ্ছেন। লোকটা আপনার সঙ্গে এন্তার ফরাসী রুশ—এমন কি সুইডিশ কবিতা নিয়ে আলোচনা করলো। আপনি লোকটাকে বেশ ইনটেলেকচুয়াল ঠাওরালেন। কিংবা লোকটি দেশবিদেশের আর্ট নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বললো। আলোচনা অন্তে আপনাকে অনুরোধ করলো, আসুন না একদিন আমার বাড়ীতে। আমার আর্ট ষ্টুডিও দেখবেন। আপনি এই শিল্পীর কথায় আকৃষ্ট হলেন। বাজারে হয়তো শিল্পীর যথেষ্ট সুনাম আছে।

কিন্তু আপনি অনেক দিন পরে হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে পড়লেন : আপনার সাহিত্যেক বা শিল্পী বন্ধুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ওদের বিরুদ্ধে মস্তোবড়ো অভিযোগ : ওরা স্পাই। ভদ্রলোক আপনার দেশের গুপ্ত খবর বিদেশের কাছে পাচার করছে। কর্নেল রুডলফ আবেলের নাম শুনেছেন? ১৯৫৭ সালে আমেরিকার শিল্পী মহলে তার যথেষ্ট সুনাম ছিলো। একদিন খোঁজ নিয়ে জানা গেলো আবেলের শতনাম। কারু কাছে সে এমিল কলিন্স

নামে পরিচিত, কেউ বা তাকে এনড্র কয়েটিস বলে ডাকে। কিন্তু শিল্পীজগতে তার নাম হলো এমিল গোল্ডফুস। আর এফ-বী-রাই-র খাতায় লেখা আছে রুডলফ আবেল।

মস্কোর K. G. B-র [উচ্চারণ কাগেবে] এক গণমান্য কর্নেলও স্পাই। তাই বললুম, মুখ দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না কে স্পাই।

যে সব দেশে ডিমোক্রেসী চালু আছে সেইখানে স্পাইংর কাজ করতে অনেক সুবিধে। কারণ ইনটেলীজেন্সের প্রায় আশী ভাগ খবর আমরা দৈনন্দিন খবর কাগজ, ম্যাগাজিন, পরিচিত লোকজনের সঙ্গে কথা বলে কিংবা সভা সমিতি থেকে সংগ্রহ করি। বাকী কুড়ি ভাগ খবর লোক দিয়ে চুরি করে আনতে হয়। আর একটা কথা মনে রাখবেন। সি-আই-এর দপ্তরে প্রতিমাসে দুই লাখ ম্যাগাজিন রাখা হয়। প্রতিটি ম্যাগাজিনের প্রতিটি অক্ষর পড়বার জন্যে বিশেষ লোক আছে। সায়েন্সের ম্যাগাজিন হয়তো কোন সায়েন্টিষ্ট পড়ছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বই ম্যাগাজিন হয়তো কোন ইকনমিষ্ট পড়ছেন। এই সারা দুনিয়ার সমস্ত ম্যাগাজিন ইস্তাহার সি-আই-এর এক্সপার্ট বসে পড়েছেন। তারপর এই সব প্রবন্ধ নিয়ে জানতে চেষ্টা করছেন আলোচনা করছেন এবং খবরের মূল্য যাচাই করেছেন। জানতে চেষ্টা করছেন এই প্রবন্ধের ভেতর কোন নতুন খবর আছে কিনা। ধরুণ কোন কম্যুনিষ্ট দেশের বিভিন্ন রোড ম্যাপ আমরা দেখতে পেলুম। এবার রোড ম্যাপ থেকে সেই দেশের স্থানের নাম আমাদের লিষ্টে টুকে রাখা হবে। তারপর টেলিফোন ডিরেক্টরীর কথা ধরুন। একবার পোলাণ্ডের টেলিফোনের ডিরেক্টরীতে দেখতে পেলুম এক রাশিয়ান জেনারেলের নাম। আমাদের হিসেবের খাতায় লেখা ছিলো এই জেনারেল হলেন এক ট্যাঙ্ক যুদ্ধের এক্সপার্ট। আমরা ভুল অনুমান করিনি। কিছুদিন বাদে শোনা গেলো পোল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীতে এক নতুন ট্যাঙ্ক ইউনিট গড়া হবে।

* * *

কী করে খবর সংগ্রহ করতে হয় তার খানিকটা আভাষ আপনাদের দিই।

প্রকাশ্যে দিবালোকে সবার জ্ঞাতসারে খবর সংগ্রহ করবার কাজ হলো এম্বাসীর। প্রতি এম্বাসীতে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে লোক আছেন। এরা দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, মন্ত্রী বা স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং কোন খবর জানতে হলে তাদের জিজ্ঞেস করেন। ডেমোক্রেটীক দেশগুলোতে খবর

সংগ্রহ করা অতি সহজ। প্রতিদিন খবরের কাগজে বিভিন্ন ধরণের সংবাদ বা মন্তব্য থাকে। এছাড়া পার্লামেণ্টে তর্ক বিতর্ক থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ অনেক খবর পাওয়া যায়। দেশের আর্থিক বা বিজ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে ইকনমিক বা টেকনিক্যাল ম্যাগাজিনে খবর পাওয়া যায়।

তারপর দেশের বিদেশ মন্ত্রণালয় থেকে অনেক খবর সংগ্রহ করা যায়। এম্বাসীর কর্মচারীরা ইচ্ছে করলেই বিদেশ মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে পারেন এবং তাদের জানবার বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। হয়তো এদের কাছ থেকে পুরো খবর পাওয়া যাবে না কিন্তু খবরের খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে। কিংবা ধরুণ আজ বিকেল বেলা আমেরিকার এম্বসডার দেশের ফরেইন মিনিষ্টারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে। কিন্তু দেশের ফরেইন মিনিষ্টার দেখা করতে ইতস্ততঃ বোধ করলেন। কাল উনি সোভিয়েট এম্বসডারের সঙ্গে দেখা করবেন। আমেরিকার এম্বসডারের বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, ফরেইন মিনিষ্টার এই ব্যাপার নিয়ে প্রথমে সোভিয়েত রাজদূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চান এবং তার মতামত জানতে চান। তারপর এই ব্যাপার নিয়ে আমেরিকান এম্বসডারের সঙ্গে কথা বলবেন।

এ হলো প্রকাশ্যে খবর সংগ্রহ করবার নিয়ম।

লুকিয়ে খবর সংগ্রহ করতে হলে খবর চুরি করতে হবে। আর এই খবর যারা সংগ্রহ করেন তারা হলেন তিন ধরনের লোক। এদের বলা হয় এজেণ্ট সোর্স অব ইনফরমেশন এবং ইনফয়মার। বর্তমান যুগে খবর সংগ্রহ করার জন্যে মেশিনও ব্যবহার করা হয়।

এই ধরনের চুরি করে খবর সংগ্রহ করাকে বলা হয় "এসপিওনেজ বা স্পাইং"।

এবার শুনুন এজেণ্টের কাজ কী? এজেণ্টের কাজ হলো কোন একটা জায়গা থেকে বা কোন ব্যক্তির কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে সেই খবর এনে আপনাকে দেবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন হলে এজেণ্ট নিষিদ্ধ জায়গায় যাবে এবং জরুরী খবর সংগ্রহ করে আনবে। কিন্তু এজেণ্টের কাজ করবার অনেক মুস্কিল আছে। কোন জায়গাই এজেণ্ট বারবার যেতে পারে না বা বেশীক্ষণ থাকতে পারে না। তাহলে হয়তো সবাই এজেণ্টকে সন্দেহ করবে।

বেশীক্ষণ কোথায়, কোন জায়গায় থেকে খবর সংগ্রহ করতে হলে এজেণ্টকে ঐ আস্তানা বা দেলের ভেতর ঢুকতে হবে। স্পাইর ভাষায় একে

বলা হয় 'পেনিট্রেশন' (Penetration) এবং এই ধরনের এজেন্টকে বলা হয় Planted এজেন্ট।

অনেক সময় কাজের এবং উত্তেজনার চাপে পড়ে এই ধরনের প্লানটেড এজেন্টরা নিরাশ হয়ে পড়েন। কারণ খবর সংগ্রহ করবার সময় প্রায়ই তাদের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়। কিম ফিলবি ছিলেন একজন প্লানটেড এজেন্ট। তার গল্প আপনারা শুনেছেন। কিন্তু ফিলবির সমকক্ষ আরো একজন প্লানটেড এজেন্টের কাহিনী আজ আমি বলবো। ভদ্রলোকের নাম ছিলো রিচার্ড সর্জ। সর্জ জাতে ছিলেন জর্মান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি মস্কোর হয়ে টোকিওতে স্পাইর কাজ করেছেন। তার কাজ ছিলো টোকিওর জর্মান এম্বাসীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং যুদ্ধের সময় জর্মানী ও টোকিওর ভেতর যে সব গোপন টেলিগ্রাম আদান প্রদান হতো সেই সব টেলিগ্রামের খবর মস্কোতে পাঠান। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সর্জ জাপানের সরকারী মহল থেকে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিলেন। আর এই সব খবরের মূল কথা ছিলো জাপান রাশিয়াকে আক্রমন করবেনা। সর্জের খবরে বিশ্বাস করে রাশিয়া জাপান প্রান্তে কোন সৈন্য মোতায়েন রাখেনি। সমস্ত সৈন্য যুদ্ধের অন্য প্রান্তে ব্যবহার করেছিলো।

এবার সর্জের পুরো গল্প শুনুন।

* * *

২৩শে অক্টোবর, ১৯৪১।

টোকিওতে জর্মান এম্বসডার ইউজেন অট্ ব্যস্ত হয়ে এম্বাসীর সাইফার রুমে ঢুকলেন।

এক্ষুনি তাকে একটা বিশেষ জরুরী সংবাদ বার্লিনে পাঠাতে হবে।

ডাঃ রিচার্ড সর্জ, জার্মানীর বিখ্যাত সংবাদপত্র ফ্রাঙ্কফুটার জাইতুঙ্গের টোকিওর রিপোর্টারকে জাপান পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। কেন তাকে গ্রেপ্তার করেছে তার সঠিক কারণ জাপানী পুলিশ এম্বসডার ইউজেন অটকে বলেননি।

জাপানের সঙ্গে জার্মানীর তখন বেশ গভীর বন্ধুত্ব। এই সময়ে রিচার্ড সর্জকে গ্রেপ্তার করা মানে এই বন্ধুত্বের ভেতর ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে। তাই চিন্তিত ও ব্যস্ত হয়ে ইউজেন অট বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তরে সর্জের গ্রেপ্তারের খবর পাঠালেন।

সর্জের গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে জর্মান পররাষ্ট্র দপ্তরও বেশ একটু বিচলিত হলেন। কারণ সর্জ ছিলেন নাৎসী পার্টির একজন গণমান্য মেম্বর। আর

শুধু তাই নয়। যুদ্ধ সুরু হবার পর থেকেই সর্জ টোকিওর জর্মান এম্বাসীর ইনফরমেশন দপ্তরে কাজ করছিলেন।

জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তর এবার বার্লিনে জাপানী এম্বসডার জেনারেল অসিমাকে ডেকে পাঠালেন। গ্রেপ্তারের পুরোকারণ জানতে চাইলেন। জেনারেল অসিমাও টোকিও থেকে সর্জের গ্রেপ্তারের খবর পেয়েছিলেন। বললেন: পুলিশ এখনও কেস তদন্ত করছে। কেসের পুরো তদন্ত না হলে আমি সঠিক কারণ বাতলাতে পারবো না।

কয়েকদিন বাদে জাপানী এম্বসডার অসিমার কাছে পুরো খবর এলো। আর সেই খবরে বলা হলো সর্জ আসলে কম্যুনিষ্ট। তার জাপানী কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো। এই যোগাযোগের দরুণ তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু এর কিছুদিন বাদে আরো বিস্ময়কর খবর পাওয়া গেলো। শোনা গেলো রিচার্ড সর্জ হলেন মস্কোর স্পাই।

সর্জের কাহিনী

আমাকে চিনতে পারেন ?

কিছুদিন আগে মস্কো থেকে একটি ষ্ট্যাম্প বাজারে বের করা হয়েছে। আর সেই ষ্ট্যাম্পের ভেতর আমার ছবি আপনারা নিশ্চয় দেখতে পাবেন। আমি মস্কোর জন্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে মূল্যবান কাজ করেছিলুম তারই প্রতিদান স্বরূপ মস্কো আমার ছবি দিয়ে এই ষ্ট্যাপটি বের করেছে।

অবশ্যি আজ আমি বেঁচে নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'স্পাই'র কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ি। শাস্তি স্বরূপ আমার সাজা হলো ফাঁসি।

—আমি কে ? আপনারা নিশ্চয় জানতে চান !

আপনাদের কাছে সত্যি কথা বলবো। আমি ছিলুম মনে প্রাণে কম্যুনিষ্ট।

প্রথম মহাযুদ্ধের খানিক আগে আমি কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ডিগ্রী নিয়েছিলুম। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে পার্টির কাজ সুরু করলুম। রুর, ফ্রাঙ্কফুর্ট অঞ্চলে লেবর ইউনিয়নে কাজ করলুম।

তারপর একদিন মস্কোতে আমার ডাক পড়লো। মস্কোর ফোর্থ ব্যুরো —তখনকার ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে কাজ নিলুম। এইখানে স্পাইর কাজে আমাকে ট্রেনিং নিতে হলো।

প্রথমে আমাকে আণ্ডারকভার কাজ করতে সাংঘাইতে পাঠানো হলো। সেইখানে বছর তিনেক কাজ করবার পর আবার মস্কোতে ফিরে গেলুম।

আমাকে মস্কোর কর্তারা জিজ্ঞেস করলেন: কোথায় স্পাইর কাজ করবে সর্জ ?

বললুম টোকিওতে।

আমি ইয়োরোপীয়ান। তবু আমাকে গুপ্ত খবর সংগ্রহ করতে দূর প্রাচ্যে পাঠান হলো।

কিন্তু টোকিওতে যাবার আগে একবার বার্লিনে গেলুম। বার্লিনে গিয়ে নাৎসী পার্টির দলে নাম লেখালুম। কার মনে যেন সন্দেহ না জাগে যে, আমি হলুম কম্যুনিষ্ট মস্কোর স্পাই। সবাই যেন আমাকে নাৎসী দলের লোক বলে গ্রহণ করে।

তারপর একদিন জার্মান সংবাদপত্র ফ্রাঙ্কফুটার জহিতুঙ্গের রিপোর্টারের কাজ নিয়ে টোকিওতে চলে এলুম।

প্রথম তিন মাস আমি টোকিওতে কোন কাজ করিনি। টোকিও শহর ঘুরে বেড়িয়েছি। বিভিন্ন গণ্যমান্য লোকজনের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছি। আর সুবিধেমতো ফ্রাঙ্কফুটার জাইতুনের কাছে নিউজ ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছি।

আমার নিউজ ডেসপ্যাচ পড়ে আমার সংবাদপত্রের এডিটার বেজায় খুসী হলেন। বললেন: সর্জের ডেসপ্যাচের ভেতর জানবার বিষয় আছে।

কিছুদিন পরে মস্কো থেকে খবর পেলুম আমাকে খবর সংগ্রহের কাজ সুরু করতে হবে।

ইয়োরোপে সবেমাত্র যুদ্ধ সুরু হয়েছে। জাপানের রাজনৈতিক মহলে প্রতিদিন কী ঘটছে তার খবরাখবর মস্কোর কর্ত্তারা জানতে চান।

আমার কাজের সাহায্যের জন্যে মস্কো আরো কয়েকজন লোককে টোকিওতে পাঠালেন। প্রথমে কালিফোর্নিয়া থেকে এলেন মিয়াগি অটুকু। ভদ্রলোক ছিলেন পেণ্টার। তারপর এলেন ব্রাঙ্কো ভেকুলিক। যুগোশ্লোভিয়ার লোক। ভেকুলিক কতোগুলো ফরাসী ও যুগোশ্লোভিয়ার সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়ে এলেন। আর চীন থেকে এলেন ম্যাক্স ক্লার্ডসেন। ক্লার্ডসেন আমার মতোই জার্ম্মান। তিনি হলেন রেডিও অপারেটর। তার কাজ হলো আমাদের কাছে খবরগুলো নিয়ে রেডিওতে এই সব খবর কোডে মস্কোতে পাঠান।

এবার আর একজন জাপানী, ওজাকী হাটসুমীকে আমার দলে চাইলুম।

হাটসুমীর কাজ হলো জাপানী ক্যাবিনেটের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং সমস্ত গোপণীয় রাজনৈতিক খবর সংগ্রহ করা।

হাটসুমী আরো কয়েকজন জাপানীকে আমাদের দলে রিক্রুট করলো। সংখ্যায় আমরা হলুম পঁয়ত্রিশ। দলের নেতা হলুম আমি। আমাদের প্রতিজনেরই বিভিন্ন কোড নাম ছিলো। একজন আর একজনকে চিনতো না।

জাপানী সিক্রেট পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এবার আমরা সবাই টোকিওতে একটা না একটা কাজ সুরু করলুম। ক্লার্ডসেন ব্যবসা সুরু করলেন। মিয়াগি তার পেণ্টিং সুরু করলো। সে প্রতি রোববার ওজাকির বাড়িতে গিয়ে তার মেয়েকে ছবি আঁকানো শেখাতো। আর ব্রাঙ্কো ভেকুলিক ছিলো আমার মতোই সাংবাদিক।

আমি জর্ম্মান এম্বাসীর ইনফরমেশন ব্যুরোতে কাজ নিলুম। আমার কাজ হলো এম্বাসীর বুলেটিন প্রকাশ করা। জার্ম্মান এম্বসডার ইউজেন অট ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু।

অটকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনতুম। প্রতিদিনই অটের সঙ্গে দুনিয়ার এবং যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতুম। আমি ফ্রাঙ্ক ফুটার জাইতুনে যে নিউজ ডেসপ্যাচ পাঠাতুম অট সেগুলো বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। আমার রাজনৈতিক মন্তব্যের উপর তার অগাধ বিশ্বাস ছিলো। আমি তাকে জাপানের রাজনৈতিক এবং সরকারী মহলের অনেক মূল্যবান খবর দিতুম। তার পরিবর্তে তিনি আমাকে বার্লিন থেকে যে সব সিক্রেট টেলিগ্রাম আসতো সেগুলো দেখাতেন। এই সিক্রেট টেলিগ্রামের মারফৎ আমি সর্ব্ব প্রথম জানতে পারলুম যে, জার্ম্মানী রাশিয়া আক্রমনের পরিকল্পনা করছে। এই আক্রমণের খবর, বলা বাহুল্য, আমি অনেক আগেই মস্কোতে পাঠিয়েছিলুম।

আমি বেশ সতর্ক হয়ে কাজ করতুম। এজেণ্টদের সঙ্গে দেখা করবার সময় আমি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতুম। আমার এজেণ্টরা বিভিন্ন উপায়ে গুপ্ত খবর নিয়ে আমার বাড়ীতে আসতো। প্রথমে আমাদের দেখা করবার রাদেভু ছিলো এক কফি হাউস। কিন্তু একই কফি হাউসে তো প্রতিদিন এজেণ্টদের সঙ্গে দেখা করা যায় না। তাই, শহরের বিভিন্ন কফি হাউসে আমাদের বৈঠক হতো।

মাঝে মাঝে ক্লার্ডসেন আমাকে বডডো বিপদে ফেলতো। একদিন ক্লার্ডসেন আমাকে কী বিপদে ফেলেছিলো তার খানিকটা আভাষ আপনাদের দিচ্ছি। একদিন রাত্রে ক্লার্ডসেন আমার বাড়ীতে আসছিলো। সব সময়েই সে তার সঙ্গে রেডিও ট্রানসমিটরটি একটা ছোট ব্যাগে পুরে রাখতো। নিজের কাছেই রেডিও ট্রানসমিটর রাখার অনেক সুবিধে ছিলো। তাই সে এই কাজ করতো।

ক্লার্ডসেন সেদিন ট্যাক্সী করে আমার বাড়ীতে আসছিলো। তারপর ট্যাক্সী থেকে নেমে দেখলো যে, তার মনিব্যাগ ট্যাক্সীতে ফেলে এসেছে। ক্লার্ডসেনের কিন্তু টাকার জন্যে চিন্তা করলো না। ঐ মনিব্যাগের ভেতর একটি মূল্যবান কাগজ ছিলো। ঐ কাগজের ভেতর অনেক জরুরী কথা লেখা ছিলো।

ক্লার্ডসেন ভাবতে লাগলো কী করবে? সাহস করে পুলিশে গিয়ে খবর দিলো। কিন্তু মনিব্যাগ বা সেই দুষ্প্রাপ্য কাগজটি খুঁজে পাওয়া গেলো না। এমনি ধরণের ছোটখাটো বিভ্রাট প্রায়ই আমাদের হতো। তাই আমরা বেশ সতর্ক হয়ে কাজ করতুম।

আমরা সাধারণতঃ রেডিও মারফৎ মস্কোতে খবর পাঠাতুম। যে সব রেডিওর মারফৎ পাঠানো যেতো না সেগুলো মাইক্রোফটো করে পাঠানো হতো।

একদিন মস্কো থেকে তার পেলুম। মস্কো জিজ্ঞেস করেছে: জাপান এই লড়াইতে কী যোগ দেবে?

আমি জবাব দিলুম: যোগ দেবে কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে লড়াই করবে না।

এই খবরটি সবচাইতে মূল্যবান ছিলো। কারণ আমার খবর পেয়ে ষ্টালিন তার রুশ-জাপান প্রান্ত থেকে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে অন্য প্রান্তে নিয়ে গেলেন।

খবর সংগ্রহ করার অনেক মুস্কিল ছিলো। এই কাজের জন্যে আমরা মস্কো থেকে বেশী টাকা পেতুম না। বিশ্বাস করুন আমাদের সবার খরচা বাবদ মাত্র ১৫০০ ডলার দেয়া হতো। টাকা চাইলেই মস্কো মুখ ব্যাজার করতো। আমাদের শুধু বলতো খরচ কমাও। প্রথমে আমরা ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউ ইয়র্ক মারফৎ টাকা পেতুম। তারপর আমেরিকান এক্সপ্রেসের মারফৎ টাকা আসতো। টাকা পযসার হিসেব ক্লার্ডসেন রাখতো। প্রতি মাসেই অমোদের মস্কোতে খরচের হিসেব পাঠাতে হতো।

খবর সংগ্রহের জন্যে আমরা কখনই মোটা টাকা খরচ করিনি। কারণ সবাই পার্টির লোক ছিলুম। আমাদের টাকা খরচ হতো অতি ছোট খাটো ব্যাপারে। ধরুন রেডিও সেটটা মেরামত করতে হবে কিংবা বাড়ী ভাড়া দিতে হবে। একবার কোন একটা বিশেষ ব্যাপারে আমাদের কিছু মোটা টাকার প্রয়োজন হলো। মোটা টাকা মানে চারশো ডলার। এই টাকা খরচার জন্যে মস্কোর কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি নিতে হলো। তারপর একদিন মস্কো ক্লার্ডসেনকে বললো: তোমার ব্যবসার মুনাফা আমাদের কাজের জন্যে খরচ করো। মস্কোর আদেশ শুনে ক্লার্ডসেনের মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। এই আদেশ শুনবার পর থেকে ক্লার্ডসেন আর মন দিয়ে কাজ করেনি।

সত্যি কথা বলতে কি আমাদের টাকা পয়সার টানাটানির জন্যে ভয় হতো হয়তো কোনদিন ধরা পড়বো।

অথচ ভেবে দেখুন আমরা মস্কোকে কতো মূল্যবান খবর দিয়েছি। প্রথমতঃ বলেছি জাপান কখনই রাশিয়াকে আক্রমণ করেনি। আমাদের কথা বিশ্বাস করে রাশিয়া জাপান প্রান্তে কোন সৈন্য মজুত রাখেনি। তারপর একদিন গোপনে খবর দিলুম ৬ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করবে।

আমাদের আন্দাজ করতে একদিনের ভুল হয়েছিলো। ৭ই ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করলো।

বলুন এই সব দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান খবরের দাম কতো হতে পারে ?

*　　　*　　　*

ক্লার্ডসেন এবং আমি প্রতিদিনই জার্মান ক্লাবে দেখা করতুম। হাজার হোক আমরা দুজনেই জার্মান। কাজেই ক্লাবে দেখা করলে আমাদের কেউ সন্দেহ করবে না।

লড়াই বাধবার পর ওজাকি আমার বাড়ীতে আসতো। আমার বাড়ীটা ছিলো পুলিশের বড়ো দপ্তরের পাশে। কাজেই ওজাকি পুলিশকে দেখিয়ে আমার বাড়ীতে আসতো। হাজার হোক ওজাকি সাংবাদিক, আমিও খবরের কাগজে কাজ করি। অতএব আমাদের মেলামেশার দরুণ কারু মনেই কোন সন্দেহ জাগেনি।

ওজাকি আমাকে জাপান সরকারের এবং ক্যাবিনেটের গুপ্ত খবর এনে দিতো। কিন্তু এই সব খবর কোন কাগজপত্রে লিখে দিতো না। মুখে বলতো। মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো জরুরী জাপানী ডকুমেণ্ট ওজাকি মিয়াগিকে দিতো। মিয়াগি সেগুলো ইংরাজীতে অনুবাদ করে আমাকে দিতো।

*　　　*　　　*

দীর্ঘ আট বছর ধরে টোকিওতে স্পাইর কাজ করে গেলুম। কেউ ধরতে পারলো না। কিন্তু আমার ভাগ্যে ছিলো খরাপ। যখন জাপানী সরকারী মহল থেকে দুষ্প্রাপ্য খবর সংগ্রহ করছি তখন পুলিশ এসে আমাকে পাকড়াও করলো। কী করে আমাদের গ্রেপ্তার করলো তার একটা বিবরণী আপনাদের দিচ্ছি।

একদিন মস্কো থেকে এক তার পেলুম। মস্কো কয়েকটা জরুরী খবর জানতে চেয়েছে।

মস্কোর প্রশ্নগুলো হলো : কোবের কাছে কয়েকটা দ্বীপে তেলের কুয়ো আছে। এই দ্বীপগুলোর নাম কী আমাদের জানাও।

দুই। জাপানী ট্যাঙ্ক ইউনিটের পুরো খবর চাই।

তিন। ১৮ টনের ট্যাঙ্ক জাপানের কয়টি আছে ? টোকিও শহরে এয়ার ডিফেন্স কম্যাণ্ড কোথায় বলো ? এ্যাণ্টি এয়ার-ক্রাফট কম্যাণ্ড কোথায় আছে ?

চার। জাপানী নতুন হাতিয়ার বানাবার পরিকল্পনার একটা ফিরিস্তি আমাদের দাও।

ওজাকি খবরগুলো সংগ্রহ করলো। কিন্তু এই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ওজাকি পুলিশের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

ওজাকির এক বন্ধু ছিলো। নাম ইটো রিতসু। ইটো ছিলো জাপানী কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন মেম্বর। ইটোর এক বান্ধবী ছিলো। নাম কিতাবায়াসি টমো। কিতাবায়াসি টমো যুদ্ধের আগে আমেরিকাতে থাকতেন এবং মিয়াগির সঙ্গে তার হৃদ্যতা ছিলো। মিয়াগি আমেরিকাতে থাকাকালীন কিতাবায়াসি টমোর বাড়ীতে থাকতেন। একবার ইটো রিতসু কিতাবায়াসি টমোকে কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কিতাবায়াসিকে দলের ভিতর টানতে পারেন নি। কিন্তু কিতাবায়াসি আমেরিকান কম্যুনিষ্ট পার্টির অনেক মেম্বরকেই চিনতেন।

ইটোকে পুলিশ যখন গ্রেপ্তার করলো তখন ইটো কিতাবায়াসির কথা পুলিশকে বললো। জাপানী পুলিশ কিতাবায়াসির উপর নজর রাখতে লাগলো। কিন্তু নজর রেখে পুলিশ কোন খবরই জানতে পারলো না। কারণ কিতাবায়াসি আপন মনে নিজের স্বামীর সঙ্গে শহরতলীতে বাস করতেন।

কিছুদিন বাদে পুলিশ সন্দেহ করে ইটোর স্ত্রী আয়াগি কিকিউকে গ্রেপ্তার করলো। আয়াগি কিকিউ এক মিউনিশন ফ্যাক্টরীতে কাজ করতো।

আয়াগি কিকিউ আবার পুলিশের কাছে কিতাবায়াসির কথা বললো। অভিযোগ করলো, কিতাবায়াসি কম্যুনিষ্ট পার্টির বড়ো বড়ো মেম্বারদের বন্ধু। এই সব বন্ধুদের মারফৎ কিতাবায়াসি জাপানের মিলিটারী খবর মস্কোতে পাঠাচ্ছে। পুলিশ এবার কিতাবায়াসিকে গ্রেপ্তার করলো। পুলিশকে তার বাড়ীতে হানা দিতে দেখে কিতাবায়াসি অবাক হলো। পুলিশ কিতাবায়াসিকে জিজ্ঞেস করলো ঃ তোমার কম্যুনিষ্ট বন্ধুদের নাম বলো। কিতাবায়াসি এবার মিয়াগির নাম উল্লেখ করলো।

আমেরিকা থেকে ফিরে এসে মিয়াগি কিতাবায়াসির সঙ্গে আর বেশী দেখাশোনা করেনি। কিন্তু কিতাবায়াসির মুখ দিয়ে ফস করে মিয়াগির নামটি বেরিয়ে গেলো। এর আগে পুলিশ মিয়াগির অস্তিত্বের খবরই জানতো না।

পুলিশ এবার মিয়াগির বাড়ীতে হানা দিলো। তারপর দিনের পর দিন পুলিশ মিয়াগিকে জেরা সুরু করলো। কিন্তু প্রথমে মিয়াগির মুখ থেকে কোন কথাই বের করতে পারলো না। একবার মিয়াগি বাড়ীর ছাদ থেকে লাফিয়ে

পড়ে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করলো। তারপর সে স্বীকার করলো যে, সে হল মস্কোর স্পাই।

এবার পুলিশ ওজাকির বাড়ীতে হানা দিলো। ওজাকির কাছে তখন বেশ কিছু মূল্যবান খবর ছিলো।

ওজাকি এবার আমার কথা পুলিশের কাছে বললো।

এশিয়া রেঁস্তোরায় ওজাকির সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা ছিলো। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে আমি রেঁস্তোরায় গেলুম। দিনটা হলো ১৪ই অক্টোবর, মঙ্গলবার। কিন্তু ওজাকি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো না। দুদিন বাদে মিয়াগির আমার সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিলো। কিন্তু মিয়াগিও দেখা করতে এলো না। আমার মন বলতে লাগলো হয়তো পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করেছে।

খানিক বাদে ক্লার্ডসেন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমি ক্লার্ডসেনকে আমার মনের সন্দেহের কথা বললুম।

* * *

১৮ই অক্টোবর বিকেল পাঁচটার সময় আমি ঘুমিয়ে ছিলুম। জার্মান এম্বাসীর একজন কর্মচারী এসে আমাকে ঘুম থেকে তুললো।

একটু বাদেই জাপানী পুলিশ এসে আমার বাড়ীতে হানা দিলো। বললো: মিঃ সর্জ?

জবাব দিলুম, কথা বলছি।

কিছুদিন আগে আপনি একটা মোটর সাইকেল এ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন। আমরা এই এ্যাকসিডেন্টের ব্যাপার নিয়ে আপনাকে দুচারটা প্রশ্ন করতে চাই।

কথাটা সত্যি। কিছুদিন আগে আমি একটা মোটর সাইকেল এ্যাকসিডেন্ট করেছিলুম। কিন্তু সেই ঘটনাতো বেশ কিছুদিন আগের কথা। আমি আপত্তি করলুম। বললুম: এতো পুরান ঘটনার কাসুন্দী ঘেঁটে কী লাভ হবে? কিন্তু পুলিশ আমার কথা শুনলো না। আমাকে জোর করেই থানায় নিয়ে গেলো। আমি বুঝতে পারলুম আমাকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে। অপরাধ—স্পাই।

* * *

প্লানটেড এজেন্ট রিচার্ড সর্জের গল্প আপনারা শুনলেন।

সর্জের এই কাহিনী আমাকে আকৃষ্ট করেছিলো। কারণ সর্জ মস্কোতে যে খবর পাচার করেছিলো সেই খবরের মূল্য অনেক ডিভিশন মিলিটারী সৈন্যর

চাইতে বেশী ছিলো। ধরুন সেদিন যদি ষ্ট্যালিন জাপান সরকারের গুপ্ত খবর না জানতো তাহলে তাকে জাপান প্রান্তে অনেক সৈন্য মজুত রাখতে হতো। কিন্তু সর্জ যখন বললো যে, রাশিয়া আক্রমণ করার কোন পরিকল্পনাই জাপানের নেই তখন ষ্ট্যালিন নিশ্চিন্ত হলেন।

প্লানটেড এজেণ্টের বিপদের কথা আপনাদের বলেছি। তাকে প্রতি মুহূর্তে বিপদের সামনে পড়তে হয়। অতএব শত্রুর দলের ভেতর নিজের লোক ঢোকান চাই। কক্ষনোই যেন কেউ তাকে সন্দেহ না করে। এমনি লোক ঢোকাতে হবে যেন সে সেই দলেরই একজন সর্দার হয়ে বসে। তার আচার ব্যবহার এমন কি তাকে সেই দেশের বাসিন্দা হতে হবে। এই ধরণের এজেণ্টকে স্পাইর ভাষায় বলা হয় ইনপ্লেস (In place) বা ইনসাইডার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান ফরেইন অফিসে আমাদের এক এজেণ্ট ইনপ্লেসে কাজ করতো। ফরেইন অফিসের প্রতিটি সিক্রেট টেলিগ্রাম দেখবার ক্ষমতা তার ছিলো। কাজেই তার কাছে প্রচুর মূল্যবান খবর থাকতো। তার মারফৎ আমরা অনেক খবর পেয়েছিলুম।

ইনপ্লেসে লোক রাখা সহজ কথা নয়। এইজন্যে প্রচুর কষ্ট করতে হয়। তার স্পাইর প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকা চাই।

আপনারা রাশিয়ান মিলিটারী ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর GRUর [উচ্চারণ গেরু] নাম নিশ্চয় শুনেছেন।

ব্রিটীশ ও আমেরিকান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস একবার এই দপ্তরে ইনপ্লেসে একজন এজেণ্ট রেখেছিলো। আর এই ইনপ্লেসের এজেণ্টের নাম হলো—ওলেগ পেনকভস্কী।

ওলেগ পেনকভস্কীর বিচিত্র জীবন। তার স্পাইর জীবনের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে রহস্য। সেই রহস্যর কথা এবার বলছি।

*　　　*　　　*

আনকারা শহর। ১৯৫৫ সাল। গ্রীষ্মকালের এক সন্ধ্যা। শহর যেন ঝিমিয়ে পড়েছে।

একটা কফি হাউসে একা বসে এক রাশিয়ান ভদ্রলোক কী জানি ভাবছিলেন। ভদ্রলোকের মুখে হাসি নেই। কী চিন্তা করছেন ভদ্রলোক?

ভদ্রলোকের পাশে আর একজন ইংরেজ বসেছিলেন। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বার বার এই রাশিয়ান ভদ্রলোকের দিকে তাকাচ্ছেন। রাশিয়ান ভদ্রলোকের নাম হলো কর্নেল ওলেগ পেনকভস্কী, আনকারার সোভিয়েত এম্বাসীর এ্যাসিটাণ্ট

মিলিটারী এটাচী। আর ইংরেজ ভদ্রলোক হলেন ব্রিটীশ এম্বাসীর ইনটেলীজেন্স অফিসার।

ইংরেজ ভদ্রলোকটি কিন্তু ওলেগ পেনকভস্কীকে একা আনকারার কফি হাউসে বসে থাকতে দেখে বেশ একটু বিস্মিত হলেন। সোভিয়েত দূতাবাসের কেউ তো একা বেড়াতে বেরোয় না। আর পেনকভস্কি কফি হাউসে একা বসে আছে কেন? বউ কোথায়? বউ না থাকলে মেয়ে বান্ধবীতো থাকবেই। কিন্তু পেনকভস্কির মুখ দেখে মনে হলো ভদ্রলোক দুঃখের কথা ভাবছেন।

এরপরে ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স অফিসার গিয়ে পেনকভস্কির উদাসীনতার কথা তার বড়ো কর্তার কাছে বললেন। বড়ো কর্তা বললেন: লোকটার উপর নজর রাখো। হয়তো ভবিষ্যৎ এ লোকটা আমাদের কাজে লাগবে।

কিছুদিন বাদে পেনকভস্কি মস্কোতে ফিরে গেলেন। মস্কোর ব্রিটীশ এম্বাসীতে খবর গেলো: কর্নেল ওলেগ পেনকভস্কির উপর নজর রাখো।

: ওলেগ পেনকভস্কি কে? মস্কোর ব্রিটীশ এম্বাসী জিজ্ঞেস করলো।

ইতিমধ্যে ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিস—বাজারে যার নাম এম. আই. সিক্স. —পেনকভস্কির পেশা ও নেশা সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করেছিলো। এম-আই-সিক্স মস্কোর ব্রিটীশ এম্বাসীতে খবর গেলো: ওলেগ পেনকভস্কি ফোর্থ ডিরেক্টরেট অব মিলিটারী ইনটেলীজেন্সের কর্মচারী। অর্থাৎ GRUতে কাজ করে।

ওলেগ পেনকভস্কি কিয়েভ আর্টিলারী স্কুল থেকে ১৯৩৯-এ পাশ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউক্রেনিয়ান সীমান্তে যুদ্ধ করে সামরিক মহলে সুখ্যাতি কিনেছেন। আনকারায় এ্যাসিট্যাণ্ট মিলিটারী এটাচী হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে মিলিটারী ইনটেলীজেন্সের দপ্তর GRU [গেরুতে] কাজ করছেন। কভার জব হলো সায়েন্টিফিক রিসার্চ কমিটির পাব্লিক রিলেশন্স অফিসার।

মস্কোর ব্রিটীশ এম্বাসী পেনকভস্কির উপর নজর রাখতে লাগলো।

কিছুদিন বাদে তারা এম-আই-সিক্স হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠালো: পেনকভস্কির কোন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না। তার মুখের উদাসীনতা এখনও দূর হয়নি। মনে হচ্ছে পেনকভস্কি আমাদের কাছে কোন কথা বলতে চায়......

এম-আই-সিক্স হেডকোয়ার্টার এবার ঠিক করলেন যে, পেনকভস্কির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। কিন্তু মস্কোতে বসে এই যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ কথা নয়! কারণ রাশিয়ান সিক্রেট পুলিশ সদা-সর্বদাই বিদেশীদের

উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। এছাড়া সাধারণ কোন এজেন্ট দিয়ে এই কাজ করানো যাবে না। মস্কোতে অন্য কাউকে পাঠাতে হবে। এমন লোক যার প্রতি মস্কোর কর্তাদের কোন সন্দেহ না হয়।

এম-আই-সিক্স ঠিক করলেন এই কাজের জন্যে কোন ব্যবসায়ীর সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু সাধারণ কোন ব্যবসায়ী এই কাজ করতে রাজী হবে না। অতএব স্পাইর কাজ জানা আছে এমন কোন লোককে এই কাজে নিযুক্ত করতে হবে।

ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিস এবার তাদের ভূতপূর্ব কর্মচারী গ্রেভিল ভীনের শরণাপন্ন হলেন।

* * *

গ্রেভিল ভীনের বক্তব্য—

ঃ গ্রেভিল ভীন ?

ঃ কথা বলছি।

ঃ আমার নাম জেমস। চিনতে পারছ ?

গলার স্বর আমার পরিচিত। বুঝতে পারলুম আমার পুরান দপ্তরের এক সহকর্মী।

ঃ হ্যাঁ-হ্যাঁ, জেমস।

ঃ তোমার খবর কী ? খবর সব ভালো তো ?

ঃ হ্যাঁ ভালোই।

ঃ আজ দুপুরে কী করছো ? ভাবছিলুম দুজনে একসঙ্গে বসে লাঞ্চ খাবো।

ঃ চমৎকার আইডিয়া—আমি জবাব দিলুম।

ঃ বেশ, তাহলে একটার সময় আইভী রেঁস্তোরায় দেখা হবে।

আমি টেলিফোন ছেড়ে দিলুম। ভাবতে লাগলুম হঠাৎ আমার পুরান দপ্তর আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো কেন ?

আমার কাছ থেকে তারা কী চায় ?

বলতে ভুলে গেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি ছিলুম ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্সের একজন কর্মচারী। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। আমি ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কাজ ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে সুরু করলুম। আর এই ব্যবসার খাতিরে দেশ বিদেশে ঘুরতে লাগলুম।

একটার সময় আইভি রেঁস্তোরায় জেমসের সঙ্গে দেখা হলো। বলা বাহুল্য জেমস হলো ছদ্মনাম। আমার এই প্রাক্তন সহকর্মীর আসল নাম বলতে নিষেধ আছে।

জেমস জিজ্ঞেস করলো : কী করছো আজকাল ?

: ব্যবসা—আমি খুবই ছোট জবাব দিলুম।

: বাইরে যাচ্ছো আজকাল ?

: হ্যাঁ, ব্যবসার খাতিরে প্রায়ই দূরপ্রাচ্যে সফর করি। ভারতবর্ষ, সিঙ্গাপুর ………। জেমস আমার কথায় বাধা দিলো। বললো : অন্য কোন দেশে যাওনা কেন ? আমি জেমসের মুখের পানে তাকালুম। তার চোখের চাউনী দেখে বুঝতে পারলুম এই কথা জেমসের মনের কথা নয়। দপ্তরের বড়োকর্তারা জেমসের মারফৎ এই নির্দেশ আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম : বেশ, বলো কোথায় যেতে হবে।

: মস্কো—জেমস খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো।

* * * *

আমি কিন্তু প্রথমেই মস্কোতে গেলুম না। ব্যবসার নাম করে প্রথমে দু-একটা ছোটখাটো কম্যুমিষ্ট দেশগুলোতে গেলুম।

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে বেড়িয়ে এসে আবার জেমসের সঙ্গে দেখা হলো। আমার প্রাহার ভ্রমনবৃত্তান্ত শুনে জেমস বেশ খুশী হলো। আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললো : চমৎকার। কাজ করে যাও।

তারপর গেলুম হেলসিঙ্কিতে। আবার বড়োকর্তাদের কাছ থেকে উৎসাহের বাণী পেলুম।

এবার একটি ছোট অতি সাধারণ কাজ নিয়ে মস্কোতে গেলুম।

ওদের কাছে আমি বললুম, আমি হলুম কতোগুলো ব্রিটীশ ফার্মের প্রতিনিধি। আমার কাজ হলো ইঞ্জিনিয়ারিং মেশিনারী বিক্রী করা।

মস্কোর বাজার যাচাই করলুম। দেখতে পেলুম মেশিনারী পার্টসের ভালো বাজার আছে। আমি একবার সোভিয়েত ফরেইন ট্রেড-মিনিষ্ট্রিতে গিয়ে দেখা করলুম। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলুম মেশিনারীর চাইতে ওরা আমাদের কাছ থেকে টেকনিক্যাল ইনফরমেশন চায়। আর এই টেকনিক্যাল ইনফরমেশন জিনিষটা যে কী হয়তো আপনারা ভালো করেই বুঝতে পারছেন।

লণ্ডনে ফিরে এসে সোভিয়েত এম্বাসীর কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলুম। সোভিয়েত এম্বাসীর কুলিকভের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হলো। আমি যে সব ফ্যাক্টরীর প্রতিনিধি ছিলুম সেই সব ফাক্টরী ওদের দেখাতে নিয়ে গেলুম।

কিন্তু কুলিকভ ছিলো স্পষ্ট বক্তা। আমাকে জিজ্ঞেস করলো: কাজ করবে?

আমি কুলিকভের প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম। বললাম: কাজ, কী ধরণের কাজ?

: মিঃ ভীন আপনার কাছে লুকাবো না। আমাদের মেশিনারী ইত্যাদি জিনিষের চাইতে কিছু টেকনিক্যাল ইনফরমেশন, ড্রয়িং, খবরাখবর বেশী দরকার। অবশ্যি এই খবরের জন্যে আমরা আপনাকে ভালো টাকা দেবো।

আমি কুলিকভের কথা শুনে হাসলাম। বললাম: থ্যাঙ্কস, মেনী থ্যাঙ্কস। আমি হলুম সামান্য বিজনেসম্যান। আমার বেশী টাকার দরকার নেই।

আমার জবাব শুনে কুলিকভ একটু লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলো।

* * *

১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে জেমস আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। জেমস তার বক্তব্য খুলে বললো।

: এবার মস্কোতে গিয়ে সায়েন্টিফিক রিসার্চ কমিটির সঙ্গে মিতালি করবে। আমরা খবর চাই।

আমি মাথা নেড়ে জেমসকে বললুম: তোমার কথা বুঝেছি।

এলুম মস্কোতে। একটা বাহানা দিয়ে সায়েন্টিফিক রিসার্চ কমিটিতে ধর্ণা দিলুম। ওদের আমার আগমণের কারণ জানালুম।

বড়ো কর্তার ঘরে আমার ডাক পড়লো। আমি বেশ ভয়ে ভয়ে ঐ ঘরে ঢুকলুম। বড়োকর্তার নাম বোদেনিকভ। তাঁর সঙ্গে আরো চার-পাঁচজন লোক বসেছিলেন।

বোদেনিকভ খবর পেয়েছিলেন যে, আমি ফরেইন ট্রেড মিনিষ্ট্রিতে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কোন কাজের সুরাহা করতে পারিনি।

বোদেনিকভ ভালো ইংরাজী বলতেন। কিন্তু এবার থেকে আমার সঙ্গে রাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে সুরু করলেন।

: কী বলছো! কে বলছে আমরা তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাইনে? বলো কী ধরণের ব্যবসা তুমি আমাদের সঙ্গে করতে চাও।

আমি হেসে বললুম: কিছু মনে করবেন না স্যার, যদি আপনার সরকারের কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আমার কোম্পানীর বিভিন্ন টেকনিক্যাল ডিরেক্টরের একটা ডেলিগেশন মস্কোতে আনতে চাই। ব্যবসার আলোচনা আপনারা ওদের সঙ্গেই করতে পারবেন।

বোদেনিকভ আমার মুখের পানে তাকালেন। তারপর একটু প্রশ্নবোধক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি ব্রিটীশ টেকনিক্যাল ডেলিগেশন মস্কোতে আনতে পারবে?

: সাটেনলি—আমি স্পষ্ট জবাব দিলুম।

: কবে? বোদেনিকভ আবার প্রশ্ন করলেন।

: এই বছর শেষ হবার আগে।

তারপর আমার সঙ্গে দু-চারটে মিষ্টি কথা হলো। বোদেনিকভ বললেন যে, তার বড়ো কর্তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি আমাকে আমার প্রস্তাব সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকারের মতামত জানাবেন।

দু-দিন বাদে বোদেনিকভ আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেদিনও বোদেনিকভের ঘরে আরো জনা পাঁচেক লোক ছিলো। সবার চেহারা আমার স্মরণ নেই, কিন্তু একজনকে আমি স্পষ্ট চিনে রেখেছিলুম। ভদ্রলোকের নাম ওলেগ পেনকভস্কি।

বোদেনিকভ আমাকে জানালেন যে, সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। আমি আমার ফার্মের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরদের একটি ডেলিগেশন মস্কোতে আনতে পারি।

* * *

লণ্ডনে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে আমি জেমসের দপ্তরে গিয়ে হাজির হলুম। দপ্তরে চার পাঁচজনা আমাকে ঘিরে ধরলো। তারপর প্রশ্নবাণ ও জেরা স্বরু হলো। সবাই আমাকে সায়েণ্টিফিক রিসার্চ কমিটি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলো। মিটিং-এ কে কে উপস্থিত ছিলো? কী তাদের নাম? তারা দেখতে কী রকম?

এবার আমার সামনে একতাড়া ফটো রাখা হলো। এই ফটোর ভেতর কেউ সেই মিটিং-এ উপস্থিত ছিলো কিনা? এই লোকটা কী ছিলো? এই লোকটা? ছিলো না? আর এই লোকটা? ভীন, একটু ভালো করে নজর করে দেখো। চিনতে পাচ্ছো? কী নাম তার?

: ওলেগ পেনকভস্কি—আমি জবাব দিলুম।

: ঠিক চিনেছ? আবার আমার প্রশ্ন কর্তারা জিজ্ঞেস করলেন।

: হ্যাঁ।

: ওয়েল, মাইডিয়ার মাইডিয়ার দিস ইজ আওয়ার ম্যান ইন মস্কো ভীন। ভবিষ্যতে এর সঙ্গেই তোমার কাজ করতে হবে। কারণ হি ইজ ইন দি প্লেস।

আওয়ার ম্যান ইন মস্কো।

গ্রেভিল ভীনের কাছে নিশ্চয় আমার নাম শুনেছেন।

আমার নাম ওলেগ পেনকভস্কি। আমার ইংরেজ বন্ধুরা আমাকে আলেক্স বলে ডাকতো।

আমি ছিলুম GRU-র [Glavnoye Razvedyvatelonye Upravlenie—সংক্ষেপ নাম হলো গেরু] একজন কর্নেল।

লণ্ডন থেকে একটা ট্রেড ডেলিগেশন এসোছিলো। এই ডেলিগেশন আনবার প্রস্তাব করেছিলো এক ইংরেজ সেলসম্যান। কী নাম তার? প্রথমে নামটা ভুলে গিয়েছিলুম। এবার নামটা মনে পড়ছে। গ্রেভিল ভীন। আমার সঙ্গে তার সর্বপ্রথম দেখা হলো সায়েন্টিফিক রিসার্চ কমিটির দপ্তরে। সেদিন গ্রেভিল বোদেনিকভের সঙ্গে কথা বলছিলো এবং বার বার আমার পানে তাকাচ্ছিলো। আমার মনে হলো গ্রেভিল আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

আজ দীর্ঘদিন ধরে আমি GRU-তে কাজ করছি কিন্তু এই কাজে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আমি এই বন্দী জীবনের হাত থেকে রেহাই পেতে চাই।

আলোচনার ফলাফল শুনে খুশী হলুম। কারণ শুনতে পেলুম শিগগিরই মস্কোতে এক ব্রিটীশ ট্রেড ডেলিগেশন আসবে। আর সেই ডেলিগেশনের সঙ্গে গ্রেভিল ভীনও আসবে। আমাকে বলা হলো এই ডেলিগেশনের সুখ সুবিধা দেখতে এবং তাদের থাকার, মস্কো ঘুরে বেড়াবার বন্দোবস্ত করতে।

ডেলিগেশন এলো এবং সারা মস্কো ঘুড়ে বেড়ালো। ডেলিগেশনের ভ্রমন কাহিনী বলে আমার কাহিনী আর দীর্ঘ করবো না। যাবার আগের দিন আমি গ্রেভিলের কাছে এগিয়ে গেলুম।

ঃ গ্রেভিল আমাকে তুমি ওলেগ বলে ডাকতে পারো। ছোট নামে ডাকার অনেক সুবিধে। —আমি বললুম।

ঃ তোমাকে আমি আলেক্স বলেই ডাকবো। চীয়ার্স আলেক্স—এই বলে গ্রেভিল তার হুইস্কীর গ্লাস তুলে ধরলো।

আমিও হুইস্কীর গ্লাস তুলে ধরে বললুম ঃ চীয়ার্স। হয়তো আবার দেখা হবে।

ঃ নিশ্চয় দেখা হবে—গ্রেভিল জবাব দিলো।

কোথায়? লণ্ডনে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম। হ্যাঁ, লণ্ডনেই আমি গ্রেভিলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

ঃ তুমি লণ্ডনে কোনদিন গিয়েছ অ্যালেক্স? গ্রেভিল আমাকে জিজ্ঞেস করলে।

ঃ না।

ঃ তাহলে আমার অনুরোধ রইলো লণ্ডনে তোমাকে একবার আসতেই হবে। হ্যাঁ, আমার মাথায় একটা ফন্দী এসেছে আলেক্স। ভাবছি মস্কো থেকে এক টেকনিক্যাল ডেলিগেশন লণ্ডনে নিয়ে যাবো।

ঃ চমৎকার আইডিয়া। তাহলে শিগগিরই এই ডেলিগেশন নেবার আয়োজন বন্দোবস্ত করো। —আমি জবাব দিলুম।

আমরা নীচু কণ্ঠস্বরে কথা বলছিলুম। আমি দেখতে পেলুম গ্রেভিল ঠিক তার ঠোটের নীচে হুইস্কীর গ্লাস ধরে রেখেছে। আমি জানতুম স্পাইর প্রথম ট্রেনিং হলো কেউ যেন তার কথাবার্তা না শুনতে পায়। লিপি রিডিং এর কথা আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। এই লিপ রিডিং মানে হলো ঠোঁট নড়া-চড়া দেখে কথাবার্তা আলাপ আলোচনার মানে বুঝে নেয়া।

হুইস্কীর গ্লাস ঠোঁটের সামনে রাখলে কেউ বুঝতে পারে না আমরা কি কথা বলছি।

গ্রেভিল এবার মৃদু গলায় বললোঃ চিন্তা করোনা আলেক্স। আমি শিগগিরই মস্কো থেকে একটা টেকনিক্যাল ডেলিগেশন নেবার চেষ্টা করবো। এই ডেলিগেশনের ভেতর আমি তোমাকে দেখতে চাই।

গ্রেভিলকে দেখে আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। কিন্তু চট্ করে আমি তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে ছিলো।

গ্রেভিল লণ্ডনে ফেরৎ যাবার আগে বোদেনিকভের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলো। তার কাছে প্রস্তাব করলোঃ গ্রেট ব্রিটেনে একটা রাশিয়ান টেকনিক্যাল ডেলিগেশন পাঠাব।

বোদেনিকভ চট্ করে কোন জবাব দিলেন না। শুধু বললেনঃ কর্তাদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। তারপর প্রস্তাবের জবাব দেবো।

এয়ারপোর্টে আমি গ্রেভিল এবং ব্রিটীশ ট্রেড ডেলিগেশনকে বিদায় দিতে গেলুম।

১৯৬১ সালে গ্রেভিল মস্কোতে ফিরে এলো। আবার আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলো। আলাপ আলোচনায় তার কণ্ঠে বন্ধুত্বের রেশ পেলুম।

গ্রেভিল টেকনিক্যাল ট্রেড ডেলিগেশনের লণ্ডনে যাবার ব্যাপার নিয়ে সায়েন্টিফিক রিসার্চ কমিটির কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলো। মস্কো সরকার এই

ডেলিগেশন পাঠাতে রাজী হয়েছেন। এবার ডেলিগেশনের নামের লিষ্ট নিয়ে আলোচনা সুরু হলো। ডেলিগেশনের মেম্বারদের নাম দেখে গ্রেভিল রেগে আগুণ হলো। বললো : এরা কী ইয়ার্কি পেয়েছে? যতো সব আজে বাজে লোকের নাম ডেলিগেশনের ভেতর ঢুকিয়েছে। আমরা এই ডেলিগেশন চাইনা।

আমি অনুরোধ করলুম : গ্রেভিল এই ডেলিগেশনের লিষ্টের নাম নিয়ে আপত্তি করোনা।

: বেশ বেশ, মানলুম তোমার কথা। আমরা এই ডেলিগেশন গ্রহণ করবো। কিন্তু আমাকে একটা প্রশ্নের জবাব দাও। এই প্রফেসর কাজানত-সেভ লোকটি কে? আর এই মাষ্টারকে কেন ট্রেড ডেলিগেশনে ঢোকান হয়েছে?

: প্রফেসর কাজানতসেভ হলেন রাডার এক্সপার্ট, ইনি লণ্ডনের জর্ডন ব্যাঙ্ক দেখতে চান।

উত্তেজিত গলায় গ্রেভিল জবাব দিলো : আমি তো আর লণ্ডনের জর্ডন ব্যাঙ্ক বিক্রী করতে চাইছি না।

এবার আমি অনুরোধের কণ্ঠে বললুম : গ্রেভিল, প্লিজ এই ব্যাপার নিয়ে আর আপত্তি করো না। তুমি জানো এই ডেলিগেশনের সঙ্গে আমিও লণ্ডনে আসবো। আমার লণ্ডনে যাওয়া একান্ত দরকার।

এবার গ্রেভিল অনেকক্ষণ আমার পানে তাকিয়ে রইলো। হয়তো আমার চোখের ভাষা বুঝতে পারলো। গলার স্বর নীচু করে গ্রেভিল বললো : আপত্তি আমাকে একটু করতেই হবে। মনে রেখো আমরা টেকনিক্যাল এক্সপার্টদের নেমন্তন্ন করেছি। সামান্য ছোটখাটো অফিসারদের আমরা চাইনে।

আমি এবার সোজা গ্রেভিলের পানে তাকালুম। হঠাৎ আমার মনে বিস্ময় ও প্রশ্ন জাগলো : গ্রেভিল কে? সত্যিই কি গ্রেভিল ভীন ব্যবসায়ী, না অন্য কেউ? আমি কি গ্রেভিলের কাছে নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারি? ভাবলুম আর একবার গ্রেভিলকে বাজিয়ে দেখতে হবে।

: গ্রেভিল তুমি কি সত্যি সত্যি এই দেশ থেকে ডেলিগেশন নিতে চাও? মনে রেখো ডেলিগেশনের চাইতে আমাকে তোমাদের বেশী প্রয়োজন। আমার লণ্ডনে যাওয়া একান্ত দরকার। হাঁ্যা, আমি লণ্ডনে স্ফূর্তি করতে যাচ্ছিনে। লণ্ডনে আমার কাজ আছে।

ঃ কাজ! কী কাজ আছে তোমার লণ্ডনে আলেক্স?

ভাবলুম গ্রেভিল লোকটা বোকা। এতো বিন্যাস করে বললুম যে, আমার লণ্ডনে গিয়ে কয়েকজনার সঙ্গে দেখা করা দরকার তবু কেন লোকটা আমার কথা বুঝতে পারছে না।

বাইরে বরফ পড়ছিলো। মস্কো শহর নীরব, নিস্তব্ধ। আমি আর কোন কথা না বলে গ্রেভিলের হাতে একটি ছোট প্যাকেট দিলুম। বললুমঃ এ প্রেজেন্ট ফ্রম ইয়োর ম্যান ইন মস্কো।

গ্রেভিল অবাক হয়ে আমার পানে তাকালো। তারপর প্যাকেটটি খুললো······

গ্রেভিল ভীনের কথা

······আমি প্যাকেটটি খুললুম। প্যাকেটটি খুলবার সময় আমার হাত কাঁপছিলো। একবার ঘরের চারপাশে তাকিয়ে দেখলুম কেউ আমাদের দেখছে কিনা? এ হলো মস্কো। এখানে সামান্য ভুল করলে বাকী জীবনটা কারাগারে কাটাতে হবে।

প্যাকেটের ভেতর একটি ছোট ডায়েরী ছিলো। ডায়েরীর ভেতর পেনকভস্কির জীবন কাহিনী লেখা ছিলো। আর ছিলো দুটো ফিল্ম, কয়েকটি সিক্রেট কাগজ। এই জিনিষগুলো দেখে আমার মন আনন্দে নেচে উঠলো। বুঝতে পারলুম এই প্রতিটি জিনিষ দেখলে জেমস খুসী হবে। বলবে, এই ধরণের ডকুমেণ্ট আমাদের আরো চাই।

আমার কাছে তখনও পেনকভস্কির অনুরোধের সুর লেগে ছিলো। গ্রেভিল, ডেলিগেশনের লিষ্ট গ্রহণ করতে আপত্তি করোনা। আমাকে যে লণ্ডনে আসতেই হবে।

আমি আর আপত্তি করলুম না।

*　　　　*　　　　*

রাশিয়ান টেকনিক্যাল ডেলিগেশন লণ্ডনে এলো।

তার সঙ্গে সঙ্গে পেনকভস্কিও এলো। মস্কোতে পেনকভস্কি আমাকে যে ডকুমেণ্টগুলো দিয়েছিলো সেইগুলো দেখে জেমসের বন্ধুরা ভারী খুসী হয়েছিলেন। আমি ঠিক অনুমান করেছিলুম। বন্ধুরা বললেনঃ এই ধরনের মাল আমাদের আরো চাই।

পেনকভস্কির ডকুমেণ্টগুলো আমরা আমেরিকানদের দেখালুম। সবাই মিলে ঠিক করলেন কাজের অবসরে পেনকভস্কিকে জেরা করতে হবে।

আমাকে বলা হলো সুবিধে বুঝে পেনকভস্কিকে জেমসের বন্ধুদের কাছে নিয়ে আসতে।

প্রথম দিন আমরা পেনকভস্কিকে বেশী প্রশ্ন করলুম না। পেনকভস্কি ও ডেলিগেশন মাউন্ট রয়াল হোটেলে ছিলো। ঠিক হলো, এখানে একটা ছোট ঘরে পেনকভস্কিকে জেরা করা হবে।

তারপর কয়েকটা দিন বেশ হৈ-হল্লা করে কাটলো। ডেলিগেশন নিয়ে আমি অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট, ট্রাফালগার স্কোয়ার, সহো ঘুরে বেড়ালুম। ভালো ভালো রেঁস্তোরায় নিয়ে এদের লাঞ্চ ডিনার খাওয়ালুম।

আলেক্স ছিলো ডেলিগেশনের ট্রেজারার। আমি আর আলেক্স সারা লণ্ডনের বাজার ঘুরে জিনিষ কিনলুম। আলেক্স আমাকে বললো যে, কাগবের [K. G. B.] বড়ো কর্তা ইভান সেরভের বউর জন্যে কিছু সেণ্ট ও দামী দামী কসমেটিকস কিনে নিতে হবে। এবার আমি নিজের পকেট থেকে পয়সা ঢাললুম। আলেক্স তার মস্কোর বন্ধুদের জন্যে বাজার করলো। আসলে ডেলিগেশনের কর্তারা এসেছিলেন আমাদের ইনডাষ্ট্রির গোপন খবর বার করতে। কিন্তু আমাদের ইনটেলীজেন্সের কর্তারা আগে থেকেই কোন কোন ফাক্টরী এরা ভিজিট করতে যাবেন সব ঠিক করে রেখেছিলেন।

একদিন আলেক্স এসে আমাকে একটি মজার কথা বললো।

ভীন, ওরা বললো তোমার কাছ থেকে কিছু গোপন খবর আদায় করতে। প্রয়োজন হলে তোমাকে ওরা পঞ্চাশ ষ্টার্লিং ঘুষ দেবেন।

আলেক্সের কথা শুনে হাসলুম। জিজ্ঞেস করলুম : কী ধরণের খবর ওরা চায়?

এবার আলেক্স পকেট থেকে একটা লিষ্ট বের করলো। এই কাগজের ভেতর কতোগুলো মেশিনের লিষ্ট ছিলো। এই মেশিন সম্বন্ধে ওরা কিছু খবর জানতে চায়।

এই বলে আলেক্স আমার হাতে পঞ্চাশ ষ্টার্লিং গুঁজে দিলো। বললো : টাকাটা নিয়ে নাও। ওরা বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমাকে বশ করেছি।

আমি এবার মেশিনের লিষ্ট ও পঞ্চাশ ষ্টার্লিং আমাদের ইনটেলিজেন্সের কর্ত্তাদের কাছে দিলুম। ওরাও মস্কোর ডেলিগেটসদের কথা শুনে খুব হাসলেন। তারপর আলেক্সের দেয়া পঞ্চাশ ষ্টার্লিং আমাকে দিয়ে বললেন : টাকাটা রেখে দাও। তোমার পুরস্কার।

লিষ্টের মেশিনারী সম্বন্ধে ·কতকগুলো আজেবাজে খবর আমাকে

দিলেন। আমি এবার ব্রিটিশ ইনটেলীজেন্স রচিত খবরগুলো আলেক্সকে দিলুম। আলেক্স সেই কাগজটি রাশিয়ান ডেলিগেটসদের দিলো। রাশিয়ানরা এই খবর পেয়ে ভারী খুশী হলো।

একদিন আমরা সবাই লীডস শহরে বেড়াতে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ পথের মধ্যিখানে গাড়ী থামালুম। ডেলিগেটসদের বললুমঃ আমাদের লণ্ডনের প্রসিদ্ধ 'পাব' দেখে যান। আর সেই সঙ্গে খানিকটা বিয়ার খেয়ে নিন।

ডেলিগেটসরা আমার প্রস্তাব শুনে খুসী হলেন। লণ্ডনের 'পাব' দেখবার ভারী ইচ্ছে ওদের ছিলো।

এই পথের মাঝে গাড়ী থামাবার একটা উদ্দেশ্য ছিলো। কারণ আমি জানতুম এই পাবের বাথরুমে ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিস একটা জরুরী খবর আমার জন্যে রেখে দিয়েছে।

বাথরুমে গিয়ে এক টুকরো ছোট কাগজে খবরটি পেলুম। ইনটেলীজেন্স সার্ভিস আমাকে একটি রেঁস্তোরায় ডেলিগেটসদের নিয়ে যেতে বলেছেন। সেই রেঁস্তোরায় লাঞ্চ খেতে খেতে পেনকভস্কি তার পেটে অসহ্য ব্যথার কথা বলবে এবং রেঁস্তোরা থেকে হোটেলে চলে আসবে। অবশ্যি এই সময়টা ডেলিগেটসরা লাঞ্চ খেতে থাকবেন। তারপর পেনকভস্কিকে দেখতে একজন ডাক্তার আসবেন। এই ডাক্তার হলেন ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের লোক।

আমাদের আয়োজন বন্দোবস্ত নিখুঁত হয়েছিলো। কিন্তু এই আয়োজনের ভেতর সামান্য একটি ভুল রয়ে গিয়েছিলো। আমরা কী করছি না করছি তার কোন আভাষই হোটেলের ম্যানেজারকে দিইনি। এবার এই লোকটাই গোল বাধালো।

যথা সময়ে পেনকভস্কি পেটে ব্যথার কথা বলে রেঁস্তোরা থেকে হোটেলে চলে এলো।

আসবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারও ব্যাগ নিয়ে পেনকভস্কির ঘরে হাজির হলেন। তারপর ঘর বন্ধ করে এক ঘণ্টাধরে পেনকভস্কিকে জেরা করলেন।

একঘণ্টা ঘর বন্ধ থাকতে দেখে হোটেলের ম্যানেজার চিন্তিত হলো। কী ব্যাপার? ডাক্তার ঘর থেকে বেরুচ্ছে না কেন? রুগী মরে গেলো নাকি? না না, এই হোটেলে লোক মরলে তাকে বিপদে পড়তে হবে। ম্যানেজার এবার লীডস হাসপাতালের এম্বুলেন্সকে ডেকে পাঠালেন। এম্বুলেন্সের আওয়াজ শুনে আমি চমকে উঠলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে বিপদের আশংকা করলুম। ডাক্তারকে গিয়ে বললুমঃ এবার রেহাই দিন। আমাদের হোটেলের ম্যানেজার

এম্বুলেন্স ডেকে বসছেন। এবার আপনাকে একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হবে। ডাক্তার পেনকভস্কির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এম্বুলেন্সকে বললেন, তোমাদের দরকার নেই। রুগী ভালো হয়ে গেছে।

এম্বুলেন্সের লোক চলে গেলো। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার অতো সহজে ডাক্তারের জবাবদিহিকে গ্রহণ করলেন না।

একটু অবাক হয়ে ডাক্তারের কাছে এসে বললো : ও মশায়, আপনি কী ডাক্তার? আপনাকে তো এর আগে কখনও এই শহরে দেখিনি। আমি এই শহরের সমস্ত বড়ো বড়ো ডাক্তারকেই চিনি। কিন্তু আপনার মুখ এর আগেতো কখনও তো দেখিনি।

ডাক্তার হেসে বললো : আমি হালে লীডস হাসপাতালে কাজ নিয়ে এসেছি।

: আপনি বুঝি স্পেশালিষ্ট?—ম্যানেজার আবার তার কৌতুহল প্রকাশ করলো।

: হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি হলুম স্পেশালিষ্ট। ডাক্তার ম্যানেজারকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো।

: কিসের স্পেশালিষ্ট? ম্যানেজার লোকটা নাছোড়বান্দা।

: পেট ব্যথার—ডাক্তার জবাব দিলেন।

পেটব্যথার অভিনয় আমি চমৎকার করেছিলুম। রেঁস্তোরার টেবিল থেকে পেট ব্যথার কথা বলে যখন চলে এলুম তখন আমার সোভিয়েত সহকর্ম্মীরা আমার প্রতি সহানুভূতি দেখালেন। আমি যে আসলে কী করতে যাচ্ছি কেউ একবারও আন্দাজ করতে পারলেন না। লীডসের হোটেলে বসে ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স অফিসারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললুম।

হ্যাঁ, লণ্ডন শহরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেভিল ভীন আমাকে বললো ঃ তোমার ডকুমেন্টগুলো দেখে আমার বন্ধুরা ভারী খুসী হয়েছেন। তোমার সঙ্গে আরো কথা বলতে চান। এবার শুধু সময় সুবিধের ফিকিরে থাকতে হবে।

আমরা সবাই মাউণ্ট রয়েল হোটেলে ছিলুম। একদিন ডিনার খাবার পর আমি দল থেকে সরে পড়লুম। হোটেলের লাউঞ্জ দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। তারপর সবার অজ্ঞাতসারে হোটেলের ওপরে চলে এলুম। ঘরের সামনে এসে দরজায় 'নক' করলুম। দরজা খুলে গেলো।

গ্রেভিল ভীন দরজা খুলে দিলো। তারপর আমাকে মৃদুস্বরে বললো ঃ ওয়েলকাম আলেক্স!

ঘরের ভেতর অনেক অপরিচিত মুখ দেখতে পেলুম। দুজন আমেরিকান, দুজন ব্রিটীশ ছিলেন। বুঝতে পারলুম এরা হলেন ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের লোক।

এবার জেরা সুরু হলো। ওরা প্রশ্ন করলো, আমি জবাব দিতে লাগলুম। হাজার রকমের প্রশ্ন। সোভিয়েত আর্ম্মির নতুন রকেট সম্বন্ধে এরা প্রশ্ন করলেন। আমি সোভিয়েত আর্ম্মির অনেক খবর জানতুম। আমি ওদের এই সব গুপ্ত খবর দিলুম। আমার কাছে কিছু কিছু ফিল্ম ও ডকুমেণ্ট ছিলো। আমি এবার এই সব দুষ্প্রাপ্য জিনিষগুলো ইনটেলিজেন্সের কর্ত্তাদের দিলুম।

হয়তো আপনারা জানতে চাইবেন আমি কেন দেশদ্রোহিতা করছি। আসলে আমি বন্ধনের হাত থেকে মুক্তি চাই। আমি জানতুম সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স এজেন্সী K. G. B আমার পরিবারের অতীত নিয়ে তদন্ত করছে। আমার বাবা ছিলেন জারের আমলের প্রজা। হ্যাঁ, তিনি রুশ বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। আমি জানি এই খবর এখনও K. G. B জানতে

পারেনি। কিন্তু যেদিন জানতে পারবে সেদিন আমার হবে মৃত্যু, তাই যে কয়েকটা দিন বেঁচে থাকি সেই কয়েকটা দিন ওদের কাছে আমার কথা বলে যাই। ওদের—মানে ইংরেজ ও আমেরিকান ইনটেলীজেন্সের কাছে।

তাই যে কয়েকটা দিন সুযোগ পেলুম সেই কয়েকটা দিন ওদের সঙ্গে কথা বললুম। আমি বললুম, আমি এই কাজের পরিবর্তে আমেরিকান সিটিজেনশিপ চাই।

ওরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, আমার সামান্য বিপদ দেখলেই ওরা আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন এবং আমেরিকাতে নিয়ে যাবেন।

* * *

আমার ডেলিগেশন মস্কোতে ফিরে এলো। তিন সপ্তাহ বাদে হঠাৎ একদিন গ্রেভিল ভীনের কাছ থেকে টেলিফোন পেলুম।

ভীনের গলার স্বর শুনে আমি অবাক হলুম। মস্কোতে আবার ভীনকে দেখতে পাবো এ আমি একেবারেই কল্পনা করিনি। খানিক বাদে আমি ভীনের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে দেখা করলুম। তারপর ভীনকে কতোগুলো এক্সপোজড ফিল্ম দিলুম। ভীন তার পরিবর্তে আমাকে কতোগুলো নতুন ফিল্ম দিলো। একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এবার লণ্ডন থেকে আসবার সময় আমি একটা নতুন মিনক্স ক্যামেরা সঙ্গে করে এনেছিলুম।

ভীন কয়েকটা দিন মস্কোতে কাটালো। আমাদের সরকারী কাজ নিয়ে প্রায়ই দেখা হতো। অতএব সুযোগ ও সুবিধে বুঝে আমি ভীনের কাছে গোপন খবরাখবর দিতুম।

লণ্ডনে ফিরে যাবার আগে ভীন আমাকে বললো যে, সোভিয়েত সরকার লণ্ডনে আবার টেকনিক্যাল এক্সপার্টস ডেলিগেশন পাঠাবে। এই খবর শুনে আমি আনন্দিত হলুম। কারণ আমি জানতুম যে, এই ডেলিগেশনের সঙ্গে আমি আবার লণ্ডনে যাবার সুযোগ পাবো।

সোভিয়েত টেকনিক্যাল এক্সপার্ট ডেলিগেশন দ্বিতীয় বার লণ্ডনে গেলো। আমি এই ডেলিগেশন লণ্ডনে পৌঁছুবার তিনদিন পরে গেলুম। পৌঁছুবার দিন আমার কপাল ভালো ছিলো। কারণ লণ্ডন এয়ারপোর্টে আমি সোভিয়েত এম্বাসীর কাউকে দেখতে পেলুম না। আমি এয়ারপোর্ট থেকে ভীনকে টেলিফোন করলুম।

ভীন তার গাড়ী নিয়ে এয়ারপোর্টে এলো। আমি ভীনের বাড়ীতে গেলুম। সেখানে স্নান খাওয়া দাওয়ার পর ভীনের হাতে অনেকগুলো

ফিল্ম তুলে দিলুম। আপনারা জানতে চাইছেন ঐ সব ফিল্মের ভেতর কী ছিলো?

মিলিটারী টপসিক্রেট।

এবার আমার হাতে বেশী কাজের চাপ ছিলো না। কাজেই অধিকাংশ দিনই আমি ভীনের বন্ধুদের সঙ্গে কাটাতুম। তারা আমাকে সোভিয়েত মিলিটারী সম্বন্ধে হাজারো প্রশ্ন করতেন। আমি তার জবাব দিতুম।

আমি সোভিয়েত এম্বাসীর সহকর্ম্মীদের সম্বন্ধে বেশ সতর্ক ছিলুম। তাদের সন্দেহ এড়াবার জন্যে আমি লণ্ডনে সোভিয়েত এম্বাসীর ইনটেলীজেন্স অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতুম। মাঝে মাঝে এই ভদ্রলোককে কতোগুলো খবর এনে দিতুম। বলতুম এই সব দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান খবর ভীনের কাছ থেকে পেয়েছি। ওরা সরল মনে আমার কথা বিশ্বাস করতো এবং আমার দেয়া খবরগুলো 'টপসিক্রেট' নিশানা লাগিয়ে মস্কোতে পাঠাতো। কিন্তু ছাই, ওরা কী জানতো যে, আমি যেসব খবর ওদের দিয়েছি, সবই ভূয়ো খবর!

আমার এই সব কাজের জন্যে মস্কোর কর্ত্তাদের কাছে আমার কদর বাড়লো। তারা আমাকে আরো বিশ্বাস করতে লাগলেন।

আমি যে খাঁটি কম্যুনিষ্ট এইটে বোঝাবার জন্যে আমি আর এক কাণ্ড করে বসলুম।

মস্কোতে ফিরে এসে বড়োকর্ত্তাদের কাছে এক প্রতিবাদ পত্র লিখলুম। বললুম: লণ্ডনে কেউ কার্ল মার্কসের সমাধির কোন যত্ন করছেনা। এই সমাধি প্রায় ভাঙ্গতে বসেছে।

আমি যা ভেবেছিলুম তাই হলো। আমার প্রতিবাদ পত্র পড়ে বড়ো কর্ত্তারা আমার প্রতি ভারী খুসী হলেন। লণ্ডনের সোভিয়েত এম্বাসীর উপর নির্দ্দেশ দেয়া হলো যেন কার্ল মার্কসের সমাধির যত্ন নেয়া হয়। আর এই হুকুম কে দিয়েছিলেন জানেন? স্বয়ং ক্রুশ্চেভ।

মস্কোতে ফিরে এলুম। লণ্ডন থেকে ফিরে আসবার সময় মস্কোর বন্ধু-বান্ধবদের জন্যে প্রচুর প্রেজেণ্ট কিনে এনেছিলুম। আমার কাজকর্ম্মের চাইতে প্রেজেণ্ট পেয়ে তারা আরো খুসী হলেন। আমাকে এবার আরো নতুন কাজের দায়িত্ব দেয়া হলো।

* * *

মিসেস জেনেট চিসহমকে আপনারা নিশ্চয় চিনবেন না।

এই ভদ্রমহিলা ছিলেন ব্রিটীশ এম্বাসীর এক এটাচীর স্ত্রী। আমি প্রায়ই

বিকেল বেলা ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে হাঁটতুম। ওদের বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রাস্তায় খেলা করতো।

একদিন ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় মিসেস চিসহমের ছোট মেয়েটিকে একটি ছোট চকোলেটের বাক্স দিলুম। মেয়েটি চকোলেটের বাক্স নিয়ে তার মার কাছে গেলো।

ঐ বাক্সের ভেতর ছিলো একটি টপসিক্রেট খবর আর চারটি ফিল্ম।

মিসেস চিসহমের কাছে এইভাবে খবর পাচার করা নিতান্ত দুঃসাহসের কাজই বলতে হবে। কারণ মস্কোতে ডিপ্লোমাটদের বেশ কড়া নজরে রাখা হয়। কিন্তু তবু এই দুঃসাহসের কাজ করতে আমি ভয় পাইনি।

এরপরে কয়েকদিন বাদে আমি একটা সোভিয়েত ট্রেড ডেলিগেশনের সঙ্গে পারীতে গেলুম। আমি পারীতে যাচ্ছি এই খবর ভীনকে পাঠিয়েছিলুম। ভীন পারীতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলো।

আমি ভীনের হাতে পনেরটা ফিল্ম দিলুম। এই পনেরটা ফিল্মের ভেতর বহু টপসিক্রেট ডকুমেণ্ট ছিলো।

পারীতে আবার আমেরিকান ও ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স অফিসারদের সঙ্গে দেখা হলো। সুরু হলো প্রশ্ন, দিলুম জবাব। শুধু তাই নয়, আমাদের পারীর সোভিয়েত এম্বাসীতে যে সমস্ত ইনটেলীজেন্স অফিসার কাজ করতো তাদের সম্বন্ধে বিস্তর খবর বন্ধুদের দিলুম।

এবার আমাকে সিক্রেট রেডিও কী করে ব্যবহার করতে হয় সেই কাজ শেখানো হলো। বন্ধুরা বললেন যে, আমাকে একটা ছোট রেডিও ট্রানসমিটর মিসেস চিসহমের মারফৎ পাঠান হবে। এই বৈঠকে মিসেস চিসহমও সেদিন উপস্থিত ছিলেন।

বাড়ীতে কয়েকটা দিন বেশ আনন্দের সঙ্গে কাটালুম। লিডো, পিগাল, মর্মাত অঞ্চল ঘুরে দেখলুম। তারপর মস্কোতে ফিরবার আগে মস্কোর বন্ধুদের জন্যে প্রচুর প্রেজেণ্ট কিনে নিয়ে গেলুম। আমার কর্তার বউ মাদাম সরোভের জন্যে বেশ ভালো ভালো দামী সেণ্ট কিনলুম।

ভীন আমাকে এবার জিজ্ঞেস করলোঃ আলেক্স, তুমি কি সত্যি সত্যিই এবার মস্কোতে ফিরে যেতে চাও?

ভীনের প্রশ্ন শুনে আমি প্রথমে খানিকটা বিস্মিত হয়েছিলুম। কিন্তু একটু বাদে আমার বিস্ময় কেটে গেলো। কারণ অনেকদিন থকেই আমি মস্কো থেকে পালাবার পরিকল্পনা করেছিলুম। আমার আমেরিকান ও ইংরেজ

বন্ধুরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমার বিপদ শিগ্‌গির ঘনিয়ে আসবে। সময় থাকতে পালিয়ে যাওয়া ভালো। আজ পারী থেকে অতি সহজেই আমি লণ্ডন কিম্বা নিউইয়র্কে পালিয়ে যেতে পারি।

কিন্তু এই কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রী ও মেয়ের কথা মনে হলো। আমি যদি পালিয়ে যাই তাহলে ওরা বিপদে পড়বে। এ ছাড়া আমার বুড়ো মা এখনও বেঁচে আছেন। হ্যাঁ, আমি পশ্চিম জগতে থাকতে চাই। কিন্তু অসহায় স্ত্রী-মেয়ে-মাকে মস্কোতে ফেলে পালাতে আমার মন চাইলো না। আমি পারী থেকে বন্ধুদের সতর্কবানী শোনা সত্বেও আবার মস্কোতে ফিরে এলুম।

* * *

মস্কোতে ফিরে এসে আমি মরিয়া হয়ে কাজ করতে লাগলুম। কেন জানিনা, আমার মন বলতে লাগলো যে, আমার গ্রেপ্তারের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

একদিন আমি মস্কোর বালচুগ হোটেলের কাছ দিয়ে হাঁটছিলুম। আমার মুখে ছিলো জ্বলন্ত সিগারেট, হাতে সিগারেটের প্যাকেটটি। রাতের অন্ধকারে কাউকে ভালো করে দেখা যায় না। হঠাৎ একটা লোক আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। লোকটিকে আমার কাছে দাঁড়াতে দেখে আমি অবাক হলুম। লোকটা কে? কে জি বি'র কেউ নয়তো?

মিঃ আলেক্স, আপনার বন্ধুরা তাদের শুভেচ্ছা আপনাকে জানিয়েছেন। এই বলে লোকটি আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগলো। আমি ওর হাতে একটি সিগারেট প্যাকেট গুঁজে দিলুম। ভদ্রলোক তার সিগারেটের প্যাকেট আমার হাতে তুলে দিলো। আমার প্যাকেটের ভেতর কতোগুলো ফিল্ম ছিলো।

এবার থেকে আমি আরো জরুরী সিক্রেট ডকুমেণ্ট সংগ্রহ করতে লাগলুম। একদিন মিসেস চিসহমের বাড়ীর সামনে দিয়ে হাঁটছিলুম। হঠাৎ আমার মনে হলো কে জানি আমার পেছনে পেছনে আসছে।

কে?

দেখতে পেলুম একটি ছোট গাড়ী সেই গলির ভেতর ঢুকেছে। খানিকবাদে গাড়ীটা আবার উধাও হয়ে গেলো।

দুদিনবাদে আবার যখন মিসেস চিসহমের কাছে এলুম তখন আবার সেই গাড়ীটাকে দেখতে পেলুম।

আমার মনে কোন সন্দেহ রইলো না যে K. G. B. আমার পেছু নিয়েছে।

এবার থেকে মিসেস চিসহমের বাড়ীর সামনে দিয়ে হাঁটা বন্ধ করলুম।

আমি Dead drop [Dead drop এর পুরো ব্যাখ্যা পরে দেয়া হবে] sy stem অনুযায়ী খবর বন্ধুদের জন্যে পাঠাতে লাগলুম।

এমনি করে আরো কয়েক মাস কেটে গেলো। কিন্তু প্রতিদিনই আমি K. G. B.-র বিভীষিকা দেখতুম। ভাবতুম আজই বোধ শেষ দিন, আজই বোধ হয় গ্রেপ্তার হবো।

তারপর একদিন ভীন লণ্ডন থেকে এলো। ভীন আমার মনকে চাঙ্গা করে তুললো। বললোঃ আলেক্স, তোমাকে আর বেশীদিন এই দুঃসাহসের কাজ করতে হবে না। আমরা শিগ্‌গিরই তোমাকে মস্কো থেকে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করছি।

ভীনের কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হলুম। ঠিক হলো, আমি ১৯শে এপ্রিল মস্কো থেকে পালাব। সালটা আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯৬২।

ঠিক ছিলো পরের দিন আমি ভীনের সঙ্গে পিকিং রেঁস্তোরায় দেখা করবো।

কিন্তু দেখা করবার নির্দ্ধারিত দিন সকাল বেলা K. G. B. দপ্তরের কর্তা লেভিন আমাকে ডেকে বললেনঃ বলতো পারো, ভীন এতো ঘন ঘন মস্কোতে আসছে কেন?

বললুমঃ ভীন মস্কোতে একটি মোবাইল একজিবিশনের বন্দোবস্ত করবার চেষ্টা করছে। এই নিয়ে মিনিষ্ট্রি অব্‌ ফরেইন ট্রেডের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছে।

লেভিন আমার জবাব শুনে কোন উত্তর দিলো না। আমি লেভিনকে আরো বললুম যে, সেদিন সন্ধ্যায় এই মোবাইল একজিবিশন নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে আমি ভিনের সঙ্গে পিকিং রেঁস্তোরায় দেখা করবো।

রাত নটার একটু আগে আমি পিকিং রেঁস্তোরার কাছে গেলুম। দূর থেকে ভীনকে হাসতে দেখলুম। কিন্তু দেখতে পেলুম ভীনের পেছনে আরো দুজন লোক আছে। ঐ লোক দুজন যে K. G. B-র এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিলো না। আমি ভীনকে সতর্ক করবার চেষ্টা করলুম। আমি ইঙ্গিতে ভীনকে জানালুম যে K. G. B.র লোক ওর পেছনে ঘুরছে। ভীন আমার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো। আমার সঙ্গে কেন কথাবার্ত্তা না বলে চলে গেলো।

এবার আমি ভীনের হোটেলে গেলুম। হোটেলের রেঁস্তোরার কাছে এসে ভীন আমাকে বললোঃ আমার সঙ্গে এসো।

আমরা দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এলুম। উত্তেজিত কণ্ঠে ভীনকে বললুমঃ

ভীন, আর দেরী করো না। তোমার পেছনে K. G. B-র চর ঘুরছে। কালই মস্কো থেকে চলে যাও। আমি তোমার সঙ্গে এয়ার পোর্টে গিয়ে দেখা করবো।

পরের দিন ভিন লণ্ডনে যাবার জন্যে টিকিট বুক করলো। কিন্তু এয়ার-পোর্টে পৌঁছে ভীন চেকিং কাউণ্টারে গেলো না। ভাবতে লাগলো কী করবে।

খানিকবাদে আমি এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছলুম। ভীনের টিকিট নিয়ে চেকিং কাউণ্টারে গেলুম। একটুবাদেই ভীনের প্লেন লণ্ডনের পথে চললো।

আরো দুমাস কেটে গেলো। এই সময়টা আমি চুপ করে রইলুম না। মরীয়া হয়ে কাজ করতে লাগলুম। জানি আমার শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে। শিগ্‌গিরই হয়তো ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

কিন্তু যতোদিন জেলের বাইরে আছি ততোদিন আমাকে কাজ করতেই হবে।

বাইশে অক্টোবর—১৯৬২। আজ আমার স্বাধীনতার শেষ দিন।

বাইরের দরজায় কে জানি কড়া নাড়লো।

আমি জানি কে এসেছে?

ওরা কে? চেনেন ওদের?

ওরা হলো K. G. B.-র লোক।

গ্রেভিল ভীনের কথা

মোবাইল একজিবিশন নিয়ে আমি কম্যুনিষ্ট দেশগুলো সফর করতে বেরিয়েছিলুম। আর এই মোবাইল ভ্যান আমার অর্ডার অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছিলো। ভ্যানের সামনে একটা শো রুম করেছিলুম। সিনেমা দেখাবার বন্দোবস্তও করেছিলুম। ভ্যানের পেছন দিকে দুটো কামরা ছিলো। বন্দোবস্ত করেছিলুম এই ভ্যানে আলেক্সকে মস্কো থেকে চুরি করে আনবো।

এই মোবাইল একজিবিশন নিয়ে কম্যুনিষ্ট দেশগুলোতে যেতে আমার কম বেগ পেতে হয়নি। লণ্ডনের হাঙ্গারীর এম্বাসী আমাকে এই মোবাইল একজিবিশন নিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন।

প্রথমে মোবাইল ভ্যান নিয়ে অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতে গেলুম। তারপর সেখান থেকে বুদাপেস্তে।

আলেক্স কোথায় আছে জানি না। ভিয়েনা থেকে জেমসকে টেলিফোন করেছিলুম। আলেক্সের খবরাখবর জানতে চেয়েছিলুম। না, মস্কো থেকে কোন নতুন খবর সে পায়নি।

বুদাপেস্তের দুমা হোটেলে গিয়ে সবেমাত্র পা দিয়েছি এমনি সময় একটি ছেলে এসে বললোঃ আমার নাম আমক্রুস। আপনার দোভাষীর কাজ করতে চাই।

আমার দোভাষীর প্রয়োজন ছিলো না। এর আগেও আমি বহুবার বুদাপেস্তে এসেছিলুম। হেলেন বলে একটি মেয়ে আমার দোভাষীর কাজ করতো।

আমক্রুসকে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না। ভাবলুম যদি আমক্রুসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি তাহলে হাঙ্গারীর কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ হবে। হেলেনের কথা আমাকে ভুলতে হলো।

কিন্তু আমক্রুসকে নিয়ে আমি সেখানে মুস্কিলেই পড়লুম। আমি যেখানেই যাই আমক্রুস আমার সঙ্গে সঙ্গে যায়।

বুদাপেস্তের মোবাইল একজিবিশন বন্দোবস্ত করার পর আবার কয়েকদিনের জন্যে ভিয়েনাতে চলে এলুম।

ভিয়েনাতে এসে আমি প্রথম বিপদের সঙ্কেত পেলুম।

একদিন হোটেলের রিসেপশনের কাউণ্টারে আমার নামে একটি ছোট চিঠি পেলুম। অতি কাঁচা হাতের মেয়েলি লেখা।—তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আজ রাত দশটার সময় অপেরাতে এসো।

বুঝতে পারলুম আমাকে ধরবার জন্যে নিশ্চয় কেউ ফাঁদ পেতেছে। কিন্তু ভিয়েনা শহরে আমাকে পাকড়াও করবে কেন। ইচ্ছে করলে ওরা তো আমাকে বুদাপেস্তেই পাকড়াও করতে পারতো।

সমস্ত ঘটনা যাচাই করে দেখবার জন্যে আমি অপেরাতে গেলুম। শো আরম্ভ হলো। আমার আসে-পাশে পরিচিত কাউকে দেখতে পেলুম না।

ইণ্টারভ্যালের সময় আমি সিগারেট খেতে বড়ো হলঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। কেউ নেই। ভাবছি কী করবো? আবার হলঘরে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম। এমনি সময় পেছন থেকে কে জানি আমার নাম ধরে ডাকলো।

ভীন?

আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলুম,—সোনিয়া। পাঠকের সঙ্গে হয়তো এই সোনিয়ার পরিচয় নেই। সোনিয়া ছিলো আলেক্সের গার্ল ফ্রেণ্ড। মস্কোতে থাকাকালীন ওর সঙ্গে আমার দুএকবার দেখা হয়েছিলো।

কিন্তু আজ ভিয়েনা সহরে সোনিয়া এলো কী করে? কেন? আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্নের তুফান উঠলো। আমি যেন বিপদের গন্ধ পেলুম।

আমি একটু বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে সোনিয়াকে জিজ্ঞেস করলুম: আমি ভিয়েনা শহরে যাচ্ছি তুমি জানলে কী করে? আমার হোটেলের ঠিকানা পেলে কোত্থেকে?

আমার প্রশ্ন ও কণ্ঠস্বর শুনে সোনিয়া একটু হকচকিয়ে গেলো। কিন্তু তার মনের বিচলতা ক্ষণিকের। একটু বাদেই নিজেকে সামলে নিয়ে সোনিয়া বললো: কাল তোমাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখলুম। ভাবলুম তোমার সঙ্গে কথা বলবো। কিন্তু তুমি হোটেলে চলে গেলে।

আমার গাম্ভীর্য্য তখনও দূর হয়নি। আবার একটু ধমকের সুরে বললুম, তুমি কী চাও সোনিয়া?

এবার সোনিয়ার চোখে মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো। : আলেক্স কোথায় জানো?

আমি এবার লক্ষ্য করলুম যে, আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় সোনিয়া হাত নেড়ে বিচিত্র ভাবভঙ্গী করছে। বুঝতে পারলুম ধারে কাছে কোথাও হয়ত

K. G. B.-র লোকেরা দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো ওদের কাছে আমায় চিনিয়ে দিচ্ছে।

আমি আবার গরম মেজাজে বললুম ঃ আলেক্সের খবর জানবার আগে আমাকে বলো তুমি ভিয়েনা শহরে এসেছ কেন? বেড়াতে এসেছ বুঝি?

আমার কথা শুনে সোনিয়া কাঁদবার চেষ্টা করলো। আমি অতি ছোট জবাব দিলুম ঃ আলেক্সের কোন খবরই আমি জানি না।

হোটেলে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা নিয়ে চিন্তা করতে বসলুম। আমার মনে আর কোন সন্দেহ রইলো না যে, আমার পেছনে K. G. B-র ফেউ লেগেছে। আমার বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

ঠিক করলুম, একবার জেমসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবো। না, বরং লণ্ডনে আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করবো।

আমার স্ত্রীর নাম শীলা। শীলাকে টেলিফোন করলুম। বললুম ঃ তুমি ভিয়েনা শহরে চলে এসো। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

ঠিক করলুম শীলার মারফৎ জেমসকে খবর পাঠাব।

আমি কী ধরণের কাজ করতুম শীলা জানতো না।

অতএব পরের দিন শীলা যখন লণ্ডন থেকে এলো, আমি কতোগুলো সাঙ্কেতিক ভাষায় জেমসের কাছে খবর পাঠালুম। খবর হলো ঃ আই এ্যাম ইন ডেঞ্জার।

দুদিন বাদে শীলা লণ্ডনে চলে গেলো। আমি বুদাপেস্তে ফিরে এলুম। বুদাপেস্তে ফিরে আসবার সময় আমার মনে অনেক সঙ্কোচ হয়েছিলো। ফ্রন্টিয়ারের কাছে এসে ফিরে যাবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুদাপেস্তে এলুম।

হোটেল দুমাতে আমব্রুস আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। অমেব্রুসকে দেখে একটু অবাক হলুম।

আমব্রুস আমাকে বললো ঃ যাবেন নাকি আমার সঙ্গে?

ঃ কোথায়? আমার প্রশ্নে কৌতূহলের সুর ছিলো।

শহরের একটু বাইরে আমার দাদু এবং ঠাকুমা থাকেন। ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো। কাল সকাল দশটার সময় যাবো।

আমি একটু অন্যমনস্ক সুরে জবাব দিলুম ঃ বেশ, যাবো।

কিন্তু পরের দিন দশটার সময় আমব্রুস যখন হোটেলে এলো তখন বাহানা করে আমি তাকে এড়িয়ে গেলুম। আমার বাইরে একটা কাজ ছিলো। আমি একাই ছুটে সেই কাজ করতে গেলুম।

ছুটোর সময় হোটেলে ফিরে এসে দেখি আমক্রুস আমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আমার তখনও লাঞ্চ খাওয়া হয়নি। আমি আমক্রুসকে লাঞ্চ খেতে নেমন্তন্ন করলুম।

আমক্রুস বললোঃ নদীর ধারে একটা চমৎকার রেঁস্তোরা আছে। চলুন সেইখানে গিয়ে লাঞ্চ খাওয়া যাক।

আমি আপত্তি করলুম না। বললুম, চলো যাওয়া যাক।

আমার দাদুর সঙ্গে দেখা করবেন? আমক্রুস জিজ্ঞেস করলো।

পরে দেখা যাবে'খন—আমি জবাব দিলুম।

আমরা দুজনে শহরের বাইরে এলুম। রাস্তা খারাপ ছিলো। সারাটা রাস্তা গাড়ীর ঝাকুনীতে আমার দেহ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। নদীর ধারে এসে আমক্রুস বললোঃ চলুন ওপারে যাই।

কিন্তু নদী পার হবার কোন নৌকো পেলুম না। আমক্রুস একটা নৌকো যোগাড় করতে গেলো। আমি বিপদের আশংকা করলুম। গাড়ী ঘুরিয়ে শহরে চলে এলুম। লাঞ্চ শহরেই খেলুম।

* * *

একজিবিশনের দিন ঘনিয়ে এলো। একজিবিশনের উপলক্ষে আমি একটা ককটেল পার্টি দিলুম।

বিকেল পাঁচটা থেকে পার্টি স্থরু হলো। সাতটা অবধি পার্টি চললো।

তারপর সবাই চলে গেলো। শুধু আমি আর আমক্রুস দাড়িয়ে রইলুম।

আমরা একজিবিশনেব প্যাভিলিয়নে এলুম। সমস্ত প্রাঙ্গন নির্জন নিস্তব্ধ। আমি বিপদের গন্ধ পেলুম। একবার আমক্রুসের পানে তাকালুম। কেন জানি আমার মনে হলো আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। অন্ধকার আবছায়া ভেদ করে কে আসছে? জানি না? পরবর্ত্তী কাহিনী আজ আপনাদের নাই বা বললুম।

* * *

আমি এ্যালান ডালেস বলছি।

আপনাদের কাছে ইন প্লেসের বা ইনসাইডার এজেণ্টের গল্প বললুম। বিচারে পেনকভস্কির মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো আর গ্রেভিল ভীনের জেল।

এবার আপনাদের কাছে ইলিগ্যাল এজেণ্টের কাহিনী শোনাচ্ছি। তার পরেই আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো কারণ হয়তো আমার গল্প শুনে শুনে আপনারা বিরক্তি বোধ করছেন।

এবার জানতে চান ইলিগ্যাল এজেন্ট কে ?

ধরুণ আমরা ঠিক করলুম চীনে আপনাকে খবর সংগ্রহ করতে পাঠাব। কিন্তু চীনে কোন বিদেশীর গুপ্তচরের কাজ করা সম্ভব নয়। তাই আপনাকে ঐ দেশের নাগরিক করে পাঠাতে হবে। আপনার ভোল পাল্টাতে হবে। আপনি চীন দেশে কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সমস্ত খবর আপনাকে মুখস্থ করতে হবে। বার্থ সার্টিফিকেট যোগাড় করতে হবে। আপনি যদি চাইনিজ হ'ন, বিদেশে থাকেন, জীবনে কোনদিন চীনের মুখ দেখেননি তবে আমরা আপনাকে রিক্রুট করলুম। আপনার নাম পাল্টালুম। আপনার বাবা-মার নতুন নাম হলো। বলা হলো আপনি য়ুনান প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধরে নিন আপনার নতুন নাম হলো লী সান।

আমরা কিন্তু এই লী সান সম্বন্ধে আগেই সমস্ত খবর সংগ্রহ করেছিলুম। লী সানের জন্ম হয়েছিলো য়ুনান প্রদেশে। মিউনিসিপ্যালিটিতে তার জন্মের তারিখ লেখা ছিলো। আপনাকে বলা হলো, ঐটে হলো, আপনার জন্মের তারিখ। জন্মের পর আপনি চীন থেকে অন্য দেশে চলে গিয়েছিলেন। আজ আপনি আবার দেশে ফিরে এসেছেন।

হয়তো এই প্রসঙ্গে একটি গল্প করলে আপনি ইলিগ্যাল এজেন্ট কাদের বলা হয় বুঝতে পারবেন। তাই আপনাদের কাছে বিখ্যাত স্পাই কর্নেল আবেলের গল্প বলবো। আবেল ছিলেন মস্কোর স্পাই। আগেই বলে রাখি, স্পাই জগতে আবেলের জুড়িদার আজ অবধি হয়নি। কারণ আবেল ধরা পড়েও ভেঙ্গে পড়েননি। তার মখ দিয়ে একটি কথাও বের হয়নি। কোর্টে দাড়িয়ে সমস্ত প্রশ্নের জবাবে কোন গুপ্ত খবর প্রকাশ করেননি।

আবেলের দেশ প্রেমিকতার জন্যেই আজ আমাকে তার গল্প বলতে হবে।

* * *

রুডলফ ইভানভিচ আবেল,—আমি তোমাকে নমস্কার করি।

সেদিন আদালতে দাড়িয়ে সরকারী উকীল টম পার্কিনস যখন বললো, মিঃ লর্ড, কর্নেল ইভানভিচ আবেল হলো রাশিয়ান স্পাই, তখন আমি তীব্র প্রতিবাদ করলুম।

বললুম, মীঃ লর্ড, মিথ্যে কথা। রুডলফ আবেল স্পাই নয়, সে হলো সত্যিকারের দেশ প্রেমিক। আজ এই দেশের বুকে বসে রুডলফ আবেল যদি কোন বেআইনী কাজ করে থাকে তাহলে সে কাজ তার দেশের জন্যে করেছে।

আমি জানি, রুডলফ তুমি তো সামন্য টাকার জন্যে, যশের জন্যে এই

দুঃসাহসের কাজ করোনি। তুমি ছিলে সত্যিকারের দেশ প্রেমিক। তাই দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করোনি। তুমি ছিলে দেশের বীর সৈনিক। যুদ্ধ করতে সীমান্তে সৈন্য যায়, লড়াই করে। আর সেই সংগ্রামে জয় পরাজয় হয়। রুডলফ আবেল—তুমিও যুদ্ধ করেছিলে, কিন্তু এই লড়াইতে তোমার পরাজয় হয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তুমি তো মাথা নীচু করোনি। যখন আদালতের জজ ঘোষণা করলেন, রুডলফ আবেল তুমি দোষী, তখন তুমি একটুও নুইয়ে পড়োনি। কোর্ট থেকে তুমি যখন বেরিয়ে গেলে তখন তুমি মাথা উঁচু করে গেলে। কারণ তুমিতো সামান্য ছিঁচকে চোর নও, তুমি যে বীরপুরুষ, দেশ প্রেমিক!

আমি জানি আবেল, দেশের মাটীকে অতো ভালোবাসতে পেরেছিলে বলেই তুমি হাসিমুখে কঠিন সাজাকে মেনে নিয়েছিলে। কারণ তুমিতো জানতে, যে কঠিন কাজ তুমি করছো, তার সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড।

হ্যাঁ আবেল, আজ তোমার কথা বলতে গিয়ে আমার আর একজনের কথা মনে পড়লো। তোমার দেশবাসী বরিস পাস্টারনাক। চিনতে পারো তাকে? ডাঃ জিভাগো বই লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বজগতের অতো বড়ো সম্মান পাস্টারনাক নেয়নি। কারণ সে জানতো যে, নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করতে গেলে দেশের মাটীকে ভুলতে হবে। পাস্টারনাকও দেশে থেকে গেলেন। শুধু বলেছিলেন মানুষের সবচাইতে আদর্শ হলো দেশ প্রেম। কিন্তু; আমিতো অন্ধ দেশ প্রেম চাইনে। মা তার ছেলেকে ধমক দেয়, ছেলে তার বাবার ভুল ধরে। প্রেম কখনই কদর্য্যতা আর ভুলকে গ্রহণ করে নেয় না। দেশের মাটীকে ভালোবাসা হলো মানুষের প্রথম আদর্শ।

হ্যাঁ, আবেল তোমার কথা লিখতে গিয়ে আমার বরিস পাস্টারনাকের কথা মনে পড়লো।

তোমরা দুজনেই ছিলে দেশপ্রেমিক। তুমি দেশের জন্যে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে কুণ্ঠা বোধ করোনি। আর বরিস পাস্টারনাকও বিশ্বজগতের অতো লোভের আকর্ষণেও নিজের দেশকে ছাড়তে পারেনি।

আমাকে তুমি চিনতে পারছো আবেল? জানি আমার কথা তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছ। হয়তো তুমি এখন রাশিয়ার কোন নির্জন প্রান্তে বসে অতীতের স্মৃতিকে রোমন্থন করছো, বাইরে প্রচণ্ড শীত, আকাশ থেকে বরফ ঝরছে। তুমি তোমার ডাচাতে বসে আছো। আমাকে স্মরণ করবার সময় কোথায় তোমার?

আবেল, আমি হলুম তোমার বন্ধু। সেদিন যখন আদালতে তোমার বিচার হলো আমি ছিলুম তোমার উকীল। আমাকে তোমার মনে পড়ে? আমার নাম হলো জেমস ব্রিট উনোভান।

* * *

জেমস ব্রিট উনোভান, ব্রুকলিন বার এসোসিয়েশন আজ তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিচ্ছে। ফেডারেল কোর্ট থেকে আমরা অনুরোধ করেছি যে, রাশিয়ান স্পাই রুডলফ আবেলের জন্যে একজন উকীল চাই। আমরা বার এসোসিয়েশনের সদস্যরা সর্বসম্মতি সহকারে ঠিক করলুম যে, রুডলফ আবেলের এডভোকেট হবে তুমি। হোকনা কেন রুডলফ আবেল রাশিয়ান স্পাই। আমেরিকায় আমরা চাই ন্যায় বিচার। তাই সদা সর্বদাই মনে রাখবে রুডলফ আবেল একজন সামান্য বিদেশী স্পাই নয়, সে হলো তোমার মক্কেল। তাই তুমি তাকে ন্যায় বিচার পেতে সাহায্য করবে। আমি সেদিন ব্রুকলিন বার এসোসিয়েশনের নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছিলুম। আমার মনে পড়লো এই কেসের দায়িত্ব আমার হাতে দেবার আগে আমারই এক সহকর্ম্মী বলেছিলো, উনোভান, তুমি হলে ও-এস-এসের [O. S. S.] ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী। তুমি নুরেমবার্গ বিচারের সময় জাষ্টিস রবার্ট জ্যাকসনকে সাহায্য করেছিলে! আমি মাথা নীচু করে বললুম, দ্যাটস রাইট!

আমার সহকর্ম্মী আবার বললেন: তাহলে তুমিই এই কাজের জন্যে উপযুক্ত। তোমার কাজ হলো আবেলকে সাহায্য করা।

সেদিন বিচারের সময় আমি তাই করেছিলুম রুডলফ।

টাকার জন্য চিন্তা করিনি। জানি কেসের খরচা বাবদ তোমার স্ত্রী আমাকে টাকা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই টাকা তো আমি গরীব দুঃখীদের দিয়েছিলুম। হ্যাঁ আবেল, তুমি দেশের জন্যে অতো বড়ো ত্যাগ স্বীকার করতে পারলে, আর আমি কি সামান্য টাকার মোহ ভুলতে পারবো না। আমি শুধু সেদিন বড়াই করে বলেছিলুম: আমেরিকাতে টাকার অভাব নেই। আমি শুধু ন্যায় বিচার চাই।

* * *

আমি রুডলফ আবেল কথা বলছি···। জিমি, হ্যাঁ তোমাকে আমি তো জিমি বলেই ডাকি। দুনিয়া শুদ্ধ সবাই জানে তোমার নাম হলো জেমস্ ব্রিট উনোভান। আমিও তোমাকে প্রথমে ঐ নামে চিনতুম। কিন্তু যেদিন থেকে তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হলো, হৃদ্যতা হলো, সেদিন থেকে আমি

তোমাকে জিমি বলে ডাকতুম। আর তুমি আমাকে রুডলফ বলে ডাকতে। তাই নয় কী?

হ্যাঁ জিমি, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ সেদিন তুমি আমার পক্ষ হয়ে আদালতে যেভাবে লড়েছিলে সেই কথা কোনদিন আমি ভুলব না।

বিচারে সাব্যস্ত হলো আমি দোষী। আর স্পাইর সাজা হলো ফাঁসী। আমার অপরাধের জন্যে কি মূল্য দিতে হবে আমি জানতুম। কিন্তু সেই সাজা মাথা পেতে গ্রহণ করতে আমার একটু সঙ্কোচ হয়নি। মানুষ যুদ্ধ করতে যায়, কেউ লড়াই থেকে ফিরে আসে, কেউ আসে না। হয়তো সেদিনকার লড়াই থেকে আমি ফিরতুম না, যদি না তুমি আমাকে সাহায্য করতে। তুমি জজকে বললে: একে ফাঁসীর হুকুম দেবেন না মী লর্ড! হয়তো একদিন এর জীবনের পরিবর্তে আমরা আর এক আমেরিকান নাগরিকের জীবন বাঁচাতে পারব। তোমার সেদিনকার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিলো। আমরা যখন তোমাদের পাইলট গাই পাওয়ারকে ধরলুম তখন তোমরা বললে, আমরা গাই পাওয়ারকে ফেরৎ চাই। এর পরিবর্তে তোমরা রুডলফ আবেলকে ফেরৎ নাও।

শেষ পর্যন্ত তোমারই চেষ্টায় তাই হলো। আমি আবার দেশে ফিরে গেলুম। কিন্তু তুমি যে আমার উপকার করলে সেই কথা কী কোনদিন ভুলবো?

বিচারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কোর্টের সামনে আমাকে যখন হাজির করা হলো তখন তুমি বললে: মী লর্ড! এর আগে আমেরিকার ইতিহাসে কখনই কোন রাশিয়ানকে স্পাইর অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়নি। আজ সর্বপ্রথম একজনকে অভিযুক্ত করা হলো।

সরকারের এডভোকেট উইলিয়াম টমকিনস আমাকে অভিযুক্ত করলেন: ইয়েস্ মী লর্ড, রুডলফ আবেল হলো স্পাই। স্পাইর উপযুক্ত সাজা চাই।

এই বলে টমকিনস জুরীদের পানে তাকালেন। তারপর এক-একজন করে সাক্ষীকে ডাকতে লাগলেন।

প্রথম সাক্ষী এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়ালো। তারপর সাক্ষী বলতে লাগলো……

* * *

: নাম?

: ইনসপেক্টর রবিন্স।

: কী কাজ করো ?

: এফ. বী. আইর ইনসপেক্টর ?

: আসামী কে চেনো ?

: হ্যাঁ। এর নাম হলো কর্ণেল রুডলফ ইভানভিচ আবেল। ইনি হলেন রাশিয়ান এসপিওনেজ সার্ভিস কে.জি.বি'র একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। কিন্তু আমরা যখন একে গ্রেপ্তার করি তখন এর নাম ছিলো মার্টিন কলিন্স।

: আসামীর আর অন্য কোন নাম তুমি জানো ?

: হ্যাঁ, ব্রুকলিন শহরে আমরা একে এমিল গোল্ডফুস নামে চিনতুম।

: এমিল গোল্ডফুসের পেশা কী ছিলো ?

: এমিল গোল্ডফুস ছিলেন জর্মান। তার পেশা ছিলো ছবি আঁকা। হ্যাঁ, তিনি খুব ভালো ছবি আঁকতেন। বলতে পারি পেশাদার আর্টিষ্ট।

: বেশ ইনসপেক্টর রবিন্স, এবার তুমি কোর্টকে বলো কবে এবং কখন তুমি রুডলফ আবেলকে গ্রেপ্তার করেছিলে ?

: একুশে জুন, ১৯৫৭, সকাল সাতটার সময় নিউইয়র্ক শহরে হোটেল লাথামে আমরা হানা দিই। হোটেলের ম্যানেজার আমাদের এতো সকালে তার হোটেলে দেখে অবাক হলেন। হয়তো তার হোটেলে এফ. বী. আই-র লোক আসবে এটা ম্যানেজার একেবারেই পছন্দ করেন নি। অবশ্যি হোটেল লাথাম খুব উঁচুদরের হোটেল ছিলো না। হয়তো সেই কারণে আমাদের আগমনে খুসী হ'ননি। আমরা গিয়ে ম্যানেজারকে বললুম: মার্টিন কলিন্সের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমাদের প্রশ্ন শুনে হোটেলের ম্যানেজার বেশ একটু বিস্মিত হলেন। বললেন যে, ম্যার্টিন কলিন্স অতি ভদ্রলোক।

: তারপর কী হলো ইনসপেক্টর রবিন্স ?

: আমি ও আমার আরো দুই সহকর্মী উঠে আটতলায় গেলুম। রুম ৮৩৯-এ মার্টিন কলিন্স থাকতেন। আমরা গিয়ে দরজায় নক করলুম। ভেতর থেকে মার্টিন কলিন্স জবাব দিলেন: জাষ্ট এ মিনিট, প্লিজ।

একটু বাদে মার্টিন কলিন্স দরজা খুললেন। আমি এবং আমার সহকর্মী তার ঘরের ভেতর ঢুকে গেলুম। মিঃ কলিন্স আমাদের দেখে অবাক হলেন। জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কে ?

: আমরা হলুম এফ. বী. আই-র লোক। কর্ণেল আবেল আশা করি আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। মিঃ কলিন্স কর্ণেল আবেল নাম শুনে প্রথমটায় বেশ চমকে উঠলেন। আমরা আবার তাকে জিজ্ঞেস করলুম—

১৯৪৮ সালে আপনি কানাডা থেকে এ্যাণ্ড্রু কায়টিস নাম নিয়ে আমেরিকায় ঢুকেছিলেন। কর্ণেল একটুখানি চুপ করে মাথা নাড়লেন। বললুম আপনি বেআইনী ভাবে এই দেশে ঢুকেছেন। আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।

ইনসপেক্টর রবিন্স, আসামী কী আপনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলো?

না, অসহযোগিতা করেনি। তবে আমরা তার অতীত সম্বন্ধে যতো প্রশ্ন করেছি তার কোন জবাব পাইনি।

*　　　*　　　*

: মী লর্ড, আমরা এবার দ্বিতীয় সাক্ষী রবার্ট শোয়েনবার্জারকে জেরা করতে চাই—এডভোকেট টমকিনস বললেন।

দ্বিতীয় সাক্ষী এবার কাঠগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন।

: আপনার নাম?

: রবার্ট শোয়েনবার্জার।

: কী করেন?

: ইমিগ্রেশন ইনভেষ্টিগেটর।

: আসামী রুডলফ আবেল সম্বন্ধে আপনি কী জানেন কোর্টকে বলুন।

: রুডলফ আবেল ১৯৪৮ সালে এ্যাণ্ড্রু কায়টিস ছদ্মনাম নিয়ে আমেরিকায় ঢুকেছিলেন। তিনি ছিলেন আমেরিকায় সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিস K. G. B-র চীফ। স্পাইর ভাষায় এই ধরণের K. G. B-র ষ্টেশন চীফকে বলা হয় 'রেসিডেণ্ট।' আর যে দলকে তিনি পরিচালনা করেন তাকে বলা হয়—রেসিডেণ্টুরা। আবেল ছিলেন রেসিডেণ্ট চীফ। শুধু আমেরিকা নয়, মেক্সিকো ও সেণ্ট্রাল আমেরিকয়ে সোভিয়েত ইনটেলীজেন্সের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন এই আবেল।

মিঃ শোয়েনবার্জার, আপনি আসামী আবেলের অতীত সম্বন্ধে কী কোন খবর জানেন?

: রুডলফ আবেল আমেরিকাতে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রুকলিন এলাকায় তিনি এমিল গোল্ডফুস নামে পরিচিত ছিলেন। আমরা আসামীর কাছ থেকে এমিল গোল্ড ফুসের নামে একটি জন্মের সার্টিফিকেট পেয়েছি। সেই সার্টিফিকেটে জন্মের তারিখ লেখা ছিলো ২রা আগষ্ট, ১৯০২। আমরা হেলথ ডিপার্টমেণ্টে খবর নিয়ে জেনেছি যে, আসল এমিল রবার্ট গোল্ডফুসের জন্মের ঠিক এক বছর বাদে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তারিখ ৯ অক্টোবর, ১৯০৩।

মিঃ শোয়েনবার্জার, আসামী কী মার্টিন কলিন্স নামে পরিচিত ছিলেন?

হ্যাঁ, গ্রেপ্তারের সময়ে তিনি ঐ ছদ্মনামে হোটেলে চেক ইন করেছিলেন। কিন্তু আমরা খোঁজ পেয়েছি যে, মার্টিন কলিন্স নামে কোন ব্যক্তিই ছিলো না। নামটা জাল।

: গ্রেপ্তারের সময় আপনি ইন্‌সপেক্টর রবিন্সের সঙ্গে হোটেলে গিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, যখন এফ. বী. আই'র লোক মার্টিন কলিন্সকে গ্রেপ্তার করতে যায় তখন আমি সঙ্গে ছিলুম। আমি ঘরের ভেতরে ঢুকে বললুম, কর্ণেল আবেল, আপনি বেআইনীভাবে আমেরিকাতে ঢুকেছেন। অতএব আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার করলুম। শিগ্‌গির জামাকাপড় পরে নিন। আপনাকে আমরা থানায় নিয়ে যাবো।

আসামী কোন প্রতিবাদ বা আপত্তি করেছিলেন কী?

না। আমাদের আদেশ শুনবার পর আসামী অতি ধীরে সুস্থে তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগলেন। ঘরের ভেতর অনেক বই, পেন্সিল, কলার ব্রাশ ছিলো। আমরা ঘরের ভেতর একটি ছোট সর্ট-ওয়েভ রেডিও পেয়েছিলুম। জিনিসপত্র গুছিয়ে আসামী জামাকাপড় পরতে লাগলেন। আসামী কোট পরবার সময় সার্টের ভেতর ছোট একটুকরো কাগজ লুকোবার চেষ্টা করলেন। আমি সেই কাগজটি আসামীর কাছ থেকে কেড়ে নিলুম।

মিঃ শোয়েনবার্জার, আপনি দয়া করে কোর্টকে বলবেন ঐ কাগজের ভেতর কী লেখা ছিলো?

ইয়েস স্যর। ঐ কাগজের ভেতর কতোগুলো খবর কোডে লেখা ছিলো। অতি সাধারণ কোড নম্বরে লেখা। ঐ নম্বর দেখে আমরা প্রথমে ভেবেছিলুম আসামী হয়ত এই শহরের জনসংখ্যার নম্বর লিখে রেখেছে। প্রথমে দেখলে বুঝবার যো নেই যে, ঐ নম্বর হলো কোড।

: বেশ, আসামীর কাছ থেকে আরো কোন মূল্যবান কোন জিনিষ পেয়েছিলেন কী?

: একটা সেভিংস ব্যাঙ্কের পাশ বই পেয়েছিলুম। একাউণ্টে প্রায় একহাজার তিনশ আটত্রিশ ডলার ছিলো। আর একটি সেফ ডিপোজিট বাক্সের রসিদ পেয়েছিলুম। এই রসিদ আসামীর এক বন্ধুর নামে লেখা ছিলো। পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছিলুম এই সেফ ডিপোজিট বাক্সের ভেতর পনের হাজার ডলার ছিলো।

আপনি আসামীকে কী কোন প্রশ্ন করেছিলেন মিঃ শোয়েনবার্জার?

: হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছিলুম এ্যাণ্ড্রু কয়াটিসের পাশপোর্ট উনি কোথায় পেলেন ? তার জবাবে উনি বললেন যে, এই জাল পাশপোর্ট উনি ডেনমার্কে কিনেছিলেন। কিন্তু আমরা খবর নিয়ে জেনেছি ১৪ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে কানাডার কুইবেক শহরে এ্যাণ্ড্রু কয়াটিস এসে পৌছয়। তারপর থেকে কানাডায় তার কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি।

বেশ, আসামীর ঘরে আর কিছু পেয়েছিলেন কী ?

: হ্যাঁ, প্রতিটি পেন্সিলের ভেতর কিছু মাইক্রোফিল্ম পেয়েছিলুম। আমরা কিন্তু এই সব মাইক্রোফিল্ম পাবো আশা করিনি।

মিঃ শোয়েনবার্জার, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনাকে আর জেরা করবার কিছু নেই।

*　　　　*　　　　*

জিমি, এইসব সাক্ষীদের কথা তোমার মনে পড়ে? টমকিনস শোয়েন-বার্জারকে জেরা করবার পর জজ তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন : মিঃ উনোভান আপনি কোন প্রশ্ন করবেন ? তুমি জবাব দিলে :

নো মী লর্ড। কিন্তু মী লর্ড, আমার মক্কেলকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে এখনও বলা হয়নি।

জজ এবার কোর্টের মুহুরীকে হুকুম দিলেন : আসামীকে কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই চার্জ্জসীট আসামীকে অবিলম্বে দেয়া হোক।

: মী লর্ড, আমার আর একটা অনুরোধ আছে,—তুমি জজ্‌কে বললে।

জজ তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন : কী অনুরোধ, শুনি ?

: মী লর্ড, যদি আমার মক্কেলকে তার সঞ্চিত টাকা থেকে কিছুটা নিতে দেন তাহলে আমার মক্কেল আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

: কতো টাকা আপনার চাই মিঃ আবেল ? —জজ এবার আমাকেই সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন।

: পঞ্চাশ ডলার। আমার বেশী টাকার দরকার নেই,—আমি জবাব দিলুম

: একে এর সঞ্চিত টাকা থেকে দুশো পঞ্চাশ ডলার দেয়া হোক।—জজ ঢালা হুকুম দিলেন।

জিমি, তুমি আমার হয়ে জজকে ধন্যবাদ জানালে।

এবার টমকিন্‌স বললো,—মী লর্ড আপনি অনুমতি দিন আমরা পরবর্ত্তী সাক্ষীকে ডাকবো।

: অলরাইট।

: সাক্ষী বার্ট সিলভারম্যান ?

—বার্ট এসে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ালো।

: নাম ?

: বার্ট সিলভারম্যান।

: পেশা ?

: আর্টিষ্ট।

: আসামী রুডলফ আবেলকে চেনো ?

: আমার চোখের সামনে যে দাড়িয়ে আছে তাকে চিনি। তার নাম হলো এমিল গোল্ডফুস, জর্মান, প্রফেশন পেন্টার। কিন্তু রুডলফ আবেলকে চিনি না।

: বেশ এমিল গোল্ডফুস কী ধরণের পেন্টার ছিলেন বলতে পারো ?

: এমিল গোল্ডফুস অতি উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। কিন্তু মী লর্ড, এমিল গোল্ডফুস শুধুতো শিল্পী ছিলেন না। এমিল গোল্ডফুসের বহুমুখী প্রতিভা ছিলো।

: বেশ, তার প্রতিভার কয়েকটি নমুনা দেবে কী ?

মিঃ গোল্ডফুস ছিলেন অতি উঁচুদরের সঙ্গীত বিশারদ। ফটোগ্রাফীতে তার অগাধ জ্ঞান ছিলো। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। তার মুখে জার্মান ভাষা শুনে কখনই বিশ্বাস করিনি যে, এমিল গোল্ডফুস হলেন রাশিয়ার লোক। আর শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান সাহিত্যে তার সমকক্ষ পাওয়া দুর্লভ ছিলো। আইনষ্টাইনের বইগুলো তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। মাঝে মাঝে সময় কাটাবার জন্যে ক্যালকুলাস নিয়ে বসতেন।

শুধু তাই নয়, একদিন আমি ও গোল্ডফুস আন্দ্রে সোগোভিয়ার গীটার বাজনা শুনেছিলুন।

আন্দ্রে সোগোভিয়া সেদিন বাখের একটা সুর বাজাচ্ছিলেন। পনের দিন বাদে আমি এমিল গোল্ডফুসকে গীটার বাজাতে দেখলুম। এর আগে আমি কখনই গোল্ডফুসকে গীটার বাজাতে দেখিনি।

: অলরাইট। মিঃ সিলভারম্যান, তুমি কি কোনদিন আসামীর চরিত্রের ভেতর কোন বৈচিত্র্য দেখেছিলেন ?

তার চরিত্রের ভেতর বিশেষ কোন বিচিত্র্যতা আমার নজরে পড়েনি। তবে একদিনের কথা মনে পড়ছে। আমি হঠাৎ তার ষ্টুডিওর ঘরে ঢুকেছিলুম। গোল্ডফুস তার রেডিওতে মস্কোর খবর শুনছিলো। এমনি সময় একটা

টেলিফোন এলো। আমি টেলিফোনের রিসিভার ধরে বললুম: বিরক্ত করো না। গোল্ডফুস মস্কোর ব্রডকাষ্ট শুনছে। হ্যাঁ, আমার কথা শুনে গোল্ডফুসের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। দেখতে পেলুম যে, তার মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আমাকে তিরস্কার করে গোল্ডফুস বললো অমন কথা আর কক্ষনো বলো না। এ ছাড়া এমিল গোল্ডফুসকে আমি কোনদিনই রাগতে দেখিনি।

মিঃ সিলভারম্যান তুমি ছাড়া এমিল গোল্ডফুসের আর কে কে বন্ধু ছিলো বলতে পারো?

: এ্যালান উইনষ্টন, ডেভিড লেভিন। আমরা তিনজনেই শিল্পী ছিলুম। ব্রুকলিনে অভিংটন ষ্টুডিওতে আমাদের ষ্টুডিও ছিলো। আমাদের মধ্যে সবচাইতে উইনষ্টন ছিলো বয়সে ছোট। প্রায়ই আমাদের ভেতর আর্ট নিয়ে আলোচনা হতো।

: আপনারা কখনও রাজনীতি আলোচনা করেছেন কী?

: না, রাজনীতি নিয়ে আমরা কখনই কোন আলোচনা করিনি। রাজনীতির কথা উঠলেই গোল্ডফুস বলতো, রাজনীতি হলো পলিটিসিয়ানদের ব্যবসা। রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

: এমিল গোল্ডফুস কোনদিন কম্যুনিজম নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন কী?

: কম্যুনিজম নিয়ে আমরা কোনদিনই কোন কথাবার্ত্তা বলিনি। আমরা আর্ট, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতুম। গোল্ডফুসের প্রিয় শিল্পী ছিলো রেমব্রা ও ভেরমির। এবষ্ট্রাক্ট শিল্প উনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। শিল্প সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান ছিলো।

: থ্যাঙ্কস মিঃ সিলভারম্যান। আপনি যেতে পারেন।

*　　*　　*

পরবর্ত্তী সাক্ষী…

: আপনার নাম?

: এ্যালান উইনষ্টন।

: পেশা?

: পেণ্টার। ব্রুকলিনে অভিংটন ষ্টুডিওতে আমার ষ্টুডিও ছিলো।

: কাঠগড়ায় আপনার চোখের সামনে কে দাড়িয়ে আছে, বলতে পারেন?

: এমিল রবার্ট গোল্ডফুস।

ঃ আপনি একে অন্য কোন নামে চিনতেন কী? ধরুন যদি বলি এই ভদ্রলোকের নাম এমিল গোল্ডফুস নয় এবং ভদ্রলোক জাতে জার্মান ন'ন এবং শিল্প তার পেশা ছিলো না, তাহলে আপনি কী জবাব দেবেন? যদি বলি আপনার চোখের সামনে যে ভদ্রলোক দাড়িয়েছেন তিনি হলেন, সোভিয়েত এসপিওনেজ সার্ভিসের বিখ্যাত স্পাই রুডলফ আবেল তাহলে কী আপনি আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন?

ঃ আমি আপনার কথা বিশ্বাস করবো না। তার কারণ এমিল গোল্ডফুসকে আমি ভালো করে চিনি। দিনের পর দিন আমি তার সঙ্গে সঙ্গীত, সাহিত্য, আর্ট নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি কখনই বিশ্বাস করবো না যে, উনি জাতে জার্মান ন'ন, পেশায় উনি শিল্পী ন'ন। সোভিয়েত স্পাই! অসম্ভব। এই কথা আমার চিন্তাধারার বাইরে। এমিল গোল্ডফুস আমার চাইতে বয়েসে বড়ো ছিলেন। আমি ছিলুম তার ছেলের সমকক্ষ। তিনি আমাকে ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। কোন দোষ ত্রুটী করলে আমাকে তিরস্কার করতেন।

ঃ আপনার বিস্তর মেয়ে বান্ধবী ছিলো। মেয়েদের সঙ্গে আপনি ঘুরে বেড়াতেন। আপনার এই ব্যবহারের জন্যে এমিল গোল্ডফুস কোনদিন আপনাকে কোন তিরস্কার করেছেন কী?

হ্যাঁ, বহুবার তিনি আমাকে বহু মেয়ের সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিলেন। তার কারণ, এমিল গোল্ডফুস খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির ছিলেন। মেয়ে দেখে তিনি কোনদিনই আকৃষ্ট হ'ননি। এমিল গোল্ডফুস প্রচুর পড়াশুনা করতেন। এই পৃথিবী ও জীবন সম্বন্ধে তার অগাধ জ্ঞান ছিলো। দুনিয়ার এমন কোন জিনিষ ছিলো না যার সম্বন্ধে তার অল্পবিস্তর জ্ঞান ছিলো না।

একদিনের কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে। আমি আর এমিল গোল্ডফুস পড়ন্ত বিকেলে সেণ্ট্রাল পার্ক দিয়ে হাঁটছিলুম। রৌদ্রের আলো এসে একটা গাছের পাতার উপর পড়েছিলো। সেই আলো নিয়ে আমি একটা মন্তব্য করেছিলুম। আমার কথা শুনে গোল্ডফুস আমাকে আর্টিফিসিয়েল লাইট সম্বন্ধে এক বিরাট বক্তৃতা দিলেন।

ঃ বেশ, এবার এমিল গোল্ডফুসের শিল্প সম্বন্ধে আপনার মতামত কী বলুন?

ঃ উনি বেশ ভালো শিল্পীই ছিলেন। ওর ছবি সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করলে উনি সহজ মনে গ্রহণ করতেন। তার একটা ছবি আমার খুবই ভালো লেগেছিলো। সিলভারম্যান এই ছবিটির ক্যাপশন দিয়েছিলো 'দি আমেচার'।

মিঃ উইনষ্টন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। মী লর্ড, এবার আমাদের কেসের সব চাইতে বড়ো সাক্ষীকে ডাকবো। সাক্ষীর নাম রেইনো হায়হানান।

*   *   *

তোমার মনে পড়ে জিম, টমকিন্‌স যখন রেইনো হায়হানানের নাম উচ্চারণ করলো তখন কোর্টরুমে বেশ একটা আলোড়ন উঠলো। দর্শকবৃন্দ থেকে দু'একটা মন্তব্যও শোনা গেলো।

হায়হানান সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাড়াবার আগে তুমি ওর সঙ্গে গিয়ে একবার দেখা করেছিলে।

তুমি বলেছিলে, হায়হানান তোমার সঙ্গে বেশী কথা বলতে চায়নি। কিন্তু তুমি হায়হানানের পেছনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছিলে।

*   *   *

: নাম ?

: রেইনো হায়হানান।

: বয়স ? তোমার জন্ম কোথায় হয়েছিলো ?

: বত্রিশ, লেনিনগ্রাদে আমার জন্ম হয়েছিলো।

: পেশা ?

: আমি ছিলুম K. G. B-র লেফট্যানাণ্ট।

: মিঃ হায়হানান, কোর্টের কাছে তোমার অতীত জীবনীর খানিকটা বিবরণী দাও।

: লেনিনগ্রাদে আমার বাবা চাষ করতেন। আমি অনার্সের ছাত্র ছিলুম এবং ফিনিস্‌ ল্যাংগুজ নিয়ে পাশ করেছিলুম। নভেম্বর, ১৯৩৯ সালে আমি রাশিয়ান এসপিওনেজ সার্ভিস N. K. V. D-তে যোগ দিয়েছিলুম।

এই N. K. V. D-তে আমি ছিলুম ইণ্টারপ্রেটার এবং ফিনল্যাণ্ডে রাশিয়ান বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতুম। তারপর বাকী আট বছর আমি সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে কাজ করি। ১৯৪৮ সালে আমি ট্রেনিং নেবার জন্যে এক স্পাই স্কুলে গেলুম। তারপর আবার আমাকে ফিনল্যাণ্ডে পাঠানো হলো। ঠিক হলো আবার নতুন নাম, পরিচয় দেয়া হবে—এবং পরে আমাকে স্পাইর কাজ করতে আমেরিকায় পাঠান হবে। অর্থাৎ আমি ইলিগ্যাল এজেণ্ট হবো।

নতুন নাম, পরিচয় সৃষ্টি করতে হলে একজন আমেরিকানের নাম আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আমার নতুন নাম দেয়া হলো ইউজেন নিকলো মার্কী। আমাকে বলা হলো ইউজেন নিকলো মার্কীর জন্মস্থান হলো এনাভিল ইদাহোর। ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে আমার এই নামে একটি জন্মের সার্টিফিকেট যোগাড় করা হলো।

ইউজেন নিকলো মার্কী জন্মের পর থেকে ফিনল্যাণ্ডে চলে আসে। এখানে এসে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে সুরু করে। আমাকে বলা হলো যে, এই নতুন নাম পরিচয় নিয়ে আমেরিকায় যেতে হবে। আমার দপ্তরের বড়ো কর্তাদের নির্দেশানুযায়ী আমি ফিনল্যাণ্ডের আমেরিকান দূতাবাসে পাশপোর্টের জন্যে আবেদন করলুম।

দূতাবাসের কর্তারা আমার জন্মের সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন। আমার বার্থ সার্টিফিকেট দেখালুম। ওরা এবার আমাকে পাশপোর্ট দিলেন।

আমেরিকাতে আসবার আগে কিছুদিনের জন্যে মস্কোতে ফিরে গেলুম। আমার ইংরেজী বিদ্যেটা আবার ঝালাই করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কতোগুলো কাজের ট্রেনিং দেয়া হলো। কী করে মাইক্রোডট মাইক্রোফিল্ম তৈরী করতে হয় সেই কাজ আমাকে সেখান হলো। সাইফারের কাজ শিখলুম।

Center আমাকে একটি কোড নাম দিলেন। আমার কোড নাম হলো 'ভিক'। আমাকে বলা হলো যে, আমার নিউইয়র্কের বড়োকর্তার নাম হলো মার্ক। আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো নিউইয়র্কে গিয়ে মার্কের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। আমার কাজ হলো মার্ককে তার কাজে সাহায্য করা। মাইনে ঠিক হলে চারশো ডলার। আর খরচ বাবদ একশো ডলার দেওয়া হবে। নিউইয়র্কে গিয়ে প্রথমে খরচ বাবদ আমাকে পাচ হাজার ডলার দেয়া হলো। কর্তারা আমাকে বললেন: মস্কোতে আমার স্ত্রীর কাছে প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাবেন।

আমেরিকাতে আসবার আগে আমি ফিনল্যাণ্ডে চলে এলুম। আসবার কারণ আর কিছুই নয়, সবাইকে বলতে চাই এবং বিশ্বাস করাতে চাই যে, আমি ফিনল্যাণ্ডেই চিরজীবন কাটিয়েছি। লোকের মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে আমাকে একটি ফিনিস মেয়েকে বিয়ে করতে বলা হলো। আমি নতুন যাকে বিয়ে করলুম সেই মেয়েটির নাম হলো হানা কুরিকা। তারপর নতুন বউকে সঙ্গে করে মিঃ ও মিসেস মার্কীর ছদ্মনাম নিয়ে সোজা লণ্ডনে চলে এলুম। লণ্ডন থেকে কুইন মেরী জাহাজ করে নিউ ইয়র্কে চলে এলুম।

প্রথম রাতটা নিউইয়র্কের চেষ্টারফিল্ড হোটেলে কাটালুম। পরের দিন সেণ্টাল পার্কে বেড়াতে গেলুম এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটি লাল চিহ্ন রেখে এলুম। এই নিশানা আমার বন্ধুদের জন্যে। এর মানে হলো আমি নিরাপদে এসে পৌঁচেছি।

আমাকে বলা হয়েছিলো সেণ্ট্রাল পার্কের কতগুলো নির্দ্দিষ্ট জায়গায় খোঁজ করতে। এই সব জায়গায় আমার জন্যে ড্রপ সিস্টমনুযায়ী খবর রাখা হবে। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নিশানা দেয়া থাকবে। প্রতিটি নিশানার বিভিন্ন অর্থ। নীল চকের মার্ক। শহরের বিভিন্ন স্থানে এই সব চক মার্ক দেয়া থাকবে। সেণ্টাল পার্কের ভেতর একটি গর্ত্ত ছিলো। একবার ঐ গর্ত্তের ভেতর আমার জন্যে একটি খবর রাখা হয়েছিলো। আমি যখন খবরটি সংগ্রহ করতে এলুম তখন গর্ত্তটি সিমেণ্ট দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলো। প্রায় পাঁচ বছর বাদে আমি এফ. বী. আইর সাহায্যে সেই খবরটি খুঁজে বার করেছিলুম।

নিউইয়র্কে এসে আমি প্রথমে যার সঙ্গে কাজ করলুম তার নাম হলো মিখাইল। কিছুদিন আগে পুলিশ আমাকে মিখাইলের একটি ফটো দেখিয়েছিলেন। সেই ফটো থেকে পরে জানতে পারলুম যে, মিখাইলের আসল নাম হলো মিখাইল নিকলোভিচ সিরিণ। মিখাইল ছিলো ইউনাইটেড নেশনসে সোভিয়েত এম্বাসীর ফার্ষ্ট সেক্রেটারী।

নিউইয়র্কে আমার K. G. B-র আর একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে পরিচয় হলো। ভদ্রলোকের নাম হলো পাভলভ। কোন কোন জায়গা থেকে খবর সংগ্রহ করতে হবে পাভলভ আমাকে বললো। আমাকে বলা হলো খবরের কাগজ থেকে কাউকে জিজ্ঞেস করে আমাকে আমেরিকার মিলিটারী ও এ্যাটমিক খবরাখবর বার করতে হবে। ।কছুদিন বাদে আমাকে মার্কের সঙ্গে কাজ করতে বলা হলো। আপনারা আজ যাকে কর্নেল রুডলফ আবেল বলে চেনেন আমি এতোদিন তাকে মার্ক বলে চিনতুম।

মার্ক ছিলো আমেরিকাতে K.G.B-র রেসিডেণ্টুরা বা চীফ। কাজকর্ম্মের ব্যাপারে সে বডডো কড়া ছিলো। খবর সংগ্রহের ব্যাপারে মার্ক বেশ সতর্কতা অবলম্বন করতো। বিভিন্ন উপায়ে Center-এর কাছে খবর পাঠাতো। আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পন্থাও ছিলো বিচিত্র ধরণের। কখনও বা পেন্সিলের ভেতর, কখনও ব্যাটারীর ভেতর মাইক্রোফিল্ম করে আমার কাছে খবর পাঠাতো। একবার একটি নিকেল পয়সার ভেতর একটি

ছোট মাইক্রোফিল্ম ভরে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু ঐ নিকেল পয়সাটি আমার হাতে এসে কখনই পৌঁছয়নি।

কিছুদিন আগে এফ. বী. আই'র এজেন্টরা আমাকে এই নিকেল পয়সাটি দেখালো। বললো, এই নিকেল পয়সায় তারা একটি মাইক্রোফিল্ম খুঁজে পেয়েছে। মার্ক ঐ মাইক্রোফিল্ম মারফৎ কোডে আমাকে একটি খবর পাঠিয়েছিলো। কিন্তু কোডের অর্থ ওরা খুঁজে বার করতে পারেনি। ঐ কোডের অর্থ ভাঙ্গতে আমি ওদের সাহায্য করেছিলুম। ঐ মাইক্রোফিল্মে যে খবরটি ছিলো এবার সেইটি তর্জমা করে আপনাদের শোনাচ্ছি।

তুমি আমেরিকাতে নিরাপদে এসে পৌঁচেছ, এই জন্যে তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তুমি 'ভি'র কাছে যে চিঠি লিখেছ আমরা সেই চিঠি পেয়েছি। তোমার কাজকর্ম্মের খরচা বাবদ শিগ্‌গিরই তোমাকে তিন হাজার ডলার পাঠান হচ্ছে। আমাদের নির্দেশনুযায়ী তুমি এই টাকা ব্যয় করবে।

কী করে 'সফট' ফিল্ম তৈরী করতে হয় তার নির্দেশ শিগ্‌গিরই তোমাকে পাঠান হবে। সেই সঙ্গে তোমার মার চিঠিও তোমাকে পাঠান হবে। বর্ত্তমানে তোমাকে 'গামা' পাঠান সম্ভব নয়। এই গামা শব্দটির পুরো মানে হলো—ওয়ান টাইম প্যাড OTP.

ছোট চিঠি সাইফারে পাঠিও। বড়ো চিঠি মাইক্রোডটের ভেতর পাঠিও। কখনই চিঠিতে তোমার ঠিকানা, কোথায় কাজ করছো কিছুই লিখবেনা।

প্যাকেট তোমার স্ত্রীর কাছে পাঠান হয়েছে। সবাই ভালো আছে। চিন্তা করোনা।

* * *

এই কোড ভাঙ্গবার সময় আমি এফ. বী. আই'র কর্ত্তাদের জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, তারা এই নিকেল পয়সাটি কোথায় পেলো। পরে শুনেছিলুম যে, এক কাগজওয়ালার কাছ থেকে এই পয়সাটি তারা সংগ্রহ করেছিলো। কাগজ বিক্রী করতে গিয়ে কাগজওয়ালা এই পয়সাটি পায়। হঠাৎ পয়সাটি তার হাত থেকে পড়ে যায় এবং পয়সার একটি ছোটগর্ত্ত থেকে মাইক্রোফিল্মটি বেরিয়ে আসে।

মিখাইল চলে যাবার পর আমি মার্কের সঙ্গে কাজ করতে লাগলুম। ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসের একদিন আমাকে আর. কে. রেডিওর বাথরুমের

সামনে থাকতে বলা হলো। আমাকে বলা হয়েছিলো একটি নীল রংয়ের টাই পরতে এবং মুখে পাইপ রাখতে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমি গিয়ে সিনেমায় হাজির হলুম। এমনি সময় মার্ক এসে আমাকে পাকড়াও করলো। বললোঃ তুমি কে আমি জানি। এসো আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটি বিশেষ জরুরী কথা আছে।

সিনেমার অপরপ্রান্তে একটি কফি হাউস ছিলো। আমরা দুজনে গিয়ে সেই কফি হাউসে বসলুম। মার্ক আমাকে কাজের নির্দেশ দিলেন। কিছুদিন বাদে মার্ক এসে আমাকে বললো যে, আমাদের নিউ জার্সিতে যেতে হবে। নিউজার্সি শহর থেকে সার্জেন্ট রোডসকে খুঁজে বার করতে হবে। সার্জেন্ট রোডসের ছদ্মনাম ছিলো কুইবেক। সার্জেন্ট রোডস মস্কোতে আমেরিকান দূতাবাসে কাজ করতো। মস্কোতে আমরা তাকে সোভিয়েত ইনটেলীজেন্সের কাজের জন্যে নিয়োগ করেছিলুম। ১৯৫২ সালে সার্জেন্ট রোডস আমাদের কাজে যোগ দেয়। তারপর যখন আমেরিকাতে বদলী হলো তখন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই সার্জেন্ট রোডসকে আমরা কুইবেক ছদ্মনাম দিয়েছিলুম।

মস্কো থেকে খবর এলো যে, কুইবেকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। একদিন মার্ক আমাকে কুইবেকের অতীত সম্বন্ধে খোঁজ করতে পাঠালেন। আমি কলোরোডোতে গিয়ে কুইবেকের বোনের সঙ্গে দেখা করলুম। আমাকে দেখে কুইবেকের বোন চমকে উঠলো।

কয়েকদিন বাদে মার্ক আমাকে আরো দুটো কাজ করতে পাঠালেন। একদিন আমাকে একটি ফটোর দোকান খুলতে বলা হলো। মার্কের সঙ্গে আমি একদিন অভিংটন ষ্টুডিওতে গেলুম। সেইখানে আমাকে বিভিন্ন ধরণের ফাটাগ্রাফীর কাজ শেখানো হলো। সেদিন যদি মার্ক আমাকে তার ষ্টুডিওতে না নিয়ে যেতো, তাহলে মার্ক কে এবং কোথায় থাকে আমি জানতে পারতুম না।

এই ঘটনার কয়েকদিন বাদে মার্ক মস্কোতে চলে গেলো। বড়োকর্ত্তারা তাকে ছয় মাসের ছুটি দিলেন। আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কারণ আমার কাজকর্মে সামান্য ত্রুটি দেখলে মার্ক আমাকে বিস্তর গালিগালাজ করতো। কিন্তু ছুটি থেকে ফিরে এসে মার্কের মেজাজ আরো তিরিক্ষে হলো। আমার প্রতি কাজেই ভুল ধরতে লাগলো। একদিন মার্ক আমাকে বললো যে, আমাকে দিয়ে কাজ হবে না। আমাকে মস্কো ফিরে যেতে হবে। আমি কিন্তু মস্কো

ফিরে যেতে চাইনি। কারণ মস্কোতে ফিরে গেলে আমার কী দুর্গতি হবে তা জানতুম। হয়তো ওরা আমাকে সাইবেরিয়াতে পাঠাবে।

কিন্তু মার্ক আমার কোন আপত্তিই কানে তুললো না। আমাকে বললো : তুমি পারীতে গিয়ে আমাদের এম্বাসীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে। ওরা তোমাকে মস্কোতে ফিরে যাবার টিকিট ও পাশপোর্ট দেবেন।

আমেরিকাতে আমার দ্বিতীয় বউকে একা ফেলে রেখে একদিন আমি জাহাজে করে ফ্রান্সের পানে রওনা দিলুম। মনে মনে আমি ফন্দী আঁটলুম যে পারীতে গিয়ে আমি ভেগে পড়বো।

পারীতে গিয়ে আমি সোভিয়েত এম্বাসীর কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করলুম। ওরা আমাকে কিছু টাকা দিলেন এবং পরের দিনই মস্কোতে ফিরে যাবার হুকুম দিলেন।

সেদিন বিকেল বেলা আমি সাঁ জ‍ঁারমা ষ্ট্রীটের এক কফি হাউসে বসে ছিলুম। হঠাৎ আমার জনের সঙ্গে দেখা হলো। জন আমেরিকান। আমি জনকে বললুম : জন আমি বড্‌ডো বিপদে পড়েছি।

বিপদ! তোমার আবার কী বিপদ হলো? জন বেশ একটু বিস্মিত হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

জন, আমি আসলে আমেরিকান নই। আমি হলুম রাশিয়ান। সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্ম্মচারী। আমাকে আমার কর্ত্তারা জোর করে মস্কোতে ফেরৎ পাঠাচ্ছেন। আমি মস্কোতে ফিরে যেতে চাইনে। আমার স্ত্রী এখনও আমেরিকাতে আছেন। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারো? তোমার জানাশোনা কেউ আছে?

জন আমার কথা শুনে তাজ্জব বনে গেলো। আমি যে সোভিয়েত ইনটেলীজেন্সের কর্ম্মচারী এই কথা একেবারেই বিশ্বাস করতে চাইলো না। ভাবলো আমি বুঝি ওর সঙ্গে ঠাট্টা করছি। কিন্তু জন আমাকে আমেরিকান এম্বাসীতে নিয়ে গেলো। সেইখানে গিয়ে আমি সি-আই-এর কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করলুম। বললুম : আমি আমেরিকাতে পাঁচ বছর স্পাইর কাজ করেছি।

সি-আই-এর কর্ত্তারা এবার আমাকে আমেরিকাতে ফেরৎ পাঠালেন। তারপর এবার এফ. বি. আই আমাকে জেরা সুরু করলো।

হায়হানান একটানা কথা বলে চুপ করলো।

মনে পড়ে জিম সেদিন হায়হানান যখন কোর্টের সামনে দাড়িয়ে তার সাফাই গাইলো তুমি প্রতিবাদ করেছিলে। তুমি হায়হানানের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করেছিলে। তোমার সেই খবরের উপর ভিত্তি করে তুমি প্রমাণ করতে চাইলে যে, হায়হানান অপদার্থ। স্পাইর কাজের জন্যে একেবারেই উপযুক্ত নয়। তুমি যে ভাবে আমার পক্ষ হয়ে কোর্টের কাছে লড়াই করলে তার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তারপর কোর্ট যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি দোষী না নির্দ্দোষী, আমি খুব ছোট জবাব দিলুম: নির্দ্দোষ। কিন্তু আমি জানতুম বিচারে আমার কী সাজা হবে? মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ডই তো স্পাইর সাজা। কিন্তু সেদিন তোমার জন্যেই আমার প্রাণটা বেঁচে গেলো। যাক, আমার জীবনের অনেক কথাই কোর্টের কাছে বলা হয়েছিলো। কিন্তু তবু অনেক কথা তোমরা জানতে পারোনি। তাই জানা-অজানা কথা মিলিয়ে আজ আমি তোমার কাছে সব কথা খুলে বলবো। হয়তো আমার জীবনকাহিনী শুনতে পেলে তুমি জানতে পারবে রুডলফ আবেল কে?

রুডলফ আবেল।

আমি কে?

আমার সঠিক পরিচয় দিতে গেলে আমাকে আজ অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে হবে। আজ যদি আমার শৈশব, যৌবন ও জীবনের মধ্যাহ্নের কথা না বলি তাহলে কেউ জানতে পারবেনা রুডলফ কে, কোত্থেকে এলো? কী তার পরিচয়?

আর অতীতের কথা বলতে গেলে আমার মস্কোর কথা মনে পড়ে গেলো।

মস্কো! আকাশ থেকে দিনের পর দিন বরফ ঝড়ছে। ক্লান্ত পৃথিবী যেন সাদা তুলোয় ভরে গেছে।

রুডলফ, জানালার সামনে দাড়িয়ে কী দেখছিস?

আমার বাবার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। আমি জানলার সামনে দাড়িয়ে আকাশ থেকে বরফের ঝর্ণাধারাকে দেখছিলুম। আমার বাবা ছিলেন সরকারী কর্ম্মচারী। বাবার সঙ্গে আমি দেশের চারদিক ঘুরে বেড়িয়েছি। বাবা আমাকে ভালোবাসতেন। একদিন বাবাকে বলেছিলুম যে, বড়ো হয়ে স্কুল মাষ্টার হবো। ভাষা শিখবার অপূর্ব্ব ক্ষমতা আমার ছিলো। অনেকগুলো ভাষা—জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ ইংরাজী যেন আমার মুখে খৈর মতো ফুটতো।

সম্মানের সঙ্গেই আমি সমস্ত পরীক্ষা পাশ করেছিলুম।

আমার বয়স যখন পঁচিশ তখন আমি দুটো কাণ্ড করে বসলুম। প্রথমতঃ বিয়ে করলুম। তারপর সোভিয়েট সিক্রেট পুলিশ OGPU-তে কাজ নিলুম। আমার কাজ হলো ফরেইন এসপিওনেজ ব্রাঞ্চে স্পাইদের ইংরাজী শেখানো। দেশে তখন সবেমাত্র বিপ্লব শেষ হয়েছে। আমাদের বিপ্লবকে ধ্বংস করবার জন্যে আমেরিকা ও ইংরেজ যথেষ্ট চেষ্টা করেছে। কাউণ্টার রিভল্যুশনরীদের পাকড়াও করবার জন্যে পুলিশ বাহিনী তৎপর হয়ে আছে। তখন আমাদের পুলিশ বাহিনীর নাম ছিলো Cheka [Chrezvychainaya Komissiya po Borbe S Kontr-revolutiseii sabotazhem or Extraordinary Commission for Combating Counter-revolution and sabotage) চেখা পুলিশ বাহিনীর প্রথম ডিরেক্টর ছিলেন জেরজিনস্কি। ছয়ই ফেব্রুয়ারী ১৯২২ খৃষ্টাব্দে চেখার নাম পাল্টে নতুন নাম করা হলো GPU. [Gosudarst Vennoye Politicheskoye Upravlenie or State Political Administration.]

কিন্তু এক বছর বাদে আবার GPU-র নাম পাল্টে করা হলো OGPU, তারপরে আবার নাম পাল্টান হলো। সিক্রেট পুলিশের নতুন নাম হলো N. K. V. D.

আমি অনর্গল জার্মান ভাষা বলতে পারতুম। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ান ইনটেলীজেন্স অফিসারের কাজ নিয়ে জার্মান সীমান্তে এলুম।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো। মাঠের লড়াই শেষ হলো বটে কিন্তু পর্দার আড়াল থেকে এবার গোপন যুদ্ধ সুরু হলো। আর এই গোপন যুদ্ধের নাম হলো 'কোল্ড ওয়ার'। কিন্তু আমাদের দপ্তরে এই লড়াইর নাম হলো সিক্রেট ওয়ার'। স্পাইদের লড়াই। যুদ্ধের পরে আমি আমেরিকাতে এলুম। আমেরিকাতে আসতে আমার অনেক হাঙ্গামা করতে হয়েছিলো। প্রথমে নাম পাল্টালুম। নতুন নাম হলো এণ্ড্রু কায়টিস। এই নামের পাশপোর্ট নিয়ে এলুম কানাডাতে। আমেরিকাতে যাবার আগে একবার সমস্ত কানাডা ঘুরে দেখলুম। যে কারণে এই অঞ্চলে আমাকে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়েছিলো। এই সমস্ত এলাকার Resident Director বা বড়ো কর্তা ছিলুম আমি। আমাদের ভাষায় কোন এলাকার বড়ো কর্তাকে বলা হয় Resident Director.

আমি রেসিডেন্ট চীফ ছিলুম। আমার কাজ ছিলো এজেন্টের কাজ তদারক করা। আমি নিজের হাতে কোন খবর সংগ্রহ করতুম না। এজেন্টরা আমাকে খবর এনে দিতো। শুধু তাই নয়, কোথায় কোন এজেন্টের কাজের ভুল ত্রুটী হলে সেই ভুল শোধরাবার দায়িত্ব আমার ছিলো। মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ আমি রাখতুম। আমরা এজেন্টকে বলি 'কাট-আউট' (cut out) আর মস্কোর কোড নাম হলো "Center"। আমাদের কাজের জন্যে আমরা বহু ধরণের কোড ব্যবহার করি। যেমন রেডিও ট্রানসমিটরকে বলি 'মিউজিক্যাল বক্স', পাশপোর্টকে বলি 'সু' (Shoe)। যারা জাল পাশপোর্ট তৈরী করেন তাদের বলি 'কবলার' (Cobbler), জেলকে বলি 'হসপিট্যাল' [Hospital], 'পুলিশকে' বলি ডক্টর [Doctor], বন্ধুদের বলা হয় 'কর্পোরেশন' [Corporation], লুকিয়ে থাকবার জায়গা হলো 'লিটল ওক' Little oak], গ্রেপ্তার করাকে বলা হয় 'অসুখ' [Illness].

দলের হিসেবপত্র আমি রাখতুম। বছরে একবার আমাকে Center-এর কাছে হিসেব দিতে হতো। বছরের বাজেট আমাকেই তৈরী করতে হতো। Center সব টাকা ব্যাঙ্কে রাখার [স্পাই কখনই সব টাকা ব্যাঙ্কে রাখে না] বিরোধী ছিলো। তাই কিছু টাকা আমার এক বন্ধু সিলভারম্যানের নামে এক ক্যাশ বাক্সে রেখেছিলুম। সিলভারম্যান আমার আসল পরিচয় জানতো না। আমাকে ভবঘুরে শিল্পী বলেই গ্রহণ করেছিলো। তাই আমার টাকা নিজের নামে ব্যাঙ্কে রাখতে কোন আপত্তি করেনি। কিছু টাকা মাটীতে পুঁতে রেখেছিলুম। একদিন হায়হানানকে বলেছিলুম এই টাকা মাটী থেকে তুলে আনতে এবং পরে টাকাটা মিসেস সবোলকে দিতে। সবোলকে তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে? হেলেন সবোল ছিলেন মর্টোন সবোলের স্ত্রী। মর্টোন সবোল রোজেনবার্গ স্পাই কেসের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো। কিন্তু হায়হানান এই টাকা চুরি করেছিলো। মিসেস সবোলকে এই টাকা দেয়নি। কিন্তু আমাকে এসে বললো: টাকা মিসেস সবোলকে দিয়েছি। আমি সেদিন সরল মনে হায়হানানের এই মিথ্যা কথাকে বিশ্বাস করেছিলুম।

Center-এর সঙ্গে আমি বিভিন্ন উপায়ে যোগাযোগ রাখতুম। প্রথমতঃ খবর পাঠাবার জন্যে মাইক্রোডট ব্যবহার করতুম। যে কোন ডকুমেণ্টকে ফটোগ্রাফীর সাহায্যে সামান্য বিন্দু বা মাইক্রোডটে পরিণত করা যায়। সেই বিন্দুর আয়তন সামান্য ফুলষ্টপের মতো দেখতে। কারু দৃষ্টি আকর্ষণ করবেনা বা কারু মনে সন্দেহ সৃষ্টি করবে না। তারপর এই মাইক্রোডটকে ডেভেলাপ

ও এনলার্জ করলেই পুরো ডকুমেন্ট পড়া যাবে। কুরিয়ার মারফৎ বা চিঠির ভেতর মাইক্রোডট পুরে আমি পারীর কোন নির্দিষ্ট ঠিকানাই এই সব ডকুমেন্ট পাঠাতুম। আমি কী গোপণ খবর পাচার করছি কারু নজরে পড়তো না।

সব সময়ে কোন এজেন্ট বা Cut Out-এর সঙ্গে আমার দেখা করা সম্ভব হতো না। তাদের সঙ্গে দেখা করলে হয়তো পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম। তাই আমি Dead Drop System অনুযায়ী নির্দিষ্ট জায়গায় খবর রেখে আসতুম। জানতে চাও এই Dead Drop নামটি কোত্থেকে এলো। Dead Letter Box-এর নাম শুনেছ? ঐ নাম থেকে Dead Drop System নাম চালু হলো। ইনভিজিবেল কালীতে চিঠি লিখতুম। আর সেই চিঠি ছোট বাক্সে ভরে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে আসতুম। হ্যাঁ, হায়হানান আমেরিকাতে আসবার পর আমি একটি সংবাদ সেন্ট্রাল পার্কে তার জন্যে রেখে এসেছিলুম। কিন্তু বোকা হায়নাহানান দেরী করে পার্কে গিয়ে পৌঁছল। গিয়ে দেখতে পেলো পার্কের কর্ম্মচারীরা ঐ জায়গাটা সিমেন্ট দিয়ে ভরে দিয়েছে। সেদিন হায়হানান আমার প্রেরিত সংবাদ পায়নি।

আমি মাঝে মাঝে Center-এর সঙ্গে রেডিও মারফৎ যোগাযোগ রাখতুম। ভেবেছিলুম হায়হানান রেডিওর ট্রানমিশনের কাজ জানে। কিন্তু একদিন সামান্য একটা রেডিও ট্রানসমিশনের কাজ করতে গিয়ে দেখলুম লোকটা রেডিও ট্রানসমিশনের কাজে একেবারেই আনাড়ী।

একদিনের কথা আমার মনে আছে। হায়হানানকে নিয়ে একটা খোলা মাঠে গিয়েছিলুম। ইচ্ছে ছিলো ঐখান থেকে মস্কোতে রেডিও ট্রানমিশন করবো। গাড়ীর ব্যাটারীর সেটের সঙ্গে কনেকশন করে দিলুম। আর সামনের একটা গাছে এ্যান্টেনা বসালুম। কিন্তু মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলুম না। তুমি জানো জিমি, আমাদের এই কাজে হেড-কোয়াটার, মানে Center-এর সঙ্গে কম্যুনিকেশন রাখা একান্ত আবশ্যক। যদি Center-এর সঙ্গে যোগাযোগ না রাখতে পারি তাহলে খবর সংগ্রহ করে লাভ কী?

একবার আমরা দুজনে গেলুম একটা বাড়ী খুঁজতে। এমন একটা বাড়ী ভাড়া নিতে হবে যেখান থেকে ইচ্ছেমতো রেডিও ট্রানসমিশন করা যায়। কিন্তু মনের মতো বাড়ী পেলুম না। আর একদিন গাড়ীতে বসেছিলুম। এমনি সময় মস্কোর সিগন্যাল পেলুম। আমি জানতুম প্রতিটি খবর পাঠাবার

সময় মস্কো ওয়েভ লেংথ চেঞ্জ করতো। মোর্স কোডে খবর আসছিলো। হায়হানানকে বললুম খবরটি টুকে নিতে। কিন্তু হায়হানান জবাব দিলো যে সে মোর্স কোড জানে না। হায়হানানের জবাব শুনে আমি অবাক হলুম। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে স্পাইর কাজ করতে এসেছে অথচ লোকটা মোর্স কোড জানেনা? ভাবতে লাগলুম এমনি ধরণের হতভাগাকে মস্কো আমার কাছে পাঠালো কেন?

কিন্তু যাক, হয়তো আমার আসল গল্প থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। হায়হানানের পুরো কাহিনী তোমাকে পরে বলবো।

কানাডা থেকে নিউইয়র্ক শহরে এলুম। অনেকদিন থেকে আমার ছবি আঁকবার প্রবল শখ ছিলো। আমি ছবি আঁকবার জন্যে ব্রুকলিনে একটা ষ্টুডিও ভাড়া করলুম। ষ্টুডিওর ভাড়া বেশী ছিলো না। আর শুধু তাই নয়। ষ্টুডিও ছিলো পাঁচতলায়। সেখান থেকে মস্কোর ব্রডকাষ্টের খুব ভালো রিসেপশন পেতুম। আমার বিল্ডিং-এ আরো তিনজন আর্টিষ্টের ষ্টুডিও ছিলো। তাদের কাছে নিজেকে গোল্ডফুস বলে পরিচয় দিলুম। বললুম জাতে জার্মান, পেশায় শিল্পী। ওরা কিন্তু আমার কথাগুলো অতি সহজ ও সরল মনে গ্রহণ করলো। শুধু তাই নয়, আমি যে উঁচু দরের ফটোগ্রাফার একথাও ওরা বিশ্বাস করলো। মাঝে মাঝে আমি ওদের সঙ্গে বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতুম। কখনও কখনও আমার এক বন্ধু উইনষ্টন আমার সঙ্গে সেক্স নিয়ে গল্প করতো। আমি উইনষ্টনের প্রশ্নে ও জবাবে কোন বাধা বা নিরুৎসাহ দেখাতুম না। কারণ সেক্সের প্রতি বিতৃষ্ণা বা উদাসীনতা দেখালে হয়তো ওদের মনে সন্দেহ জাগবে আমি কে? জানতে চাইবে এই শহরে একা পড়ে আছি কেন? আমি কারু মনে কোন প্রশ্নের তুফান তুলতে চাইনি।

যখনই মেয়ে সংক্রান্ত কোন কথা ও কাহিনী উঠতো তখনই আমার নিজের পরিবারের কথা মনে পড়তো।

মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী ও মেয়ের কাছ থেকে চিঠি পেতুম। হ্যাঁ, Center সেই চিঠিগুলো মাইক্রোফিল্ম করে আমার কাছে পাঠাতো। কিছুদিন আগে Center আমাকে ছয় মাসের ছুটি দিয়েছিলেন। ছুটি থেকে ফিরে এসে আমার মেয়ে ইভেলিনের কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। ইভেলিনের বয়স পঁচিশ।

জিমি, তুমি ইভেলিনের চিঠি ও আমার স্ত্রী ইলিয়ার চিঠি কোর্টে পড়লে। আর সেই চিঠি পড়ার সময় কোর্টকে বললে: If Abel is a Master Spy,

he is also a human being like others with familly, home and only one life to lead.

ইভেলিন কী লিখেছিলো তোমার মনে পড়ে জিমি? ২০ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬, ইভেলিন তার এক চিঠিতে লিখেছিলো—

: বাবা, আজ তিনমাস হলো তুমি এখান থেকে চলে গেছ। মনে হচ্ছে যেন একযুগ পার হয়ে গেছে। যাক তোমাকে কয়েকটা খবর দেবার আছে। আমার খবর শুনে তুমি কিন্তু চম্‌কে উঠো না। কারণ এই ঘটনায় আমিও কম বিস্মিত হইনি। জানো, আমি শিগ্‌গির বিয়ে করতে যাচ্ছি। কাকে জানো? এক রেডিও ইঞ্জিনিয়ারকে। আমার স্বামীকে মা'র ভারী পছন্দ হয়েছে। আর পাঁচদিন বাদে পঁচিশে ফেব্রুয়ারী আমাদের বিয়ে হবে। হ্যাঁ, আর একটা সুখবর তোমাকে দিচ্ছি। আমরা শিগগিরই একটা নতুন বাড়ী পাবো। বাড়ীতে দুখানা ঘর। বর্তমান বাড়ীর চাইতে ভালো। তৃতীয় খবর হলো আমি একটা চাকুরী পেয়েছি। এভিয়শনের ইঞ্জিনিয়ায়িং ডিপার্টমেণ্টে।

আমার আর কিছু লিখবার নেই। আমরা সবাই তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

* * *

তারপর কোর্টের সামনে তুমি ইভেলিনের আর একটা চিঠি পড়লে। ইভেলিন আমাকে জন্ম দিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে এই চিঠি লিখেছিলো।

……বাবা, জন্মদিনের শুভেচ্ছা জেনো। আজ তোমার অনুপস্থিতি আমরা সবাই অনুভব করছি। তুমি হয়তো জানো না, তোমাকে আমার আজ কতো প্রয়োজন। আজ চার মাস হলো আমার বিয়ে হয়েছে……কিন্তু আমার কি মনে হচ্ছে জানো? এক যুগ হলো আমার বিয়ে হয়েছে। মাঝে মাঝে জীবনটা ভারী একঘেয়ে লাগে। আমার স্বামী ভালো বটে কিন্তু তোমার মতো নয়। আর আমি যেখানে কাজ করছি সেইখানে আমার উপরের কর্তাও বেশ ভালো। কিন্তু বাবা কেউ তোমার মতো উদার প্রকৃতির নয়। তোমার মতো জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি কারু নেই।

* * *

ওকী জিমি, তুমি কী করছো? তুমি কী ইভেলিনের তৃতীয় চিঠিখানা পড়বে নাকি?

……বাবা তোমার প্রেজেণ্ট পেয়েছি। তোমার নির্দেশানুযায়ী গাছ পুঁতেছিলুম। আরো তিনটে নতুন গাছ হয়েছে।

……তুমি আমার স্বামীর সম্বন্ধে আরো খবরা-খবর জানতে চেয়েছ। যাক, অল্প কথায় আমার স্বামীর খানিকটা পরিচয় তোমাকে দেবো। আমার স্বামী স্ফূর্তিবাজ এবং গাড়ী ও ফুটবল নিয়ে আলোচনা ও গল্প করতে ভালোবাসে। তার পেশা হলো ইঞ্জিনিয়ারিং। কাজ করবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু বড্ডো কুঁড়ে। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ: বিয়ে করে আমি সুখী হয়েছি কি না? আমাদের সেই কবির কথা তোমার মনে আছে? 'জীবনে সুখ বলে কিছুই নেই, শুধু আছে শান্তি ও স্বাধীনতা'।

মাঝে মাঝে আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে আমার বিরক্তি ধরে যায়।

এবার আমার শ্বশুর শাশুড়ীর কথা বলি। ওদের কথা না বলাই ভালো। ওদের আমার অসহ্য লাগে। তাই ভাবছিলুম, তুমি যদি আজ আমাদের সঙ্গে থাকতে! তুমি কাছে থাকলে হয়তো আমার দুঃখ খানিকটা লাঘব হতো। কিন্তু তুমি তো আমাদের কাছে নেই। তুমি কবে আসবে?

এবার আমার কাজের কথা বলি……

আমার অফিসের বড়োকর্তা ভারী চালাক ও কর্ম্মঠ। ভদ্রলোককে আমার ভারী ভালো লাগে। প্রায়ই আমরা অফিসে গল্প করে সময় কাটাই।

আজকাল আমি আবার কবিতা লিখতে সুরু করেছি। এর পরের চিঠিতে তোমাকে আমার কবিতার নমুনা পাঠাব।

* * *

জিমি আমার মেয়ের চিঠি পড়বার পর তুমি কোর্টের কাছে আমার স্ত্রী ইলিয়ার চিঠি পড়বার অনুমতি চাইলে।

আমার স্ত্রীর চিঠিতে শুধু ছিলো অতি ঘরোয়ানা খবর। হ্যাঁ জিমি, তুমি কোর্টকে ঠিক কথাই বলেছিলে। আমার স্ত্রীর প্রতি চিঠিতে দুঃখের রেশ ছিলো। তার কারণ আমি কী ধরণের দুঃসাহসের কাজ করছি আমার স্ত্রীর অজানা ছিলো না।

……প্রিয়তম…তুমি চলে যাবার পর আমার অসুখ হয়েছিলো। আজকাল রাত্রে প্রায়ই ঘুম হয় না। আমি রাস্তায় বড়ো বেরুই না। মাঝে মাঝে তোমার গীটার যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করি আর তোমার কথা ভাবি। ভাবছি আবার কবে তোমার বাজনা শুনতে পাবো।

এবার টাকা পয়সার কথা বলছি। ওদের বলেছি তোমাকে সব টাকা পাঠিয়ে দিতে। তুমি নিশ্চয় জানো ইভেলিন বিয়ে করেছে। কিন্তু সব সময়ে বলে বাবার মতো লোক এই সংসারে হয় না। আমার মন বলছে

ইভেলিন বিয়ে করে সুখী হয়নি। হয়তো তার স্বামীকে ভালোবাসে না। আমিও কিন্তু ইভলিনের সঙ্গে একমত। এই দুনিয়ায় তোমার মতো লোক হয় না।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে চলে এসো। আমি আবার তোমার সঙ্গে থাকতে চাই।

ইলিয়ার আর একটা চিঠি তুমি কোর্ট রুমে পড়েছিলে।......প্রিয়তম...... তোমাকে আর একখানা চিঠি লিখছি। আজকাল তোমার শরীর কেমন আছে? আমার শরীর আগের চাইতে ভালো। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলুম। সবাই বলছে আমি ভালো হয়ে গেছি। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে... না না, হয়তো তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাওনা।

ইভেলিন পার্ট টাইম কাজ করছে। একদিন আমাকে সঙ্গে করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো।

এ বছর প্রচণ্ড শীত পড়েছে......হয়তো এই ঠাণ্ডায় ফুলের গাছগুলো বাঁচবে না।

*   *   *

জিমি, তারপর তুমি আরো দুটো চিঠি পড়লে।

তুমি যখন চিঠিগুলো পড়ছিলে তখন আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। গাছগুলোর কথা ভাবলুম। এই দুরন্ত শীতে ওরা কী বাঁচবে? জানি না। আজ জানবার ইচ্ছেও নেই।......আমি কী বাঁচবো? কারণ জীবন-মৃত্যু নিয়ে স্পাই খেলা করে। জানি ধরা পড়েছি। এবার আমার মৃত্যু হবে। কারণ স্পাইর সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড।

হ্যাঁ, আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। আমার চোখে জল দেখে জজ ও জুরীদের চোখে জল এলো। ওরা জিজ্ঞেস করলো রুডলফ আবেল কী সত্যিই স্পাই না অন্য কেউ?

কোর্টের সামনে দাড়িয়ে সরকারের এডভোকেট বললেন...…মী লর্ড...... রুডলফ আবেল জিনিয়াস এই কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সে তার কর্তব্য করেছে, দেশপ্রেম দেখিয়েছে। আর এই কাজ করতে গিয়ে সে তার নিজের পরিবারকে ভুলে যায়নি। কিন্তু তবু আমাদের মনে রাখতে হবে রুডলফ আবেল হলেন প্রফেশনাল স্পাই। আর প্রফেশনাল স্পাই'র সাজা হলো মৃত্যুদণ্ড।

জিমি, তুমি এই কথার কী জবাব দিলে? তুমি কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে

বললে: মী লর্ড, স্বীকার করে নিলুম সরকারের বক্তব্য। রুডেলফ আবেল প্রফেশনাল স্পাই হিসেবে তার কর্তব্য করেছিলো। লড়াইর সময় সবচাইতে বিপদসঙ্কুল জায়গায় বীর সেনার প্রয়োজন হয়। রুডলফ আবেল ছিলো বীর সেনা। তাই তার দেশ সব চাইতে বিপদসঙ্কুল দেশে তাকে স্পাইর কাজ করতে পাঠিয়েছিলো। বীর সেনা আর আবেলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আজ দুইটি মিথ্যেবাদী, জোচ্চোরের কথাকে বিশ্বাস করে আমরা রুডলফ আবেলকে হেয় বা হীন করতে পারিনে।......

জিমি তোমার এই বক্তৃতার জন্যে আমি তোমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।

*　　　　*　　　　*

বিচার শেষ হয়ে গেলো।

বিচারের রায় কী হবে আমি জানতুম ?

নিজের সামান্য ভুলের জন্যে আমি ধরা পড়েছি। হতভাগা হায়হানানকে আমি আমার ষ্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিলুম। কাজটা ছিলো স্পাইংর নিয়মের বিরুদ্ধে। আমি জানতুম কক্ষনো কোন এজেণ্ট বা কাট আউটকে তার রেসিডেণ্ট চীফের বাড়ীতে নিয়ে যেতে হয় না। কিন্তু তবু হায়হানানকে আমার ষ্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু কথনোই ভাবিনি হায়হানান আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সেদিন যদি হায়হানানকে আমার ষ্টুডিওতে না নিয়ে যেতুম তাহলে এফ. বি. আই. আমাকে কক্ষনোই ধরতে পারতো না।

হায়হানানের কাজে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছিলুম। আমাকে সাহায্য করতে এমনি এক অপদার্থ লোক মস্কো পাঠাবে আমি কল্পনা করিনি। সামান্য ফটোগ্রাফীর কাজও লোকটা জানতো না। আর এই ফটোর কাজ শেখাতে হায়হানানকে আমি নিজের ষ্টুডিওতে নিয়ে গিয়েছিলুম। হায়হানানতো ষ্টুডিওর নাম জানতো না। শুধু আমাকে ছদ্মনামে চিনতো। কিন্তু সেদিন হায়হানান আমার ষ্টুডিওর রাস্তা ভালো করে চিনে রাখলো।

Center-এর কাছে খবর পাঠালুম। হতভাগা হায়হানানকে দিয়ে আমার কোন কাজ হবে না। Center আমাকে জবাব দিলো, তাহলে ওকে ফেরৎ পাঠাও। হায়হানানকে বললুম মস্কো তোমাকে ফেরৎ চায়। হায়হানান আমার কথার জবাব দিলো না। কিন্তু আমার মন বলতে লাগলো লোকটা হয়তো আমার কথা শুনবে না। বেপরোয়া কিছু একটা করে বসবে। কিছুদিনের জন্যে আমি ছুটিতে মস্কো গিয়েছিলুম। আমার অবর্তমানে

হায়হানান অনেক বিশ্রী কাজ করে বসলো। তবু এই সময়টা সে যে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি এ আমার ভাগ্যি বলতে হবে।

যাক আমি হায়হানানের যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত করলুম। ঠিক হলো হায়হানান কুইন এলিজাবেথ জাহাজে করে প্যারীতে ফিরে যাবে। কিন্তু হায়হানান এই জাহাজে করে ফিরে গেলো না। বরোং উল্টে আমাকে এসে বললো যে এফ. বী. আই. ওর পেছু নিয়েছে। তাই ফিরে যেতে পারেনি।

কিন্তু পরের জাহাজে ওকে আমি জোর করে পাঠালুম। কিন্তু আমার মনে মনে ভয় ছিলো হায়হানান মাঝ পথ থেকে পালাবে। আমার মনের আশংকার কথা Centerকে জানালুম। বললুম, হায়হানান হয়তো দেশে ফিরবে না। আমি বিপদের আশংকা করছি। অতএব আমারও এখান থেকে ভেগে পড়া একান্ত দরকার।

কিন্তু আমি জাল গুটাবার সময় পেলুম না। কারণ আমি সরে পড়বার আগেই পুলিশ এসে আমাকে গ্রেপ্তার করলো।

এর পরবর্ত্তী কাহিনী তুমি সবই জানো জিমি।

* * *

পুনশ্চঃ। জিমি, ১৯৬৬ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে 'মলোডয় কম্যুনিষ্ট' [ইয়ং কম্যুনিষ্ট] কাগজে কে, জি, বি'র উপর আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলুম। এই প্রবন্ধের একটা কপি আমি তোমাকে পাঠালুম।

······প্রবন্ধের পুরোটা তোমাকে তর্জমা করে দিলুম না। কারণ আমি জানি তুমি অন্য কাউকে দিয়ে হয়তো এই প্রবন্ধের পুরোটা তর্জমা করাতে পারবে। কিন্তু প্রবন্ধের শেষ প্যারাগ্রাফটা তোমাকে অনুবাদ করে দিলুম। এই প্রবন্ধে কী লিখেছিলুম জানো?···

······আজ দেশের সবচাইতে উপযুক্ত, কর্ম্মঠ তরুণের দল K. G. B.র কাজের জন্যে এগিয়ে আসছে। দীর্ঘদিন আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে আজ তারা কাজ শিখছে।

আমাদের কাজে [সোভিয়েত ইনটেলীজেন্সের] অনেক বাধা বিপত্তি আছে। এই বাধা বিপত্তি এড়াতে হলে আমাদের মার্ক্সবাদে পুরো বিশ্বাস রাখতে হবে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী ক্যাপিটালিষ্ট দেশগুলোতে আমাদের অনেক অসুবিধে আছে। অতএব এই কাজের জন্যে একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, আত্মত্যাগী, বুদ্ধিমান, ডিসিপ্লিনড লোকের প্রয়োজন। এদের কাজ হবে বিপদকে তুচ্ছ করে আগুনে ঝাঁপ দেয়া।

আমাদের কাজের জন্যে বিনয়ী নম্র লোকের প্রয়োজন। একটা কথা আমাদের সদা সর্ব্বদাই মনে রাখতে হবে। স্পাইংর কাজ শুধু এ্যাডভেঞ্চারের কাজ নয়। দেশের জন্যে বিপদকে তুচ্ছ করে খবর সংগ্রহ করা হলো দেশপ্রেমের কাজ।

স্পাইর কাজ অতি কঠিন ও নির্দ্দয়। আর এই কঠিন কাজের জন্যে পরিশ্রম দরকার।

লেখা শেষ করবার আগে আর একটা কথা বলবো। এই কথাটি আমার নয়। বলেছেন চেখার [K. G. B-র পুরান নাম] প্রথম ডিরেক্টর জেরজেনস্কি ······A spy must have clean hand, cool head, and a hot heart.

ইতি

রুডলফ আবেল

* * *

'ইলিগ্যাল এজেন্টের' কথা বলতে গিয়ে আজ আমাকে অনেক কথা বলতে হলো। বলতে হলো রুডলফ আবেলের অপূর্ব্ব জীবন কাহিনী।

আবেল ঠিক কথাই বলেছেন। স্পাইর কাজের জন্যে অগাধ দেশপ্রেম থাকা চাই। নইলে কাজ সফল হবে না। রুডলফ আবেল তার কাজ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন। সেদিনের বিচারে তার ত্রিশ বছর জেল হলো। কিন্তু বিচারপতির রায় শুনে রুডলফ আবেল একটুও ভেঙ্গে পড়েননি। রুডলফ আবেল হাসি মুখে সাজা মেনে নিলেন। আবেলের ফাইল আমার কাছে এসেছিলো। তার জীবন কাহিনী, সাহস, বিক্রম শুনে আমি অবাক হয়েছিলুম।

তাই আবেলের ফাইলের উপর লিখলুম: I wish I had a couple of men like Abel in Moscow.

* * *

একটানা এল্যান ডালেসের মুখে কথা শুনে হয়তো পাঠকেরা ক্লান্তি অনুভব করছেন। তাই আমাকে নতুন কাহিনী ফাঁদতে হবে। কারণ বে অব পিগসের ব্যর্থতার পর এ্যালান ডালেসকে অনেক গালমন্দো শুনতে হলো। আমেরিকাতে সি-আই-এর কাজকর্ম্ম নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। এ্যালান ডালেস পদত্যাগ করলেন। সি-আই-এর পরবর্ত্তী ডিরেক্টর হলেন জন ম্যাকোন।

জন ম্যাকোন ছিলেন এটমিক এনার্জী কমিশনের চেয়ারম্যান। এর আগেও তিনি বড়ো বড়ো কাজ করেছেন। কিন্তু ম্যাকোন ছিলেন জন

ফষ্টার ডালেসের নীতির সমর্থক। তাই লোকে বলতো: ছাখো, ম্যাকোন যদি হাসে তাহলে বুঝবে ওর পেটে নিশ্চয় কোন মৎলব আছে।

সি আই এর কাজ নেবার পর ম্যাকোনের বউ মারা গেলো। ম্যাকোন ভেঙ্গে পড়লেন। একবার ঠিক করলেন কাজটা ছেড়ে দেবেন কিন্তু এ্যালান ডালেস এসে ওকে বললেন এই দায়িত্বপূর্ণ কাজটা তোমাকে নিতেই হবে।

কিন্তু ম্যাকোন ও সি. আই-এর কাহিনী বারান্তরে বলা যাবে। কারণ খবর সংগ্রহ করবার বিভিন্ন পন্থাগুলো এখনও বলা শেষ হয়নি। তবু হয়তো পাঠকেরা 'এজেন্ট', 'ইনপ্লেস', 'ইন্‌সাইডার এজেন্ট', 'ইলিগ্যাল এজেন্ট' সম্বন্ধে খানিকটা আঁচ করতে পেরেছেন।

খবর সংগ্রহ করবার আরো অনেকগুলো উপায় আছে। রাডার থেকে অনেক সময় বহুমূল্যবান খবর সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় খবর সংগ্রহ করবার আরো একটি ভালো পন্থা আবিষ্কার হলো। এই পন্থা হলো উঁচু আকাশ থেকে ফটোগ্রাফী করা। এই ধরণের খবর সংগ্রহকে বলা হয়, 'এরিয়েল ফটোগ্রাফী বা ফটো ইনটেলীজেন্স'। এই ফটোর সাহায্যে বড়ো বড়ো বিমান বন্দর, আর্মস ফ্যাক্টরীর বিস্তৃত খবর জানা যায়।

এই সব ফটো দেখে তার মূল্য যাচাই করবার জন্যে এক্সপার্ট আছে। ফটো এক্সপার্টরা ছবি দেখে বলতে পারেন ফটোর ভেতর কী রহস্য লুকানো আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডে এই ফটো-ইনটেলীজেন্সের কাজের খুবই উন্নতি হয়। সেই সময়ে রয়াল এয়ার ফোর্সে মিস কনষ্টানস্ বাবিংটন স্মিথ বলে এক ভদ্রমহিলা কাজ করতেন। ফটো ইণ্টারপ্রেণ্টার হিসেবে তার খুব নাম ছিলো। তিনি এই সময়ে বেশ এক কঠিন রহস্যর সমাধান ফটো দেখে করেছিলেন।

নভেম্বর, ১৯৩৯। নরওয়ের রাজধানী অসলোতে ব্রিটীশ নেভাল এটাচী এক মজার চিঠি পেলেন। এই চিঠির ভেতর কারু নাম ছিলো না। এই চিঠিতে একটি গোপন খবর ছিলো। জার্মানরা শিগগিরই এক শক্তিশালী অস্ত্র তৈরী করছে। আর এই অস্ত্র দিয়ে সমস্ত ইংল্যাণ্ডকে ধুলোয় পরিণত করা যাবে।

লড়াই যতোই তীব্র হতে লাগলো বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স একই ধরণের খবর পেতে লাগলেন। সাবধান হও, জার্মানরা এক নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করছে, এই হলো সতর্কবানী। তারপর একদিন ডেনমার্ক থেকে আর একটি খবর পাওয়া গেলো। সেখানকার বাসিন্দারা সমুদ্রের বুকের

উপর দিয়ে এক জলন্ত পাখীকে উড়ে যেতে দেখেছে। আর এই সব জলন্ত পাখী পেনিমিনডে শহর থেকে আসছে।

আর একদিন আর একটা ঘটনা ঘটলো। রয়াল এয়ার ফোর্সের ফটোগ্রাফিক রিকনাইসেন্স গ্রুপের পাইলট ষ্টিভেনটন সোইনেমুনডেতে কতোগুলো ফটো তুলতে গেলেন। ফেরবার সময় তিনি পেনিমিনডে শহরের উপর দিয়ে উড়ে এলেন। তিনি এবার পেনিমিনডে শহরের কতোগুলো ছবি তুললেন।

ফটো ডেভেলপ করার পর কতোগুলো বিস্ময়কর জিনিষ সবার চোখে পড়লো। ছোট-বাড়ী ঘর। মনে হচ্ছে একটা বিমানবন্দর। পেনিমিনডে হলো সমুদ্রের প্রান্তে এক শহর। শহরের একদিকে জল। তার পাশে অন্যদিকে গভীর বন। এই এলাকায় তো এই ধরণের বাড়ী বা বিমান বন্দর থাকবার কথা নয়।

মিস বাবিংটন স্মিথ এবার পেনিমিনডের ছবি নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। জানতে চাইলেন এই ছবির ভেতর কী রহস্য লুকানো আছে।

তারপর একদিন পোল্যাণ্ড থেকে আর একটি খবর শোনা গেলো। জার্মানরা নাকি পেনিমিনডে শহরে রিসার্চ ষ্টেশন তৈরী করছে।

কী ধরনের রিসার্চ ষ্টেশন? এবার সেই নিয়ে কল্পনা-জল্পনা স্থুরু হলো। কিন্তু এই রিসার্চ ষ্টেশনে কী নিয়ে কাজ হবে কেউ বলতে পারলো না। কারণ রিসার্চ ষ্টেশনের ধারে কাছে যাবার যো নেই। জর্মান গেষ্টাপো বাহিনী এই শহরকে ঘিরে রেখেছে। ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স বাহিনী এই রিসার্চ ষ্টেশন সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করবার জন্যে দু'একজন এজেন্ট পাঠালেন। কিন্তু কেউ রিসার্চ ষ্টেশনের ধারে কাছে যেতে পারলেন না। সবার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। এবার সবাই বলাবলি করতে স্থুরু করলেন, পেনিমিনডে শহরে গেষ্টাপো ও জার্মান আর্মির এতো কড়াকড়ি কেন? ঐ রিসার্চ ষ্টেশনে কী কাজ হচ্ছে?

ইতিমধ্যে প্রতিদিনই জার্মান রেডিও নতুন জার্মান অস্ত্রের কথা বলছে। তাহলে কী পেনিমিনডে রিসার্চ ষ্টেশনে নতুন অস্ত্র তৈরী হচ্ছে? কী ধরণের এই নতুন অস্ত্র। রকেট? অসম্ভব! পেনিমিনডেতে এজেন্ট না পাঠাতে পেরে ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স নিরাশ হলেন। আবার রয়াল এয়ার ফোর্সকে পেনিমিনডের ছবি তুলতে বলা হলো। আকাশের বুক থেকে রিসার্চ ষ্টেশনের ছবি তুলতে হবে।

এবার প্রতিদিনই পেনিমিনডে থেকে নতুন-নতুন ছবি আসতে লাগলো। মিস্ স্মিথ এই সব ছবি নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। আর প্রতি ছবিতেই পেনিমিনডে শহরের পরিবর্তন দেখা গেলো। একটা নতুন বাড়ী কিংবা বড়ো মাঠ ছবিতে দেখতে পাওয়া গেলো। মাঠের উপর মস্তো বড়ো একটা ষ্টেজ। কিন্তু ওটা ষ্টেজ নয়। মনে হলো প্লেন উড়বার রানওয়ে। কিন্তু নতুন ধরণের রানওয়ে। রানওয়ে লম্বায় প্রায় চল্লিশ ফুট। দেখতে অনেকটা টরপেডোর মতো। কিন্তু এই টরপেডোর কোন লেজ নেই। তাহলে এটা কী? অনেক গবেষণার পর মিস্ স্মিথ বললেন, এ হলো জার্মানীর নতুন অস্ত্র নিয়ে প্লেন উড়বার জন্যে রানওয়ে। আর নতুন অস্ত্র হলো ভি-ওয়ান, বোমা।

আকাশের বুক থেকে তোলা ফোটোর সাহায্যে নতুন বোমার কিছু খবরা-খবর পাওয়া গেলো বটে কিন্তু কী করে এবং কবে হিটলার এই বোমা ব্যবহার করবেন তার কোন আভাস কেউ দিতে পারলোনা। অনেকেই মিস্ স্মিথের মন্তব্যকে কোন আমলই দিলেন না। ঠাট্টা করে বললেন জার্মানী আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এই এয়ারপোর্ট বানিয়েছে। এই এয়ারপোর্ট হলো ডামি বা নকল। কন্তু মিস্ স্মিথ বার বার একই কথা বলতে লাগলেন: এ নকল এয়ারপোর্ট নয়। আসল রানওয়ে। এই রানওয়ে থেকে রকেট আকাশে উড়বে। আর ঐ রকেটের সাহায্যে হিটলার ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করবে।

মিস্ স্মিথ কিন্তু ভুল অনুমান করেননি। কারণ সেদিন ঐ রিসার্চ ষ্টেশনে বসে জার্মানীর বৈজ্ঞানিকেরা সত্যিই নতুন অস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছিলেন। আর এই নতুন অস্ত্র হলো রকেট ভি ওয়ান, ভি টু। আর এই গবেষণার কাজে ব্যস্ত ছিলেন মেজর জেনারেল ডোরণবার্জার, জার্মান রকেট ডেভোলাপমেণ্ট অফিসার ইন চার্জ আর এক তরুণ জার্মান বৈজ্ঞানিক। সেদিন এই তরুণ বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের কাছে অজ্ঞাত ছিলো কিন্তু আজ তার নাম কারু কাছে অজানা নেই। এই বৈজ্ঞানিকের নাম হলো ভেরণহের ফন ব্রাউন। আজ সেদিনকার গবেষণাকে কাজে লাগিয়ে ফন ব্রাউন চাঁদে যাবার জন্যে রকেট বানিয়েছেন। সেদিন ঐ পেনিমিনডের রিসার্চ ষ্টেশনে বসে জার্মানরা রকেট নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কিন্তু হিটলারতো ডোরণ বার্জার ও ফন ব্রাউনের রকেট চাঁদে যাবার জন্যে ব্যবহার করেননি। তিনি চেয়েছিলেন রকেট বোমার সাহায্যে ইংল্যাণ্ডকে ধ্বংস করতে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই ফটো ইনটেলীজেন্সের কাজ অনেক অগ্রসর

হলো। আর এই কাজে প্রথম উৎসাহ দেখালেন আমেরিকার লকহিড কোম্পানী।

লকহিড কোম্পানী এক নতুন ধরণের ফাইটার প্লেন তৈরী করলেন। আজ এই ফাইটার প্লেনের নাম কারু অজানা নেই। এই প্লেনের নাম হলো F-104। খুব উঁচু আকাশ থেকে F 104 প্লেনগুলো উড়ে যাবার সময় তাদের গতি পরীক্ষা করবার জন্যে তারা আর একটি প্লেন বানালেন। এই প্লেনের নামাকরণ হলো Utitity 2। কিন্তু আপনারা এই প্লেনকে শুধু U-2 নামে জানেন। কারণ স্পাইর ইতিহাসে U-2 আজ প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু তবু যখন U-2 লকহিড কোম্পানী বানিয়েছিলেন তখন একবারও কারু মনে জাগেনি যে U-2 কে ফটো ইনটেলীজেন্সের কাজে লাগানো যেতে পারে।

U-2 হলো টারবো জেট প্লেন। এই প্লেনের ইঞ্জিন বানিয়েছিলেন আমেরিকার বিখ্যাত কোম্পানী প্র্যাট এ্যাণ্ড হুইটনী। এক বিশেষ ধরণের কেরোসিন তেল দিয়ে এই ইঞ্জিন চালানো হয়। ইঞ্জিন এমনি করে তৈরী করা হয়েছিলো যে U-2 অনায়াসে আকাশের বুকে এক লাখ ফুট অবধি উঠতে পারত। এই প্লেনের স্পীড হলো ঘণ্টায় প্রায় পাঁচশো মাইল। লকহিড কোম্পানী ঠিক করলেন যখন F 104 প্লেনগুলো উড়ে যাবে তখন অনেক উঁচু আকাশ থেকে U-2 দিয়ে এদের স্পীড পরীক্ষা করবেন।

সবই ভালো ছিলো কিন্তু U-2 প্লেনের ভেতর এক মস্তো বড়ো গলদ রয়ে গেলো। খুব উঁচু আকাশে উঠলে অনেক সময় প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতো। এই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বলে "ফ্লেম আউট"। যখন ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতো তখন U-2 কে নীচে নেমে আসতে হতো এবং তারপর ইঞ্জিন চালাতে হতো।

লকহিড কোম্পানী এবারে U-2 প্লেনের কথা আমেরিকার এয়ার ফোর্সকে জানালেন। এয়ার ফোর্স থেকে U-2-র কথা সি-আই-এর কর্তাদের কানে উঠলো। অনেকদিন ধরে তারা রাশিয়ার উঁচু আকাশ থেকে ফটো ইনটেলীজেন্স করবার ফিকিরে ছিলেন। তারা এবার লকহিড কোম্পানীর কাছ থেকে কয়েকটা U-2 প্লেন কিনলেন। তারপর প্রতিদিন এই প্লেন নিয়ে রাশিয়ার বুকের উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলেন। সি-আই-এ যে U-2 প্লেন নিয়ে আকাশ থেকে ফটো ইনটেলীজেন্স করছে এ কিন্তু মস্কোর কর্তাদের অজানা রইলো না।

সি-আই-এ U-2 প্লেন চালাবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিমানঘাঁটি খুললেন। জাপানে U-2 র জন্যে এক বিমানঘাঁটি খোলা হলো এবং জাপানীদের বলা হলো যে U-2-র আসল কাজ হলো আবহাওয়ার বুলেটিন সংগ্রহ করা। পাকিস্থানেও ঘাটি খোলা হলো।

কিন্তু স্পাইয়ের কাজ করতে গিয়ে U-2 একদিন ধরা পড়ে গেলো। আর এই ব্যাপার নিয়ে সারা দুনিয়ায় বিস্তর হৈ-হল্লা সুরু হলো। সবাই জিজ্ঞেস করতে লাগলো সি-আই-এর U-2 প্লেনগুলোর আসল কাজ কী?

U-2 প্লেনের কেলেঙ্কারী ঘটলো রাশিয়ার বুকে। সি-আই-এর পাইলট গাই পাওয়ার। তিনি U-2 প্লেন নিয়ে রাশিয়ার বুকে এক কেলেঙ্কারী করে বসলেন। গাই পাওয়ার ধরা পড়লো এবং বিচারে তার সাজা হলো জেল। পরে অবশ্যি গাই পাওয়ারকে রুডলফ আবেলের সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করা হয়েছিলো।

গাই পাওয়ার প্রথমে ছিলেন আমেরিকান এয়ার ফোর্সের পাইলট। কিন্তু এয়ার ফোর্সের কাজে ইস্তাফা দিয়ে সি-আই এর পাইলটের চাকুরী নিলেন। কাজে ট্রেনিং নেবার পর গাই পাওয়ার এলেন তুর্কীর ইনসিরলিক বিমান বন্দরে। তারপর সেখান থেকে পাকিস্থানের বিমান বন্দর পেশোয়ারে এলেন। পাকিস্থানের নেতাদের বলা হলো যে, U 2 প্লেন আবহাওয়া নিয়ে গবেষণা করবে।

পাওয়ার পেশোয়ারে এলেন বটে কিন্তু প্রথমে তাকে কোন কাজের ভার দেয়া হলো না। একদিন তাকে আকাশে উড়বার জন্যে তৈরী থাকতে বলা হলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে U 2-র আর একজন পাইলটকে এই কাজের জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলা হলো। কিন্তু প্লেন ছাড়বার মাত্র কয়েকঘণ্টা আগে গাই পাওয়ারকে বলা হলো যে, প্লেন নিয়ে তাকেই যেতে হবে।

হুকুমটা এলো ওয়াশিংটনের সি-আই-এর হেড কোয়ার্টার থেকে। এবারও রিচার্ড বিসেল U-2 উড়ে যাবার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তার সমস্ত নক্সা ভেস্তে গেলো।

পাওয়ারকে উড়বার আগে সমস্ত কাজের নির্দেশ দেয়া হলো। তাকে ফ্লাইট প্ল্যান দেয়া হলো এবং বুঝিয়ে বলা হলো তার কাজ কী হবে? রাশিয়াতে শেরডলস্ক বলে একটি রকেট ষ্টেশন আছে। পাওয়ারকে বলা হলো যে, এই রকেট ষ্টেশনের ফটো তুলে আনা চাই। আর ফেরবার সময় আর্‌চেঞ্জাল ও মুরমারনস্ক নৌবন্দরের ফটো তুলে আনতে বলা হলো।

যাবার আগে পাওয়ারকে বিভিন্ন ধরণের জিনিস দেয়া হলো। ম্যাপ,

টর্চলাইট, রবাররবোট, রিভলবার, কার্তুজ আর সর্বশেষে একটি বিষ মাখানো স্ঁচ দেয়া হলো। বলা হলো বিপদ দেখলে পাওয়ার যেন এই স্ঁচ ব্যবহার করে। সব নির্দেশ, উপদেশই দেয়া হলো বটে কিন্তু সি-আই-এর কর্তারা U-2 ফ্লেম আউটের কথা বলতে ভুলে গেলেন। উঁচুতে প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ হলে নীচে নেমে এসে আবার ইঞ্জিন চালাতে হবে এই কথা পাওয়ারকে বলা হলো না।

পাওয়ারকে বলা হলো যদি সামান্য বিপদ দেখো তাহলে প্লেন ধ্বংস করো। প্লেনের ভেতর একটি বোতাম ছিলো। এই বোতাম টিপলে পাওয়ার প্লেন থেকে ছিটকে পড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লেন ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাত তিনটের সময় পাওয়ার তার প্লেন নিয়ে পেশোয়ার বিমান বন্দর থেকে রওনা হলেন। ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় আফগান-রুশ সীমান্ত অতিক্রম করলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান রাডারে পাওয়ারের প্লেন দেখা গেলো। সি-আই-র রাডারও পাওয়ারকে দেখছিলো। রাশিয়ান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস এবার সবাইকে সতর্ক করে বললো: সাবধান হও। সি-আই-এর প্লেন রাশিয়াতে এসেছে।

উরালের কাছে এসে U-2 প্লেন বেশ বড় রকমের একটা ঝাকুনি দিলো। আর প্লেনের পেছন থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুতে লাগলো। পাওয়ার বুঝতে পারলেন যে, তার প্লেনের ফ্লেম আউট হয়েছে।

প্লেন নীচে নামবার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ারের প্লেন সি-আই-এর রাডার থেকে নিশ্চিহ্ন হলো।

খানিকটা নীচে নামবার পর প্যারাসুট দিয়ে মাটীতে নামলো। মাটীতে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে K. G. B. পাকড়াও করলো। পাওয়ার K. G. B.-র কাছে স্বীকার করলো যে, সে হলো সি-আই-এর এজেন্ট। U-2 প্লেন নিয়ে রাশিয়ার বুকের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো সামরিক ঘাঁটির ছবি তোলা।

*　　　*　　　*

এই ধরনের ফটো ইনটেলীজেন্স আজকাল প্রায়ই করা হয়ে থাকে।

১৯৬২ সালে সি. আই-এর প্লেন কিউবার বুকের উপর দিয়ে বহুবার উড়ে গেলো। আর প্রতিবারই কিউবা থেকে নতুন নতুন ফটো তুলে আনতে লাগলো। সেই ফটোর ভেতর দেখা গেলো কিউবার বুকে রাশিয়ান রকেট ষ্টেশন তৈরী হচ্ছে।

খবরটা প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর কানে গেলো। তিনি রকেট ষ্টেশনের অস্তিত্বের প্রমাণ চাইলেন।

সি. আই. এ. প্রেসিডেণ্ট কেনেডীকে বিস্তর ফটো দেখালো। সব ফটোতেই রাশিয়ান রকেট দেখা গেলো।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবার ক্রুশ্চেভকে হুম্‌কি দিয়ে বললেন: কিউবাতে রকেট ষ্টেশন আমরা হতে দেবো না।

মস্কো প্রতিবাদ করলো। বললো: আমরা রকেট সাপ্লাই করছিনা।

ইতিমধ্যে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সি. আই-এর প্লেন কিউবার বুকের উপর দিয়ে উড়তে লাগলো। প্রতিদিন তারা রকেট ষ্টেশন নির্ম্মাণের প্রমাণ সংগ্রহ করতে লাগলো।

প্রেসিডেণ্ট কেনডী এবার সি-আই-এর ফটোগুলো রাশিয়ানদের দেখালেন। রাশিয়ানরা এবার আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। বেগতিক দেখে ক্রুশ্চেভ কিউবা থেকে তার রকেট ষ্টেশন তুলে নিলেন।

* * *

ফটো ইনটেলীজেন্সের বিস্তর গল্প আপনারা শুনলেন। এবার খবর সংগ্রহ করবার আরো কতকগুলো সেকেলে পন্থার কথা আপনাদের বলবো।

প্রায়ইতো আপনারা অভিযোগ করেন। আপনার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে কেউ আপনার গোপন খবরাখবর শুনছে। আপনি নিশ্চয় জানতে চান যে, কেউ আপনার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করছে কিনা?

বেশ, টেলিফোন রিসিভার কানে দিন। শুনতে পাবেন টেলিফোনের আওয়াজ কখনও বা জোরে কখনও বা মৃদু হচ্ছে। কিংবা হঠাৎ আপনার টেলিফোন লাইনে কট-কট করে আওয়াজ হচ্ছে। বুঝতে পারলেন যে, লাইন কেউ ট্যাপ করছে।

বড়ো সহজ পন্থায় টেলিফোন লাইন ট্যাপ করার কথা আপনাদের বললুম। রেডিও টেলিফোনে গোপন কথাবার্ত্তা বলবার সময় scrambler বলে একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। Scrambler লাগিয়ে কথা বললে কেউ টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে কথাবার্ত্তা শুনতে পায় না।

Scrambler যন্ত্র আবিষ্কার করা হয় ২০শে ডিসেম্বর, ১৮৮১ সালে। জেমস হ্যারিস রজার্স বলে এক ভদ্রলোক Scrambler যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন।

কিন্তু টেলিফোন লাইন ট্যাপ বন্ধ করবার জন্যে Scrambler যন্ত্রও খুব নিরাপদজনক নয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় Scrambler ব্যবহার করা সত্ত্বেও

জর্ম্মানী টেলিফোনের সমস্ত গোপন কথাবার্ত্তা শুনতে পেয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট Scrambler লাগিয়ে চার্চ্চিলের সঙ্গে প্রায়ই টেলিফোনে কথা বলতেন। কিন্তু জার্ম্মান পোষ্ট অফিস তাদের প্রতিটি কথাই শুনতেন আর সেই কথাবার্ত্তার একটা সারাংশ প্রতিদিনই হিটলারের কাছে পাঠান হতো।

Scrambler ব্যবহার করলে টেলিফোনে গলার স্বর উল্টো হয়ে যায়।

আজকাল Scramblerএর পরিবর্ত্তে Pulse Code Modulation বা P. C. M. প্রথা ব্যবহার করা হয়। এই প্রথানুযায়ী বক্তার কণ্ঠস্বর বিভিন্ন স্তরের Pulseএ পরিণত করা হয়। প্রয়োজন হলে বক্তার প্রতিটি কথার Pulseকে টেপ রেকর্ড করে রাখা যায়।

* * *

আর একবার সি. আই. এ. টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে পূর্ব্ব জর্ম্মানীর রাশিয়ান মিলিটারী ও মস্কোর কর্ত্তাদের সঙ্গে যে সমস্ত গোপন আলোচনা হতো শুনেছিলো। শুধু একদিন এই টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হয়নি। প্রায় কুড়ি মাস একটানা টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হয়েছিলো।

কী করে সি. আই. এ. টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হয়েছিলো তার একটা ফিরিস্তি দেয়া দরকার।

ঘটনার সময় ১৯৫৪ সালে বার্লিন শহর। আর স্পাইর ইতিহাসে এই কাহিনী বার্লিন টানেল কেস নামে বিখ্যাত।

* * *

গ্রীষ্মকাল।

পূর্ব্ব বার্লিনের ব্যবসায়ী পশ্চিম বার্লিনের এক সহকর্মীকে টেলিফোন করলেন। কম্যুনিষ্ট বার্লিনের ব্যবসায়ীর নাম হলো হের অটোবাওয়ার।

তার পশ্চিম বার্লিনের সহকর্মীর নাম হলো হের হাউপ্টম্যান।

: হাউপ্টম্যান, আপনার সঙ্গে ব্যবসা করার অনুমতি আমার সরকার দিয়েছেন। অতএব আপনার জিনিষগুলোর নমুনা নিয়ে এক্ষুনি আমার দপ্তরে চলে আসুন। যদি আপনার টার্মস আমাদের মনোঃপূত হয় তাহলে আজই আমরা কণ্ট্রাক্ট সই করবো।

নিশ্চয়, আমি এক্ষুনি আপনাদের এলাকায় আসছি।

এই জবাব দিয়েই হের হাউপ্টম্যান তাড়াতাড়ি পূর্ব্ব বার্লিনের পানে রওনা দিলেন। তারপর দুই ঘণ্টা বাদে এসে হের অটো বাওয়ারের দপ্তরে হাজির হলেন।

ব্যবসা নিয়ে অটোবাওয়ার ও হের হাউপ্টম্যানের ভেতর বিস্তর কথাবার্ত্তা হলো। তাদের এই আলাপ আলোচনায় হের অটো বাওয়ারের একাউনটেন্ট যোগ দিলেন। আলোচনা শেষে কণ্ট্রাক্ট সই করা হলো। আর কণ্ট্রাক্ট ফর্ম পকেটে পুরে হের হাউপ্টম্যান আবার পশ্চিম বার্লিনে ফিরে এলেন।

রাত্রিবেলায় হের হাউপ্টম্যান এই কণ্ট্রাক্ট ফর্মটি নিয়ে পড়তে লাগলেন। এই ফর্মের ভেতর অদৃশ্য কালীতে অনেক কিছু লেখা ছিলো যা অন্য কারু চোখে পড়েনি। অনেকক্ষণ কণ্ট্রাক্ট ফর্মটি পড়বার পর হের হাউপ্টম্যানের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

তিনদিন বাদে ফ্রান্সে মের্সাই শহরে হের ব্যবসায়ী হাউপ্টম্যানের কাছ থেকে অতি এক সাধারণ ব্যবসার চিঠি পেলেন। এইঁ চিঠির ভেতর হের হাউপ্টম্যান মস্তো বড়ো এক ব্যবসার কথা উল্লেখ করেছেন।

দু একবার পড়ে ম্যানেজার হের হাউপ্টম্যানের চিঠিখানা একটি বড়ো এনভেলাপে ভরলেন। তারপর খামের উপর বড়ো বড়ো করে লিখলেন।

ঃ For Eyes of Mr. Allen Dulles Only. বলা বাহুল্য হের বাওয়ার হাউপ্টম্যান সবাই ছিলেন সি. আই. এর এজেন্ট। বিশেষ করে হের বাওয়ার ছিলেন ঝানু স্পাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হের বাওয়ার ব্রিটীশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে কাজ করতেন। তারপর লড়াই অন্তে হের বাওয়ার সি. আই. এর কাজ করতে লাগলেন। তিনি পূর্ব্ব জার্মানীর নাগরিক হলেন এবং সেখান থেকে প্রতিদিন খবর সংগ্রহ করে সি. আই. এর কর্তাদের কাছে পাঠাতে লাগলেন।

আজ কণ্ট্রাক্ট ফর্মে ইনভিজিবেল ইঙ্কে হের হাউপ্টম্যানের কাছে যে খবরটি পাঠিয়েছিলেন হের হাউপ্টম্যান সেই খবরটি মাইক্রোডট করে মের্সাইতে তার ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে পাঠালেন। তারপর মের্সাই থেকে খবরটি এ্যালান ডালেসের কাছে গেলো।

আর এই মাইক্রোডটের ভেতর কী গোপন সংবাদ লুকানো ছিলো জানেন? হের বাওয়ার এ্যালান ড্যালেসকে জানিয়েছিলেন যে, পূর্ব্ব বার্লিন শহরের কোন অঞ্চলে সবচাইতে বড়ো টেলিফোন টার্মিনাস আছে। এই টার্মিনাসের লাইনগুলোকে ট্যাপ করতে পারলে পূর্ব জার্মানী এবং সোভিয়েত মিলিটারী কর্ত্তাদের সমস্ত গোপণ কথাবার্তা শোনা যাবে।

শুধু তাই নয়। এই টার্মিনাসের ভেতর দিয়ে একটি টেলিফোন লাইন মস্কোতে চলে গিয়েছিলো। সি. আই-এর কর্ত্তাদের অনেকদিন যাবৎ

ইচ্ছে ছিলো যে, এই সমস্ত লাইন ট্যাপ করে রাশিয়ানদের গোপন খবরাখবর বের করবে।

হের বাওয়ারের কাছ থেকে টেলিফোন টার্মিনাসের অস্তিত্বের খবর পাওয়া মাত্র ডালেস সি. আই-এর অন্যান্য এজেণ্টদের এই খবর যাচাই করতে বললেন। খবর যাচাই করা হলো স্পাই-র প্রথম কাজ।

তিন মাস বাদে জানা গেলো হের বাওয়ারের প্রেরিত খবর সত্যি। তিনি যেই স্থানে এক বড়ো টেলিফোন টার্মিনাসের কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই জায়গায় মস্তো বড়ো একটি টেলিফোন টার্মিনাস আছে। আর এই টার্মিনাসের ভেতর দিয়ে পূর্ব্ব জর্ম্মানীর সমস্ত টেলিফোন লাইন এবং মস্কোর কাছে অন্য টেলিফোন লাইন গিয়েছিলো।

সি. আই. এ. অনেক চিন্তা ভাবনার পর ঠিক করলো যে, এই টার্মিনাসের লাইনগুলো ট্যাপ করতে হবে। কাজটা দুঃসাধ্যকর। প্রথমতঃ আমেরিকান সীমান্ত থেকে এই টেলিফোন টার্মিনাস অনেক দূরে। দ্বিতীয়তঃ লাইন এমন ভাবে ট্যাপ করতে হবে যেন কেউ টের না পায় যে, টার্মিনাসের লাইন ট্যাপ করা হয়েছে।

সি. আই-এ এই টার্মিনাসের লাইন ট্যাপ করবার জন্যে এমন এক কাণ্ড করে বসলেন যার নজীর স্পাই জগতের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। সি. আই. এ. ঠিক করলেন যে, আমেরিকান সীমান্ত থেকে টেলিফোন টার্মিনাস অবধি এক টানেল খুঁড়তে হবে। আর এই টানেলের ভেতর থাকবে টেলিফোন লাইন ট্যাপ করবার সরঞ্জাম।

একদিন হঠাৎ আমেরিকান সীমান্তের প্রান্তে এক রাডার ষ্টেশন তৈরী করা হলো। আর রাডার ষ্টেশনের নীচে এক টানেল খোঁড়া সুরু হলো। টানেল থেকে মাটী তুলে এনে দালানে রাখা হলো। প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে এই টানেলের কাজ হলো।

কাজটা বেশ নির্ব্বিঘ্নেই চলতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন কাজে বাধা পড়লো। টানেল খোঁড়বার সময় মাটীর উপর থেকে শব্দ পাওয়া গেলো কে যেন এই মাটীতে গর্ত খুঁড়বার চেষ্টা করছে। সর্বনাশ! যদি পূর্ব্বে জার্মানীর সরকার মাটী খুঁড়ে এই টানেল আবিষ্কার করে তাহলে কী হবে? কাজটা অনেকদূর এগিয়ে গেছে। এখন বন্ধ করা যায় না। সি. আই. এর. কর্তারা ভাবলেন মাটীর উপর কে গর্ত খুঁড়ছে সেইটে জানা দরকার।

সি. আই-এ এবার তাদের এক ডবল এজেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

তাকে বলা হলো গর্ত কে খুঁড়ছে সেইটে বার করতে হবে। ডবল এজেণ্ট শহরের চারদিক ঘুরে এসে বললো : ভয় নেই। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারীরা রাস্তার পাশে ড্রেন বানাবার জন্যে গর্ত খুঁড়ছে। ওদের কাজে তোমাদের কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

আবার টানেল খোঁড়া স্থরু হলো। শুধু ট্যানেল খোড়া নয়, সি. আই-এর কর্তারা এই টানেলকে এয়ার কণ্ডিশন করলেন।

এবার টার্মিনাসের টেলিফোন লাইনগুলোকে ট্যাপ করা হলো। এমন সূক্ষ্ম নিপুণভাবে এই কাজ করা হলো যে, কেউ বুঝতে পারলো না যে, বাইরের কেউ লাইন ট্যাপ করে তাদের কথাবার্তা শুনছে। প্রথমতঃ তারের সামনে এক এমপ্লিফায়ার দিয়ে তারের ইলেকট্রিক তরঙ্গকে ধরা হলো। তারপর বুষ্টারের সাহায্যে ইলেকট্রিক তরঙ্গকে ডিষ্ট্রিবিউটারে নিয়ে আসা হলো। ডিষ্ট্রিবিউটার থেকে একটি লাইন সোজা আমেরিকান সীমান্তে নিয়ে আসা হলো। তারপর টেপ রেকর্ডার দিয়ে সমস্ত কথাবার্তা রেকর্ড করা হলো। একদিন নয়, প্রায় কুড়িমাস ধরে এই টেলিফোন লাইন ট্যাপ করা হলো।

কিন্তু একদিন এই ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলো। ২২শে, এপ্রিল, ১৯৫৬, সোভিয়েত-এর আর্মির এক কর্মচারী এই টানেল আবিষ্কার করলেন।

একদিন এই টেলিফোনের টার্মিনাস চেক্ করতে সোভিয়েত আর্মির এক মেকানিক এলো। মেকানিক টার্মিনাসের সামনে বেশ বড় এক নোটিশ বোর্ড দেখতে পেলো। সেই নোটিশ বোর্ডে লেখা ছিলো : কম্যাণ্ডিং অফিসারের বিনা হুকুমে এই টার্মিনাসের ভেতর কারু ঢুকবার অধিকার নেই।

এই নোটিশবোর্ড সি. আই-এর কর্তারা লাগিয়েছিলেন। মেকানিক এই ধরনের নোটিশ দেখে তাজ্জব বনে গেলো। ভয়ে টার্মিনাসের ভেতর ঢুকলো না। বড়ো কর্তাদের কাছে গিয়ে এই নোটিশের কথা বললো। এবার সবাই এসে দরজা ভেঙ্গে টার্মিনাসের ভেতর ঢুকলো।

সোভিয়েত মিলিটারী বাহিনী টানেলের ভেতর ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে টানেলের ভেতর সঙ্কেত ধ্বনি বেজে উঠলো।

সি. আই-এর কর্মচারীরা টানেল ছেড়ে চলে গেলেন।

টানেল এবং টেলিফোন লাইন ট্যাপিংর বন্দোবস্ত দেখে সোভিয়েত মিলিটারী কর্তারা অবাক হলেন। এই ধরণের লাইন ট্যাপ করবার নিখুঁত বন্দোবস্ত এর আগে তারা কখনও দেখেন নি।

রাশিয়া এবার ইউনাইটেড নেশনসে সি. আই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন।

প্রকাশ্যে মস্কোর কর্তারা প্রতিবাদ জানালেন বটে কিন্তু মনে মনে সি. আই-এর কার্য্যকলাপের তারিফ করলেন।

*　　*　　*

টেলিফোন লাইন ট্যাপিংর গল্প শুনলেন, এবার ঘর বাগিং বা মাইক্রোফোন বসিয়ে কথাবার্তা শুনবার কাহিনী শুনুন।

আজকাল ঘর বাগিং করে কিংবা ঘরে মাইক্রোফোন বসিয়ে আলাপ আলোচনা শোনা খুবই প্রচলিত প্রথা।

এছাড়া খবর সংগ্রহ বা শোনবার জন্যে "Audio Surveillance" প্রথা ব্যবহার করে।

Audio Surveillance এর জন্যে ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মস্কোতে আমেরিকান এম্বাসীতে একবার K. G. B. এই ধরণের ইলেকট্রনিক যন্ত্র ব্যবহার করে এম্বাসীর সমস্ত গোপণ কথাবার্তা শুনেছিলো।

আজকাল অনেক হোটেলের ঘরে মাইক্রোফোন বসানো থাকে। বিদেশের হোটেলের ঘরে লোকজনের কথাবার্তা শুনবার জন্যে এবং টেপ রেকর্ড করবার জন্যে মাইক্রোফোন বসানো থাকে। বাগিং বা মাইক্রোফোনের হাত থেকে রেহাই পাবার সবচাইতে উৎকৃষ্টতম পন্থা হলো গোপণ কথা বলবার সময় বাথরুমের জলের কল খুলে দিন কিংবা ঘরের ভেতর রেডিও বাজান।

পশ্চিম জর্মানীর প্রেসিডেণ্ট এডেনআওয়ার একবার মাস্কাতে বেড়াতে গেলেন। পশ্চিম জার্মানীর মস্কোতে কোন দূতাবাস ছিলো না। কাজেই এডেনআওয়ার ভ্রমনের কয়েকটা দিন ট্রেনেই ছিলেন এবং মস্কোতে পৌঁছে হোটেল না থেকে ট্রেনে থেকে গেলেন।

*　　*　　*

খবর বার করবার আরো কয়েকটি পন্থা আছে। ব্ল্যাকমেলিং বা character assassination করে খবর বার করা হয়। তার উদাহরণ স্বরূপ চীন সরকার কিছুদিন আগে বাজারে একটি ইস্তাহার বিলি করেছিলেন। এই ইস্তাহারে আফ্রো-এশিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিলো।

এই ইস্তাহারে চীন সরকার মস্কোর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন যে, আজকাল রাশিয়ানরা আফ্রো এশিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের ব্ল্যাকমেল করবার

চেষ্টা করছে। আর ব্ল্যাকমেল করবার সহজ উপায় হলো মেয়ে মানুষ। ধরুণ কাউকে দলে টানতে হবে কিংবা কারু কাছে থেকে গোপনীয় খবর বার করতে হবে। লোকটির সঙ্গে এক সুন্দরী মেয়ের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। বেশ কিছুদিন বাদে হয়তো মেয়েটি ফস্ করে বলে বসলো : গোপন খবর দাও নইলে সবাইকে বলবো আমি হলুম অন্তঃসত্বা। আর আমার অন্তঃসত্বার কারণ হলে তুমি।

বলুন এই কথার কী জবাব দেবেন ?

কী করে মেয়ে মানুষকে ব্যবহার করে গোপন খবর আদায় করা হয় তার সব চাইতে বড়ো দৃষ্টান্ত হলো পোর্টল্যাণ্ড স্পাইর কেস। এই কেসের নায়ক নায়িকা হলেন হ্যারী হাউটন গর্ডন, আরনলড মলোডী, ক্রোগার দম্পতি এবং এলিজাবেথ গী।

কিন্তু এই কাহিনী শুনবার জন্যে আমাদের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জর্জ স্মিথের সাহায্য নিতে হবে। কারণ স্মিথই পোর্টল্যাণ্ড স্পাইং কেসের তদন্ত করেছিলেন। এবার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্মিথের কাহিনী শোনা যাক।

* * *

: সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্মিথ ?

ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের বড়ো কর্তা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি জবাব দিলুম : ইয়েস স্যর।

: হ্যারী হাউটনের ফাইল তৈরী হয়েছে ?

: হ্যাঁ স্যর। আমি আবার বললুম।

: তাহলে আর দেরী করছো কেন ? ওদের আজই গ্রেপ্তার করো।

: আমাকে আরো কয়েকটা দিন সবুর করতে হবে স্যর। কারণ টাটকা একটা খবর পেয়েছি। হ্যারী হাউটন শিগি্রই রাশিয়ান এজেণ্ট লন্সডেলের কাছে কতোগুলো সিক্রেট খবর পাচার করবে।

কর্তাকে আমি আশ্বাস দিলুম বটে কিন্তু আমার মন বলতে লাগলো দেরী করলে পাখী উড়ে যাবে। জানতে চাইছেন হ্যারী হাউটন, লন্সডেল কে ? আর কেন ওদের গ্রেপ্তার করতে চাইছি। বেশ তাহলে আপনাদের হ্যারী হাটউন, লন্সডেলের ফাইল থেকে খানিকটা পড়ে শোনাচ্ছি।

আমার এই ফাইলের ক্ল্যাসিফিকেশন হলো টপ সিক্রেট এন. জি.-ও, নট-টু গো টু অফিস ফাইল। ফাইলের উপর বড়ো বড়ো অক্ষরে লাল কালীতে লেখা ছিলো : পোর্টল্যাণ্ড নেভাল স্পাইং কেস। টপ্ সিক্রেট।

প্রথমে কেস নম্বর ওয়ান, হ্যারী হাউটনের কাহিনী শুনুন।

হ্যারী হউটন ছিলেন ইংরেজ। ষোলো বছর বয়েসে নেভীতে যোগ দেন। বড়ো কর্তাদের তোষামোদ করা ছিলো তার পেশা ও অভ্যাস। চরিত্র বলে হ্যারী হাউটনের কিছুই ছিলোনা। তাই অর্থের লোভে নিজের দেশকে বিক্রী করতে সংকোচ বোধ করেনি। তার চরিত্রের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পোলিশ এসপিওনেজ সার্ভিস ও কে. জি. বি. তাকে ব্ল্যাক্‌মেল করেছিলো।

যুদ্ধের সময় হ্যারী হাউটন নেভীতে কাজ করতো বটে কিন্তু আসল যুদ্ধ কোনদিনই তাকে কখনই করতে হয়নি। যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক কিছুদিন আগে হ্যারী হাউটন ভারতবর্ষে কাজ করতে গেলো। এখানে এসে হলো বন্দীদের রেষ্ট ক্যাম্প ইন চার্জ। আর ক্যাম্পে বসে হাউটন তার বীরত্বের বড়াই করতো।

লড়াই শেষ হবার পর হ্যারী হাউটন নৌবাহিনীতে ক্লার্কের কাজে যোগ দিলো। ক্লার্ক মানে বড়ো বাবু। কিন্তু বড়বাবুর পদে বেশীদিন তাকে কাজ করতে হলো না। বড্‌ডো বেশী মদ খেতো বলে তাকে অন্যত্র বদলী করা হলো। কোথায় বদলী করা হলো জানেন? পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস'তে ব্রিটীশ এম্বাসীর নেভাল এটাচীর দপ্তরে।

তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে। পোল্যাণ্ডে জিনিষপত্র পাওয়া দুর্লভ। সব কিছুই বেশ চড়া দামে কালো বাজারে বিক্রী হয়। বিশেষ করে ওষুধপত্র। বাজারে বিস্তর পেনিসিলিন ব্ল্যাকমার্কেট হচ্ছে। পয়সার লোভে হ্যারী হাউটন এবার এই ব্ল্যাকমার্কেটিংর ব্যবসা সুরু করলো। আর এই কাজ সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পোল্যাণ্ডের ইনটেলীজেন্স সার্ভিস—জেড টু'র (Z-2) দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আরো সহজে বলতে পারি, পোলিশ ইনটেলীজেন্সের পাল্লায় পড়ে হ্যারী হাউটন ওষুধের কালো বাজারে কাজ সুরু করলো। লণ্ডন থেকে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পেনিসিলিন নিয়ে আসতো—আর বাজারে বেশ চড়া দামে এ ওষুধ বিক্রী করতো। মুনাফা যা হতো সেই পয়সা লণ্ডনে পাঠাতো।

কালোবাজারে তাকে টেনে আনলো একটি মেয়ে। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। তার নাম ক্রিশ্চিনা। একদিন ব্রিটীশ এম্বাসীর এক ককটেল পার্টীতে ক্রিশ্চিনার সঙ্গে তার আলাপ হলো। আলাপ থেকে হৃদ্যতা, তারপর প্রেম এবং সর্বশেষে যা হয় তাই। নারী ও সুরা। কিন্তু হ্যারী হাউটন একবারও ভাবেনি যে, এই ক্রিশ্চিনা মেয়েটি হলো পোলিশ ইনটেলীজেন্সের দপ্তর জেড-টু'র মেয়ে।

ক্রিশ্চিনা পোল্যাণ্ডের আরো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ীর সঙ্গে হ্যারী হাউটনের আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলো। ক্রমে ক্রমে তার ওষুধের কালোবাজার বেশ জমে উঠলো। আর সেই সঙ্গে হ্যারী হাউটনের লণ্ডনের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বেশ মোটা হতে লাগলো।

একদিন ক্রিশ্চিনা হ্যারী হাউটনকে বললো : তোমার বাড়ীতে আসবো। শুধু এক সর্তে।

: কী সর্ত ? হ্যারী হাউটন জিজ্ঞেস করলো—

: আমি লুকিয়ে তোমার বাড়ীতে আসতে চাই। জানোতো বিদেশীদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা করা নিষেধ। তুমি ইংরেজ। তারপর ডিপ্লোম্যাটিক সার্ভিসের লোক। তোমার সঙ্গে দেখা করার অনেক বিপদ। তখন হ্যারী হাউটনের বউ ওয়ারসতে থাকতো। অতএব ক্রিশ্চিনা লুকিয়ে তার বাড়ীতে আসতে লাগলো। হ্যারী হাউটন মনে মনে ভাবতো ক্রিশ্চিনা লুকিয়ে তার বাড়ীতে আসছে কিন্তু আসলে ক্রিশ্চিনা কখন তার বাড়ীতে আসতো এবং কতোক্ষণ তার সঙ্গে কাটাতো সবই পোলিশ ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের জানা ছিলো।

দু'বছর কালোবাজারের ব্যবসা করে হ্যারী হাউটন বেশ মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা করলো। তারপর একদিন বদলী হয়ে দেশে ফিরে গেলো।

লণ্ডনে ফিরে এসে হ্যারী হাউটন পোর্টল্যাণ্ড সামরিক নৌবন্দরে কাজ নিলো।—আণ্ডার ওয়াটার ওয়েপনস ডিপার্টমেন্টের ক্লার্কের কাজ।

পোর্টল্যাণ্ড সামরিক নৌবন্দরের বেশ গুরুত্ব ছিলো। এই বন্দরে প্রায় কুড়ি হাজারের বেশী লোক কাজ করতো। আর এখানে অনেক গোপনীয় কাজ কর্ম হতো। এখানে ব্রিটীশ নৌবাহিনীর সাবমেরিন ও এ্যান্টি সাবমেরিনের সমস্ত রিসার্চ কাজ হতো। শুধু তাই নয়। 'নোটোর' অনেকগুলো গোপনীয় কাজ নিয়ে এখানে গবেষণা হতো। সহজ ও সংক্ষেপে, এই নৌবন্দরের কাজ ছিলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিছুদিন বাদে হ্যারী হাউটন তার বউর সঙ্গে ঝগড়া করলো। বউর সঙ্গে তার কোনদিনই বনিবনা ছিলোনা। কিন্তু এবার স্বামী স্ত্রীর ভেতর ঝগড়া বেশ ভালো করেই হলো। একদিন হ্যারী হাউটনের বউ ঝগড়া করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপর কোর্টে গিয়ে বললো : আমি ডিভোর্স চাই। ডিভোর্স মঞ্জুর হলো।

বউ চলে যাবার পর হ্যারী হাউটন তার এক সহকর্মীর প্রেমে পড়লো। সহকর্মীর নাম হলো ইথেল এলিজাবেথ গী।

এবার শুনুন কেস নাম্বার টু। আসামী ইথেল এলিজাবেথ গী'র ফাইল থেকে খানিকটা পড়ে শোনাচ্ছি।

ইথেল এলিজাবেথ গী, বয়স পঁয়তাল্লিশ। দেহে যৌবন বা সৌন্দর্য বলে কিছুই ছিলোনা। তাই কোন পুরুষ কোনদিন তার প্রেমে পড়েনি।

যুদ্ধের সময় ইথেল গী সামান্য ছোটখাটো কাজ করতো। যুদ্ধের পর ইথেল গী পোর্টল্যাণ্ড সামরিক নৌবন্দরে আণ্ডার ওয়াটার ওয়েপনস ডিপার্টমেণ্টে কাজ নিলো।

যৌবন তার বয়ে যাচ্ছে—ভবিষ্যৎ ম্লান। প্রেম নেই—পয়সা নেই। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন দমকা বাতাসের মতো হ্যারী হাউটন এসে তার হৃদয়কে দোলা দিলো।

ইথেল গী ও হ্যারী হাউটনের ঘর বাধবার প্রবল ইচ্ছে হলো। হ্যারী হাউটন একটা বাড়ী কিনলো—আর মিস্ গী সেই বাড়ী সাজাবার ভার নিলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন তাদের বিয়ের স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হলো।

কেন?

আর এই 'কেন'র উপর ভিত্তি করেই পোর্টল্যাণ্ড স্পাইং কেস।

* * *

এবারে কেসের পুরো কাহিনী ও 'কেন'র জবাব শুনুন।

একদিন হ্যারী হাউটন তার দপ্তরে বসেছিলো। হঠাৎ সে একটি টেলিফোন পেলো।

: মিঃ হাউটন।

: কথা বলছি।

: ক্রিশ্চিনার কাছ থেকে এসেছি। ক্রিশ্চিনা আপনাকে নমস্কার জানিয়েছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

: ক্রিশ্চিনা! কোন ক্রিশ্চিনা? প্রশ্ন বেশ একটু বিস্মিত হতবাক হয়ে হাউটন জিজ্ঞেস করলো।

: আপনার পোল্যাণ্ডের বান্ধবী ক্রিশ্চিনা। সেকি! এতো সহজে ক্রিশ্চিনাকে ভুলে গেলেন কী করে? ক্রিশ্চিনা তো আপনাকে ভোলেনি—অপর প্রান্ত থেকে জবাব এলো।

হ্যারী হাউটনের অতীতের স্মৃতি মনে পড়লো। লণ্ডনে ফিরে এসেও সে ক্রিশ্চিনাকে অনেক চিঠি পত্র লিখেছে। মাঝে-মাঝে দুএকটা কসমেটিকস

ও প্রেজেন্ট পাঠিয়েছে। একবার ক্রিশ্চিনা তাকে লিখেছিলো : পোল্যাণ্ডে আর থাকতে ইচ্ছে করছে না। এই দেশ থেকে পালাতে চাই।

আজ ক্রিশ্চিনার নমস্কারের কথা শুনে হ্যারী হাউটন ভাবলো হয়তো ক্রিশ্চিনা পোল্যাণ্ড থেকে পালাবার চেষ্টা করছে। হয়তো তার সাহায্য চায়।

এবার হ্যারী হাউটন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে লোকটির সঙ্গে দেখা করলো।

লোকটির সঙ্গে কথা বলে হ্যারী হাউটন বিস্মিত হলো।

: মিঃ হাউটন আমরা চাই আপনি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

: সহযোগিতা! কী ধরণের সহযোগিতা! আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। আপনি কে? অনেকগুলো প্রশ্ন হাউটন একসঙ্গে করলো।

: আমরা ব্রিটীশ নৌবাহিনীর কিছু গোপন খবর চাই। ইচ্ছা করলে আপনি এই গোপন খবর আমাদের দিতে পারেন। আর আমি কে জানতে চাইছেন? আমি হলুম ক্রিশ্চিনার বন্ধু—পোলিশ সিক্রেট পুলিশের লোক।

লোকটির কথা শুনে হ্যারী হাউটন ভয় পেলো। এবার জোর গলায় হ্যারী হাউটন প্রতিবাদ করে বললো : সরি, ওল্ড চ্যাপ। আপনাদের আমি কোন গোপন খবর দিতে পারিনা।

হ্যারী হাউটনের কথা শুনে লোকটি হাসলো। তারপর বললো : আমাদের কাছে একটা ফাইল আছে। আর ফাইলের উপর কী লেখা আছে জানেন? দি কেস অব হ্যারী হাউটন। আর সেই ফাইলের ভেতর লেখা আছে কবে হ্যারী হাউটন ক্রিশ্চিনার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে প্রেম করেছিলো। আর আপনি যে ওয়ারসতে ওষুধের ব্ল্যাকমার্কেটিং করতেন সে খবরও আমাদের জানা আছে।

এবার বেশ ভয়ে-ভয়ে হ্যারী হাউটন জিজ্ঞেস করলো : বেশ বলুন, আমাকে কী কাজ করতে হবে?

: কাজের পুরো ফিরিস্তি আপনাকে পরে দেয়া হবে। বর্তমানে পোর্টল্যাণ্ড নৌবাহিনীর কিছু খবরাখবর আমাদের দরকার। শুনুন, আমরা আপনাকে শিগ্‌গিরই হুভার মেশিনের একটা ইস্তাহার পাঠাব। যেদিন আমাদের কাছ থেকে এই ইস্তাহার পাবেন তারপরের শনিবার আপনি এসে আমাদের সঙ্গে 'টাবিযুগ' রেঁস্তোরায় দেখা করবেন।

এই বলে লোকটি হ্যারী হাউটনের হাতে আট পাউণ্ডের নোট গুঁজে দিলো। বললো : টাকাটা রাখুন। আপনার খরচার জন্যে লাগবে।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন বাদে 'টাবিযুগ' রেঁস্তোরায় একটি লোক হ্যারী হাউটনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলো। লোকটি হ্যারীকে দেখে প্রশ্ন করলো: আমার জন্যে কিছু খবর এনেছেন?

হ্যারী এবার পকেট থেকে একটি লিষ্ট বের করলো। তারপর লিষ্টটি লোকটির হাতে দিয়ে বললো: এই লিষ্টে কিছু প্রমোশন ও বদলীর খবর আছে। লোকটি মুখ গম্ভীর করে বললো: অতো সামান্য ছোট খবর আমাদের দরকার নেই। আমরা আরো ভালো খবর চাই।

: অন্য ধরণের খবর সংগ্রহ করতে গেলে আমাদের বিপদে পড়তে হবে— হ্যারী হাউটন জবাব দিলো। লোকটি হাসলো। বললো: পেট্রোভ বলে এক বিশ্বাসঘাতকের নাম শুনেছেন? লোকটি অষ্ট্রেলিয়াতে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো। তবে আমাদের হাত থেকে পালাতে পারবে না।

হ্যারী হাউটন কোন জবাব দিলো না। চুপ করে লোকটির কথা শুনতে লাগলো।

: ট্রটস্কির নাম শুনেছেন? শেষ অবধি ট্রটস্কিও আমাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি।

এই কথা শুনে হ্যারী হাউটন ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

: যাক্ আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করবেন না। কিছু ভালো খবর নিয়ে আসুন। তাহলে জীবনটা বাঁচবে।

হ্যারী হাউটন আতঙ্কিত মন নিয়ে বাড়ীতে ফিরে গেলো।

কিছুদিন বাদে হ্যারী হাউটনের কাছে হুভার ক্লিনিং মেশিনের ইস্তাহার এলো। এবার হ্যারী হাউটন ঠিক করলো যে, সে আর 'টবিযুগ' রেঁস্তোরায় আর কারু সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। কিন্তু কয়েকদিন বাদে হ্যারী হাউটন সবেমাত্র একটা 'পাব' থেকে বেরিয়েছে এমনি সময়ে দুটো লোক এসে তাকে পাকড়াও করলো।

কি হে মস্তান, আমাদের নির্দেশানুযায়ী টবিযুগ রেঁস্তোরায় যাওনি কেন?

হ্যারী হাউটন কোন সাফাই গাইবার আগেই লোক দুটো হাউটনকে দমাদম মার দিতে লাগলো।

তারপর বললো: এবার শুধু তোমাকে কয়েক ঘা দিলুম—ভবিষ্যতে তোমার স্ত্রীর মুখে এসিড ঢেলে দেবো।

বলাবাহুল্য লোকদুটো জানতো না যে, হ্যারী হাউটন তার স্ত্রীর সঙ্গে থাকে না।

মার খাবার কয়েকদিন বাদে হ্যারী হাউটন আবার হুভার ক্লিনিং মেশিনের ইস্তাহার পেলো।

হ্যারী হাউটনের এবার আদেশ অমান্য করবার সাহস হলো না।

টবিযুগ রেঁস্তোরায় আর একটি লোক এসে হাউটনের সঙ্গে দেখা করলো। বললো: আমার নাম নিকী? আমি ক্রিশ্চিনার কাছ থেকে এসেছি।

লোকটি কী বলতে চায় হ্যারী হাউটন স্পষ্ট বুঝতে পারলো। চীৎকার করে বললো: জাহান্নমে যাক ক্রিশ্চিনা। গতবার তোমরা আমার পেছনে দুটো গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিলে। ওরা এসে আমাকে দমাদম মার দিলো। আমি সেই মারের কথা ভুলে যাইনি।

নিকী দুঃখ প্রকাশ করলো। বললো: সরি, আমি এই মারপিটের কোন খবরই জানিনে। সত্যি তোমাকে প্রকাশ্যে মারপিট করা উচিৎ হয়নি। দরকার হলে ওরা তোমাকে বিষ খাওয়াতে পারতো। কিন্তু যাক সে সব কথা। আমার কথা শোন। তোমাকে একটা দেশলাই দিলুম। এই দেশলাইয়ের ভেতর কী আছে জানো? তোমার কাজের পুরো নির্দেশ এই দেশলাইর ভেতর পাবে।

আলোচনা অন্তে ঠিক হলো যদি হ্যারী নিকীর সঙ্গে দেখা করতে চায় তাহলে লণ্ডন পার্কের দরজার চক দিয়ে OX লিখে রাখবে। ঐ লাইনের নীচে আরো দুটো লাইন দাগ কাটা থাকবে। ঐ লাইন দেখলে হ্যারী নিকীর সঙ্গে মাসের প্রথম শনিবারে মেপোল রেঁস্তোরায় দেখা করবে।

নিকী এবার হাউটনকে পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দর সম্বন্ধে অনেকগুলো প্রশ্ন করলো। বললো: এই সব প্রশ্নের জবাব চাই।

তারপর নিকী হাউটনকে পকেট্ খরচ বাবদ আরো ছয় ষ্টালিং দিলো।

কিছুদিন বাদে আবার হাউটনকে দেখা করতে বলা হলো। কিন্তু হাউটন এই আদেশ অমান্য করলো। আবার গুণ্ডার দল এসে হ্যারী হাউটনকে মার দিলো। বললো: তোমার একটি মেয়ে বান্ধবী আছে। কী নাম তার? মিস্ গী? তুমি যদি ভবিষ্যৎ-এ আমাদের কথা না শোন তাহলে আমরা মিস্ গী'র হাত-পা ভেঙ্গে দেবো।

তারপর আবার যখন 'টবিযুগ' রেঁস্তোরায় হাউটনের ডাক পড়লো তখন হাউটন আদেশ অমান্য করতে পারলো না। কারণ তার মনে ভয় ছিলো যদি সে আদেশ অমান্য করে তাহলে হয়তো গুণ্ডার দল মিস্ গীকে পাকড়াও করে মার দেবে।

কিছুদিন বাদে মেপোল্ রেঁস্তোরায় তার জন বলে একটি লোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। জন হ্যারী হাউটনকে কষে ধমক লাগালো। বললো : তুমি আমাদের আজে বাজে সময় নষ্ট করছো। তুমি সামরিক নৌবন্দরে কাজ করছো। তোমার কাছ থেকে আমরা এর চাইতে ভালো খবর চাই।

*   *   *

কেস নম্বর থ্রী এবং এবার নাটক স্বরু হলো।

এবার নাটকে যে অভিনেতার আর্বিভাব হলো তার নাম হলো গর্ডন আরনলড লন্সডেল।

আমাদের খাতায় এই অভিনেতা লন্সডেল নামে পরিচিত ছিলেন। তার নাম ছিলো কনন মলোডী। অতএব লন্সডেলের কাহিনী বলবার আগে কনন মলোডীর কাহিনী কিছুটা বলতে হবে।

কনন মলোডীর বয়স আটত্রিশ। রেসিডেণ্ট চীফ অব K. G. B. ইন গ্রেট ব্রিটেন।

কনন মলোডীর অতীত জবনী অস্পষ্ট কিন্তু তবু যেটুকু আমরা জানতে পেরেছিলুম সেই থেকে আমাদের আন্দাজ করতে অস্থবিধে হয়নি যে, কনন মলোডী কর্মদক্ষতায় রুডলফ আবেলের জুড়িদার ছিলো। কিন্তু মলোডী রুডলফ আবেলের মতো বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন না।

কনন মলোডীর পারিবারিক জীবনে একেবারেই সুখ শান্তি ছিলো না। প্রধান কারণ মালোডীর মেয়ে,—বয়স প্রায় বারো, পড়াশুনায় চৌকস ছিলোনা। ছেলে সর্বদাই বাবার খোঁজ করে বেড়াত। মলেডীর স্ত্রী গালিসা লোক্যাল কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বর ছিলেন। পার্টির কাজেই তার সময় কেটে যেতো।

গালিসা কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বর হলে কী হবে, তার জিনিষপত্রের টাকা-পয়সার বিস্তর খাঁই ছিলো। এই ব্যাপার নিয়ে মলোডীর জীবনে ভারী দুঃখ অশান্তি ছিলো।

*   *   *

কনন মলোডী একদিন ভোল পাল্টে গর্ডন আরনলড লনসডেল হলো। আর তার রূপ পাল্টাবার জন্যে গেলো ফিনল্যাণ্ডে। এইখানে এসে লনসডেল নাম নিলো। আসল লনসডেলের বাবার নাম ছিলো জ্যাক ইমানুয়েল লনসডেল।

জ্যাক ইমানুয়েল ছিলেন কানাডিয়ান। কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন

ফিনল্যাণ্ডের মেয়ে। তার নাম ছিলো আলগা বুসো। একদিন বউ রাগ করে ছেলেকে সঙ্গে করে ফিনল্যাণ্ডে চলে গেলো। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলো। ফিনল্যাণ্ড হলো রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর সেই যুদ্ধে কিশোর লনসডেল প্রাণ হারালো। কিন্তু কনন মলেডী লনসডেলের পরিচয় দিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলো। মলোডী এবং লনসডেলের চেহারার ভেতর সাদৃশ্য ছিলো। তাই মলোডী যে আসল লনসডেল নয় এই সন্দেহ কারু মনেই জাগলো না। সন্দেহ না করবার আর একটা কারণ ছিলো। মলোডী নিখুঁত ইংরেজী বলতো। বাল্যকালে বেশ কয়েকবছর তার এক আত্মীয়ার সঙ্গে কানাডাতে কাটিয়েছিলো। যুদ্ধের পরে মলোডী লনসডেলের পরিচয় দিয়ে কানাডাতে ফিরে এলো।

কানাডাতে এসে মলোডী লনসডেলের নামে নিজের পরিচয় দিলো। প্রথমে ঐ নামে এক ড্রাইভিং লাইসেন্স নিলো। ওয়াই এম. সি এর মেম্বর হলো। তারপর এক সেলসম্যানের চাকুরী নিলো।

কিছুদিন বাদে লনসডেল টরাণ্টো মিউনিসিপ্যালিটিতে গিয়ে তার জন্মের সার্টিফিকেট নিলো। এই জন্মের সার্টিফিকেট পেতে তার বিশেষ বেগ পেতে হলো না। তার জন্মের সার্টিফিকেট দেখিয়ে কানাডিয়ান পাসপোর্ট যোগাড় করলো। এবার পাসপোর্ট নিয়ে বাসে চেপে কানাডা সীমান্ত অতিক্রম করে আমেরিকায় চলে এলো।

১৯৫৫ সালে লনসডেল কানাডিয়ান পাসপোর্ট নিয়ে ইংল্যাণ্ডের পানে রওনা হলো। তার নতুন পরিচয় হলো আরনলড গর্ডন লনসডেল। ব্যবসায়ী, ভাগ্যের সন্ধানে ইংল্যাণ্ডে এসেছে।

লণ্ডনের বাজারে জাঁকিয়ে বসতে তার বেশী সময় নিলো না। কারণ লনসডেল দেখতে সুপুরুষ ছিলেন এবং মেয়েদের আকর্ষণ করাবর ক্ষমতাও ছিলো। তার ইংরেজী উচ্চারণ ছিলো অতি স্পষ্ট। প্রতিদিন সকালে লণ্ডন শেয়ার মার্কেটের খবরাখবর নিতো। রিজেন্ট পার্কে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলো।

লনসডেল এবার ব্যবসা স্বরু করলো। প্যাকহ্যাম অটোমেটিক কোম্পানীতে কিছু টাকা ইনভেষ্ট করলো। তারপর একটা ফোর্ড ষ্টেশন ওয়াগন কিনলো। কিন্তু ব্যবসায় বেশী সাকসেসফুল হলেন না। কারণ কয়েকদিনবাদে প্যাকহ্যামে অটোমেটিক কোম্পানী ফেল পড়লো।

স্পাইর জীবনে এই ধরনের ব্যবসা অতি গতানুগতিক ব্যাপার। কারণ

ব্যবসা সুরু করলে বাজারে স্পাইর 'এলিবি' সৃষ্টি হয়ে যায়। ব্যবসায়ে বিস্তর টাকা ক্ষতি হলে স্পাইর প্রতি সবার সহানুভূতি হয়।

কোম্পানী ফেল পড়বার কিছুদিন বাদে লনসডেল হঠাৎ লণ্ডন শহর থেকে উধাও হয়ে গেলো। যাবার আগে সবাইকে বললো টাকার সন্ধানে কানাডায় যাচ্ছে। কিন্তু লনসডেল আসলে গেলো মস্কোতে Center-এর সঙ্গে দেখা করতে। ফিরে এসে লনসডেল আবার উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে লাগলো। কিন্তু এবার ব্যবসার চাইতে স্পাইর কাজে বেশী ঝোঁক দিলো।

১৯৫৯র আগষ্ট মাসে মাষ্টার সুইচ কোম্পানীর মোটা শেয়ার কিনলো এবং সেই কোম্পানীর ডিরেক্টর হলো।

* * *

ব্যক্তিগত জীবনে লনসডেল ছিলো আবেলের ঠিক উল্টো।

লনসডেল সাবধানী ছিলো বটে কিন্তু মাঝে মাঝে বড্ডো বেপরোয়া কাজ করে বসতো। টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে বডডো হুঁশিয়ার ছিলো। হিসেব পত্র ঠিক সময় মেটাতো। কোনদিন কারু কাছে কোন বিল বাকী রাখতো না। তার এই সুনামের জন্যে ব্যাঙ্ক তাকে বেশ খাতির করতো এবং মাঝে-মাঝে মোটা টাকা ওভার ড্রাফট দিতো।

কিন্তু মেয়েদের প্রতি লনসডেলের দুর্বলতা ছিলো প্রচুর। রিচার্ড সর্জের মতো লনসডেলও মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সবাই বলতো লনসডেল ছিলো লেডীজম্যান।

লনসডেল পুলিশের কাছে ধরা পড়বার পর বহু মেয়ে এসে লণ্ডনের কাগজওয়ালাদের কাছে লনসডেলের সঙ্গে তাদের রোমান্সের বিচিত্র গল্প করেছে।

লনসডেল মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। তাই কারু মনে কখনও সন্দেহ জাগেনি যে, লনসডেল হলো মস্কোর স্পাই। বরোং লনসডেলের বোহেমিয়ান জীবনের জন্যে সবাই তাকে ভালবাসতো। লনসণ্ডেলও তার বন্ধুবান্ধবদের যথেষ্ট সাহায্য করতো।

* * *

এবার নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক সুরু হলো। এই দৃশ্যে আরো দুটি চরিত্রকে দেখা যাবে। তাদের নাম হলো পিটার জন ক্রোগার ও তার স্ত্রী হেলেন জয়েস ক্রোগার। পাসপোর্টে তাদের পরিচয় ছিলো যে, তারা হলো নিউজিল্যাণ্ডের বাসিন্দা। কিন্তু আসলে ক্রোগার দম্পত্তি ছিলো আমেরিকান।

তাদের আসল পরিচয় হলো মরিস ও লোনা কোহেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তারা আমেরিকান কম্যুনিষ্ট পার্টিতে কাজ করতো।

মরিস কোহেনের বাবা ছিলো আমেরিকান ইহুদী। মরিস কোহেন বাল্যকালে খুব নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলো।

১৯৩৭ সালে কোহেন ইস্রাইল আলতম্যান নাম দিয়ে এক আমেরিকান পাসপোর্ট যোগাড় করলো। তারপর স্পেনের যুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কন ব্রিগেডে যোগ দিলো। এই ব্রিগেডের সঙ্গে সোজা স্পেনে চলে এলো।

স্পেনের যুদ্ধের পর মরিস কোহেন পুরোপুরি কম্যুনিষ্ট পার্টির কাজ সুরু করলো।

দ্বিতীয় যুদ্ধ সুরু হবার আগে মরিস ক্রোগার হেলেন ক্রোগারের প্রেমে পড়লো। হেলেন ক্রোগারের আসল নাম ছিলো লোনা টেরেসা পেটকা। তার বাবা ছিলো পোল্যাণ্ডের এক শরণার্থী। চোদ্দ বছর বয়েসে লোনা পেটকা একদিন বাড়ী থেকে পালিয়ে গেলো। তারপর এক বাড়ীতে গভর্ণেসের কাজ সুরু করলো। এই সময়ে মরিস কোহেনের সঙ্গে তার পরিচয় হলো। পরিচয় থেকে প্রেম এবং সর্বশেষে পরিণয়।

যুদ্ধের সময় মরিস কোহেন আমেরিকান সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলো। সৈন্যবাহিনীতে তার কাছ ছিলো রান্না করা। লোনা কোহেন সৈন্যবাহিনীর এক দোকানে কাজ করতো।

যুদ্ধের শেষে কোহেন দম্পতির সঙ্গে সবোলের পরিচয় হলো। জ্যাক সবোল ও তার স্ত্রী ছিলেন মস্কোর স্পাই এবং আবেল আমেরিকাতে আসবার আগে তিনিই ছিলেন আমেরিকাতে Center-এর প্রতিনিধি। কিন্তু কিছুদিন পরে Center-এর সঙ্গে সবোলের মনোমালিন্য ঘটে। এই মনোমালিন্যের কারণ হলো সবোল প্রায়ই ইয়োরোপে বেড়াতে যেতেন এবং সিক্রেট ফাণ্ডের টাকা খরচ করতেন। অতএব সবোলের জায়গায় Center রডলফ আবেলকে আমেরিকাতে নতুন রেসিডেণ্ট চীফ করে পাঠাল। আবেল এসে কোহেন দম্পতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। কোহেনের কাছে অবশ্যি আবেল "মিলটন" নামে পরিচিত ছিলো।

* * *

কয়েকমাস বাদে আমেরিকাতে রোজেনবার্গ স্পাই কেস নিয়ে তুমুল হৈ-হল্লা সুরু হলো। লণ্ডনে ক্লাউস ফুকসকে গ্রেপ্তার করা হলো। রোজেনবার্গের

দলের সঙ্গে যারা জড়িয়ে ছিলেন তারা অনেকেই পালিয়ে গেলেন। কোহেন দম্পতি ছিলো তার মধ্যে একজন।

কোহেনরা পালিয়ে অষ্ট্রিয়াতে এসে পৌঁছল। জাল জন্মের সার্টিফিকেট দিয়ে তারা পারীতে নিউজিল্যাণ্ড এম্বাসীর কাছে পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করলো। তারপর নিউজিল্যাণ্ডের পাসপোর্ট নিয়ে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলো।

লণ্ডনে এসে কোহেনের নাম হলো পিটার জন ক্রোগার। একটা পুরান বই বেচাকিনার দোকান খুললো। ক্রোগার প্রায়ই বই বেচাকিনার উদ্দেশ্যে পারী জেনিভা ভ্রমণ করতো। কিন্তু আসলে বিদেশ থেকে Center-এর কাছে খবর পাঠাত।

ক্রোগার দম্পতি ইংল্যাণ্ডের রুইস্লিপ এলাকায় থাকতো। সেইখানে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিয়ে একটা বাংলো কিনে বাড়ীতে বসে বইর ব্যবসা করতো। মহল্লায় ক্রোগার দম্পতি খুবই জনপ্রিয় ছিলো। কারু মনে একবারও সন্দেহ জাগেনি যে, ক্রোগাররা হলো মস্কোর স্পাই।

এই ক্রোগারের বাড়ী থেকে লনসডেল রেডিওতে Center-এর কাছে খবর পাঠাতো।

* * *

পুরান কাহিনীতে ফিরে আসা যাক।

একদিন লনসডেল হ্যারী হাউটনের বাড়ীতে এসে দেখা করলো। নিজের পরিচয় দিয়ে বললো: আমার নাম আলেক্স জনসন। আমি হলুম আমেরিকান এম্বাসীর নেভাল এটাচী।

আমেরিকান এম্বাসীর নাম শুনে হাউটন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তার বাড়ীতে আমেরিকান নেভাল এটাচীকে দেখতে পাবে একেবারেই কল্পনা করেনি।

: বলুন আমি কী করতে পারি? বেশ একটু সমীহের কণ্ঠে হ্যারী হাউটন জিজ্ঞেস করলো।

: আমি পোর্টল্যাণ্ড সামরিক নৌবহরে গিয়েছিলুম। আমার এক বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে বললো।

হ্যারী হাউটনের কৌতুহল বাড়লো। জনসন তাকে সাবমেরিন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলো। তারপর সঙ্গীত নাটক নিয়ে আলোচনা সুরু হলো। লণ্ডনে তখন বলশয় থিয়েটারের অভিনয় হচ্ছিলো।

হাউটন বললো আমার এক বন্ধু আছে। তার ব্যালে দেখবার ভারী শখ। আমরা ভাবছিলুম বলশয় থিয়েটারে যাবো। কিন্তু বাজারে বলশয় থিয়েটারের টিকিট পাওয়া যাচ্ছেনা।

জনসন হাউটন সান্ত্বনা দিলো। বললো: টিকিটের জন্যে ভাবছো কেন? বলশয় থিয়েটারের টিকিট আমি তোমাকে পাঠিয়ে দেবো।

জনসন চলে যাবার পর হাউটন বুঝতে পারলো যে, জনসন আমেরিকান দূতাবাসের নেভাল এটাচী নয়। সে হলো নিকীরই বন্ধু, মস্কোর স্পাই।

কিন্তু বলশয় থিয়েটার দেখবার লোভ হাউটন সামলাতে পারলো না। মনের ভেতর সন্দেহ জাগা সত্ত্বেও জনসনের কাছ থেকে বলশয় থিয়েটারের টিকিট গ্রহণ করলো।

*　　　*　　　*

হাউটনের কথা সর্বপ্রথম স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কানে এলো ১৯৬০ সালে।

পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের একজন সরকারী ফটোগ্রাফার একদিন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কাছে নালিশ করলো যে, সে একটি বেনামী চিঠি পেয়েছে। এই চিঠিতে তাকে শাসান হয়েছে। ফটোগ্রাফার বললো হাউটন তাকে একেবারেই দেখতে পারে না। অতএব পত্র লেখক হ্যারী হাউটন ছাড়া আর কেউ নয়।

তদন্তে জানা গেলো হ্যারী হাউটন এই ব্যাপারে নির্দোষ। এই চিঠির পত্র-লেখক হ্যারী হাউটন নয়। কিন্তু তদন্তে আরো কতগুলো রহস্যময় খবর প্রকাশিত হলো। প্রথমতঃ হ্যারী হাউটনের বিলাসী জীবনের খবর জানা গেলো। হাউটন পোর্টল্যাণ্ড নৌবন্দরের সামান্য কর্মচারী কিন্তু বিলাসী জীবন যাপন করে। আয়ের চাইতে রোজগার বেশী। একটা নতুন বাড়ী কিনেছে। আর সেই বাড়ী মেরামত করতে প্রায় নয় হাজার পাউণ্ড খরচ করেছে। শুধু তাই নয় হ্যারী হাউটন দামী গাড়ী ব্যবহার করছে। রেঁস্তোরা ও পাবে সদা-সর্বদাই তাকে দেখা যায়।

হ্যারী হাউটনের এই আমিরী চালের খবর স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কানে এলো। বড়ো কর্তারা ঠিক করলেন হাউটনের উপর নজর রাখতে হবে। আর এই তদন্তের ভার আমাকে দেয়া হলো। ঠিক একই সময়েই এম. আই. ফাইভের কর্তারা লন্সডেলের অতীত জীবন সম্বন্ধে তদন্ত সুরু করলেন।

*　　　*　　　*

এবার নাটকের শেষ দৃশ্যের কথা শুনুন।

হ্যারী হাউটন ও এলিজাবেথ গী যথাসময়ে বলশয় থিয়েটার দেখতে গেলো।

কিছুদিন বাদে হ্যারী হাউটন লন্সডেলের সঙ্গে দেখা করলো। তার সঙ্গে একটা এটাচী কেস ছিলো। আর এই এটাচী কেসের ভেতর অনেক জরুরী কাগজ-পত্র ছিলো।

: কী আছে তোমার এটাচী কেসে?—লন্সডেল জিজ্ঞেস করলো।

: কিছু কাগজ-পত্র।—লন্সডেল জবাব পেলো।

: বেশ, আমার কথা শোন। প্রতি মাসের প্রথম শনিবারে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

এই কথা বলে লন্সডেল ও হাউটন এক পাব্লিক টেলিফোন বুথে গেলো। সেইখানে লন্সডেল হাউটনের হাত থেকে এটাচী কেসটি নিলো।

তারপর প্রায়ই হাউটন লন্সডেলের সঙ্গে দেখা করতে লাগলো।

কিছুদিন বাদে জন বলে আর একটি লোক এসে হাউটনের সঙ্গে দেখা করলো। বললো: তোমাকে জিব্রাল্টারে যেতে হবে। আমরা একটা খবর জানতে চাই। শুনেছি জিব্রাল্টারে ব্রিটীশ নৌবাহিনীর এক বিশেষ যন্ত্র আছে। কোন সাবমেরিণ জিব্রাল্টারে গেলে এই যন্ত্রে ধরা পড়ে। আমরা এই খবর সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে চাই। তোমার জিব্রাল্টারে যাবার খরচ আমরা দেবো।

হাউটন এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করলো। বললো: অসম্ভব। আমি জিব্রাল্টারে গেলে ধরা পড়বো। ওখানের কাউকে আমি চিনি না। হাউটনর কথা শুনে জনের মুখ গম্ভীর হলো। বললো: বাই দি ওয়ে, মিস্ গী কেমন আছেন? যাক, আর একটা কথা। অনেকদিন যাবৎ তোমার কাছ থেকে আমরা কোন ভালো খবর পাইনি। একটা ভালো খবর দাও, নইলে……

জন তার কথা শেষ করলো না। কিন্তু বাকী কথার অর্থ বুঝে নিতে হাউটনের অসুবিধে হলো না।

জন আবার বললো: তুমি পোর্টল্যাণ্ড সামরিক নৌবন্দরে সামান্য চুনোপুটী। পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টা তোমার উপর নজর রাখছে না। তাহলে অতো ভয় পাচ্ছো কেন?

* * *

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের দিকে হ্যারী হাউটন লন্সডেলের সঙ্গে দেখা করলো। সেদিনকার মিটিংএ মিস্ গীও উপস্থিত ছিলেন। লন্সডেল হ্যারী

হাউটনকে একটি ক্যামেরা দিলো এবং বললো : তোমাদের দপ্তরে একটি বই আছে। এই বইটির নাম হলো : Particulars of War Vessels। এই বইর ভেতর বিভিন্ন জাহাজের নক্সা আছে। প্রতিটি নক্সাই সিক্রেট। আমরা এই নক্সার কপি চাই।

মিস্ গীকে বললো : মিস্ গী, তোমাকে এই বারোটি প্রশ্ন দিলুম। আমরা এই প্রশ্নগুলি জবাব চাই। তোমার দপ্তরের ফাইলে এই প্রশ্নের জবাব পাবে।

এই বারোটি প্রশ্ন ব্রিটিশ সাবমেরিণ সম্বন্ধে করা হয়েছিলো।

মিস্ গী দপ্তরের নথিপত্র ঘাটতে লাগলো। হ্যারী হাউটন ক্যামেরা নিয়ে Particulars of War Vessels থেকে ছবি তুলতে লাগলো। এই বইতে এ্যাটমিক প্ল্যান্টের পুরো খবরও ছিলো।

তারপর একদিন হ্যারী হাউটন ও মিস্ গী এই সমস্ত সিক্রেট কাগজ-পত্র নিয়ে লণ্ডনের পানে রওনা দিলো।

* * *

এবার আমরা ঠিক করলুম জাল গোটাতে হবে। দলবল নিয়ে ছদ্মবেশে আমরা ওয়াটারলু ষ্টেশনে গিয়ে হাজির হলুম। ট্রেন লেট ছিলো। ট্রেন থেকে নেমে হ্যারী হাউটন ও মিস্ গী বাজার করতে বেরুলো। প্রায় চারটার সময় দুজনে আবার ওয়াটারলু ষ্টেশনের কাছে ফিরে এলো। ওল্ড ভিকের কাছ দিয়ে যখন ওরা হাঁটছে তখন লন্সডেল ওদের কাছে এগিয়ে এলো। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাঁটছিলুম। লন্সডেল হাউটন ও মিস গীর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলো। হঠাৎ আমার মনে হলো হাউটন হয়তো লন্সডেলের হাতে কিছু দেবে। ওর ভাবভঙ্গী দেখে আমি সন্দেহ করলুম। হাউটনের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললুম : জেণ্টলম্যান, তোমাকে গ্রেপ্তার করলুম।

মিস্ গী তীব্র প্রতিবাদ করলো।

—আমাকে কেন গ্রেপ্তার করা হয়েছে জানতে পারি কী?

: স্পাইংএর অপরাধে—আমি জবাব দিলুম।

* * *

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়ে আবার জেরা স্থুরু হলো।

মিস্ গী ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করলেন। বললেন : আমি স্পাইংএর কিছু জানিনে। আমাকে অনর্থক গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিন্তু পুলিশের জেরায় হ্যারী হাউটন ভেঙ্গে পড়লো। সে তার দোষ স্বীকার করলো।

লন্সডেল স্পষ্ট বক্তা। বললো : আমাকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। কারণ আমি তোমাদের কোন প্রশ্নের জবাব দেবোনা। তোমার যা খুসী করতে পারো।

* * *

হাউটন, মিস্ গী এবং লন্সডেলকে কয়েদখানায় আটক রেখে আমি রুইস্লিপে গেলুম। সেইখানে বিকেল সাতটার সময় গিয়ে ক্রোগারের বাড়ীতে উপস্থিত হলুম।

আমাকে দেখে ক্রোগার বিস্মিত হলো। জিজ্ঞেস করলো : কী চান ?

: আমার নাম স্মিথ। আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এসেছি। আপনার সঙ্গে দু'চারটে জরুরী কথা বলতে এসেছি।

: কী ধরণের কথা ?—পিটার ক্রোগার আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: অতি মামুলী কথা। আমরা একটা খবর জানতে চাই। প্রতি শনিবার আপনার বাড়ীতে এক ভদ্রলোক বেড়াতে আসেন। সেই ভদ্রলোকের নাম কী বলুন ?

ক্রোগার কিন্তু আমার কথা শুনে একটুও বিস্মিত হলো না। বললো : দেখুন, প্রতি শনিবারে তো আমার বাড়ীতে বিস্তর অতিথি বেড়াতে আসেন। আপনি কার খোঁজ করছেন ?

এই বলে ক্রোগার অনেকগুলো অতিথির নাম এক সঙ্গে বললো। কিন্তু সেই নামের ভেতর লন্সডেলের নাম ছিলো না।

এবার আমি ক্রোগার দম্পতিকে বললুম : আমার সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলুন। আপনাদের সেইখানে জেরা করবো।

মিসেস্ ক্রোগার বললেন : আমার যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমার রান্নাঘরে ষ্টোভ জ্বলছে। যাবার আগে আমি ষ্টোভের আগুন নেভাতে চাই।

আমি জবাব দিলুম : আপনি স্বচ্ছন্দে আগুন নেভাতে যেতে পারেন। কিন্তু যাবার আগে আপনার হ্যাণ্ডব্যাগটি আমার কাছে রেখে যান।

মিসেস্ ক্রোগার হ্যাণ্ডব্যাগ ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। আমিও ছাড়বার পাত্র নই। এবার ওর ব্যাগ দেখতে চাইলুম। এই ব্যাগ নিয়ে আমাদের দু'জনের ভেতর বেশ টানা-হ্যাঁচড়া হলো। আমি এই ব্যাগের ভেতর একটি এনভেলাপ পেলুম। আর ঐ এনভেলাপের ভেতর কী ছিল জানেন ? একটি মাইক্রোডট। এবার বুঝতে পারলুম পিটার ক্রোগার কেন বইর ব্যবসা

করেন। কারণ আর কিছুই নয়। প্রতিটি পুরানো বইর ভেতর মাইক্রোডট থাকে। *আর ঐ সব বই মস্কোতে পাচার করা হয়।*

এনভেলাপটি আমি হেলেন ক্রোগারের হাত থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিলুম। সেই এনভেলাপ নেবার পর হেলেন ক্রোগার আর ষ্টোভের আগুন নেভাবার কোন আগ্রহ দেখালেন না।

এবার ক্রোগারদের বাড়ী খানাতল্লাসী স্বরু করলুম।

একটি ছোট ঘরের ভেতর একটি মাইক্রোস্কোপ ছিলো। বুঝতে পারলুম এই মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মাইক্রোডট তৈরী করা হয়। এছাড়া রেডিও ট্রান্সমিশনের জিনিষ-পত্রও যথেষ্ট পেলুম। ঘরের ভেতর আরো কিছু লুকানো ডকুমেণ্ট ছিলো। বুঝতে পারলুম প্রতি শনিবার এই বাড়ী থেকে লন্সডেল মস্কোতে খবর পাঠাতো।

ক্রোগার, হাউটন ও লন্সডেলকে গ্রেপ্তার করে আমরা বেশ কিছুদিনের জন্য চুপ করে রইলুম। পরের দিন অবশ্যি এই গ্রেপ্তারের খবর কাগজে বেরুল। কিন্তু এই গ্রেপ্তারের খবর center-এর কানে পেঁৗছল না। কারণ আমরা ক্রোগারের বাড়ী থেকে মস্কোর ডাক শুনতে পেলুম······

দিস্ ইজ মস্কো কলিং লন্সডেল······

* * *

ব্ল্যাকমেল করে কী করে খবর বার করা হয় তার কাহিনী শুনলেন।

খবর বার করবার কিংবা কোন জবরদস্ত কাউকে নাকাল করবার সর্বোৎকৃষ্টতম পন্থা হলো "ক্যারেক্টর এসাসিনেশন।"

কারু নামে কিছু অপবাদ দিন। লোকে আপনার পুরো অভিযোগ বিশ্বাস না করলেও কিছুটা বিশ্বাস করবেই। ধরুন, যদি কেউ বলে আপনি কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছেন। প্রমাণ করলেন যে, এই অভিযোগ মিথ্যে। সবাই হয়তো বিশ্বাস করলো লোকে আপনার নিন্দে গেয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু আপনার স্ত্রীর মনে সন্দেহ গেঁথে রইলো। তার মনের সন্দেহ আপনি কখনই দূর করতে পারবেন না। আপনার নামে মিথ্যে অপবাদ দেবার উদ্দেশ্য ছিলো যে, আপনার স্ত্রীর মনকে বিষাক্ত করে দেয়া।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুণ কোন যোগ্য অফিসারকে অকর্মণ্য প্রমাণ করতে হবে। কিংবা হয়তো তাকে কোন স্থান থেকে বদলী করতে হবে। আপনি তার নিন্দে গাইতে থাকুন। বলুন লোকটা ঘুষ খায়। অভিযোগ হলো, এন্‌কোয়ারী কমিটি বসলো, কমিটির রায় বেরুলো যে, লোকটা

নিরপরাধ। অভিযোগ মিথ্যে। কিন্তু এন্‌কোয়ারী কমিটিতো আর সামান্য দুই লাইনে রিপোর্ট শেষ করবে না। হয়তো দশ পাতার বা কুড়ি পাতার রিপোর্ট লিখবে। আর কী লিখবে? নির্দোষ বলবার পরতো আর কিছু লিখবার নেই। কমিটির চেয়ারম্যান হয়তো আপনার দপ্তর সম্বন্ধে মন্তব্য করলো কিংবা অন্য কোন ত্রুটি ধরবার চেষ্টা করলো। কিছুটা লাঞ্ছনা আপনাকে সহ্য করতেই হবে। আজকাল এই ধরণের Character Assassination প্রায়ই হয়ে থাকে। বিশেষ করে যে সব দেশে গণতন্ত্র চালু আছে। নমুনা স্বরূপ ব্রিটীশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব মেম্বর কম্যাণ্ডার এন্থনী কোরটনীর গল্প বলবো। এন্থনী কোরটনী ছিলেন কনসারভেটিভ দলের সদস্য। তার মুখে মস্কোর নিন্দে সদাসর্বদাই লেগে ছিলো।

১৯৬৫ সালে হঠাৎ একদিন বাজারে কম্যাণ্ডার কোরটনীর নামে একটি ইস্তাহার বেরুলো। আর সেই ইস্তাহারে বড়ো বড়ো করে লেখা ছিলো:

I am not a Profumo but······

(A story in Photographs)······

ইস্তাহারে একটি ফটো ছাপা হয়েছিলো। সেই ফটোটা ছিলো কম্যাণ্ডার কোরটনীর। একটি অর্ধনগ্ন মেয়ের সঙ্গে তাকে দেখা গেলো। এই ইস্তাহার ব্রিটীশ পার্লামেন্টের সমস্ত মেম্বরদের কাছে বিলোন হলো।

এই ইস্তাহার নিয়ে বাজারে তুমুল হৈ-হল্লা স্বরু হলো। এন্থনী কোরটনীর বিস্তর বদনাম হলো। কনসারভেটিভ দল ও পার্লামেণ্ট থেকে তাকে পদত্যাগ করতে হলো। কোরটনীর বউ কোর্টে ডিভোর্সের জন্যে আবেদন করলো।

কোরটনীর রাজনৈতিক জীবন শেষ হয়ে গেলো।

অনেক পরে জানা গেলো যে, ইস্তাহার ও ছবিগুলো ছিলো জাল। শুধু কোরটনীকে নাজেহাল করবার জন্যে এই ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিলো।

সবই ছিলো K. G. B-র চক্রান্ত।

*　　　*　　　*

ব্রিটীশ ওয়ার সেক্রেটারী জন প্রফিমু, ক্রিশ্চান কিলার, ডাঃ ওয়ারডের কাহিনী আজ আর কারু অজানা নেই।

এই কাহিনীর সঙ্গে আর একটি লোক জড়িয়ে ছিলেন। তিনি হলেন লণ্ডনে রাশিয়ান এম্বাসীর সহকারী নেভাল এটাচী ইভানভ। এই ইভানভ কে? নেভাল এটাচী না স্পাই?

সেক্সকে স্পাইএর কাজে কী করে ব্যবহার করতে হয় প্রফিমুর কেস হলো

তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। সব দেশের ইনটেলীজেন্স সার্ভিস সেক্সকে স্পাইং কাজে ব্যবহার করে। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত ওলিম্পিক টীমের মেম্বরদের সি-আই-এ সুন্দরী মেয়ে দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সি-আই-এ ধরা পড়ে যায়।

* * *

মিসেস মার্জরি লেনক্স ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। তার দেহ ভর্তি ছিলো সেক্স। আর এই সেক্সের আকর্ষণে পুরুষেরা তার কাছে ছুটে আসতো।

মিসেস্ লেনক্স বিয়ে করেছিলেন বটে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ঘর করতেন না। তার কারণ স্বামীর সঙ্গে তার কোন বনিবনা ছিলো না।

মিসেস্ লেনক্স ছিলেন আমেরিকান। হাভানাতে আমেরিকান এম্বাসীতে তিনি কাজ করতেন। একা থাকতেন। প্রতিদিনই তার বাড়ীতে বিস্তর লোক আসতো, গল্প-গুজব হতো।

একদিন রাত দুপুরে হাভানার ইনটেলীজেন্স দপ্তরের কয়েকজন কর্মচারী এসে মিসেস্ লেনক্সের ঘরে হাজির হলো। পুলিশের লোক দেখে মিসেস্ লেনক্স বেশ একটু বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কী চাও?

: তুমি স্পাই। আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

মিসেস্ লেনক্স মধুর প্রলোভনের হাসি হাসলেন। বললেন: কী বললে? আমি হলুম স্পাই। ছোঃ।—এই বলে মিসেস্ লেনক্স তার ঘাড়টি সরিয়ে নিলেন।

: এই চাবি কার বলতে পারো?—হাভানার পুলিশের কর্তারা এবার মিসেস্ লেনক্সকে একটি ঘরের চাবি দেখালেন।

: বাঃ রে, এযে আমার ঘরের চাবি।—মিসেস্ লেনক্স পুলিশের হাতে তার ঘরের চাবি দেখে একটু বিস্মিত হলেন। পুলিশ তার ঘরের চাবি পেলো কী করে?

: আমরা এই চাবি এক জন স্পাইর পকেটে পেয়েছি। সেই লোকটা প্রতিরাত্রেই তোমার বাড়ীতে আসতো।—পুলিশ জবাব দিলো।

: আমার সঙ্গে তার প্রেম ছিলো। কিন্তু আমি জানি লোকটি আসলে স্পাই নয়।

: আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি না। আমরা তাকে ধরেছি। লোকটি স্পাই। লোকটি এবং আরো কয়েকজনে মিলে চাইনীজ নিউজ এজেন্সীর লাইন ট্যাপ করবার চেষ্টা করছিলো।

পরের দিন মিসেস্ লেনক্সকে হাভানা থেকে অবিলম্বে চলে যেতে বলা

হলো। বাকী কয়েকজনের দশ বছর করে জেল হলো। একজনকে কিউবা থেকে বার করে দেয়া হলো। বিচারে জানা গেলো সি-আই-এর এজেন্টরা চাইনীজ নিউজ এজেন্সীর টেলিফোন লাইন ট্যাপ করে কিউবা এবং চীনের ভেতর যে ট্রেড এগ্রিমেণ্ট হয়েছিলো তার পুরো খবর জানবার চেষ্টা করছিলো। মিসেস্ লেনক্স তার সেক্স দিয়ে এই সব কিউবানদের আকর্ষণ করছিলেন।

*　　*　　*

খবর সংগ্রহ করবার বিভিন্ন উপায় বললাম। এবার খবর পাঠাবার কতগুলো পন্থা বলছি।

এজেণ্ট খবর যোগাড় করলো এবং সেই খবর এনে রেসিডেণ্ট চীফ কিংবা ষ্টেশন চীফকে দিলো। রেসিডেণ্ট চীফ নিজে কখনই স্পাইর কাজ করেন না। তার কাজ হলো সমস্ত খবরের মূল্য যাচাই করা এবং খবরের গুরুত্ব বুঝে বড়ো কর্তাদের কাছে পাঠান।

বিভিন্ন উপায়ে বড়ো কর্তাদের কাছে খবর পাঠান হয়। বলা বাহুল্য, এম্বাসীর ব্যাগ মারফৎ অনেক গোপনীয় খবর যায়। কিন্তু অধিকাংশ খবরই সোজা মস্কো, ওয়াশিংটন কিংবা লণ্ডনে পাঠান হয়। কুরিয়ার মারফৎ খবর পাঠান হয়।

যে দেশের পোষ্ট অফিসে সেন্সরশিপ নেই, সেইখানে চিঠির মারফৎ গোপনীয় খবর পাঠানো যায়। এই চিঠির ভেতর মাইক্রোডট বসানো থাকে।

জানতে চাইছেন মাইক্রোডট কী? মাইক্রোডট সামান্য এক বিন্দু, ঠিক ফুলষ্টপের মতো দেখতে। বিশেষজ্ঞ না হলে আপনি কখনই বুঝতে পারবেন না কোনটা মাইক্রোডট বা কোনটা বিন্দু।

এবার মাইক্রোডট তৈরী করবার পন্থাটা আপনাদের বাৎলে দিচ্ছি।

ধরুন একটা সিক্রেট ডকুমেণ্ট মাইক্রোডটে রূপান্তরিত করতে হবে। পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের একটি ক্যামেরা নিন। ক্যামেরার লেন্স কিন্তু খুব ভালো হওয়া চাই। ডকুমেণ্টের ফটো তুলুন। কনটাক্ট প্রিণ্টের এবং নিগেটিভের সাইজ হলো সামান্য পোষ্ট অফিসের ষ্ট্যাম্প সাইজের সমান।

এবার নেগেটিভ একটা মাইক্রোস্কোপের নীচে উল্টো করে রাখুন। মাইক্রোস্কোপ ঘুরিয়ে তারপর নেগেটিভের সাইজ করুণ 0·05 ইঞ্চি। এবার ফটো নিন। নেগেটিভ করুন, [আজকাল নেগেটিভ ডেভেলাপ করা হয় না] পরে একটা ইনজেকশনের সূঁচ নিন এবং সূঁচের ধারালো দিকটা একটু ঘষে

দিন। তারপর একটা বিশেষ সল্যুশনের ভেতর সূঁচটা খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখুন। এবার অতি সতর্কে এই নেগেটিভটি চিঠির যে কোন জায়গায় লাগিয়ে দিন। এই নেগেটিভের উপর কলোডিয়নের [কলোডিয়ন ফটোগ্রাফীর জন্যে ব্যবহার করা হয়] প্রলেপ বুলিয়ে দিন। কেউ বলতে পারবেনা যে, আপনি চিঠির ভেতর মাইক্রোডট ব্যবহার করেছেন। মাইক্রোডটের আর একটা নাম হলো 'প্যাটস'।

আজকাল মাইক্রোডট তৈরী করার জন্যে এক যন্ত্র বেরিয়েছে।

মাইক্রোডট করবার জন্যে আজকাল স্পেকট্রোস্কপিক ফিল্ম পাওয়া যায়। এক একটা মাইক্রোডটের ভেতর প্রায় হাজার লাইন লুকানো থাকে।

* * *

রেসিডেন্ট চীফের কাছে খবর পাঠাবার জন্যে এজেন্ট আজকাল 'ড্রপ' সিষ্টেম ব্যবহার করে। কারণ প্রকাশ্যে রেসিডেন্ট চীফের সঙ্গে দেখা করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা থাকে।

ধরুণ, একটা ম্যাগনেটিক টিউবে করে একটা নির্ধারিত জায়গায় খবর রেখে আসা হলো। খানিকবাদে রেসিডেন্ট চীফ কিংবা তারই কোন প্রতিনিধি সেই খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। ম্যাগনেটিক টিউব ব্যবহার করলে খবর হারাবার সম্ভাবনা কম। কোন ব্রিজের গায়ে, রেলওয়ে ষ্টেশনে বা অন্য কোন দরজার গায়ে এই ম্যাগনেটিক টিউব রেখে আসা যায়।

অনেক সময় ম্যাগনেটিক টিউবের পরিবর্তে কোন একটা জায়গায় টুকরো কাগজ রেখে আসতে পারেন।

আবেল প্রথমে হায়হানানের জন্যে পার্কের গর্তে কাগজ রেখে এসেছিলেন। কিন্তু হায়হানান সেই কাগজ খুঁজে পাননি। ধরা পড়বার পর এফ. বী. আই এই কাগজ উদ্ধার করেছিলো। আর একবার আবেল নিকেল পয়সার মারফৎ খবর পাঠিয়েছিলো। কিন্তু সেই ছোট নিকেলের পয়সাটি গিয়ে এক কাগজওয়ালার হাতে পড়লো। কাগজওয়ালা সেই পয়সাটি এফ. বী. আই'র হাতে দিলো। নিকেলের ভেতর একটি ছোট মাইক্রোফিল্ম পাওয়া গেলো।

এই ড্রপ সিষ্টেমকে অনেক সময় বলা হয় 'ডেড্ ড্রপ সিষ্টেম'।

খবর পাঠাবার আরো দুটো পদ্ধতি হলো ওয়ারলেস মারফৎ খবর পাঠান। অপরটি হলো কোড ও সাইফার ব্যবহার করে খবর পাঠান।

কোড ও সাইফার মারফৎ খবর পাঠানোর বিস্তারিত কাহিনী পরে

বলা যাবে কিন্তু ওয়ারলেস মারফৎ কী করে পাঠান হয় এবার সেই কথা বলা যাক।

কী করে ওয়ারলেস মারফৎ পাঠানো যায় সেই কথা বলতে গেলে আমাদের ডবল এজেন্ট ও কাউন্টার এসপিওনেজ সার্ভিসের কাহিনীও বলতে হবে। রেডিও মারফৎ যে সব খবর পাঠানো হয় অনেক সময় বিরোধী পক্ষেরা এই সব খবর নিজেদের সুবিধের জন্যে ব্যবহার করে থাকে। কী করে এই রেডিওর খবর দিয়ে প্রেরককে নাজেহাল করা যায় তার সব চাইতে উৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো: লণ্ডন কলিং নর্থ পোল।

কিন্তু লণ্ডন কলিং নর্থপোলের কাহিনী বলবার আগে রেডিও ট্রান্সমিশন এবং কী করে স্পাইদের রেডিও ট্রান্সমিশন ধরা যায় তার একটু আভাস দেয়া দরকার।

রেডিওতে কোন একটা বিশেষ মিটার ব্যাণ্ডে খবর পাঠাতে হয়। এই সব খবর কোড বা মোর্স কোডে পাঠান হয়। খবর পাঠাবার বিভিন্ন ভঙ্গী আছে। একজন অপারেটরের পাঠাবার ভঙ্গী অপর অপারেটরের চাইতে পৃথক হয়। এই খবর পাঠাবার ভঙ্গী বা ষ্টাইলকে বলা হয় "Hand Writing"। Hand Writing দেখে যেমন বলা যায় লেখা কার। তেমনি খবর পাঠাবার ভঙ্গী বা ষ্টাইল দেখে বলা যায় অপারেটর কে? ধরুণ স্পাই ধরা পড়লো। আর একজন স্পাই তার পরিবর্তে খবর পাঠাতে লাগল। কিন্তু খবর পাঠাবার ভঙ্গী দেখে তার হেডকোয়ার্টার বলে দেবে যে, স্পাই ধরা পড়েছে।

ওয়ারলেসে খবর পাঠাবার আর একটা নিয়ম হলো যে, খবর পাঠাবার সময় অপারেটর ইচ্ছে করে একটা ভুল করবে। কী ভুল করবে সেই খবর স্পাইর হেডকোয়ার্টারের জানা আছে। এই ভুল করাকে বলা হয় 'সিকিউরিটি চেক'। খবর পাঠাবার সময় স্পাই যদি তার 'সিকিউরিটি চেক' পাঠাতে ভুলে যায় তাহলে ধরে নিতে হবে যে অপারেটর বা স্পাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তাই শত্রু-পক্ষ স্পাই বা অপারেটরকে পাকড়াও করে সর্বপ্রথম তার সিকিউরিটি চেক্ জানবার চেষ্টা করে। সেইজন্যে স্পাইকে ট্রেনিং দেবার সময় বলা হয়: তোমার কোড শত্রুপক্ষকে দিতে পারো কিন্তু সিকিউরিটি চেক্ কক্ষনো কাউকে দিওনা।

খবর পাঠাবার আগে প্রথমে কল সাইন পাঠাতে হয়। কল সাইন পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রষ্টাল চেঞ্জ করে ওয়েভ লেংথে পাঠানো হয়। প্রথম খবর এক ওয়েভ লেংথে পাঠান হয়। দ্বিতীয় রান সুরু হবার আগে আবার ক্রষ্টাল পাল্টে

ওয়েভ লেংথ পাল্টানো হয় এবং খবর পাঠান হয়। একই ওয়েভ লেংথে বার বার খবর পাঠাবার অনেক বিপদ আছে, ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে।

ওয়ারলেসে খবর পাঠান হচ্ছে এই খবর ইচ্ছে করলেই দেশের সরকার জানতে পারেন। খবর ধরবার এবং কোথায় খবর পাঠান হচ্ছে জানবার সব চাইতে উৎকৃষ্টতম যন্ত্র হলো ডিরেক্‌শনাল ফাইণ্ডার। সংক্ষেপে এর নাম হলো D / Fing ।

D / Fing একটা ইলেকট্রিক যন্ত্র এবং মোবাইল ভ্যানে বসানো থাকে। D/Fingএ কী করে স্পাই বা অপারেটরকে ধরা যায় তার একটু বিবরণ শুনুন।

ধরুণ কোন একটা পয়েন্ট থেকে খবর পাঠান হচ্ছে। D / Fing মোবাইল ভ্যানের স্থিতি আপনার জানা আছে। এবার আর একটি ফিক্সড পয়েন্ট কল্পনা করুন। মনে করুন অল ইণ্ডিয়া রেডিও। তারপর সাধারণ ত্রিকোণ জ্যামিতি। তুইটি পয়েন্টের Fix নিন। তারপর যেদিক থেকে ট্রান্সমিশন হচ্ছে তার Fix নিন। এই তিনটি পয়েন্টকে যোগ দিন। স্পাই কোন জায়গা থেকে খবর পাঠাচ্ছে আপনি অতি সহজে জানতে পারলেন।

অনেক সময় কোন এলাকা বা বাড়ী থেকে খবর পাঠান হচ্ছে সেইটে বার করবার জন্যে মহল্লার মেন ইলেকট্রিক বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু D / Fing-এর চোখেও ধুলো দেবার পন্থা আছে। প্রথমতঃ মেন স্থইচ থেকে কনেক্‌শন নেবেন না। কনেকশন ব্যাটারী থেকে নিন। তারপর খুব হাই স্পীডে খবর পাঠান। মনে রাখবেন D / Fing-এ ট্রান্সমিশন ধরা পড়তে তুই তিন মিনিট সময় নেয়। অতএব আপনার খবর তিন মিনিটের ভেতর পাঠাতে হবে। এতো হাই স্পীডে খবর পাঠাবার উৎকৃষ্টতম পন্থা হলো খবর আগে টেপ রেকর্ড করে নেওয়া। এবার খুব জোরে টেপ রেকর্ড চালিয়ে দিন। তিন চার ভাগে খবর পাঠান এবং বার বার ক্রিষ্টাল পাল্টান। D / Fing যন্ত্রে খবর ধরবার আগেই আপনার খবর পাঠান হয়ে গেলো। আপনার বন্ধুরাও টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে খবর টুকে নিলো। তারপর স্লো স্পীডে টেপ রেকর্ডার চালিয়ে খবরটা লিখে নেবেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওয়ারলেস এবং D / Fing দ্বারা কাউণ্টার এসপিওনেজ ও বহু ডবল এজেন্টকে ধরা হয়েছিলো।

এই কাউণ্টার এসপিওনেজ ও ডবল এজেণ্টের কথা বলতে গেলেই মনে পড়বে লণ্ডন কলিং নর্থ পোলের কাহিনীর নায়ক মেজর জিসককে।

লণ্ডন কলিং মস্কো

মেজর জিস্‌ক ছিলেন জার্মান কাউন্টার এসপিওনেজের একজন বিশিষ্ট কর্মচারী। অনেকদিন ধরে তিনি ভাবছিলেন শত্রুপক্ষের স্পাইদের কী করে ধরা যায়। হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি গজালো এবং স্পাই ধরবার এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করলেন। তাই পন্থার নাম হলো ফুঙ্কস্পিয়েল বা রেডিও গেম।

জিসকের এই ফুঙ্কস্পিয়েল ছিলো অতি সহজ প্ল্যান। এক শত্রুপক্ষ তার আণ্ডার গ্রাউণ্ড ওয়ার্কার বা আরো সহজ ভাষায় বলতে পারেন স্পাইর কাছে খবর পাঠাচ্ছে। স্পাই প্রতিদিন তার খবর হেডকোয়ার্টারের কাছে ট্রান্সমিট করছে। D / Fing-র সাহায্যে আপনি স্পাইর আস্তানা আবিস্কার করলেন। দুই : এক বিশ্বাসী ইনফরমারের মারফৎ স্পাইর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। একটা মিথ্যে খবর স্পাইকে দিন। স্পাই এই মিথ্যে খবর পাঠাতে গিয়ে D / Fing এবং পুলিশের কাছে ধরা পড়লো।

তিন : এবার স্পাইকে বলুন যে, আপনি তার আসল রূপ জানতে পেরেছেন। তাকে আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে বলুন। স্পাই তার খবর গতানুগতিক রীতিতে হেড কোয়ার্টারের কাছে পাঠিয়ে থাকে। শুধু আপনি যে খবরগুলো দেবেন সেই খবরগুলোই সে পাঠাবে ; খবর পাঠাবার সময় যেন সিকিউরিটি চেক পাঠাতে না ভোলে। হেড কোয়ার্টারের মনে যেন একটুও সন্দেহ না জাগে যে, স্পাই ধরা পড়েছে। চার : স্পাই আপনার নির্দেশানুযায়ী খবর পাঠাতে লাগলো। তারপরে হেডকোয়ার্টার থেকে যে খবর এবং নির্দেশ পেতে লাগলো আপ্‌নি সেই খবর সংগ্রহ করলেন এবং আপনার কাজে লাগলেন। এই খবর পাঠানকে বলা হয় প্লে ব্যাক রেকর্ড। অনেকদিন থেকে জিসক তার রেকর্ড প্লে ব্যাক ফন্দী কাজে লাগাবার ফিকিরে ছিলেন।

একদিন জিসক বার্লিন থেকে আদেশ পেলেন যে, তাকে হল্যাণ্ডে বদলী করা হয়েছে। বদলীর হুকুম শুনে জিসকের মনটা ব্যাজার হয়ে গেলো। জিসক ছিলেন জেনারেল রুনষ্টাডের ডান হাত। ভেবেছিলেন যে, তিনি ফন রুনষ্টাডের অধীনে কাজ করবেন। কিন্তু জিস্‌কের বদলীর হুকুম দিয়েছেন স্বয়ং এডমিরাল কানারী, কাউন্টার এসপিওনেজ দপ্তর আবভেবের বড়োকর্তা। তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই জিস্‌ক হল্যাণ্ডে এলেন।

হল্যাণ্ডে এসে মেজর জিস্‌ক তার কাউণ্টার এসপিওনেজ দপ্তরকে নতুন করে গড়ে তুললেন। এই কাজে তাকে বাধা দেবার কেউ ছিলো না। কারণ জিস্‌কের বড়োকর্তা কাউণ্টার এসপিওনেজ সার্ভিস নিয়ে বড়ো বেশী মাথা ঘামাতেন না। তিনি শুধু গেষ্টাপো বাহিনীকে ভয় করতেন এবং তাদের এড়িয়ে চলতেন। এবার জিসক এক শয়তান ইনফরমারকে তার কাজে বহাল করলেন। এই ইনফরমারের নাম হলো রিডারহফ। কোড নাম এফ ২০৭৮।

একদিন রিডারহফ এসে জিস্‌ককে বললো: বিদ্রোহী আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্টের ভলাণ্টিয়ারেরা গোপনে রেডিও মারফৎ লণ্ডনে খবর পাঠাচ্ছে। রিডারহফের কথা কিন্তু জিস্‌ক প্রথমে বিশ্বাস করলেন না। হল্যাণ্ড থেকে রেডিও মারফৎ লণ্ডনে খবর পাঠান হচ্ছে। অসম্ভব। জিস্‌ক রিডারহফকে ধমক দিয়ে বললেন: গাঁজাখুরী গল্প বলবার জায়গা পাওনি! হল্যাণ্ড থেকে সিক্রেট রেডিও মারফৎ লণ্ডনের সঙ্গে কথা হচ্ছে! তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে! তুমি স্বপ্ন দেখছো। তোমার এই রূপকথা নিয়ে নর্থ পোলে ব'লো।

জিস্‌ক সেদিন হেসে রিডারহফের কথাগুলো উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে জানা গেলো যে, রিডারহফের কাহিনী রূপকথা নয়। সত্যি ঘটনা। তাই এই কাহিনীর নামাকরণ হলো 'লণ্ডন কলিং নর্থ পোল'।

জিস্‌ক রিডারহফকে ধমক দিলেন বটে কিন্তু তার মনে একটু খটকা রয়ে গেলো। সত্যি কী হল্যাণ্ড থেকে লণ্ডনে সিক্রেট রেডিও মারফৎ খবর পাঠান হচ্ছে? জিস্‌ক এবার D / Fing ব্যবহার করতে লাগলেন। D / Fing-এ জানা গেলো এক গোপন ট্রান্সমিটর কাজ করছে। এই গোপন ট্রান্সমিশনের কল সাইন হলো U. B. X।

অনেক দিন ঘোরাঘুরির পর জিস্‌ক এই গোপন ট্রান্সমিটর আবিষ্কার করলেন। অপারেটরকে গ্রেপ্তার করা হলো। অপারেটরের কোড নাম হলো R. L. S., আসল নাম হলো লাউয়ারস। লাউয়ারস ছিলেন হল্যাণ্ড আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্টের একজন প্রধান নেতা। একদিন সন্ধ্যা ছ'টার সময় লাউয়ারস লণ্ডনে খবর পাঠাচ্ছিলেন। এমন সময় জিস্‌ক এসে তাকে গ্রেপ্তার করলেন।

পুলিশের হাতে পড়লে কী পরিণাম হবে লাউয়ারসের অজানা ছিলো না। প্রথমে তিনি আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

জিস্‌ক মনে মনে ঠিক করলেন লাউয়ারসের সাহায্য নিয়ে তিনি লণ্ডনের

সঙ্গে 'ফুঙ্কস্পিয়েল' খেলা সুরু করবেন। আর একবার এই খেলা জমে উঠলে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে যাবে।

জিস্‌ক তাই লাউয়ারসকে সহযোগিতা করতে বললেন। কিন্তু প্রথমে লাউয়ারস জিস্‌কের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী হলেন না। বিশ্বাসঘাতকতা করতে তিনি প্রস্তুত নন। অনেক সাধ্য-সাধনা এবং পরে অত্যাচারের পর লাউয়ারস জিস্‌কের নির্দেশানুযায়ী কাজ করতে রাজী হলেন। কিন্তু মনে মনে সংকল্প করলেন প্রাণ দেবেন কিন্তু 'সিকিউরিটি চেক' প্রকাশ করবেন না।

দিনের পর দিন জিস্‌ক লাউয়ারসকে প্রশ্ন করতে লাগলেন: তোমার কোড বলো?

লাউয়ারস নাছোড়বান্দা। কিছুতেই মুখ খুলবেন না। অত্যাচার সুরু হলো। লাউয়ারস ভেঙ্গে পড়লেন। কোড বলে দিলেন।

জিস্‌ক জিজ্ঞেস করলেন: তোমার সিকিউরিটি চেক কী বলো?

লাউয়ারসের সিকিউরিটি চেক ছিলো প্রতি ষোল অক্ষরের পর একটি করে ভুল করা। কিন্তু লাউয়ারস মিথ্যে কথা বললেন। বললেন: আমি Stop শব্দের জায়গায় Slip শব্দ পাঠাই।

বেশ, এবার তোমাকে লণ্ডনের কাছে খবর পাঠাতে হবে। আমরা চেক করবো তুমি আমাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করো কি না? তুমি কী খবর পাঠাও সেইটে আমরা যাচাই করবো। তোমার কল সাইন কী?

U. B. X. কোড নাম R. L. S। আমি ভেবেছিলুম তুমি আমার কল সাইন জানো। লাউয়ারস বেশ একটু নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন।

বেশ, কল সাইনের পর যে নম্বরটি থাকে সেই নম্বরটি কী বলো?—কথা বলতে বলতে জিস্‌ক তার ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেললেন।

: ১৬৭২! পর-পর দুইবার এই নম্বরটি রিপিট করতে হবে।

এবার কাজ সুরু হলো। লাউয়ারস মেশিন নিয়ে বসলেন। তার পাশে জার্মান কর্মচারী হেডফোন নিয়ে বসলো। লাউয়ারস কী খবর পাঠাচ্ছেন এবং ঠিকমতো সিকিউরিটি চেক পাঠাচ্ছে কিনা সেইটে যাচাই করতে লাগলো।

খবর পাঠাবার আগে জিস্‌ক আবার এসে লাউয়ারসকে বললো: প্লিজ রিমেম্বার ইয়োর সিকিউরিটি চেক। কারণ জিস্‌ক জানেন। লাউয়ারস সিকিউরিটি চেক না পাঠালে লণ্ডন তার সমস্ত কারসাজী ধরে ফেলবে। তার 'ফুঙ্কস্পিয়েল' খেলার আসর জমবে না।

লাউয়ারস খবর পাঠাতে লাগলেন আর প্রতিবারই Stop-এর পরিবর্তে Stip শব্দটি পাঠাতে লাগলেন। আর ষোল অক্ষরের পর একটি করে শব্দ যে ভুল করার কথা ছিলো সেই ভুলটি করলেন না। অর্থাৎ লাউয়ারসের খবরে কোন 'সিকিউরিটি চেক' রইলো না। সহজ ও সরল ভাষায় এই খবরের মানে হলো : আমি ধরা পড়েছি।

জিস্‌ক ও তার সঙ্গীরা হেডফোন কানে দিয়ে লাউয়ারসের ট্রান্সমিশন শুনলেন। লাউয়ারসের কাজে কোন ভুল ত্রুটী হয়নি। Stop-এর জায়গায় Stip পাঠিয়েছে।

ছুটো খবর পাঠাতে দশ মিনিট সময় নিলো। লাউয়ারস এবার হেডফোন কান থেকে সরিয়ে নিয়ে মনে মনে বললেন : যাক, হয়তো লণ্ডন নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে যে, আমি আমার খবরে কোন সিকিউরিটি চেক পাঠাইনি। হয়তো তারা বুঝতে পারবে যে আমি ধরা পড়েছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য! লণ্ডন একবারও নজর করলো না যে লাউয়ারসের খবরে কোন সিকিউরিটি চেক নেই। লণ্ডন সরল মনে লাউয়ারসের প্রেরিত খবরে বিশ্বাস করলো। এবং উল্‌টো জবাব দিলো : আমরা শিগ্‌গিরই তোমাদের সাহায্য করবার জন্যে লোক ও রসদ পাঠাচ্ছি।

এবার কবে, কখন, কোথায় মাল সাপ্লাই করা হবে সেই খবর লণ্ডন জানালো। লণ্ডনের খবর শুনে লাউয়ারস অবাক হয়ে গেলেন। একী ব্যাপার? লণ্ডন কী তাহলে বুঝতে পারেনি যে, লাউয়ারসকে জার্মনরা গ্রেপ্তার করেছে? তারা কী লক্ষ্য করেনি যে, তার খবরের ভেতর কোন সিকিউরিটি চেক নেই।

সত্যিই লণ্ডন লাউয়ারসের সিকিউরিটি চেকের পানে তাকায়নি। তাকাবার সময় পায়নি। তার কারণ তখন ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিস্তর এজেণ্ট লণ্ডনে খবর পাঠাচ্ছিলো। এই সব এজেণ্টেরা মোর্সে খবর পাঠাতে একেবারেই জানতো না। প্রতি পদে পদে ভুল করতো। অতএব লাউয়ারসের খবরে কোন সিকিউরিটি চেক নেই দেখে লণ্ডনের কর্তাদের মনে কোন সন্দেহ জাগেনি।

জিস্‌ক লণ্ডনের কাছ থেকে খবর পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তার 'ফুঙ্কস্পিয়েল খেলা' সর্থেক হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে নির্ধারিত সময়ে লণ্ডনের প্লেন হাতিয়ার ও রসদ নিয়ে হল্যাণ্ডে এলো। তাদের সঙ্গে এলো আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্টের ওয়ার্কারের দল। এদের সাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্যে

জিস্‌ক প্রস্তুত ছিলেন। আকাশের বুক থেকে মাটীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আণ্ডার গ্রাউণ্ড মুভমেণ্টের ওয়ার্কারদের গ্রেপ্তার করা হলো। রসদ-হাতিয়ার গেষ্টাপোর হাতে গিয়ে পড়লো।

এমনি করে দিনের পর দিন জিস্‌ক লাউয়ারস মারফৎ লণ্ডনে খবর পাঠাতে লাগলেন। লণ্ডন সরল মনে এই সব খবরে বিশ্বাস করলো। একদিনের জন্যেও লাউয়ারসের সিকিউরিটি চেকের পানে নজর দিলো না। বরং প্রতি খবরের জবাবে বলতে লাগলো কবে কোথায় মাল.হাতিয়ার ও ভলাণ্টিয়ার পাঠান হচ্ছে।

জিস্‌ক এই ধরণের ফুঙ্কস্পিয়েল খেলায় আনন্দ পেলেন। প্রতিদিনই লণ্ডনকে আজে বাজে খবর পাঠাতে লাগলেন। ইতিমধ্যে গেষ্টাপো বাহিনীর আর একজনের সঙ্গে জিস্‌ক হাত মেলালেন। এই ভদ্রলোকের নাম ছিলো শ্রাইডার। দুজনে ঠিক করলেন লণ্ডনের সমস্ত ভলাণ্টিয়ার এবং স্পাইদের গ্রেপ্তার করবেন। দুজনে মিলে বহু বেআইনী রেডিও পাকড়াও করলেন। প্রতিদিনই লণ্ডন থেকে নতুন লোক আসে এবং মাটীতে নামবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাকড়াও করা হয়। মাঝে মাঝে জিস্‌ক লণ্ডনকে বলতে লাগলেন আমাদের কিছু বেআইনী রেডিও গেষ্টাপো পাকড়াও করেছে। চৌদ্দটি রেডিওর জায়গায় মাত্র ছ'টি রেডিও কাজ করছে।

জিস্‌ক ও শ্রাইডার হিমলার ও হিটলারের কাছে তাদের সাফল্যের কথা জানালেন। কুড়ি মাস ধরে ফুঙ্কস্পিয়েলের খেলা চললো। তারপর একদিন লাউয়ারস বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন যেমনি করেই হোক লণ্ডনকে জানাতে হবে যে, তারা শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছেন। কিন্তু দু'একদিন বাদে জিস্‌ক খবর পাঠাবার পদ্ধতি পাল্‌টে দিলেন। লণ্ডনকে সতর্ক করবার আর সুযোগ পাওয়া গেল না।

অনেকদিন লণ্ডনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে জিস্‌ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদিন তিনি ঠাট্টা করে লণ্ডনের কাছে খবর পাঠালেন। সেই খবরে বলা হলো: প্রিয় মহাশয়, আমরা খবর পেলুম আমাদের সাহায্য বিনা আপনি হল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্যবসা করবার চেষ্টা করেছেন। খবরটি পেয়ে আমরা দুঃখিত হলুম যে, আপনি আমাদের সাহায্যর আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। যাক তবু এতদিন আপনাদের সাহায্য করতে পেরেছি এই কথা ভেবে বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি। ভবিষ্যৎ-এ যদি কোনদিন দলবল সহ ইয়োরোপ ভ্রমণ করতে আসেন তাহলে আপনাদের আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। আশা করি ইয়োরোপে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে—

বলাবহুল্য লণ্ডন থেকে এই সংবাদের কোন জবাব এলো না।

এই দুই বছরের ভেতর একবারও লণ্ডন কল্পনা করেনি যে, তাদের প্রেরিত লোকজন মাল ও রসদ সবই শত্রুর হাতে পড়েছে।

যুদ্ধের পরে হিসেব করে দেখা গেলো যে, লণ্ডনের অসাবধনতার দরুণ প্রায় ত্রিশ হাজার বোমা, তিন হাজার স্টেনগান, পাঁচ হাজার রিভলবার, দুই হাজার হ্যাণ্ড গ্রেনেড ও চুয়ান্নজন এজেণ্ট শত্রুর হাতে ধরা পড়েছে। মিত্রশক্তি এই ঘটনার পর বহুদিন লজ্জায় মাথা তুলতে পারেনি।

সি. আই. এ.

বলতে সুরু করেছিলাম সি-আই-এর কাহিনী। কিন্তু অনেক গল্পের ভেতর আমার আসল কথার খেই হারিয়ে ফেলেছি। তাই আমাকে আবার সি-আই-এর গল্প বলতে সুরু করতে হবে।

সি-আই-এ কী? এই কথা আপনি নিশ্চয় জানতে চান।

আজকাল অনেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলেন—C. I. A'-র পুরো নাম হলো Caught in the act.

চলুন আপনাকে সি-আই-এর দপ্তরে নিয়ে যাই। ওয়াশিংটন থেকে ল্যাংলী, ভার্জিনিয়া সহরতলীতে সি-আই-এর দপ্তরে যাবার জন্যে বাস পাবেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের সফর। ইচ্ছে করলে ট্যাক্সীতেও সি-আই-এর দপ্তরে যেতে পারেন। ট্যাক্সী ভাড়া সাড়ে চার ডলার। সি-আই-এর দরজার সামনে শুধুমাত্র তিনটি সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন। একটি সাইনবোর্ডে লেখা আছে: U. S. Government Property. For Official Business Only. আর একটি সাইন বোর্ডে: ক্যামেরা নিয়ে ঢোকা নিষেধ। আর তৃতীয় সাইনবোর্ডে লেখা আছে: No Tresspassing.

চারদিক নির্জন, নিস্তব্ধ। দেখলে মনে হবে আপনি কোন হাসপাতালে কিংবা স্যানিটোরিয়ামে বেড়াতে এসেছেন। সমস্ত বাড়ী গাছপালায় ঢেকে আছে। এই বাড়ী তৈরী করতে কতো টাকা ব্যয় হয়েছে আজ পর্য্যন্ত জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হয় মোট খরচ হয়েছে ৪৬,০০০,০০০ ডলার। দশ থেকে বারো হাজার লোক সি-আই-এর দপ্তরে কাজ করে। এদের জন্যে গাড়ী রাখবার জায়গা আছে আর আছে এক মস্তো বড় ক্যাফেটেরিয়া। এই ক্যাফেটেরিয়াতে একসঙ্গে বসে ১,৪০০ লোক খেতে পারে।

এবার সি-আই-এর দালানের ভেতর ঢুকুন। দেখতে পেলেন আপনার চোখের সামনে একটি বড় সাইনবোর্ডে লেখা আছে : সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী।

রিসেপশন ডেস্কের কাছে যান। আপনার আগমনের উদ্দেশ্য রিসেপশন ক্লার্কের কাছে ব্যক্ত করলেন। ভেতরে যাবার অনুমতি মিললো। কিন্তু আপনার সঙ্গে রইলো একটি চাপরাশী। করিডোর দিয়ে হাঁটতে থাকুন। আপনার জুতোর আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পাবেন। আর হাঁটবার সময় কক্ষনো মনে হবে না যে, করিডোরের আশেপাশের ঘরগুলোতে কোন জনপ্রাণী আছে।

বলুন কোথায় যাবেন ?

ডিরেক্টর অব সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এ্যালান ডালেসের ঘরে ? উনি তো মারা গেছেন।

আজকাল সি-আই এর ডিরেক্টরের নাম হলো রিচার্ড হেমস। হেমস সি-আই-এর দপ্তরেই সারাটা জীবন কাটিয়েছেন। র‍্যাবোর্নের পর তাকে সি-আই-এর ডিরেক্টর করা হয়।

হেমসের সঙ্গে দেখা করতে হলে আপনার সাত তলায় উঠতে হবে। এই খানেই ডিরেক্টর অব সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্সের দপ্তর। রুম নম্বর 75706.

সি-আই-এর ডিরেক্টর বছরে মাইনে পান ৩০,০০০ হাজার ডলার। তার সহকর্মী ডেপুটী ডিরেক্টরের মাইনে হলো ২৮,৫০০ হাজার ডলার। কুড়ি বছর সি-আই-এতে চাকুরী করার পর আপনি পুরো পেনশন নিয়ে রিটায়ার করতে পারেন।

সি-আই-এ'র বড় কর্মকর্তারা খুবই গণ্যমান্য বড় পরিবারের সঙ্গে জড়িত। বিশেষ করে বড় কর্তাদের প্রথম কুড়িজন হয় হারভার্ড নয় ইয়েল বা প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ছাত্র হিসেবে তারা মেধাবী ছিলেন।

কলেজের সেরা ছাত্রদের সি-আই-এতে রিক্রুট করা হয়। পরীক্ষার প্রথম দশ পার্সেণ্টের ভেতর যাদের নাম থাকে তারাই সি-আই-এতে চাকুরী করবার সুযোগ পায়। অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের চাইতে সি-আই-এর কর্মচারীদের মাইনে বেশী নয়। পরন্তু এদের চাকুরীতে কোন সিকিউরিটি নেই। যে কোন সময়, কোন কারণ না দেখিয়ে সি-আই-এর কর্মচারীদের বরখাস্ত করা যায়। সি-আই-এর কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ সি-আই-এর ডিরেক্টরের উপরই নির্ভর করছে।

ইউনিভারসিটির রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সেরা ছাত্রদের চাকুরীর

অফার দেয়া হয়। প্রতি বছরই এক হাজারের বেশী প্রার্থী চাকুরীর জন্যে দরখাস্ত করে। প্রার্থীদের মধ্যে শতকরা আশী ভাগকে অল্প বিদ্যেবুদ্ধির অজুহাতে বাতিল করা হয়। আর বাকী কুড়ি ভাগকে সিকিউরিটি চেকের জন্যে পুলিশের দপ্তরে যেতে হয়। অধিকাংশ প্রার্থীকে 'লাই ডিটেক্টর' টেষ্ট ও হোমসেক্সসুয়ালটি টেষ্ট নিতে হয়। সাধারণতঃ এই সব টেষ্ট খুবই কঠিন হয়। বিভিন্ন ধরণের চেক ও টেষ্টের পর বছরে প্রায় দেড়শো'র মতো প্রার্থীকে জুনিয়ার অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

সি-আই-এ'র বড় বড় কর্মচারীদের অধিকাংশই ইউনিভার্সিটির নামকরা ছাত্র। এরা বহু পরীক্ষায় পাশ করেছেন এবং বহু ভাষায় এদের যথেষ্ট বুৎপত্তি আছে। অনেক সি-আই-এ কর্মচারী এক সঙ্গে প্রায় কুড়িটা বিদেশী ভাষা অনর্গল বলতে পারেন।

সমস্ত সি-আই-এ দপ্তর রহস্য কুহেলিকায় জড়িয়ে আছে। কে কী কাজ করছেন জানবার সম্ভবনা নেই। কেউ তার কাজ বা পেশা নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে কোন আলোচনা করেন না। ডান হাত জানেনা বাম হাত কী কাজ করছে। দপ্তরে কাজ করবার সময় অনেকে ছদ্মনাম ব্যবহার করে থাকেন।

দপ্তরে কাজ করবার কোন নির্ধারিত সময় নেই। একটানা কাজ হচ্ছে। আর চব্বিশ ঘণ্টা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হরেক রকমের খবর আসছে। সকাল বেলায় এই দুনিয়ার খবরের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রেসিডেণ্টের কাছে পাঠান হয়।

সি-আই এর কর্মচারীরা সাধারণতঃ বাইরের কারু সঙ্গে মেলামেশা করেন না কিংবা কোন ককটেল পার্টিতে যোগ দেন না। অবশ্যি এলান ডালেস এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি ছোটখাটো সব পার্টিতেই যোগ দিতেন। সি-আই-এর দপ্তরে এক বড় লাইব্রেরী আছে। এই লাইব্রেরী চারভাগে বিভক্ত। একটা লাইব্রেরীতে বই আর ডকুমেণ্ট আছে। আর একটা হলো বায়োগ্রাফী সেকশন। মানে আত্মজীবনীর লাইব্রেরী। বলুন এই দুনিয়ার কার জীবনী জানতে চান। একবার সি-আই-এ'র বায়োগ্রাফী লাইব্রেরীতে গিয়ে খোঁজ করুন। সমস্ত খবর পাবেন। তিন নম্বর লাইব্রেরী হলো ডকুমেণ্ট সেণ্টার। আর চার নম্বর লাইব্রেরীর নাম হলো ইলেক্‌ট্রনিক ব্রেণ বা 'ওয়ালনাট'।

এই ইলেক্‌ট্রনীক লাইব্রেরী বা ওয়ালনাট এক বিচিত্র যন্ত্র। দুনিয়ার যে কোন খবর এই ইলেক্‌ট্রনীক ব্রেণকে জিজ্ঞেস করুন। পাঁচ সেকেণ্ডের

ভেতর তার জবাব পাবেন। এই ইলেক্‌ট্রনীক ব্রেণ তৈরী করেছেন আর-বি-এম কোম্পানী

ধরুন আপনি জানতে চান ১৯৫৬ সালে অমুক তারিখে পণ্ডিত নেহেরু বা চৌ এন লাই কী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বেশ, এবার ওয়ালনাটের কলে চাবি দিন। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর আপনার কাছে একটি মাইক্রোফিল্ম চলে এলো। এই মাইক্রোফিল্মের ভেতর পণ্ডিত নেহেরু বক্তৃতা ফটোকপি করা আছে। এবার এই মাইক্রোফিল্মেকে ইনটালোফাক্স বলে ফটো টেপ রবোটের সামনে তুলে ধরুন। আপনি পণ্ডিত নেহেরু এবং চৌ এন লাইর বক্তৃতার কপি চোখের সামনে দেখতে পাবেন। এই মাইক্রোফিল্মকে খুঁজে বার করতে এবং ইনটালোফাক্সের সামনে ফটো এনলার্জ করতে মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড সময় নেবে।

মানুষ ভুল করতে পারে কিন্তু ওয়ালনাট বা ইনটালোফাক্স কক্ষনো ভুল করতে পারে না। এমনি নিখুঁত যন্ত্র।

সি-আই-এর লাইব্রেরীতে আপনি দুনিয়ার সমস্ত ধরণের স্পাই উপন্যাস পাবেন। ইয়ান ফ্লেমিং, ডেনিশ হুইটলী, এরিক এ্যাম্বলারের প্রতিটি বই এই লাইব্রেরীতে রাখা হয় এবং সি-আই-এর কর্মচারীরা এই লাইব্রেরী ব্যবহার করেন।

সি-আই-এর কর্মচারীরা বাইরের সংবাদপত্রে বা ম্যাগাজিনে কোন প্রবন্ধ লিখতে পারেন না। সি-আই-এর নিজস্ব একটি ম্যাগাজিন আছে এবং এই ম্যাগাজিনে সি-আই-এর বিশিষ্ট কর্মচারীরা বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ লিখে থাকেন। এই ম্যাগাজিনের নাম হলো ইনটেলীজেন্স আর্টিকলস।

সি-আই-এর কাজের খানিকটা আভাস দেয়া হলো। এই সি-আই-এর কাজের জন্যে আমেরিকান সরকার প্রতি বছর কতো টাকা ব্যয় করেন সেই টাকার অঙ্ক শুনলে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন।

আমেরিকান সরকার প্রতি বছর সি-আই-এর জন্যে প্রায় ১,৫০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করেন। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর জন্যে [সাইফার ও কোড দপ্তর] খরচ মিলিয়ে প্রতি বছর ৪,০০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করা হয়। এ ছাড়া আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্সের ইনটেলীজেন্সের বাবদ খরচ করা হয় ২০৯ বিলিয়ন ডলার। এবার ভেবে দেখুন আমেরিকান সরকার ইনটেলীজেন্সের জন্যে কী বিরাট ও এলাহী কাণ্ড করেন। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন সি-আই-এ কতো বড় প্রতিষ্ঠান। কিছুদিন আগে রাশিয়ান ইনটেলীজেন্সের বড়কর্তা শেলেপিন বলেছিলেন যে, সি-আই-এর দপ্তরে প্রায়

কুড়ি হাজার লোক কাজ করে এবং সি-আই-এ বছরে ১,৫০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করেন।

শেলেপিন সি-আই-এর খরচার কথা ঠিকই বলেছিলেন কিন্তু কর্মচারীর সংখ্যা অতিরঞ্জিত করেছেন।

আর একটা জেনে রাখুন, রাশিয়ান ইনটেলীজেন্স সার্ভিস বা K. G. B প্রতি বছরে ইনটেলীজেন্স বা খবর সংগ্রহের জন্যে ২,০০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করেন। সি-আই-এ K. G. B'র তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ টাকা খরচ করেন। অবশ্যি যদি এন-এস-এ'র টাকা সি-আই-এর বাজেটের সঙ্গে যোগ দেয়া হয়।

*　　　*　　　*

শুনলে অবাক হবেন কিন্তু তবু জেনে রাখা ভালো। সি-আই-এ তার বাজেটের প্রায় কুড়ি পার্সেণ্ট টাকা লিবারেল,—উদারনীতি মতাবলম্বী, এমনকি কিছুটা বামপন্থী দলের জন্যে খরচ করেন। অনেক দেশে লিবারেল ও বামপন্থীরা সি-আই-এর টাকায় পরিপুষ্ট।

ডেভিড ওয়াইজ এবং টমাস রস তাদের 'দি এস্‌পিওয়েজ এষ্টাব্লিশমেণ্ট' বইতে [পৃষ্ঠা ১৫৫] সি-আই-এ যে সব প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিয়ে থাকেন তাদের একটি লিষ্ট দিয়েছেন। [বইটির প্রকাশক হলো জোনাথেন কেপ, লণ্ডন] এই লিষ্টনুযায়ী সি-আই-এ যাদের টাকা দিয়ে থাকেন তাদের নাম নীচে দেয়া হলো। বলাবাহুল্য, এই বইতে যেমনি ভাবে লিষ্ট প্রকাশিত করা হয়েছে তেমনি ভাবে এই লিষ্ট ছাপা হলো। সি-আই-এর কাছ থেকে টাকা পান : আফ্রিকান-আমেরিকান ইন্‌ষ্টিটিউট, আমেরিকান কাউন্সিল ফর ইনটারন্যাশনাল কমিশন অব জরিষ্টস, আমেরিকান ফেডারেশন অব ষ্টেটস্‌ কাউন্টি এ্যাণ্ড মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ, আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্‌ অব দি মিডল ইষ্ট, আমেরিকান নিউজ পেপার গিল্ড, আমেরিকান সোসাইটি ফর আফ্রিকান কালচার, এশিয়া ফাউণ্ডেশন, এসোসিয়েশন অব হাঙ্গারিয়ান ষ্টুটেণ্ডস ইন নর্থ আমেরিকা, কমিটি ফর সেল্‌ফ ডিটারমিনেশন, কমিটি অব করেসপণ্ডেন্স কমিটি অন ইনটার-ন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, ফাণ্ড ফর ইনটারন্যাশনাল সোশ্যাল এ্যাণ্ড ইকনমিক এডুকেশন, ইণ্ডিপেণ্ডেট রিসার্চ সার্ভিস, ইনষ্টিটিউট অব ইনটারন্যাশনাল লেবর রিসার্চ, ইনটারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশন, ইনটারন্যাশনাল মার্কেটিং ইনষ্টিউট, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব চার্চেস, ন্যাশনাল এডুকেশন এসোসিয়েশন, পাদেরস্কি ফাউণ্ডেশন, প্যান আমেরিকান ফাউণ্ডেশন, ফ্রাদেরিক এ প্রাগার

প্রকাশক, রেডিও ফ্রী ইয়োরোপ, সিনড অব বিশপস অব দি রাশিয়ান চার্চ্চ আউটসাইড রাশিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট্স ইউথ কাউন্সিল।

এছাড়া বিদেশী যে সব প্রতিষ্ঠান সি-আই-এর কাছ থেকে টাকা পেয়ে থাকেন তাদের নাম হলো আফ্রিকান ফোরাম, আফ্রিকা রিপোর্ট, বার্লিনার ভেরেইন, সেণ্টার অব ষ্টাটিডজ এবং ডকুমেণ্টশন, কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম ইন প্যারিস, হিওয়ার ম্যাগাজিন ইন লেবানন, ফোরাম ম্যাগাজিন ইন অষ্ট্রিয়া, প্রয়েভ ম্যাগাজিন ইন ফ্রান্স, এনকাউণ্টার ইন ব্রিটেন, ফ্রান্সে ডিপার্টমেণ্টাল দে কামপেসিনস ছ পুনো, ফরেইন নিউজ সার্ভিস, ইনকরপোরেটেড ইনষ্টিটিউট অব পলিটিক্যাল এডুকেশন [কোষ্টারিকা], ইণ্টার আমেরিকা ফেডারেশন অব নিউজ পেপারমেনস অর্গানিজেশন, ইনটারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফ্রী জার্নালিষ্ট, ইনটারন্যাশনাল জার্নালিষ্ট, ইনটারন্যাশনাল ষ্টুডেণ্টস কনফারেন্স, প্লাবিক সার্ভিসেস্ ইনটারন্যাশনাল, ওয়ালর্ড এসেমব্লী অব ইয়ুথ, ওয়ালর্ড কনফাডেরেশন অব অর্গানিজেন অব দি টিচিং প্রফেশন।

এছাড়া এই সব ফাণ্ডের মারফৎ সি-আই-এ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিয়ে থাকেন। এ্যানড্রু হামিলটন ফাণ্ড, বিকন ফাণ্ড, বেঞ্জামিন রোজেনথেল ফাউণ্ডেশন, বরডেন ট্রাষ্ট, ব্রড হাই ফাউণ্ডেশন, কাথারউড ফাউণ্ডেশন, চীজপিক ফাউণ্ডেশন, ডেভিড জোসেফ এ্যাণ্ড উইনফিল্ড বেয়ারড ফাউণ্ডেশন, ডজ ফাউণ্ডেশন, এডসেল ফাণ্ড, ফ্লোরেন্স ফাউণ্ডেশন, গথাম ফাউণ্ডেশন, জে এম, কাপ্লান ফাউণ্ডেশন, জে ফ্রেডিক ব্রাউন ফাউণ্ডেশন, জোন্স ও ডনেল, কেণ্টফিল্ড ফাণ্ড, লিটাওয়ার ফাউণ্ডেশন, মার্শাল ফাউণ্ডেশন, ম্যাকগ্রেগর ফাণ্ড, মিশিগান ফাণ্ড, মনরো ফাণ্ড, নরম্যান ফাণ্ড, প্রাপাস চ্যারিটেবল ট্রাষ্ট, প্রাইস ফাণ্ড, রবার্টস্মিথ ফাণ্ড, সান মিগুয়েল ফাণ্ড, সিডনে এ্যাণ্ড ইস্তার রাব চ্যারিটেবল ফাউণ্ডেশন, টাওয়ার ফাণ্ড, ভেরনন ফাণ্ড, ওয়ার্ডেন ট্রাষ্ট, উইলফোর্ড টেলফোর্ড ফাণ্ড।

এই সব নাম প্রকাশিত হবার পর আজ পর্য্যন্ত কেউ প্রতিবাদ জানাননি যে এরা সি-আই-এর কাছ থেকে কোন টাকা পাননা।

এই বই'র ১৫৯ পাতায় বলা হয়েছে যে, সি-আই-এ বিভিন্ন লেবার অর্গানিজেশনকে টাকা দিয়ে থাকেন। ১৯৬৭ সালে টমাস ব্রাডেন, সি-আই-এ'র চীফ অব ইণ্টারন্যাশনাল সাটারডে ইভেনিং পেষ্টে এক প্রবন্ধে (**I am glad cia is Immoraly**) বলেন যে তিনি নিজের হাতে ওয়াণ্টার এবং

ভিক্টর রয়থারকে [ইউনাইটেড অটোমোবিল ওয়ার্কাস অব আমেরিকা] নিজে হাতে ৫০,০০০ ডলার দিয়েছেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন লেবার অর্গানিজেশনকে সি-আই-এ টাকা দিয়ে থাকেন।

আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সি-আই-এর দপ্তর ছড়িয়ে আছে। কিন্তু কোনটা যে সি-আই-এর অফিস বাইরে থেকে দেখে বুঝবার যো নেই।

ধরুন আপনি মিয়ামি শহরে বেড়াতে গেলেন। কেউ হয়তো আপনাকে জেনিথ টেকনিক্যাল এণ্টারপ্রাইজিং কোম্পানীতে নিয়ে গেলো। কোম্পানীর আকৃতি দেখে বুঝতে পারবেন না যে, আসলে এটা কোম্পানী নয়, এ হলো সি-আই-এর ব্রাঞ্চ অফিস। ইণ্টার আরমকো বলে একটি কোম্পানীর নাম মনে রাখবেন। সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বা কোন রাজনৈতিক দলকে যখন বে-আইনী কু দ্য আঁতাত বা রিভল্যুশনের জন্যে অস্ত্র দেয়া হয় তখন ইণ্টার আরমকো আর্মস সাপ্লাই করেন। ইণ্টার আরমকো কোম্পানীর বড়কর্তা হলেন স্যামুয়েল কামিংস, থাকেন মণ্টিকার্লোতে। আসলে তিনি হলেন সি-আই-এর কর্মচারী। ইণ্টার আরমকো হলো সি-আই-এর ব্রাঞ্চ অফিসের আর এক নাম।

এমনি করে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ব্যবসার মুখোস পরে দুনিয়ার চারদিকে সি-আই-এর শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে আছে। কোনটা যে সত্যিকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কোনটা যে সি-আই-এর অফিস সহজে বোঝবার যো নেই।

সি-আই-এ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য অর্গানিজনশনকে টাকা দিয়ে থাকেন। অনেক সময় রিসার্চের কাজেও প্রচুর টাকা ব্যয় করা হয়। বহু সংবাদ-পত্র, ম্যাগাজিন, সাংবাদিক, সি-আই-এর কাছ থেকে টাকা পায়।

সি-আই-এ দপ্তরকে চারভাগে ভাগ করা যায়। এক নম্বর হলো ইনটেলীজেন্স ডিভিশন। দুই নম্বর হলো প্ল্যানস ডিভিশন, তিন নম্বর হলো রিসার্চ ডিভিশন। চার নম্বর হলো সাপোর্ট ডিভিশন। প্রতিটি ডিভিশনের কর্তা হলেন একজন ডেপুটী ডিরেক্টর।

সাপোর্ট ডিভিশনের কাজ হলো মাল, লোক ইত্যাদি সরবরাহ করা এবং সিকিউরিটি ও কম্যুনিকেশন তত্ত্বাবধান করা।

রিসার্চ ডিভিশনের কাজ হলো টেকনিক্যাল রিসার্চ করা। কোন দেশ বিজ্ঞানে, টেকনলজিতে কতোটা এগিয়ে গেছে সেইটে হিসেব রাখা হলো এই ডিভিশনের কাজ। তারপর ফটো ইনটেলীজেন্সের কাজ এই ডিভিশনই করে থাকে। U-2তে যে সমস্ত ফটো তুলে আনা হয়েছিলো কিংবা কিউবা থেকে

যে সমস্ত ফটো সংগ্রহ করা হয়েছিলো সবই এই ডিভিশনে এনালিসিস্ করা হয়। ফটো দেখে এরা বলেন কোথায় কী ঘটছে। বিদেশে বিপ্লব, কু দ্য আঁতাত, কাউকে শাসনতন্ত্রের গদী থেকে সরানো কিংবা যুদ্ধ বা মিছিল, প্রসেশান করার কাজ হলো প্ল্যানস ডিভিশনের কাজ। বিদেশে যে সব সি-আই-এর কর্মচারীরা কু দ্য আঁতাত করেছেন, কিংবা কাউকে টাকা দিয়ে বশ করছেন এরা সবাই প্ল্যানস ডিভিশনের অধীনে কাজ করেন।

প্ল্যানস ডিভিশনের কর্মচারীদের বলা হয় "ব্ল্যাকস"। অর্থাৎ এরা কী কাজ করছেন আপনি জানতে পারবেন না। এমন কী এই সব কর্মচারীদের স্বামী বা স্ত্রীরা জানতে পারেন না এদের আসল পেশা কী? এরা শুধু এইটুকু জানেন যে, এদের স্বামী আমেরিকান সরকারী দপ্তরে কাজ করেন।

বে অব পিগস্, U-2-র কাজ ব্ল্যাকসরা—মানে-প্ল্যানস ডিভিশনই করেছিলো।

যারা ইনটেলীজেন্স ডিভিশনে কাজ করেন এদের বলা হয় 'হোয়াইটস্'।

আগেই বলা হয়েছে যে সি-আই-এ শতকরা আশী ভাগ খবর বই, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করে। এই আশীভাগ সংবাদ সংগ্রহ করবার দায়িত্ব হলো ইনটেলীজেন্স ডিভিশনের বা হোয়াইটদের।

ইনটেলীজেন্স ডিভিশনকে আবার তিনভাগে ভাগে করা যেতে পারে। এক শাখার কাজ হলো ভবিষ্যদ্বাণী করা। বিশেষ করে কোন দেশে কোন গোলমাল বা হাঙ্গামার সময় কী হতে পারে এইটে ভবিষ্যদ্বাণী করা হলো এই শাখার কাজ। দ্বিতীয় শাখার কাজ হলো প্রতিদিন এই দুনিয়ায় কোথায় কী ঘটছে তার একটা সারাংশ তৈরী করা। এই সংবাদের সারাংশ তৈরী করাকে বলা হয় 'ডেলী টপসিক্রেট চেকলিষ্ট'—কিংবা পলিটিক্যাল রিভিউ। তৃতীয় শাখার কাজ হলো প্রতি কাজ কর্মের উপর নজর রাখা অর্থাৎ যে কাজ করা হচ্ছে এবং যে খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে সেই কাজের ভুল ত্রুটীর উপর নজর রাখা।

ইনটেলীজেন্স ডিভিশন বা হোয়াইটস্‌দের পরিচালনায় বহু রিপোর্ট তৈরী করা হয়। একটি রিপোর্টের নাম হলো 'ন্যাশনাল ইনটেলীজেন্স এষ্টিমেট'। [N. I. E.] এই রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ডকুমেন্ট। কারণ এই রিপোর্টে কোন দেশে কী এবং কখন কী হতে পারে, কেন হতে পারে, তার পুরো হিসেব-নিকেশ দেয়া থাকে। আরো সংক্ষেপে বলতে পারেন, এই রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মতামত থাকে।

এই রিপোর্ট ষ্টেট্ ইনটেলীজেন্স বোর্ডের কাছে পেশ করা হয়। বোর্ড এই রিপোর্ট অনুমোদন করবার পর এই রিপোর্ট প্রেসিডেণ্টের কাছে পেশ করা হয়। বলা বাহুল্য, এই রিপোর্ট তৈরী করার এবং সমস্ত মতামতের দায়িত্ব হলো সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টরের।

ইনটেলীজেন্স ডিভিশন প্রতিদিন প্রেসিডেণ্টের জন্যে বিশ্বজগতের রাজনৈতিক ঘটনার একটি সারাংশ তৈরী করেন। এই টপ সিক্রেট চেক লিষ্ট সি-আই-এর পৃথিবীর বিভিন্ন এজেণ্টদের কাছ থেকে প্রাপ্ত টেলিগ্রমের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন প্রতিদেশের সি-আই-এ'র 'ষ্টেশন চীফ' তার হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠাচ্ছে। ভোর তিনটে থেকে ইনটেলীজেন্স ডিভিশনের কর্মচারীরা এই সব টেলীগ্রামের একটি সারাংশ তৈরী করতে থাকেন। তারপর বিশ্বদুনিয়ার খবরের সারাংশের এক কপি খুব ভোরে প্রেসিডেণ্টের কাছে পাঠান হয়।

প্রেসিডেণ্ট ঘুম থেকে উঠেই ইনটেলীজেন্স ডিভিশনের রিপোর্ট প্রথমে পাঠ করেন। এই রিপোর্টের একটি কপি সেক্রেটারী অব ষ্টেট্স, এক কপি ডিফেন্স সেক্রেটারী এবং এক কপি ডিরেক্টর সি-আই-এ'কে পাঠান হয়।

কোন বিশেষ জরুরী খবর থাকলে, প্রেসিডেণ্ট এবং ষ্টেটস ডিফেন্স সেক্রেটারী এবং সি-আই.এ'র ডিরেক্টরকে তক্ষুনি টেলিফোনে খবর দেয়া হয়। সি-আই-এর এক কর্মচারী চব্বিশ ঘণ্টা ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

সি-আই-এ'র দপ্তরে কর্মচারীদের ভেতর বিস্তর রেষারেষি আছে। এ্যালান ডালেসের আমলে প্ল্যানিং ডিভিশনের সঙ্গে ইনটেলীজেন্স ডিভিশনের কোন যোগাযোগ ছিলো না। অর্থাৎ প্ল্যানিং ডিভিশন যদি কোন দেশে বিপ্লব বা কু দ্য আঁতাতের আয়োজন করতেন ইনটেলীজেন্স ডিভিশন এই গোপন চক্রান্তের কোন আভাসই পেতেন না। কাজ সুরু হলে বিস্তারিত খবরাখবর ইনটেলীজেন্স ডিভিশনকে দেওয়া হতো।

কিন্তু এ্যালান ডালেসের পরে সি-আই-এ'র কর্তা হলেন ম্যাকোন। ম্যাকেন এসে এই আইন-কানুনের অদল বদল করলেন। বলা হলো প্ল্যানিং ডিভিশন ইনটেলীজেন্স ডিভিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবেন। অর্থাৎ প্ল্যানিং ডিভিশন কী কাজ করছে সেইটে ইনটেলীজেন্স ডিভিশনকে আগে থেকেই বলা হবে। কিন্তু তবু সতর্ক হিসেবে এজেণ্টদের নাম উল্লেখ করা বারণ করা হলো।

ইনটেলিজেন্স ডিভিশন বা হোয়াইটরা প্রকাশ্যে চলাফেরা করেন। এরা কাজের জন্যে ছদ্মনাম ব্যবহার করেন না। কারণ এদের কাজ হলো রিসার্চ বা গবেষণা করা। কিন্তু প্ল্যানিং ডিভিশন বা ব্ল্যাক সেকশনে কাজ করতে হলে সি আই-এর কর্মচারীকে ভোল পাল্টাতে হয়। গোপণতা ও সতর্ককতা অবলম্বন করতে হয়।

আজকাল প্ল্যানিং ডিভিশন দেশের ভেতরও অনেক কাজ করে। প্রথমতঃ আজকাল সি-আই-এ আমেরিকার ভেতর যে কোন লোককে জেরাবন্দী করতে পারে। এর আগে এই কাজ করবার অধিকার শুধু মাত্র এফ. বী. আই'র ছিলো। [এখানে বলা প্রয়োজন যে, সি-আই-এ ও এফ. বী. আই'র ভেতর বিস্তর রেষারেষি আছে। আমেরিকার ভেতর কোন তদন্ত বা জেরা করার অধিকার সি-আই-এ'র নেই। এই কাজ করবার সম্পূর্ণ অধিকার শুধুমাত্র এফ. বী. আইর আছে। ইচ্ছে করলে এফ. বী. আই তাদের যে কোন গোপনীয় ফাইল সি-আই-একে দেখাতে অস্বীকার করতে পারেন]

ধরুন হয়তো কোন আমেরিকান ব্যবসায়ী, ছাত্র বা ট্যুরিষ্ট কম্যুনিষ্ট দেশগুলো বেড়াতে যাচ্ছে। যাবার আগে সি-আই. এ তাদের শরণাপন্ন হলো। বললোঃ আপনি কম্যুনিষ্ট দেশগুলো বেড়াতে যাচ্ছেন। আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ সব দেশে যা দেখবেন বা শুনবেন সেই সব কথা আমাদের জানাবেন। মানে আপনার কাছ থেকে আমরা ট্যুরের একটা রিপোর্ট চাই।

* * *

সি-আই এর অপ্রতিহত ক্ষমতা। তাই সি-আই-এ-কে ইনভিজিবল গভর্ণমেণ্ট বলা হয়। বে অব পিগসের কেলেঙ্কারীর পর এ্যালান ডালেস পদত্যাগ করলেন। সি-আই-এর কাজ কর্ম ও পলিসি নিয়ে তদারক করবার জন্যে একটা কমিটি গঠন করা হলো।

পৃথিবীর প্রতি দেশে প্রতি আমেরিকান এম্বাসীতে সি-আই-এ'র কর্মচারীরা বসে আছেন। এদের চট্ করে চেনবার যো নেই। কারণ এরা বিভিন্ন ধরণের কাজ করেন। আগে আমেরিকান ফরেইন সার্ভিস এবং সি-আই-এর কর্মচারীদের ভেতর বিস্তর রেষারেষি ছিলো। অনেক এম্বাসডার সি-আই-এর কর্মচারীদের কার্য্যকলাপ দুচোখে দেখতে পারতেন না। প্রায়ই এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। তাদের বক্তব্য ছিলো যে, আমেরিকান দূতাবাসকে সি-আই-এ ফ্রন্ট হিসেবে ব্যবহার করলে সেই দেশের সরকারের কাছে

এম্বাসডারকে বিস্তর বেগ পেতে হবে। এই অভিযোগের ভেতর অনেকটা সত্যি ছিলো। কিন্তু সি. আই. এ. নাছোড়বান্দা। তারা স্পষ্ট বললেন যে, এম্বাসীর কর্তার না পেলে তাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়।

প্রেসিডেন্ট কেনেডীর আমলে এক নতুন আইন জারী করা হলো। এই আইনে আমেরিকান এম্বাসডারদের অপ্রতিহত ক্ষমতা দেয়া হলো। এবং বলা হলো যে, সি. আই. এর কোন কর্মচারী এম্বাসডারের অজ্ঞাতসারে কোন কাজ করতে পারবে না। যদি এম্বাসডার এবং সি. আই. এ. ষ্টেশন চীফের সঙ্গে কোন মতবিরোধ ঘটে তাহলে সেই বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে ওয়াশিংটনের বড়োকর্তাদের কাছে আবেদন করতে হবে। এই হুকুম জারী করলেন চেষ্টার বোলস।

এই হুকুম জারী করবার পর চেষ্টার বোলস্ আমেরিকার বিভিন্ন এম্বাসী ইনস্পেকশন করতে বেরুলেন। প্রতি এম্বাসীতে তিনি সি. আই. এর কর্মচারীদের স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, তাদের কাজকর্মের পুরো ফিরিস্তি আমেরিকান এম্বাসডারদের জানাতে হবে। কেউ কেউ বললেন গুরুতর ঘটনার পরিস্থিতি হলে তারা এম্বাসডারের অধীনে কাজ করতে পারবেন না। তাদের স্বাধীন ভাবে কাজ করবার ক্ষমতা দেয়া হোক। কিন্তু চেষ্টার বোলস সি. আই. এ. কর্মচারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা দিলেন না। শুধু বললেন, যদি কোন গুরুতর পরিস্থিতির সূচনা হয় এবং কোন এম্বাসডার সেই ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি না করতে পারেন তাহলে সেই এম্বাসডারকে বদলী করা হবে। আমেরিকান এম্বাসডার হলেন প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি। অতএব এম্বাসডারকে বদলী করবার ক্ষমতা একমাত্র প্রেসিডেন্টের হাতেই থাকবে।

* * *

ডালেস পদত্যাগ করবার পর সি. আই. এর কর্তা—ডিরেক্টর হলেন জন ম্যাকোন।

জন ম্যাকোন ছিলেন এটমিক এর্নাজী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

ম্যাকোন সি. আই. এর ডিরেক্টর হয়ে দপ্তরে অনেক পরিবর্তন করলেন। হুকুম দিলেন প্ল্যানস ডিভিশন এবং ইনটেলীজেন্স ডিভিশন যোগসাজসে কাজ করবে। সি. আই. এর কর্মচারীদের জন্যে পেন্সনের বন্দোবস্ত করলেন কর্মচারীদের মাইনেও বাড়ান হলো।

সি. আই. এর ডিরেক্টর হলেন প্রেসিডেন্টের ডান হাত। সংক্ষেপে বলতে

পারেন, সেক্রেটারী অব ষ্টেট্স ও সেক্রেটারী অব ডিফেন্সের পরেই হলো সি. আই. এর ডিরেক্টরের স্থান।

এ্যালান ডালেসের আমলে সরকারী প্রটোকল অনুযায়ী সি. আই. এ. ডিরেক্টর স্থান অনেক নীচুতে ছিলো। কিন্তু ম্যাকোনের সময় এই পদের উন্নতি হলো। ক্যাবিনেট সেক্রেটারীর পরেই ডিরেক্টরকে পদমর্যাদায় স্থান দেয়া হলো।

সি. আই. এর কাজকর্মের একটা নকশা এখানে দেয়া হলো। এই নকশা দুই ভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম নকশা ১৯৬৫ সালে ইউনাইটে ষ্টেট ইনটেলীজেন্স বোর্ডের [U. S. I. B] অদল-বদল হবার আগের। দ্বিতীয় নকশা অদল-বদল করবার পর।

Organization of U. S. I. B. (Prior 1965 reorganization)
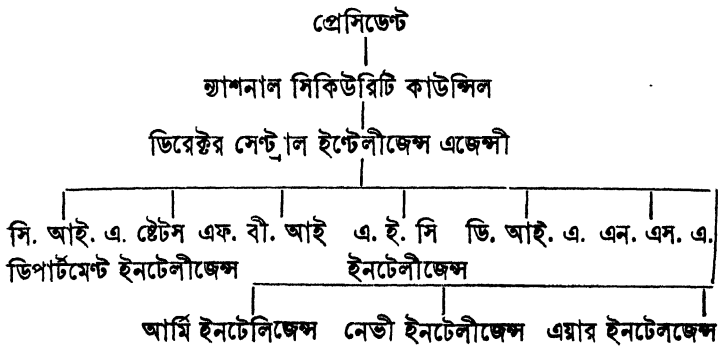
কে কাকে খবর দেবেন:

১।	ডিরেক্টর অব সেন্ট্রাল ইনটেলীজেন্স	প্রেসিডেন্টকে খবর দেবেন
২।	ডেপুটি ডিরেক্টর সি-আই-এ মেম্বর	ডিরেক্টর সি-আই-একে খবর দেবেন
৩।	ডিরেক্টর ডিফেন্স ইনটেলীজেন্স [ডি-আই-এ] মেম্বর	ডিফেন্স সেক্রেটারীকে খবর দেবেন জয়েন্ট চীফ অব ষ্টাফকে খবর দেবেন
৪।	এ্যাসিসটেন্ট ষ্টেটস সেক্রেটারী মেম্বর	সেক্রেটারী অব ষ্টেটসকে খবর দেবেন

৫। ডিরেক্টর, এন-এস-এ (ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী) মেম্বর	এসিসটেণ্ট ডিফেন্স সেক্রেটারীকে খবর দেবেন
*৬। অবজার্ভার এফ. বী. আই মেম্বর	এফ-বী-আই র ডিরেক্টরকে খবর দেবেন
*৬। অবজার্ভার এ-ই-সি[এ্যাটমিক এনার্জী কমিশন] মেম্বর	চেয়ারম্যান, এ্যাটমিক এনার্জী কমিশনকে খবর দেবেন
৮। এসিসট্যাণ্ট চীফ অব ষ্টাফ, ইনটেলীজেন্স আর্মি মেম্বর	চীফ অব ষ্টাফকে আর্মিকে খবর দেবেন
৯। ডিরেক্টর নেভাল ইনটেলীজেন্স মেম্বর	চীফ অব ষ্টাফকে খবর দেবেন।
১০। এসিসট্যাণ্ট চীফ অব ষ্টাফ, এয়ারফোর্স, মেম্বর	চীফ অব ষ্টাফ এয়ারফোর্সকে খবর দেবেন

*···দরকার হলে মিটিং-এ উপস্থিত থাকবেন।

U, S. I. B. অদল-বদল হবার পর

প্রেসিডেণ্ট
- ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল
  - ডিরেক্টর সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সী
    - সি-আই-এ
    - ডি-আই-এ
    - এন-এস-এ
    - ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট
    - এ-ই-সি
    - এফ-বী-আই
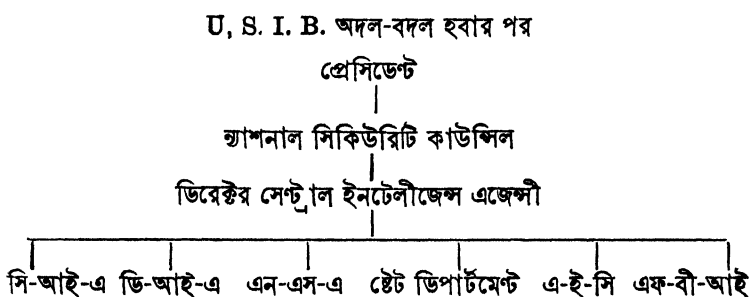
এবার সি-আই-এর দপ্তরের বিভিন্ন অংশের নকশা দেখুন।

সি-আই-এ ডিরেক্টর
- ন্যাশনাল ইনটেলীজেন্স এষ্টিমেট
- বোর্ড অফ এষ্টিমেট
  - ওয়াচ কমিটি
    - ইনডিকেশন সেণ্টার
- সাপোর্ট ডিভিশন
- রিসার্চ ডিভিশন
- প্ল্যানস ডিভিশন
  - অফিস অব সিক্রেট এ্যাক্টিভিটি
- ইনটেলীজেন্স ডিভিশন
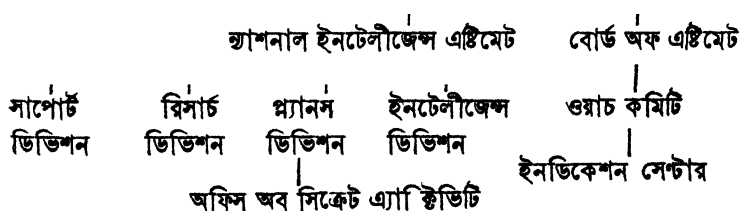
এবার আর্মি ইনটেলীজেন্সের ম্যাপ দেখুন

পেন্টাগন

আর্মি ইনটেলীজেন্স
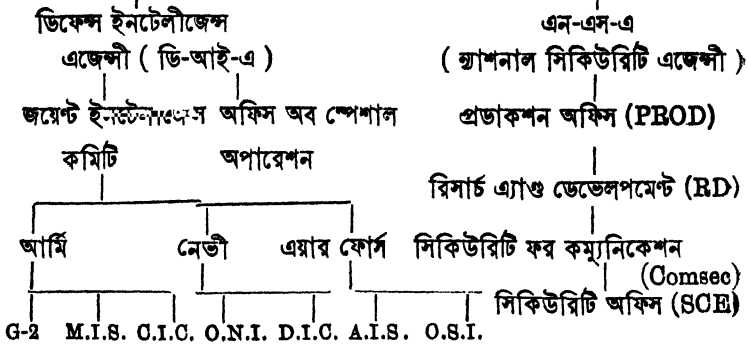
ম্যাকোনের আমলে সি-আই-এর দপ্তরের অনেক অদল-বদল করা হলো। ম্যাকোন চলে যাবার পর সি-আই-এর কর্তা হলেন এডমিরাল উইলিয়াম রাবোর্ণ। কিন্তু প্রথম থেকেই রাবোর্ণের কপাল ছিলো খারাপ। কারণ রাবোর্ণ সি-আই-এ ডিরেক্টর হবার পর তাকে বেশ নাজেহাল হতে হলো।

১৯৬৫ সালে আমেরিকান সৈন্য প্রেসিডেণ্ট জনসনের হুকুমে ডোমিনিকান রিপ্লাবিকে অবতরণ করলো। কিন্তু রাবোর্ণ এই সৈন্য অবতরণের কোন খবরই রাখতেন না। অতএব ডোমিনিকান রিপাবলিকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন খবরই তার জানা ছিলো না। শুধু তাই নয়। রাবোর্নের আমলে সি-আই-এ দপ্তরের যথেষ্ট অবনতি ঘটলো। রিসার্চ ও এ্যানালিসিস ডিভিশনের কাজ কর্মে ভাঁটা পড়লো। বাজারে রাবোর্নের নিন্দে হতে লাগলো। সবাই বলতে লাগলো যে, রাবোর্নের নেতৃত্বে সি-আই-এ লাটে উঠবে। বাজারের এই সব গুজবে প্রেসিডেণ্ট বেশ একটু অসন্তুষ্ট হলেন। ঠিক হলো রাবোর্নের পরিবর্তে রিচার্ড হেমসকে সি-আই-এর ডিরেক্টর করা হবে।

রিচার্ড হেমস ছিলেন সি-আই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর। সারাটা জীবন তিনি সি-আই-এর দপ্তরে কাজ করেছেন। রিচার্ড বিসেল পদত্যাগ করার পর তাকেই প্ল্যানিং ডিভিশনের ডেপুটী ডিরেক্টর করা হয়।

একটানা আপনাদের কাছে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর কাহিনী বললুম। এবার আপনাদের কাছে এন-এস-এ বা ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর গল্প বলবো। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর গল্প সি-আই-এর কাহিনীর চাইতেও চিত্তাকর্ষক।

N. S. A.-বা **National Security Agency** এতো গোপন কাজ করে করে যে, **N. S. A.**'র কথা উঠলেই সবাই বলে **Never Say Anything.** সি-আই-এর চাইতে এন-এস-এর কাজকর্মের অনেক বেশী কড়াকড়ি, অনেক বেশী গোপণতা আর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এন-এস-এর কাজ হলো ক্রিপ্টোএনালিসিস এবং ক্রিপ্টোলজি নিয়ে গবেষণা করা। শুধু তাই নয়, আমেরিকান সরকারের কম্যুনিকেশন সিষ্টেম, রেডিও, টেলিফোনে যে সব খবর পাঠান হয় সব কিছুরই তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব হলো এন-এস-এর। এই দপ্তরের আর একটা বড়ো কাজ হলো সোভিয়েত সরকার এবং বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট সরকারের কোড ও সাইফারের রহস্য ভেদ করা এবং ওয়ারলেস রেডিওতে যে সব খবর আদান-প্রদান করা হয় সেই সব খবর শোনা ও ইনটারসেপ্ট করা এবং তার অর্থ খুঁজে বার করা। এন-এস-এ সি-আই-এর চাইতে বড়ো দপ্তর। এখানে প্রায় ১৪ হাজার কর্মচারী কাজ করে থাকেন। হিসেব করে দেখা গেছে যে, আমেরিকান সরকার এন-এস-এর বাবদ বছরে প্রায় এক বিলিয়ন ডলার খরচ করেন। [অবশ্যি বলে রাখা ভালো, স্যাটিলাইট দিয়ে অন্য দেশের 'রেডিও মেসেজ' সংগ্রহ করার জন্যে যে টাকা ব্যয় করা হয় সেই টাকাও এই বাজেটের ভেতর লুকানো আছে।] আরো সহজ সংক্ষেপে বলতে পারেন আমেরিকান বাজেটের শতকরা তুই পার্সেণ্ট এন-এস-এর জন্যে খরচ করে থাকে।

কেন এতো অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় জানতে চান? তার প্রথম কারণ হলো এন-এস-এর মতো এতো বড়ো ক্রিপ্টোএনালিসিস দপ্তর পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

আর একটা হিসেব কল্পনা করুন। আমেরিকান সৈন্য বিভাগ প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় দশহাজার সংবাদ খবরাখবর নিজেদের ভেতর আদান-প্রদান করে। মাইল দিয়ে যদি হিসেব করেন তাহলে এই কম্যুনিকেশন সিষ্টেমের দূরত্ব হবে প্রায় ৫০,০০০.০০০ মাইল। অর্থাৎ গোটা পৃথিবী ৪০০ বার ঘুরে আসা যায়। খবর পাঠাবার জন্যে ২৫,০০০ হাজার চ্যানেল আছে এবং তুশো'র উপর রিলে ষ্টেশন আছে। আর শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় তুহাজারের

বেশী এন-এস-এর দপ্তর ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এরা এতো গোপনে কাজ করে যে, এদের কাজ কর্মের সঠিক হিসেব পাবার যো নেই।

সি-আই-এর সঙ্গে সঙ্গেই এন-এস-এ দপ্তরের সৃষ্টি করা হয়। এন-এস-এর জন্ম হবার আগে কোড তৈরী করা এবং কোডের রহস্য ভেদ করবার দায়িত্ব ছিলো আর্মড ফোর্সের সিকিউরিটি এজেন্সীর [A. F. S. A.]-র উপর। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ১৯৫২ সালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী—এন-এস-এ দপ্তরের সৃষ্টি করলেন। এন-এস-এর জন্যে ফোর্ট মিডে [ওয়াশিংটন ও বাল্টিমোরের মধ্যিখানে একটা জায়গায়] এক নতুন দালান তৈরী করা হলো।

এন-এস-এর দপ্তরে আপনি সব কিছু পাবেন। হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস কাফেটেরিয়া,—সব কিছু মজুত আছে। এই দপ্তরের চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া আছে। প্রতিটী তারের সঙ্গেই ইলেকট্রিক কানেকশন আছে। অতএব সহজে এই দপ্তরে ঢুকবার যো নেই।

কিন্তু এতো সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী থেকে বিস্তর খবর বাজারে প্রকাশ হয়ে গেছে।

প্রথম একটা গল্প শুনুন।

জোসেফ সিডনি পেটারসন ছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটী এজেন্সীর ক্রিপ্টোলজিষ্ট। ১৯৫৪ সালে অক্টোবর মাসে হঠাৎ একদিন তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। অভিযোগ—পেটারসন এন-এস-এর কিছু গোপন খবর পাচার করেছেন। স্পাইংএর অভিযোগে পেটারসনকে অভিযুক্ত করা হলো বটে কিন্তু আসলে পেটারসন স্পাই ছিলেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পেটারসন ফিজিক্সের মাষ্টার ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি আর্মি সিগন্যাল কোরে যোগদান করেন। ক্রিপ্টোলজিষ্ট হিসেবে তার যথেষ্ট সুনাম ছিলো।

লড়াইর সময় পেটারসনের এক ডাচ আর্মির কর্নেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো। কর্নেলের নাম হলো কর্নেল ভেরকুল। পেটারসন ও ভেরকুল একসঙ্গে ক্রিপ্টোলজিষ্টের কাজ করতেন। ভেরকুলের মারফৎ তার এক ডাচ ডিপ্লোম্যাটের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। তার নাম গিয়াকমো ষ্টুইট।

যুদ্ধের পরে পেটারসন এন. এস. এ. তে যোগদান করেন। কিন্তু তিনি তার পুরান ডাচ বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। দুজনের ভেতর চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগলো। দুজনেই চিঠির মারফৎ ক্রিপ্টোলজি নিয়ে আলোচনা করতেন।

হঠাৎ একদিন অভিযোগ করা হলো পেটারসন এন. এস. এ-র দপ্তর থেকে কতোগুলো টপ সিক্রেট কাগজ চুরি করেছেন। আর এই সব গোপনীয় কাগজ ডাচ ডিপ্লোম্যাট গিয়াকমো ষ্টুইটকে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় পেটারসন ষ্টুইটকে বললেন যে, এন. এস. এ. ডাচ সরকারের কোডের রহস্য ভেদ করেছেন। এই খবরের পরিবর্তে পেটারসন অবশ্যি কোন টাকা গ্রহণ করেননি।

একদিন পেটারসন আরও একটি অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। তিনি ওয়াশিংটন পোষ্ট সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখলেন। আর সেই চিঠিতে বলা হলো যে, বাজারে সরকারের অনেক গোপন খবর বিক্রী করা হচ্ছে। খবরটা গেলো এফ. বী. আইর কানে। পুলিশ এসে পেটারসনের বাড়ী সার্চ করলো এবং তার বাড়ীতে অনেক গোপনীয় ডকুমেণ্ট পেলো। বিচারে পেটারসনের সাত বছর জেল হলো।

কিন্তু এন. এস. এর সবচাইতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হলো উইলিয়াম মার্টিন ও বেরনন মিচেলের পালিয়ে যাবার কাহিনী।

এই কাহিনী বলবার আগে মার্টিন ও মিচেলের অতীত জীবনের খানিকটা আভাস দিয়ে নিই। এই দুইজনেই ছিলেন খুব মেধাবী ছাত্র। কাজকর্মেও তারা বেশ কর্মঠ ছিলেন কিন্তু তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে এন. এস. এ'কে বিস্তর নাকাল ও নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিলো।

মিচেল ছিলেন কালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। ছাত্র হিসেবে—বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রে তার সুনাম ছিলো। যুদ্ধের সময় নেভীতে ক্রিপ্টোলজিষ্ট হিসেবে যোগদান করেন। মার্টিন মিচেলের চাইতেও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুল কলেজের সমস্ত পরীক্ষায় বেশ ভালো করে পাশ করেছিলেন। মিচেলের মতো মার্টিনও নৌবাহিনীতে যোগদান করেন। এই নৌবাহিনীতেই মার্টিন ও মিচেলের বন্ধুত্ব হয়।

যুদ্ধের পর মিচেল অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। মার্টিন কিছুদিন জাপানে কাজ করবার পর ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মিচেল ও মার্টিনের সুনাম থাকার দরুন এন. এস. এর কর্তারা তাদের চাকুরীর অফার দিলেন। দুজনেই এন. এস. এতে যোগ দিলেন।

এন. এস. এর দপ্তরে কাজ করবার সময় হঠাৎ একদিন দেখা গেলো দুজনেই আমেরিকান সরকারকে বেশ গালমন্দো করছে। কিন্তু এদের দুজনের মুখে

আমেরিকান বিদ্বেষী কথা শোনা সত্বেও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর কর্তারা এদের বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশন নিলেন না।

১৯৬০ সালের জুন মাসে মার্টিন ও মিচেল ছুটীর দরখাস্ত করলেন। ছুটি মঞ্জুর হলো। দুজনেই দপ্তরের কর্তাদের বললেন যে, ছুটীতে তাদের বাবা মার কাছে যাবেন। কিন্তু ছুটী পাবার পর দুজনে ঠিক উল্টো কাজ করলেন। প্রথমে, দুজনে মেক্সিকো শহরে গেলেন। সেখান থেকে হাভানা শহরে গেলেন। তারপর হাভানা থেকে সোজা রাশিয়াতে চলে গেলেন।

ছুটী শেষ হবার পর মার্টিন ও মিচেলকে দপ্তরে ফিরতে না দেখে এন. এস. এর কর্তাদের মনে চিন্তা ঢুকলো। কোথায় গেলো মার্টিন ও মিচেল? অনেক খোঁজ খবর নেবার পর জানা গেলো দুজনেই পালিয়ে রাশিয়াতে গেছেন।

মস্কোতে গিয়ে মার্টিন ও মিচেল কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। তারা এক প্রেস কনফারেন্স ডাকলেন। আর সেই কনফারেন্সে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙলেন। এন. এস. এর গোপন তথ্য, কাজ কর্মের পুরো ফিরিস্তি দিলেন। এন. এস. এ. যে বিদেশী সরকারের কোড ও সাইফার ভাঙ্গবার চেষ্টা করছে এই কথাও তারা প্রকাশ করলেন। মার্টিন ও মিচেল সত্যিই এন. এস. এর অনেক গোপন খবর জানতেন। অতএব তাদের প্রেস কনফারেন্সের বিবৃতি বিশ্বব্যাপী এক আলোড়নের সৃষ্টি করলো। সবাই সি-আই-এ ও আমেরিকান সরকারকে দুষতে লাগলো। অনেক বিদেশী সরকার তাদের কোড ও সাইফার পাল্টালেন।

এই ঘটনার ঠিক এক বছর বাদে আর একজন এন-এস-এ কর্মচারী পালিয়ে মস্কো চলে গেলেন। ভদ্রলোকের নাম ছিলো ভিক্টর নরিস হ্যামিলটন। ভদ্রলোক ছিলেন আরবী। তার আর এক নাম ছিলো হিন্দালী। অনেক চেষ্টার পর হিন্দালী এন-এস-এ তে চাকুরী সংগ্রহ করেছিলেন। তখন এন-এস-এ তে চাকুরীতে ঢুকবার সময় সিকিউরিটি চেক বিশেষ করা হতো না। হিন্দালী মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলোর সাইফার ও কোডের কাজকর্ম দেখতে লাগলেন। কিন্তু দুবছর কাজ করবার পর হঠাৎ একদিন হিন্দালী এন-এস-এ দপ্তর থেকে পদত্যাগ করলেন। আরো সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা যেতে পারে, এন-এস-এর কর্তারা হিন্দালীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। কারণ, এন-এস-এর কর্তাদের সন্দেহ জাগলো যে, হিন্দালী সিরিয়ার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার চেষ্টা করছেন।

এন-এস-এ থেকে পদত্যাগ করবার পর হিন্দালী পালিয়ে মস্কোতে চলে গেলেন। তারপর মস্কোর সংবাদপত্র ইজভেস্তিয়ায় এক লম্বা চিঠি লিখলেন।

সেই চিঠিতে এন-এস-এ কোথায় কী তুষ্কর্ম করছে তার একটা ফিরিস্তি দিলেন। হিন্দালী এন-এস-এর আরব সেকসনে কাজ করতেন। অতএব এই সেকসনের এন-এস-এর কার্যকলাপের সব খবরই তার জানা ছিলো।

হিন্দালীর চিঠি যেদিন ইজভেস্তিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো সেইদিন এন-এস-এর হেডকোয়ার্টারে আর এক বিশ্রী কাণ্ড ঘটলো। এই এন-এস-এর এক কর্মচারী, সার্জেণ্ট জ্যাক ডানলপ আত্মহত্যা করলেন। আত্মহত্যার কারণ আর কিছুই নয়। ডানলপ এন-এস-এর গোপন খবরাখবর রাশিয়ানদের কাছে বিক্রী করছিলেন। আর এই খবর বিক্রীর পরিবর্তে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ তাকে প্রচুর টাকা দিতো। কল্পনা করে দেখুন ডানলপ ছিলেন সামান্য ক্লার্ক মেসেঞ্জার। অথচ তার স্পোর্টস মডেলের একটি জাগুয়ার, তুটো কাডিলাক গাড়ী ছিলো। বিভিন্ন ক্লাবের মেম্বর ছিলেন, সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার জন্যে বেশ একটা দামী ক্যাবিন ক্রুজার ছিলো। আর সবশেষে তার ছিল এক সৌখীন বান্ধবী।

বহুদিন ধরেই ডানলপ এন-এস-এর গোপন খবরাখবর রাশিয়ান স্পাইদের কাছে বিক্রী করছিলেন। একমাত্র তার বান্ধবী ছাড়া আর কেউ জানতো না যে, ডানলপ রাশিয়ানদের কাছে টপ সিক্রেট ডকুমেণ্ট বিক্রী করেছেন। ডানলপের ঐশ্বর্য দেখে যাদের ঈর্ষা হয়েছিলো তাদের ডানলপ বলেছিলেন যে, সম্প্রতি তিনি এক অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। ডানলপের ঐশ্বর্য দেখে কিন্তু এন. এস. এর কর্তাদের মনে একটুও সন্দেহ জাগেনি। একবারও তারা ভাবেনি সামান্য কেরানীর এতো ঐশ্বর্য কোত্থেকে এলো?

কিন্তু নিজের বোকামির দরুণ ডানলপ ধরা পড়ে গেলেন। একদিন আর্মির কর্তাদের কাছে আবেদন করলেন যে, তাকে সৈন্যবাহিনী থেকে পদত্যাগ করতে অনুমতি দেয়া হোক। কিন্তু এন. এস. এর চাকুরী থেকে তিনি ইস্তাফা দিতে রাজী হলেন না। বললেন সামান্য সিভিলিয়ান হিসেবে তিনি এন. এস. এতে কাজ করবেন।

কিন্তু সিভিলিয়ান হিসেবে এন-এস-এতে কাজ করতে হলে তার অতীত জীবন সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়। পলিওগ্রাফ টেষ্ট বা লাই ডিটেক্টরের সামনে তার পরীক্ষা নেয়া হয়। এই পলিওগ্রাফ টেষ্টে জানা গেলো ডানলপ মিথ্যে কথা বলছেন।

ব্যস, এবার ডানলপকে নিয়ে তদন্ত সুরু হলো। এই তদন্তে ডানলপের জীবনের অনেক গোপন খবরাখবর জানা গেলো। কিন্তু কোর্টের সামনে দাঁড়াবার আগেই ডানলপ আত্মহত্যা করলেন।

মার্টিন ও মিচেলকে মস্কোতে পালিয়ে যাবার পর ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর গোপন কাজ কর্মের একটা আভাস পাওয়া গেলো। জানা গেলো এন. এস. এ. হলো কম্যুনিকেশন ইনটেলীজেন্স সেন্টার, বা কম্যুনিকেশন স্পাইং হলো এন. এস. এর প্রধান কাজ। এই দপ্তরের কাজ হলো বিভিন্ন বিদেশী সরকারের কোড ও সাইফারের রহস্য ভেদ করা। দুই, আমেরিকান সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কোড ও সাইফার তৈরী করা। তিন, বিদেশী সরকারের রেডিও কম্যুনিকেশন মনিটর করা। এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর রাডার যন্ত্রের উপর নজর রাখা।

এন. এস. এ. চার ভাগে ভাগ করা যায়। এই চার দপ্তরের নাম হলো R / D [রিসার্চ ও ডেভেলপমেণ্ট] কম্যুনিকেশন সিকিউরিটি অফিস [COMSEC] প্রডাকশন (PROD) এবং চার নম্বর দপ্তর হলো অফিস অব সিকিউরিটি [SEC]।

প্রতিটি দপ্তরকে আবার বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে রিসার্চ ও ডেভেলপমেণ্ট দপ্তরের কথা বলা যাক। রিসার্চ ও ডেভেলপমেণ্টকে তিন শাখায় ভাগ করা যায়। এই বিভিন্ন শাখার নাম হলো Remp, Sted, Rade। Remp এর পুরো নাম হলো—Research, Engineering, Mathematics ও Physics। Remp এর কাজ হলো ক্রিপ্টো এনালিসিস নিয়ে গবেষণা করা। কঠিন অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে Remp কাজ করে। দ্বিতীয় শাখা Sted এর পুরোনাম হলে Standard Technical Equipment Development. সাইফার বিভিন্নভাবে কী করে প্রয়োগ করা যায় এবং ট্রানসিসটর যন্ত্র কী করে ক্রিপ্টোগ্রাফীতে ব্যবহার করা যায় এই নিয়ে গবেষণা করে। তৃতীয় শাখার নাম হলো Rade,—রিসার্চ ও ডেভেলপমেণ্ট ও ট্রানসমিশন এবং ইলেকট্রোম্যাগেনটিক রেডিয়েশন নিয়ে কাজ করা হলো Rade এর কাজ।

Comsec এর পুরো নাম হলো কম্যুনিকেশন সিকিউরিটি।

আমেরিকান সরকারের সমস্ত কম্যুনিকেশন সিষ্টেমকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হলো Comsec এর কাজ। শুধু তাই নয়, কোন দপ্তর কোন প্রথা অবলম্বন করবে সেইটে বিচার করবার দায়িত্ব হলো Comsec-এর। Comsec কঠিন সাইফার সিষ্টেম কী করে কাজে লাগান যায় সেইটে নিয়েও রিসার্চ করে।

Comsec এর দুজন বড়ো খদ্দের হলো ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট ও আমেরিকান প্রেসিডেণ্ট। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত ক্রিপ্টোগ্রাফীর যন্ত্র Comsec সাপ্লাই করে।

মস্কো ও ওয়াশিংটনের ভেতর যে ডিরেক্ট টেলিপ্রিণ্টার লাইন আছে তার নাম হলো হট লাইন [Hot Line]। এই হট লাইনের নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। ২২শে জুন ১৯৬৩, আমেরিকা ও রাশিয়ার ভেতর এক চুক্তি হলো। এই চুক্তিঅনুযায়ী মস্কো ও ওয়াশিংটনের ভেতর ডিরেক্ট টেলিপ্রিণ্টার বসানো হলো। এই হট লাইনের যাবার রাস্তা হলো লণ্ডন, কোপেনহেগেন, ষ্টকহলম, হেলসিঙ্কি, মস্কো। হট লাইনে আর একটা কনেকশন রেডিও মারফৎ রাখা হলো। এই রেডিওর লাইন যাবার পথ হলো ওয়াশিংটন তানজিয়ার, মস্কো।

হট লাইন বসাবার উদ্দেশ্য হলো যে, পৃথিবীর কোথায়ও বিপদ আসন্ন দেখিলে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট, রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মূহুর্তের ভেতর যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন এবং কী করে এই হাঙ্গামা বা যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন সেই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে পারেন।

আজ অবধি হট লাইন কোন কাজের জন্যে ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু বাজারে গুজব আছে যে, প্রেসিডেণ্ট কেনেডী খুন হবার দিন এই লাইন ব্যবহার করা হয়েছিলো।

Comsec এর কাজ হলো 'হট লাইনের' তত্ত্বাবধান করা।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট যেখানেই যান না কেন তার সঙ্গে একজন কর্মচারী সাইফার ও কোড বই নিয়ে যান। কারণ প্রেসিডেণ্ট যে কোন মূহুর্তে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে গোপনীয় খবর পাঠাতে পারেন। সেই খবর সাইফার কোডে পাঠাতে হবে। এই কাজের জন্যে Comsec সাইফার ও কোড বই সাপ্লাই করেন। ডিফেন্স কম্যুনিকেশন এজেন্সীর একজন কর্মচারী চব্বিশ ঘণ্টা প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে ঘুরতে থাকেন। এমনকি প্রেসিডেণ্ট যখন ঘুমুতে যান তখন এই লোকটি ঘরের বাইরে প্রতীক্ষা করেন। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেণ্টের মোটর গাড়ীতে যে স্ক্রাম্বলার ও টেলিফোন আছে সেইটে দেখা শোনার ভার Comsec কে দেওয়া হয়েছে।

* * *

অফিস অব প্রডাকশন বা [Prod] এর কাজ হলো কম্যুনিকেশন ইনটেলীজেন্স বা ওয়ারলেস মারফৎ স্পাইংএর কাজ করা। Prod কে আবার চার শাখায় ভাগ করা যায়। প্রথম শাখার নাম হলো Adva (Advanced)। Advaর কাজ হলো শুধু সোভিয়েত সরকারের সাইফার ও কোড সিষ্টেমের রহস্য ভেদ করা। দ্বিতীয় শাখার নাম হলো Gens (General Soviet)। এই

দপ্তরের কাজ হলো সোভিয়েত মিলিটারী ও আর্মির কোড ও সাইফার নিয়ে কাজ কর্ম ও রিসার্চ করা।

তৃতীয় শাখার নাম হলো Acom বা Asian Communist। এই শাখার কাজ হলো এশিয়াতে যে সমস্ত কম্যুনিষ্ট দেশগুলো আছে তার সাইফার ও কোড নিয়ে কাজ করা। চার নম্বর শাখার নাম হলো Allo বা All Countries, অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট দেশগুলো বাদ দিয়ে যে সমস্ত নিরপেক্ষ দেশ আছে তাদের সাইফার কোড ও কম্যুনিকেশন নিয়ে রিসার্চ করা। সাইফারের জন্যে কম্পুটার মেশিনের দরকার হয়। এই কম্পুটার মেশিন দেখবার জন্যে একটি দপ্তর আছে। এই দপ্তরের নাম হলো Mpro বা Machine Processing.

এন. এস. এ'র চারনম্বর দপ্তরের নাম হলো অফিস অব সিকিউরিটি বা Sec। এই দপ্তরের কাজ হলো সমস্ত অফিসের এবং কর্মচারীদের সিকিউরিটির উপর নজর রাখা।

এন. এস. এতে গবেষণার কাজের জন্যে আমেরিকার সব চাইতে মেধাবী ছাত্রদের নিযুক্ত করা হয়। ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্রদের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের চাকুরীর অফার দেয়া হয়। বিশেষ করে অঙ্কশাস্ত্রে যাদের মাথা আছে তাদেরই এন. এস. এর দপ্তরে চাকুরি দেয়া হয়। বিশ্বাস করুন বা না করুন প্রতিদিন এন. এস. এতে যে গভীর অঙ্কশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করা হয় তার তুলনা পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েও পাওয়া যাবেনা। এখানে ছাত্ররা বসে স্পেট থিয়োরী, রিলেটিভিটি নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করছেন। তার কারন আজকাল এই বিজ্ঞানের যুগে রেডিও কম্যুনিকেশন ও ইলেকট্রনীকের কাজকর্মে প্রতি মুহূর্তে এই সমস্ত থিয়োরীর দরকার হয়।

*　　　　*　　　　*

সি-আই-এর কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে কিন্তু এন. এস. এর সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিশেষ কোন আলোচনা হয়নি। তার কারণ এন. এস. এর সমস্ত কাজকর্মই বিশেষ গোপন রাখা হয়।

সি. আই. এর দপ্তরে মানুষ স্পাই, খবর চুরি করে আনে। কিন্তু ন্যাশনাল সিকউরিটি এজেন্সীর দপ্তরে যন্ত্র হলো স্পাই এবং যন্ত্রই খবর চুরি করে।

*　　　　*　　　　*

ন্যাশনাল সিকউরিটি এজেন্সীর কথা বলতে গেলেই সোভিয়েট রাশিয়ার সাইফার ও কোড ডিপার্টমেন্টের কথা বলা দরকার। কারণ প্রতিদিন ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী রাশিয়ার কোড ও সাইফারের গোপন রহস্য

বার করবার চেষ্টা করছে। মস্কোর কর্তারা কিন্তু চুপ করে বসে নেই। তারাও আমেরিকার কোড ও সাইফার চুরি করার চেষ্টা করছেন। এই দুই দলের ভেতর রেষারেষির অন্ত নেই।

মস্কোর কোড ও সাইফারের কাজ দেখছেন K. G, B. এবং M. V. D.। M. V. D.র পুরো নাম হলো ministerstvo Vnutrennykh Del (বা ministry of Internal Affairs) M. V. D. এর কাজ ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেষ্টিগেশনের (এফ. বী. আই.) সঙ্গে তুলনা করা যায়। ২৬শে জুলাই ১৯৬৬, M. V. D. এর নাম পাল্টে Ministerstvo Okhranenia Obshehktvennogo Poriadka or All Union ministry of Preservation of Public order করা হয়েছে। সংক্ষেপে এই দপ্তরের নাম হলো Moop.

M. V. D. এর কাজ ছিলো দেশের আভ্যন্তরীণ সিকিউরিটির রক্ষণাবেক্ষণ করা। এই কাজ করবার জন্যে M. V. D. দেশের প্রতি নাগরিকের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতো।

ডাকখানার চিঠিপত্র সেন্সর করতো। আগের দিনে চিঠিপত্রের সেন্সর করবার জন্যে এবং ক্রিপ্টোলজির কাজের জন্যে M. V. D. একটি বিশেষ শাখা খুলে ছিলো। এই শাখার নাম ছিলো স্পেটস অটডেল বা স্পেশাল ডিপার্টমেণ্ট [Spteds otdel]। এই শাখার প্রথম বড়ো কর্তার নাম ছিলো গ্লেব বোকী। গ্লেব বোকী ছিলেন লেলিনের বন্ধু। তাই তার ক্ষমতা ছিলো অপ্রতিহত।

গ্লেব বোকীর নাম শুনলে রাশিয়াতে সবাই ভয়ে কাঁপতো। আজও বোকীর নাম শুনলে সবাই আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। বাজারে কিংবদন্তী ছিলো যে, গ্লেব বোকী রক্তপান করতেন এবং কুকুরের মাংস খেতেন। এই নিয়ে বহু গল্প লেখা হয়েছে। ১৯৩৮ সালে স্টালিন ক্ষমতা পাবার পর বোকীর সাজা হলো প্রাণদণ্ড।

মৃত্যুর পর দেখা গেলো বোকী সোশ্যলিজমের বাহানা দিয়ে বিপুল অর্থ সঞ্চিত করেছেন। বোকীর আমলে ক্রিপ্টো এ্যানালিসের কাজ স্পেটস অটডেল করতো। মস্কোর ছয় নম্বর লুবইয়াস্কা ষ্ট্রীটে স্পেটস অটডেল দপ্তর ছিলো। কয়েক বছর বাদে এই দপ্তর জেরজিনস্কি ষ্ট্রীটে তুলে আনা হলো।

এই দপ্তরের বাকী কাহিনী আপনাদের ভ্লাডিমির পেট্রভের মুখ থেকেই শুনতে হবে।

ভ্লাডিমির পেট্রভ কে জানতে চান? পেট্রভ তার নিজের পরিচয় নিজেই দেবে। তার গল্প শুনুন।

ভ্লাডিমির পেট্রভ

নমস্কার ?

আমার কণ্ঠস্বর শুনে নিশ্চয় অবাক হয়েছেন। কখনও কল্পনা করেননি যে, আমি আপনাদের সঙ্গে বসে আবার খোস গল্প করবো। আমার অস্তিত্বের কথা আপনারা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ভ্লাডিমির পেট্রভ অস্ট্রেলিয়াতে পালিয়ে গেলো। ওর দেখা কী আর কখনও আমি পাবো ? হয়তো আপনার এই ভাবনার মধ্যে খানিকটা সত্যি ছিলো। কারণ আমরা যারা একবার মস্কোর স্পেটস্ অটডলে কিংবা K. G. B.'র দপ্তরে কাজ করেছি তারা যে আবার কখনও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারবো এই কথা কোনদিনই কল্পনা করতে পারিনি।

এই যে স্পেট্স অটডেল বা সাইফার ডিপার্টমেন্টের নাম শুনলেন আমি ছিলুম এই দপ্তরের একজন পুরানো কর্মচারী। আমার আসল নাম ছিলো সরোকোভ। ১৯৩৩ আমি অগপুতে (O.G.P.U.) চাকুরী নিলুম। মাত্র কিছুদিন আগে M. V. D. দপ্তর থেকে সাইফার ডিপার্টমেণ্ট স্পেটস অটডেল অগপুর (O.G.P.U.) দপ্তরে বদলী করা হয়েছিলো। এই নতুন দপ্তরে আমি ছিলুম প্রথম কর্মচারী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি স্টকহলমে সাইফার ক্লার্কের চাকুরী নিয়ে গেলুম। এই সাইফার কাজের সঙ্গে সঙ্গে আমি ইনটেলীজেন্সের বা স্পাইর কাজও করতুম। কিছুদিনের ভেতর।

আমার কাজে বেশ পদোন্নতি হলো। কারণ কর্মচারী হিসাবে আমার সুনাম ছিলো। শুধু কাজ করবার দক্ষতা নয় আমি প্রচুর পরিশ্রম করতে পারতুম। তাই আমাকে সাইফার সেকশনের ডেপুটী চীফ করা হলো। ডেপুটী চীফ হিসেবে সাইফার ও কোড নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার কাজ ছিলো না বিদেশ থেকে যতো টেলীগ্রাম আসতো সেই সব টেলীগ্রাম পড়া ছিলো আমার কাজ। তাই আমি অনেক গোপন খবর জানতুম।

আমার দপ্তরে সাইফারের কাজ করা ছাড়া আর একধরণের কাজ আমাদের অনেককেই করতে হতো। আর সেই কাজ হলো মানুষকে খুন করা। আমার কথা নিশ্চয় আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু আমার সহকর্মী বখোভের

কথা যদি আপনাদের কাছে বলি তাহলে বুঝবেন যে, আমি মিথ্যে কথা বলছি না। বখোভ আমাদের 'স্পেটস অটডেল' দপ্তরে কেরানীর কাজ করতো। কিন্তু তার চেহারা দেখতে ছিলো দানবের মতো। একদিন বখোভকে আমাদের মধ্যপ্রাচ্যের কোন এম্বাসীতে বদলী করা হলো। তাকে নির্দেশ দেয়া হলো যে, এম্বাসীর বড়োকর্তা,—মানে এম্বাসডারকে খুন করতে হবে।

আমার কথা শুনে নিশ্চয় তাজ্জব হয়ে গেছেন! ভাবছেন একী কথা? নিজের দেশের এম্বাসডারকে কী কেউ কখনও খুন করে! অসম্ভব! এম্বাসডারকে শাস্তি তো দেশের সরকার ইচ্ছে করলেই দিতে পারেন। লোক দিয়ে খুন করাবার কী দরকার? কিন্তু আমি যে দপ্তরে কাজ করি সেইখানে সবই সম্ভব।

যাক, এবার আমার কাহিনী শেষ করি। বখোভ মানুষ খুন করতে বেশ ঝানু ছিলো। একদিন এক লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এম্বাসডারকে তার দপ্তরেই খুন করলো।

খুন করার পরও বখোভ প্রায় এক বছর সেই এম্বাসীতে কাজ করলো। কেউ যেন সন্দেহ না করে যে এম্বাসডারের খুনের সঙ্গে বখোভ জড়িয়ে আছে। মস্কোতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার কাজের জন্যে 'অর্ডার অব দি রেড ষ্টার' পুরস্কার দেয়া হলো।

আমাদের বিভিন্ন ধরণের কাজের নমুনা আপনাদের দিলুম। এবার শুনুন মস্কোর বড়ো কর্তাদের সঙ্গে কেন আমার ঝগড়া হয়েছিল এবং কেন আমি অষ্ট্রেলিয়ার রাশিয়ান এম্বাসী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলুম।

আপনাদের নিশ্চয় বেরিয়াকে মনে আছে। এই বেরিয়া ছিলো ষ্টালিনের ডান হাত সিক্রেট পুলিশ এন, কে, ভি, ডি-র (N. K. V. D) বড়ো কর্তা।

ষ্ট্যালিনের শাসনকালীন সময়ে বেরিয়া যে কতো পাপ কাজ করেছে তার হিসেব দেয়া সম্ভব নয়।

ষ্টালিনের মৃত্যুর পর বেরিয়ারও পতন হলো।

স্পেটস অটডেল বা সাইফার দপ্তর যখন এন, কে, ভি, ডি-র সঙ্গে যোগ করা হলো তখন বেরিয়া ছিলেন আমাদের দপ্তরের প্রধান কর্তা। কিন্তু বেরিয়ার পতনের পর সবাই বেরিয়ার নিন্দে গাইতে লাগলো। বিভিন্ন এম্বাসীতে সভা সমিতি হলো। সবার মুখে এক কথা: বেরিয়ার মতো শয়তান, পাজী লোক আর রাশিয়াতে দেখা যায়নি। অনেকে মনে মনে সন্দেহ করলেন যে, আমার সঙ্গে বেরিয়ার নিশ্চয় কোন যোগাযোগ ছিলো।

১৯৫১ সালে আমাকে অষ্ট্রেলিয়ার কানবারা শহরে বদলী করা হলো। আমাকে M. V. D-র অষ্ট্রেলিয়ার রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হলো। আমি বিয়ে করেছিলুম ১৯৪০ সালে। আমার স্ত্রীও মিলিটারী ইনটেলীজেন্স দপ্তরে কাজ করতেন। আমাকে যখন ষ্টকহলমে বদলী করা হলো তখন আমার গিন্নীকে সেই এম্বাসীতে টাইপিষ্টের চাকুরী দিয়ে পাঠান হলো। আমার পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার গিন্নীরও পদোন্নতি হলো। কানবারা শহরে আমরা দু'জনে যখন এলুম তখন আমার স্ত্রী ছিলেন দপ্তরের একজন 'ক্যাপ্টেন'। বেশ উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

আমার বউর ছদ্মনাম ছিলো 'তামারা'।

* * *

আমি যে M. V. D'র এজেণ্ট এবং রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর এ কিন্তু আমার এম্বাসডার একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তিনি ছুঁতো খুঁজতে লাগলেন কী করে আমাকে অষ্ট্রেলিয়া থেকে তাড়ান যায়।

এম্বাসীর কর্মাশিয়াল এটাচী ছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির মেম্বর। তিনি এবার এম্বাসডারের সঙ্গে হাত মেলালেন। একদিন দপ্তরের এক স্পাই এসে আমাকে খবর দিলো যে, এম্বাসডার ও কর্মাশিয়াল এটাচী আমার বিরুদ্ধে মস্কোতে রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন।

কিছুদিন বাদে এম্বাসডার মস্কোতে চলে গেলেন। আমি নতুন এম্বাসডারের সঙ্গে খাতির জমাবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু আমার এই আলাপ জমলো না। নতুন এম্বাসডারও আমার বিরুদ্ধে মস্কোতে রিপোর্ট পাঠাতে লাগলেন। আমার বউকে এবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মাইনে কমিয়ে দেয়া হলো।

আমি এবার নিজের বিপদের আশংকা করলুম। একদিন দপ্তরে বিভিন্ন কর্মচারীরা সভা করে আমার নিন্দে গাইলেন। সবাই বললেন: আমি ছিলুম বেরিয়ার 'চেলা'। আমার শাস্তি হওয়া উচিৎ।

এদিকে নতুন এম্বাসডারের সঙ্গে আমার মনোমালিন্য ক্রমেই বাড়তে লাগলো। একদিন এম্বাসডার অভিযোগ করলেন যে, আমি কোন একটা সিক্রেট ডকুমেণ্ট হারিয়েছি।

এই অভিযোগের মানে বুঝতে আমার একটুও অসুবিধে হলো না। এই ধরণের সামান্য অভিযোগে কতো লোককে যে সাজা দেয়া হয়েছে তার হিসেবে নিকেশ দিতে পারব না।

আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে, মস্কোতে আমার ডাক পড়বার আগেই আমাকে পালাতে হবে। কিন্তু পালাবার কথা বললেই তো পালান যায় না। কারণ আমার গিন্নীই আমার পালাবার প্রতিবন্ধক ছিলেন।

একদিন বেশ একটু সতর্ক হয়ে গিন্নীর কাছে প্রস্তাব করলুম যে, রাশিয়ান এসপিওনেজ সার্ভিস ত্যাগ করবো এবং অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে আশ্রয় চাইবো। কিন্তু আমার বউ আমার কথায় কান দিলেন না। তার ছিলো অপরিসীম দেশপ্রেম-দেশভক্তি। শুধু তাই নয়, আমার গিন্নীর অনেক আত্মীয়-স্বজন বেশ বড়ো বড়ো সরকারী কাজ করতেন। গিন্নী আশংকা করলেন যে, আমরা পালিয়ে অষ্ট্রেলিয়াতে আশ্রয় গ্রহণ করলে হয়তো তাদের বিপদ ঘটবে। আমার গিন্নীর আশংকা অবশ্যি অমূলক ছিলো না।

*　　　*　　　*

ডাঃ বিয়ালগুস্কী ছিলেন রাশিয়ান, অষ্ট্রেলিয়াতে থাকতেন। আসলে তিনি ছিলেন M. V. D'র এজেন্ট। ডাঃ বিয়ালগুস্কীর সঙ্গে আমার বেশ হৃদ্যতা ছিলো। তার সঙ্গে বসে আমি মন খুলে বলতে পারতুম।

আমার মনের আশংকার কথা ডাঃ বিয়ালগুস্কীকে খুলে বললুম। তিনি আমার সঙ্গে একমত হলেন। বললেন: ঠিক বলেছ হে পেট্রভ, তোমার বিপদে ঘনিয়ে আসছে। আমার অনুরোধনুযায়ী ডাঃ বিয়ালগুস্কী আমার গিন্নীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন: সময় থাকতে পালিয়ে যান মিসেস পেট্রভ। নইলে আপনাদের জীবনের আশংকা আছে। ডাঃ বিয়ালগুস্কীর প্রস্তাব শুনে আমার গিন্নী রেগে গেলেন। তিনি ধমক দিয়ে বললেন: আপনি এই ধরণের দেশদ্রোহিতার কথা বলছেন কেন? আমি বা আমার স্বামী কক্ষনোই রাশিয়া থেকে পালাব না।

আমার গিন্নীর জবাব শুনে আমিও বেশ নিরাশ হলুম। বুঝতে পারলুম বউকে আমার প্রস্তাবে সহজে রাজী করানো যাবেনা। এবার আমি মনে মনে ঠিক করলুম আমাকে নিজের জীবন বাঁচাতে হবে। গিন্নী যদি তার নিজের জীবনের সম্বন্ধে উদাসীন হ'ন তাহলে আমার বলবার কিছুই নেই।

একদিন center আমাকে খবর পাঠালেন যে, কতোগুলো জরুরী ডকুমেণ্ট যেন অতি অবশ্য পোড়ান হয়। এই সব কাগজ পোড়াবার পর যেন center এর কাছে সার্টিফিকেট পাঠান হয় যে, তাদের নির্দেশনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। আর এই সার্টিফিকেটে আমার ও আমার স্ত্রী'র সই থাকা চাই।

আমি কিন্তু এই সব মূল্যবান কাগজগুলো পোড়ালুম না। কারণ আমি

মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে, এই সব ডকুমেন্ট অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের হাতে তুলে দেবো। একদিন ডাঃ বিয়ালগুস্কীর মারফৎ অষ্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি চীফের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলুম। অষ্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটির ডেপুটী চীফের সঙ্গে দেখাও করলুম। ডেপুটী চীফ আমাকে বললেন যে, পালাবার আগে আমাকে অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে আশ্রয়ের জন্যে আবেদন করতে হবে। আমি কোন এ্যাপ্লিকেশনে সই করতে অস্বীকার করলুম। অষ্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটির ডেপুটী চীফ আমাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড অফার করলেন। বললেন দ্বিধা বা সংকোচ করবেন না মিঃ পেট্রভ। আমাদের কাছে চলে আসুন। আপনাকে আমরা নতুন জীবন যাপন করতে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দেবো।

এই কথা বলে সিকিউরিটির ডেপুটী চীফ স্যুটকেশ খুলে পাঁচ হাজার পাউণ্ড আমার সামনে, টেবিলে রাখলেন। টাকার লোভ আমি সামলাতে পারলুম না। আমি মন ঠিক করে ফেললুম। আমাকে পালাতে হবে।

একদিন সকালে আমি গিন্নীকে গিয়ে বললুম যে, কয়েকটা জরুরী কাজের ব্যাপারে কয়েকদিনের জন্যে আমাকে কানবারা শহরের বাইরে যেতে হবে। গিন্নী সরল মনে আমার কথাগুলো বিশ্বাস করলেন। গিন্নীকে ফাঁকি দিয়ে আমি সোজা সিডনী এয়ারপোর্টে এসে অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলুম। আমার কাছে যে সমস্ত গোপনীয় ডকুমেন্ট ছিলো সেইগুলো ওদের হাতে তুলে দিলুম। এই ডকুমেন্টের পরিবর্তে ওরা আমাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিলেন।

আমাকে ফিরতে না দেখে এম্বাসডার আমার গিন্নীকে গ্রেপ্তার করলেন। এম্বাসীতে তাকে আটক রাখা হলো। অষ্ট্রেলিয়ান পররাষ্ট্র দপ্তর এম্বাসডারের কাছে এই গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। আমিও পররাষ্ট্র দপ্তরের মারফৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলুম। এম্বাসডার আমার লেখা চিঠি স্ত্রীকে দেখালেন। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন না।

দু'দিন বাদে তিনজন গার্ড আমার স্ত্রীকে ম্যাসকট বিমান বন্দরে নিয়ে গেলো। এম্বাসডার ঠিক করলেন যে, আমার স্ত্রীকে মস্কোতে পাঠিয়ে দেবেন।

ইতিমধ্যে আমার পালিয়ে যাবার ব্যাপার নিয়ে সারা অষ্ট্রেলিয়াতে তুমুল হৈ-হল্লা সুরু হয়েছে। সবাই প্রতিবাদ-করে জানালো যে, আমার বউকে

মস্কোতে ফিরতে দেবে না। অষ্ট্রেলিয়ান সরকার স্পষ্ট জানালেন যে, মাদাম পেট্রভকে তারা মস্কোতে ফিরতে দেবেন না। পাইলটকে বলা হলো: আপনি মাদাম পেট্রভের সঙ্গে কথা বলুন। জিজ্ঞেস করুন ওর মনের আসল অভিসন্ধি কী? উনি কী মস্কোতে ফিরে যেতে চান?

মাঝরাতে প্লেন এসে ডারউন এয়ারপোর্টে থামলো। পাইলট মাদাম পেট্রভের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা করলেন। এই কথা-বার্তার পর তিনি অষ্ট্রেলিয়ার সরকারের কাছে খবর পাঠালেন যে, মাদাম পেট্রভ অষ্ট্রেলিয়াতে থাকতে চান এবং মস্কোতে ফিরে যাবার তার কোন ইচ্ছেই নেই।

এবার অষ্ট্রেলিয়ান সিকিউরিটি গার্ড এসে প্লেনকে ঘেরাও করলো। রাশিয়ান গার্ডদের সঙ্গে বিস্তর বচসা হলো। তারপর জোর করে আমার স্ত্রীকে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনলো।

আমার স্ত্রীর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, আমি মারা গেছি। অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের নির্দেশানুযায়ী আমি আমার স্ত্রীকে টেলিফোন করলুম। বললুম আমি নিরাপদেই আছি। এম্বাসীর চক্রান্তের দরুণ আমাকে অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। আরো বললুম যে, আমার স্ত্রী যদি মস্কোতে ফিরে যায় তাহলে তার বিপদ ঘটবে।

এবার আমার স্ত্রী মন ঠিক করে ফেললেন। অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের প্রতিনিধিকে ডেকে বললেন যে, তিনি অষ্ট্রেলিয়াতে থাকবেন।

প্লেন আমার বউকে না নিয়েই মস্কোতে ফিরে গেলো।

তার পরবর্তী ঘটনা আপনাদের অজানা নেই। বেশ কিছুদিনের জন্যে মস্কো অষ্ট্রেলিয়ান সরকারের সঙ্গে সমস্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

* * *

পেট্রভের পুরো কাহিনী আপনারা শুনলেন। পেট্রভ মিথ্যে অনুমান করেনি। মাদাম পেট্রভ যদি মস্কোতে ফিরে যেতেন তাহলে তাকে হত্যা করা হতো এই বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিলো না। এই ধরণের আর একটি ঘটনা আপনাদের বলবো।

আনাটোল বারজোভ ছিলেন রাশিয়ান পাইলট। একদিন বারজোভ ও তার বন্ধু পিটার পিরগফ এক প্লেন নিয়ে অষ্ট্রিয়ার আমেরিকান জোনে এসে উপস্থিত হলেন এবং আমেরিকান সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

চারমাস তাদের অষ্ট্রিয়াতে আটকে রাখা হলো। জেরা করা হলো,

তাদের অতীত জীবন নিয়ে তদন্ত হলো। অনেক অনুসন্ধানের পর তাদের আমেরিকাতে আসতে দেয়া হলো।

আমেরিকাতে আসবার বেশ কিছুদিন পরে সোভিয়েত এম্বাসীর একজন কর্মচারী বারজোভ ও তার বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলো। আশ্বাস দিলো, প্রতিশ্রুতি দিলো, বললো : রাশিয়াতে তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের কেউ কিছু করবেনা না। তোমাদের জীবন নিরাপদে থাকবে।

আমেরিকায় তখন সোভিয়েত এম্বাসডার ছিলেন আলেকজাণ্ডার পেন্সস্কিন। এই পেন্সস্কিন ছিলেন এন, কে, ভি, ডি'র [K. G. B'র আগের নাম] একজন পদস্থ কর্মচারী। পেন্সস্কিন নিজে বারজোভ ও তার বন্ধুকে রাশিয়াতে ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। বারজোভ কিন্তু সরল মনে পেন্সস্কিনের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করলেন। এবার রাশিয়াতে ফিরে যাবার প্রস্তাব বন্ধু পিরগফের কাছে বললেন।

পিরগফ স্পষ্ট জবাব দিলেন : আমি রাশিয়াতে কখনই ফিরে যাবো না। আমাকে একটা বই লিখবার জন্যে এক আমেরিকান পুস্তক প্রকাশক বেশ মোটা টাকা দিয়েছেন। ওদের কাজ শেষ না করে আমি মস্কোতে কখনই ফিরতে পারব না।

বারজোভ জবাব দিলেন : আমিও একটা বই লিখবো। কিন্তু এই বই আমি আমেরিকায় বসে লিখতে চাইনে। নিজের দেশে বসেই লিখবো।

পিরগফ বন্ধুর কথার প্রতিবাদ করলেন :

তোমার বই রুশ দেশের কর্তারাই লিখে দেবেন। যেই বাজারে তোমার বই বেরুবে অমনি তোমাকে ওরা খুন করবে। ওদের কথায় বিশ্বাস করোনা।

বারজোভ এবার ঠাট্টার সুরে বললেন : তুমি ঠিক আমেরিকান নাগরিকের মতো কথা বলছো।

পিরগফ বারজোভের কথার কোন জবাব দিলেন না।

বারজোভ একাই মস্কোভে ফিরে গেলেন! রাশিয়াতে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাসাজস্কায়া জেলখানায় তাকে আটকে রাখা হলো এবং কয়েকদিন বাদে জেরাবন্দী সুরু হলো। বহুদিন জেরাবন্দীর পর একদিন জানা গেলো যে বারজোভকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেয়া হয়েছে।

বারজোভের মতো মাদাম পেট্রভও যদি রাশিয়াতে ফিরে যেতো তাহলে তার সাজা হতো মৃত্যুদণ্ড।

'রটে কাপেল' বা রেড অর্কেষ্ট্রার নাম শুনেছেন!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই রটে কাপেল বা রেড অর্কেষ্ট্রা ছিলো এক রাশিয়ান গুপ্তচর বাহিনী। এই গুপ্তচর বাহিনীর কাজ ছিলো জর্মান পররাষ্ট্র দপ্তর ও মিলিটারী বাহিনীর গুপ্ত খবরাখবর সংগ্রহ করা। এই খবর ইয়োরোপের বিভিন্ন শহর থেকে ওয়ারলেস মারফৎ কোড ও সাইফারে মস্কোর Center-এর কাছে পাঠান হতো।

রটে কাপেলের প্রধান নেতা ছিলেন হের স্থলজ বয়সেন এবং আরভিড হারনাক। স্থলজ বয়সেন জর্মান এয়ারফোর্সে কাজ করতেন এবং আরভিড হারনাক জর্মান মিনিষ্ট্রি অব ইকনমিক এ্যাফেয়ার্সে কাজ করতেন। দুজনেই জর্মানীর সম্ভ্রান্ত পরিবারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। হারনাক ছিলেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডলফ ফন হারনাকের ভাইপো। আর এই রেড অর্কেষ্ট্রার ব্যাণ্ডমাষ্টার ছিলেন লিওপোল্ড ট্রেপার। লিওপোল্ড ট্রেপার আসলে ছিলেন এক প্রফেশনাল স্পাই। পারীতে সিমেক্স কর্পোরেশনে ছদ্মনামে কাজ করতেন।

জর্মানী রাশিয়া আক্রমণ করবার আগেই স্থলজ বয়সেন ও আরভিড হারনাক তাদের গুপ্তচর বাহিনী গঠন করলেন। এরা যে গোপনে রাশিয়ার স্পাই হিসেবে কাজ করেছেন এই কথা কেউ জানতে পারলো না। তারপর ১৯৪১ সালের জুন মাসে জর্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলো। স্থলজ বয়সেন এবং আরভিড হারনাক তৎপর হয়ে উঠলেন। ব্যাণ্ড মাষ্টার লিওপোল্ড ট্রেপার তার বাজনা বাজাতে সুরু করলেন। গোপন গুপ্ত খবর রেডিও মারফৎ মস্কোতে পাঠান সুরু হলো। ইয়োরোপের চারদিক থেকে রেডিওর বাজনা বাজতে লাগলো।

বার্লিন, পারী, ব্রাসেলস, অষ্টেণ্ড ও মার্সইতে রটে কাপেলের গুপ্তচরেরা এতোদিন ঘাপটি মেরে বসেছিলো। এবার তারা সজাগ হয়ে উঠলো। এক সঙ্গেই সঙ্গীতের মতো ইয়োরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মস্কোতে খবর পাঠান সরু হলো।

জর্মান কাউণ্টার এসপিওনেজ সার্ভিস একদিন রটে কাপেলের একটি গোপন খবর রেডিওতে শুনতে পেলো। কিন্তু এই সব গোপন খবর সাইফার ও কোডে পাঠান হচ্ছিলো। চট্ করে এই সব গোপন খবরের রহস্য জর্মান কাউণ্টার এসপিওনেজ সার্ভিস ভেদ করতে পারলো না। আর কারা, কে এবং কোথা থেকে এই সব খবর পাঠাচ্ছে সহজে জানা গেলো না। কারণ কাউণ্টার এসপিওনেজ সার্ভিসের কাছে বেশী ডিরেকশনাল ফাইণ্ডার যন্ত্র ছিলো না।

অনেকদিন প্রতীক্ষা করার পর একদিন জর্মান কাউণ্টার এসপিওনেজ

সার্ভিস ব্রাসেলসে রটে কাপেলের রেডিও ষ্টেশন খুঁজে বার করলো। জর্মান সৈন্যবাহিনী ১০১ রু ড্য আত্রেবাতে হানা দিলো এবং রেডিও অপারেটর মিখাইল মাখারভকে গ্রেপ্তার করলো। মিখাইল মাখারভ জাতে রাশিয়ান ছিলেন। তিনি সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তরের মলোটভের আত্মীয় ছিলেন।

খানাতল্লাসী করে জর্মান কাউণ্টার এসপিওনেজ সার্ভিস অনেক গোপনীয় কাগজপত্র, সাইফার এবং কোড বই আবিষ্কার করলো। কিন্তু সাইফার ও কোডের রহস্য তারা কিছুতেই ভেদ করতে পারলো না।

মাখারভকে জেরা স্থুরু করা হলো। কিন্তু মাখারভ সহজে তার মুখ খুললেন না। প্রায় দেড়মাস জর্মানদের হাতে বন্দী থাকার পর মাখারভ কথা বলতে স্থুরু করলেন।

মাখারভকে গ্রেপ্তার করে বা ব্রাসেলস সিক্রেট রেডিও ষ্টেশন হানা দিয়েও রটে কাপেলের কাজকর্ম বন্ধ করা গেলো না। কারণ মাখারভকে গ্রেপ্তার করার সময় ব্যাণ্ড মাষ্টার ট্রেপার পালিয়ে গিয়েছিলেন। ট্রেপার পালিয়ে গিয়ে দলের অন্যান্য সবাইকে সতর্ক করে দিলো। রটে কাপেল এবার তাদের সাইফার ও কোড পাল্টালো, ওয়েভ লেংথও বদল করা হলো। আবার দ্বিগুণ স্থরে রটে কাপেল বা রেড অর্কেষ্ট্রার বাজনা স্থুরু হলো।

আবার জার্মান কাউণ্টার এসপিওনেজ সার্ভিস রটে কাপেলের বাজনা শুনতে পেলো। কিন্তু বাজনা শুনলে হবে কী? বাজনার অর্থ কেউ খুঁজে বার করতে পারলো না। আবার D/fing-এর সাহায্য নিয়ে 'রটে কাপেলের' ট্রান্সমিটর খুঁজে বার করা হলো। এই ট্রান্সমিটর পরিচালনা করছিলেন জোহান ওয়েনজেল। তার ছদ্মনাম ছিলো 'প্রফেসর'। গেষ্টাপো বাহিনী এই কোড ও সাইফারের রহস্য বার করবার জন্যে জোহান ওয়েনজেলকে খুব মার দিলো। মারের চোটে ওয়েনজেল কথা বলতে স্থুরু করলো।

ওয়েনজেলের মুখে স্থুলজ বয়সেন এবং আভিড হারনাকের ঠিকানা জানা গেলো। গেষ্টাপো বাহিনী এবার দুজনকে গ্রেপ্তার করলো। বিচারে দুজনের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড।

*　　*　　*

রাশিয়ান সাইফার ও কোডের কথা বলার জন্যে স্পেটস অডটেল, পেট্রভ ও রটে কাপেলের গল্প বলতে হলো।

আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সী কী করে সাইফার ও কোড সংগ্রহ করে ও কাজে ব্যবহার করে তারও খানিকটা আভাস আগে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু এই সাইফার কোড কী এবং কী কাজে ব্যবহার করা হয় এবার বলা দরকার। স্পাই খবর সংগ্রহ ক'রে বিভিন্ন পন্থায় তার কর্তাদের কাছে খবর পাঠান। খবর পাঠাবার কয়েকটি পন্থার বিবরণী আগেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু আপনি যেই ভাবেই খবর পাঠান না কেন, খবর পাঠাবার সময় আপনাকে কোড ও সাইফার ব্যবহার করতে হবে।

তাই এবার আপনাদের কাছে এই কোড ও সাইফারের গল্প বলবো। কিন্তু এই কাহিনী বলবার আগে পাঠকদের সতর্ক করে দিচ্ছি। সাইফার ও কোডের কাজ জানতে হলে কিংবা বলতে হলে অঙ্কশাস্ত্রে বেশ গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। একটা কথা মনে রাখবেন যে, আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীতে যারা কাজ করেন তারা হলেন অঙ্কশাস্ত্রের বেশ বড়ো পণ্ডিত। আজ যদি তারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাষ্টারী করতেন তাহলে অনেকের নামই আপনারা এতোদিন শুনতে পেতেন।

*   *   *

সাইফার-কোড কী?

লুকিয়ে শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে খবর পাঠাবার এক অভিনব পন্থা। এই অভিনব পন্থাকে বলা হয় ক্রিপ্টোলজি এবং এই নিয়ে যে গবেষণা করা হয় তাকে বলা হয় ক্রিপ্টোএনালিসিস।

খবর বিভিন্ন উপায়ে লুকানো যায়। সাধারণ সটহ্যাণ্ড ষ্টেনোগ্রাফীর—মারফৎ খবর গোপন করা যায়। আর সেই সব গোপন খবর ইনভিজিবল ইঙ্ক বা মাইক্রোডটের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। কিন্তু কোড ও সাইফারে খবর পাঠাতে হলে খবর গোপন করবার দরকার নেই। খবরটা এমনি করে পাঠাবেন যেন খবর পড়ে কেউ না বুঝতে পারে আপনি কী খবর পাঠাচ্ছেন। শুধু যে খবর পাঠাবে এবং যার কাছে খবর কাছে খবর পাঠান হবে সে-ই খবরের আসল অর্থ বুঝতে পারবে।

এই ভাবে খবর পাঠাবার দুটো পন্থা আছে। একটা হলো ট্রানস্‌পজিসন [Transposition] সিষ্টেম। ধরুন Secret শব্দটি পাঠাতে হবে। এই শব্দটিকে ওলটপালট করলে দাঁড়াবে Eterse। আর একটি পন্থা হলো সাবষ্টিটিউশন [Substitution] সিষ্টেম অর্থাৎ একটি অক্ষরের পরিবর্তে আর একটি অক্ষর বা নম্বর বসাবেন। এই Secret শব্দের পরিবর্তে আপনি 19, 5, 8, 18 কিংবা 20 বসাতে পারেন। কিংবা ভিন্ন কোন অক্ষর ব্যবহার করতে পারেন। ধরুন Secret এর পরিবর্তে XIWOXV অক্ষর বসাতে পারেন।

ট্রানসপজিশন সিষ্টেমে অক্ষরকে শুধু ওলট পালট করা হয়। আসল অক্ষর পরিবর্তন করা হয় না। যেমন Transposition-এর নিয়মানুযায়ী Etcrse-এর ভেতর আপনি দুটো "e" খুঁজে পাবেন। কিন্তু যেই আপনি Substitution সিষ্টেম অবলম্বন করলেন অমনি সমস্ত অক্ষরটির ভোল পাল্টে গেলো। হয়তো Secret শব্দটির পরিবর্তে আপনি লিখেলেন 195818.

এই Secret শব্দকে বলা হয় Plaintext। অর্থাৎ যে খবরটি আপনি পাঠাবেন তার নাম হলো Plaintext। আর এই 19, 5, 8, 18 কে বলা হয় Cipher Alphabet [বর্তমান ক্ষেত্রে Cipher Numerals]।

নমুনাটিকে আরো একটু ব্যাখ্যা করে বলছি। একটা সাধারণ সাইফার আলফাবেটের নমুনা দেখুন।

Plaintext letters :—

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Cipher alphabets :—

L B Q A C S R D T O F V M H W I J X G K Y U N Z E P

অতএব substituion করলে ENEMY শব্দের পরিবর্তে লিখতে হবে CHCME আর FOE এর পরিবর্তে লিখতে পারেন SWC.

অনেক সময় একটি অক্ষর বা নম্বর বহু শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। E পরিবর্তে 16, 70, 35, 21 যে কোন অক্ষর ব্যবহার করতে পারেন। একই অক্ষর বহু অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহার করাকে বলে HOMOPHONES. অনেক সময় শত্রুকে ধোঁকা দেবার জন্যে কতগুলো আজে বাজে Cipher alphabet ব্যবহার করা হয়। এই সব Cipher alphabetএর কোন অর্থ নেই। এই ধোঁকা দেবার জন্যে যে সাইফার এলফাবেট ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় নুলস [NULLS]। যখন একই সাইফার এলফাবেট ব্যবহার করা হয় তখন তাকে বলা হয় মনোআলফাবেট [Monoalphabet]। যখন একটার বেশী দুটো, তিনটে, চারটে সাইফার এলফাবেট ব্যবহার করা হয় তখন সেই সিষ্টেমকে বলা হয় পলি-আলফাবেট [Polyalphabet].

এবার কোড ও সাইফারের ভেতর যে পার্থক্য আছে সেইটে বলা যাক। কোড একটি শব্দ, দুটি শব্দ, হাজার শব্দ, ইডিয়ম এমন কি একটা গোটা চিঠিও হতে পারে। একটি কোড ওয়ার্ড সাধারণ শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রতিটি কোডকে Codewords বা Code Number বলা হয়। কয়েকটি কোডকে মিলিয়ে Code group হয়। একটি কোডের নমুনা দেখুন :—

কোড নম্বর	—	সাধারণ শব্দ (Plain text)
3964		emplacing
1563		employ
7260		end
8809		enable
3043		enabled
0012		enabled to.

অর্থাৎ enabled toর পরিবর্তে আপনি 0012 পাঠাতে পারেন।

প্রতিটি অক্ষরকে পরিবর্তন করে যে অক্ষর ব্যবহার করা হয় তাকে সাইফার বলা হয়। কখনও কখনও ছুটো অক্ষর নিয়ে একটি সাইফার হতে পারে। ছুটো অক্ষরকে নিয়ে যে সাইফার তৈরী করা হয় তাকে বলা হয় Bigraph বা Bigram. বহু অক্ষরকে নিয়ে যে সাইফার তৈরী করা হয় তাকে বলা হয় Polygram। আসলে কোড ও সাইফারের ভেতর পার্থক্য খুবই কম। যেমন ধরুন পুরো THE শব্দটি কোড হতে পারে কিন্তু সাইফার বলতে গেলে আমাদের T. H. E. কে ভিন্ন করে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি অক্ষরের জন্যে এক একটি সাইফার অক্ষর ব্যবহার করতে হবে।

প্রতিটি সাইফারের মানে বের করার জন্যে একটি মূল অক্ষর বা Key থাকে। আর একটি কথা মনে রাখবেন যে, আপনার কোড যতই বড়ো হোক না কেন, আপনার সাইফার এলফাবেট ইংরেজীর ছাব্বিশ অক্ষর ভেতর হওয়া চাই। কারণ আপনি তো ঐ ছাব্বিশটি অক্ষর নিয়ে ক্রস ওয়ার্ড পাজল করছেন।

কোড ওয়ার্ড বা কোড নম্বর আপনি Transposition বা Substitution সিষ্টেম অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারেন। একবার Substitution অনুযায়ী ব্যবহার করলে কোডের মানে পাল্টে যায়। অর্থ পাল্টাবার আগে কোডকে বলা হয় Super-encipherment। অর্থ পাল্টাবার পর বলা হয় Placode বা Plain code। যে কোডকে Transform করা হয় তাকে বলা হয় enicode.

* * *

এবার আপনার হয়তো নিশ্চয় জানতে ইচ্ছে করছে কোড বা সাইফার ভাঙ্গা বা তার অর্থ বার করা সম্ভব কি না। ধরুন আপনার দেশের সরকারের খুবই

একটি জরুরী গোপনীয় টেলিগ্রাম স্পাই চুরি করলো। ভাবছেন হয়তো স্পাই সেই টেলিগ্রামের অর্থ খুজে বার করতে পারবে। অতীতে হয়তো স্পাই বা আপনার শত্রু এই সাইফার টেলিগ্রামের অর্থ অতি সহজে বার করতে পারতো। কিন্তু আজকাল যদি আপনি একটি সাইফার টেলিগ্রাম স্পাইকে দেন এবং তাকে সেই টেলিগ্রামের ভেতর কী লেখা আছে ব্যাখ্যা করতে বলেন তাহলে সে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। কারণ আজকাল প্রতি দেশের সরকার কোড ও সাইফার টেলিগ্রামের জন্যে ওয়ান টাইম প্যাড (ONE TIME PAD-OTP) সিষ্টেম ব্যবহার করে থাকেন। এই ওয়ান টাইম প্যাড সিষ্টেম অনুযায়ী কখনই কোন খবরে একই Ciphar alphabet বা কোড নম্বর দুইবার ব্যবহার করা হয় না। আর একটু খুলে বলি। ধরুন সকাল বেলা যে টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছে সেই টেলিগ্রামে President শব্দের পরিবর্তে MXMY কিংবা 7126 ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু একই খবরে দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে আবার যখন President শব্দটি ব্যবহার করা হলো তখন তার পরিবর্তে XNRS বা 9084 ব্যবহার করা হবে। ONE TIME PADএ প্রতি বার বিভিন্ন Key word ব্যবহার করা হয়। এবং প্রতিটি Key খুবই বড়ো হয় এবং যার কোন মানে হয় না। এই ধরণের One Time Pad আজ অবধি কেউ ভাঙতে পারে নি।

এবার প্রশ্ন করতে পারেন প্যাড কাকে বলা হয়।

যে বইএর ভেতর সাইফার এলফাবেট বা কোড নম্বর লেখা থাকে তাকেই প্যাড বলা হয়।

* * *

এবার One Time Pad কী করে ব্যবহার করা হয় তার কথা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। ধরুন আমি লণ্ডনে বসে আছি। আর আপনি কলকাতায় থাকেন। আপনার কাছে আমি কোড সাইফারে একটি টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছি। আমি যে বই বা প্যাড থেকে সাইফার এলফাবেট বা কোড নম্বর ব্যবহার করবো আপনার কাছে তার একটি কপি থাকা চাই। এখন প্রতিটি সাইফার এলফাবেট বা কোড নম্বরকে গ্রুপে ভাগ করতে হবে। চার অক্ষরের গ্রুপ কিংবা পাঁচ অক্ষরের গ্রুপ যা আপনার খুসী। কতো অক্ষরের গ্রুপে ভাগ করতে হবে সেইটে আগে থেকেই আমি আপনাকে বলে রেখেছি। এবার আপনাকে আমি যে খবর পাঠাব তার প্রতিটি শব্দের [বা অক্ষরের] একটি করে নম্বর দিলুম। আর এই নম্বর চার কিংবা পাঁচ গ্রুপে ভাগ করলুম। প্রতিটি গ্রুপের সামনে আরো চারটি নম্বর বসিয়ে দিলুম। এই চারটি নম্বরকে বলা

হয় **Indicator Grup.** অর্থাৎ এই নম্বর দেখে আপনি বুঝতে পারবেন আমি প্যাডের কতো পাতার কোন লাইনের কোন 'কলাম' থেকে এই নম্বর টুকেছি। এবার নীচে একটা নমুনা দিলুম। এখানে সুবিধের জন্যে একটা শব্দের পরিবর্তে A, B, C, D করে উদাহরণ দেওয়া হলো। অর্থাৎ A-এর পরিবর্তে **6260** B-র বদলে **7532** ব্যবহার করেছি। এর বদলে শব্দটি **AND** হতে পারতো।

Indicator Group		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	6218	6260	7532	8291	2661	6863	2281	7185	5406	7046	9128
2	6416	1169	5729	3392	7572	2754	7891	6290	6719	7529	9156
3	6218	4061	6509	4518	1881	6398	3402	8671	4326	8257	6810

এবার Indicator Group দেখে সাইফার প্যাড খুলুন। আপনার প্যাডের ৬২পাতায় ১ম লাইনের আট কলামে পড়ুন। বুঝতে পারবেন যে, আমি সাইফার প্যাডের অমুক পাতার অমুক লাইন, অমুক কলাম ব্যবহার করেছি।

আপনার মনে কৌতুহল জাগতে পারে শব্দের জন্যে পর পর তিনবার ভিন্ন নম্বর ব্যবহার করেছি কেন। তার কারণ ওয়ান টাইম প্যাডে কখনই **6260** ছুবার 'A' শব্দের জন্যে ব্যবহার করা হবে না। অতএব আপনার শত্রুও যদি এই টেলিগ্রাম সংগ্রহ করে তাহলে 'A' এর জন্যে কোন নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে সহজে জানতে পারবে না।

এবার নম্বর বা অক্ষরগুলোকে সাজান। সাজালে পর টেবিলে দেখতে অনেকটা এইরকম হবে।

এক নম্বর টেবিল (A নিয়ে)

A	6260	1169	4061···
6260	0000	5909	8801
1169		0000	3902
4061			0000

ছুই নম্বর টেবিল (E দিয়ে)

E	6863	7572	0398···
6863	0000	1719	4535···
7572		0000	3826···
0398			0000···

এবার নিশ্চয় জানতে চাইবেন এই এক নম্বর, ছুই নম্বর টেবিল আমি কী করে তৈরী করেছি। টেবিলে নম্বর সাজিয়ে প্রথমে আমি **6260** থেকে **6260** বাদ দিয়েছি। (কোনাকুনি) [এই ধরণের যোগ বা বিয়োগ করতে হলে হাতের কোন নম্বর পরের ঘরে টেনে নেওয়া হয় না। একে বলা হয় **Non Carrying Addition** বা **Subtraction**। আর এই যে নমুনা দিচ্ছি একে বলা হয় **difference method** [যারা এই সম্বন্ধে বিস্তৃত জানতে চান তাদের **David Kahn** রচিত **codebreakers** বইএর ৪৪০-৪১ পাতা পড়তে অনুরোধ করবো।]

তারপর 6260 কে 1169 থেকে বাদ দিয়েছি। বাদ দেবার পর ফল পেলুম 5909। তারপর 10061 থেকে 6260 কে বাদ দিলুম, ফল পেলুম 8801। দ্বিতীয় নম্বর টেবিলেও এই ধরণের বিয়োগ করলুম এবং তার যা ফল পেলুম সেইটে টেবিলে সাজিয়েছি। এই ধরণে টেবিলে সাজিয়ে বিয়োগ করবার পর যে ফল পেলুম সেই দিয়ে একটা নূতন ছক্ বা টেবিলে তৈরী করলুম। এবার সেই টেবিলের ছক আপনাকে দিচ্ছি···

Indicator Group	A. B. C.···D. E. F. G. H. I J.........				
	6260······	2661	7572	7046	7529 Key Plain Cod
6218	0000	0000	9391	0030	2609
6216	5909	9391	0000	9773	0000
6318	8801	9220	3826	1221	9291

এবার এই ছক থেকে যে নম্বর পেলেন সেই নম্বর দিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে।

'A' আসল Key word হলো 6260। আপনাকে যে ONE TIME PAD দিয়েছি সেই প্যাডে এই নম্বর লেখা আছে। আপনি হিসেব করে 'A'-র Plain Code নম্বর পেয়েছেন 0000, 5909, কিংবা 88 ·1।

এবার যোগ করুণ (Non Carrying Addition modular System)

তাহলে প্রথম যে টেবিলে A, B, C-র নম্বর দিয়েছিলুম সেই নম্বর পাবেন।

অর্থাৎ 6260র সঙ্গে 0000 যোগ করলে 6260 পাবেন, 5909 যোগ করলে 1169 পাবেন 1801। যোগ করলে আপনি প্রথম টেবিলের তিন নম্বর 4061 পাবেন।

এবার আপনি আসল টেবিল বা ছক্ পেয়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন কখন কোন লাইনে আমি 'A'র জন্যে কোন নম্বর ব্যবহার করেছি। এইভাবে হিসেব করে যান। হয়তো এই হিসেব বুঝতে মুস্কিল হবে কিন্তু একবার এই ধরণের হিসেব করবার পর আর মুস্কিল হবে না।

* * *

ওয়ান টাইম প্যাড সাইফার কোডের সাধারণ নমুনা দিলুম। আগেই বলা হয়েছে যে, এই ওয়ান টাইম প্যাড্ ব্যবহার করে যদি কোন টেলিগ্রাম পাঠান হয় তাহলে সেই টেলিগ্রামের অর্থ বার করা একেবারেই দুঃসাধ্যকর। তাই আজকাল অধিকাংশ দেশের সরকারই ONE TIME PAD ব্যবহার করে থাকেন।

রাশিয়ানদের ভাষায় One Time Pad-এর নাম হলো 'গামা'।

K. G. B.

এবার গল্পের ধারা পাল্টান যাক।

একটানা সি-আই-এর গল্প শুনে যাদের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে তাদের কাছে এবার রাশিয়ান এসপিওনেজ সার্ভিসের কাহিনী বলবো। শুরুতেই এই এসপিওনেজ সার্ভিসের কর্মদক্ষতার খানিকটা পরিচয় দেয়া দরকার।

প্রথমেই SMERSH-এর কথা বলা যাক। আমি জেমস্ বণ্ডের উপন্যাসের কথা বলছি না। কারণ আপনারা যারা ইয়ান ফ্লেমিং এর জিরো জিরো সেভেনের গল্প পড়েছেন তাদের কাছে SMERSH নাম অপরিচিত নয়। SMERSH শুধু কোন উপন্যাসের রচিত অবাস্তব কাহিনী নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় SMERSH বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। SMERSH-এর পুরো নাম ছিলো Smert Shpionam (Death to Spies) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে SMERSH-এর নাম ছিলো ডবল জিরো (00) সেকশন। এই ডবল জিরো সেকশনের কাজ ছিলো রাশিয়ান রেড আর্মির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা। মহাযুদ্ধের সময় এই ডবল জিরো সেকশনের অনেক পরিবর্তন হলো এবং নাম পাল্টে রাখা হলো SMERSH। SMERSH-র কাজ হলো জার্মান স্পাইদের পাকড়াও করা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর SMERSH কে নতুন করে গঠন করা হলো এবং SMERSH এর কাজ কর্ম দেখবার জন্যে K. G. B-এর একটি নতুন সেকশন খোলা হলো। আর এই সেকশনের কাজ হলো মানুষ খুন করা। এদের কাজ কর্ম এতো নিখুঁত হতো যে, কেউ বলতে পারবে না K. G. B. মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে।

এই দপ্তরের কাজ কর্মের নমুনা দেবার জন্যে আমাকে জার্মানীর শহরের এক কাহিনী বলতে হবে।

চলুন আমরা খানিকটা সময় মিউনিক শহর থেকে ঘুরে আসি।

সকাল ন'টা, ১৯৫৭ সালের বারোই অক্টোবর।

রাস্তায় সবেমাত্র ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এমনি সময় মিউনিক হোটেল থেকে একটি অল্প বয়েসের লোক বেরিয়ে এলো। কতোই বা বয়স হবে। বছর ছাব্বিশ। একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, লোকটি জার্মান নয়। বিদেশী কেউ হবে।

লোকটির নাম হলো বগদান স্টাসিনস্কি। জাতে ইউক্রেনিয়ান, পেশা মানুষ খুন করা।

হোটেল থেকে বেরুবার আগে বগদান স্টাসিনস্কি দুটো পিল খেয়ে নিয়েছে। একটি হলো ট্রাংকুলাইজার, নিজের মনের উত্তেজনাকে দমানোর জন্যে, আর একটি ওষুধ হলো বিষের প্রতিষেধক পিল।

বাগদান স্টাসিনস্কি আজ একজন নামকরা লোককে খুন করতে যাচ্ছে। এই লোকটির নাম হলো ডাঃ লেভ রেবেট। ইউক্রেনিয়ান শরণার্থীদলের একজন বিশিষ্ট সদস্য। পশ্চিম জার্মানীতে থাকেন। লেভ রেবেটকে খুন করবার হুকুম দিয়েছেন K. G. B-র স্পেশাল ডিপার্টমেন্ট থার্টিনথ (13th) ব্যুরো। এই থার্টিনথ ব্যুরোর আগের নাম ছিলো SMERSH।

লেভ রেবেটকে খুন করার জন্যে স্টাসিনস্কি এক বিশেষ অস্ত্র পকেটে পুরে নিয়েছে। হালে এই অস্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। দেখতে মাত্র আট ইঞ্চি লম্বা একটি ছোট টিউব। এই টিউবের ভেতর এক বিশেষ পাউডার ভরা হয়েছে। এই পাউডার হলো প্রুসিক এসিড। ট্রিগার টিপলে পাউডার বেরিয়ে আসবে। যার নাকের কাছে·সেই পাউডারের গন্ধ যাবে তক্ষণি তার মৃত্যু হবে। এই পাউডারের গন্ধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আর একটা পিল খেতে হয়। এই পিল হলো সোডিয়াম থাইসালফো; বাজারে যার নাম হলো 'হাইপো' এবং এমিল নাইট্রেটের তৈরী।

এই পাউডারের গন্ধ শুঁকে যাদের মৃত্যু হবে সেই মৃত্যুকে অতি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই গণ্য করতে হবে। মামুলী হার্ট ফেলিওর।

স্টাসিনস্কি তার এই বিশেষ রিভলবার পকেটে পুরে আট নম্বর কার্লপ্লাৎজ রাস্তায় এলো। কার্লপ্লাৎজ শহরের জনবহুল একটি বড়ো রাস্তা। এই রাস্তায় ডাঃ লেভ বেরেটের দপ্তরের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

একটু বাদে ডাঃ লেভ রেবেট সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। স্টাসিনস্কি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলেন। ডাঃ লেভ রেবেটের ঠিক কাছে এসে স্টাসিনস্কি বিশেষ অস্ত্রের ট্রিগারটি চেপে ধরলেন। অস্ত্রের মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ লেভ রেবেট হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন।

নিঃশব্দে স্টাসিনস্কি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেন।

একটু বাদে আম্বুলেন্স ও ডাক্তার এলো। সবাই পরীক্ষা করে বললো: হার্ট ফেলিওর।

ডাঃ রেবেটকে খুন করে স্টাসিনস্কি তার হোটেলে ফিরে এলেন। কতোগুলো

জরুরী কাগজ পোড়ালেন এবং বাথরুমের ফ্লাশের ভেতর ফেলে দিয়ে ফ্লাশ টেনে দিলেন। তারপর মস্কোর থাটিনথ ব্যুরোর কর্তাদের কাছে একটি পোষ্টকার্ড লিখলেনঃ শনিবার দিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। ভদ্রলোককে দেখে আমি অভিনন্দন জানিয়েছিলুম। বলা বাহুল্য আমার অভিনন্দন সাকসেস্‌ফুল হয়েছিলো।

'অভিনন্দন' কথার অর্থ আর কিছুই নয়, সংক্ষেপে বলা যেতে পারে 'খুন করা'।

*　　　*　　　*

বাগদান স্টাসিনস্কির জন্ম হয়েছিলো পশ্চিম ইউক্রেনের এক ছোট গ্রামে।

১৯৪৩-৪৪ জার্মান সৈন্যবাহিনী ইউক্রেন থেকে পশ্চাৎপসরণ করে এবং সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ইউক্রেন দখল করে নেয়। সেই থেকে ইউক্রেনে সোভিয়েত পক্ষ এবং বিরোধী দল গড়ে ওঠে। স্টাসিনস্কির পরিবারের সবাই ছিলেন সোভিয়েত সরকারের বিরোধী।

স্কুলে পড়বার সময় স্টাসিনস্কি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুলিশের এই শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করবার কারণ ছিলো অতি সামান্য। স্টাসিনস্কি একবার বিনা টিকিটে ট্রেনে ভ্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়লেন। পুলিশ স্টাসিনস্কির নাম খাতায় টুকে নিলো।

কিছুদিন পরে মিনিষ্ট্রি অব ষ্টেট সিকিউরিটির দপ্তরে (M. G. B.) ডাক পড়লো। প্রথম দেখা সাক্ষাতে বিশেষ কোন জরুরী বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো না। তারপর আবার কয়েকদিন বাদে কর্তৃপক্ষ স্টাসিনস্কিকে ডেকে পাঠালেন। এবার ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্ট নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হলো। ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্টের সঙ্গে বা এই মুভমেণ্টের কর্মীদের সঙ্গে স্টাসিনস্কির বিশেষ কোন বনিবনা বা যোগাযোগ ছিলো না।

তারপর বেশ ঘন-ঘন ষ্টেট সিকিউরিটির দপ্তরে স্টাসিনস্কির পরিবার নিয়ে আলোচনা হতো। স্টাসিনস্কির বোন মারিয়া ছিলেন ন্যাশনাল মুভমেণ্টের একজন বড়ো কর্মী। ষ্টেট সিকিউরিটি পুলিশ স্টাসিনস্কিকে এবার তাদের সহযোগিতা করতে বললো। পুলিশের সঙ্গে স্টাসিনস্কির যোগাযোগ এবং সম্পর্ক ক্রমেই নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অতএব স্টাসিনস্কি সিকিউরিটি পুলিশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পারলো না। স্টাসিনস্কি ষ্টেট সিকিউরিটি পুলিশের (M. G. B.-র) একজন কর্মচারী হলো। তাকে ছদ্মনাম দেয়া হলোঃ ওলেগ।

একদিন M. G B'র ক্যাপ্টেন সিটনকভস্কি স্টাসিনাস্কিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : তোমাকে কিছুদিনের জন্যে ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্টে যোগ দিতে হবে। আমরা একটা খবর সংগ্রহ করতে চাই। আমাদের দলের একজন সমর্থককে কিছুদিন আগে ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্টের কর্মীরা খুন করেছে। কী করে এই খুন করা হয়েছে জানতে চাই। লোকটি হলো বিখ্যাত ইউক্রেনিয়ান লেখক ইয়ারোশ্লাভ গালান। স্টাসিনস্কি অতি সহজে ন্যাশনাল দলের সঙ্গে মিশে গেলো। গালানের হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে তার বেশী সময় নিলো না। হত্যাকারীর নাম ছিলো ষ্টিফেন ষ্টাকুর। ষ্টাকুরকে গ্রেপ্তার করা হলো এবং তার শাস্তি হলো প্রানদণ্ড।

এই ঘটনার পর স্টাসিনস্কির আসল পরিচয় ন্যাশনাল মুভমেণ্টের কর্মীদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে স্টাসিনস্কি ন্যাশনাল মুভমেণ্টের দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

* * *

এবার থার্টিনথ ব্যুরো বা K. G. B. (এবার থেকে স্টাসিনস্কির পরিচালনার ভার M.G.B-র হাত থেকে K. G. B. তুলে নিলো) স্টাসিনস্কিকে বললো যে, ভবিষ্যৎ-এ তাকে জার্মানীতে কাজ করতে হবে। জার্মানীর কাজের জন্যে তাকে ট্রেনিং দেয়া স্বরু হলো। ট্রেনিং-এর প্রধান কাজ ছিলো মানুষ খুন করা।

গতানুগতিক নিয়মানুযারী স্টাসিনস্কির নাম ও ভোল পাল্‌টানো হলো। স্টাসিনস্কির নতুন নামাকরণ হলো জোসেফ লেহম্যান। এই ছদ্মনাম নিয়ে স্টাসিনস্কি ড্রেসডেন শহরে গেলো এবং সেইখানে কাজ স্বরু করলো। তারপর একদিন গভীর রাত্রে স্টাসিনস্কি সোভিয়েত প্রান্ত অতিক্রম করে ফ্রাঙ্কফুর্ট অন অডার শহরে এলো। এইখানে এসে K. G. B.-র কর্মচারী সার্জি আলেক্‌জান্ড্রাভিচের সঙ্গে দেখা করলো।

সার্জি স্টাসিনস্কিকে বললো এবার তাকে খুন করার জন্যে পশ্চিম জার্মানীতে যেতে হবে। অতএব তাকে জার্মান ভাষায় ও আদব-কায়দায় ট্রেনিং দেয়া স্বরু হবে। ট্রেনিং-এর পর স্টাসিনস্কি মিউনিক শহরে এলো।

মিউনিক শহরে এসে স্টাসিনস্কি হোটেল হেলভাতিয়াতে উঠলো। প্রথমে এসে একজন নামকরা ইউক্রেনিয়ান কর্মীর সঙ্গে দেখা করলো। অনেকদিন ধরে K. G. B. এই ইউক্রেনিয়ান কর্মীকে দলে টানবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু এই ইউক্রেনিয়ান কর্মী কিছুতেই K. G. B'র দলে যোগ দিতে রাজী হয়নি। এই ইউক্রেনিয়ান কর্মীর স্ত্রী থাকতেন মস্কোতে। K. G. B স্টাসিনস্কি মারফৎ

খবর পাঠালো যদি এই ইউক্রেনীয়ান ভদ্রলোক তাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হয় তাহলে তাকে মস্কোতে গিয়ে বউর সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হবে। কিন্তু প্রথম কাজেই স্টাসিনস্কি ব্যর্থ হলো। কারণ এই ইউক্রেনিয়ান ভদ্রলোক কিছুতেই K. G. B'র সঙ্গে কাজ করতে রাজী হলেন না।

এবার ষ্টাসিনস্কি অন্য কাজে হাত দিলো। এই কাজের জন্যে তাকে ফ্রাঙ্কফুর্ট ইত্যাদি শহর ঘুরতে হলো।

১৯৫৭ সালে স্টাসিনস্কি একদিন আদেশ পেলেন যে, তাকে ইউক্রেনিয়ান নেতা ডাঃ লেভ রেবেটকে খুন করতে হবে।

ডাঃ রেবেট ইউক্রেনিয়ান ন্যাশনাল মুভমেণ্টের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। লেভ রেবেটকে খুন করার পর বেশ কিছুদিন স্টাসিনস্কি পূর্ব জার্মানীতে এসে রইলো। তারপর আবার কম্যুনিষ্ট বার্লিনে ফিরে এলো। এইখানে এসে একটি মেয়ের প্রেমে পড়লো। মেয়েটির নাম ইঙ্গে পল। মেয়েটি হেয়ার ড্রেসিং সেলুনে কাজ করতো। স্টাসিনস্কি ঠিক করলো ইঙ্গে পলকে বিয়ে করবে।

ইউক্রেনিয়ান ন্যাশালিষ্ট মুভমেণ্টের আর একজন বড়ো নেতা ছিলেন ষ্টেফান বানডেরা। একদিন স্টাসিনস্কিকে হুকুম দেয়া হল বানডেরাকে খুন করতে হবে।

স্টাসিনস্কি আবার মিউনিক শহরে ফিরে এলো এবং ষ্টেফান বানডেরার ফ্ল্যাট খুঁজে বার করলো। বেশ কিছুদিন বানডেরাকে নজর রাখবার পর স্টাসিনস্কি একদিন বানডেরাকে খুন করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

স্টাসিনস্কি দুমাস পরে আর একবার বানডেরাকে খুন করবার চেষ্টা করলো এবং এবার তার চেষ্টা সফল হলো। একদিন বাজার থেকে কতোগুলো জিনিষ কিনে বানডেরা তার বাড়ীতে ফিরছিলেন। এমনি সময় স্টাসিনস্কি এসে বানডেরার সামনে দাঁড়ালো। দু'একটা কথা বলার পর স্টাসিনস্কি তার ছোট টিউব রিভলবার বের করে ট্রিগার টিপলেন। প্রুসিক এ্যাসিড বেরিয়ে এলো। মুহূর্তের ভেতর বানডেরার মৃত্যু হলো এবং স্টাসিনস্কি আবার নিঃশব্দে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

কিন্তু বানডেরার মৃত্যু নিয়ে মিউনিক শহরে বেশ হৈ-হল্লা হলো। পুলিশ বানডেরার মৃতদেহ পোষ্টমর্টমের জন্যে পাঠালো এবং পোষ্টমর্টমের রিপোর্টে জানা গেলো যে, বানডেরার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাকে খুন করা হয়েছে।

বানডেরার মৃত্যুর খবর সংবাদপত্রে পড়ে কিন্তু স্টাসিনস্কি বেশ একটু

বিচলিত হলো। প্রথমে একবার ভাবল এ ধরণের নোংরা কাজ আর করবে না। কিন্তু একটু পরে বুঝতে পারলো যে, পাপচক্রের ভেতর জড়িয়ে পড়েছে। এর হাত থেকে সহজে রেহাই পাবে না।

স্টাসিনস্কিকে উৎসাহ দেবার জন্যে K. G. B.-র কর্তা শেলেপিন নিজের হাতে স্টাসিনস্কিকে একটি মেডেল উপহার দিলেন।

স্টাসিনস্কি এই সুযোগে শেলেপিনের কাছে তার বান্ধবী ইঙ্গে পলের কথা বললো। স্টাসিনস্কি বললো যে, ইঙ্গে পলকে সে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। অনেক চিন্তা ভাবনার পর শেলেপিন এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। ঠিক হলো ইঙ্গে পলকে মস্কোতে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু বিয়ের আগে কিছুদিনের জন্যে স্টাসিনস্কি বার্লিনে গিয়ে ইঙ্গে পলের সঙ্গে দেখা করবে।

*　　　*　　　*

বার্লিনে ক্রীসমাস স্টাসিনস্কি ইঙ্গে পলের সঙ্গে কাটালো এবং তার বান্ধবীর কাছে স্বীকার করলেন যে, আসলে সে হলো রাশিয়ান এবং সে রাশিয়ান এসপিওনেজ সার্ভিস K. G. B.-র কর্মচারী। স্টাসিনস্কির পেশার কথা শুনে ইঙ্গে পল বেশ একটু দুঃখিত হলো। কারণ ইঙ্গে পল সোভিয়েত রীতি-নীতি এবং কম্যূনিজমের ঘোরতর বিরোধী ছিলো। কিন্তু ইঙ্গে পল তার মনের কথা স্টাসিনস্কির কাছে প্রকাশ করলো না। ঠিক করলো দু'জনে মস্কোতে ফিরে যাবে এবং সেইখানে তাদের বিয়ে হবে।

বিয়ে হয়ে গেলো। K. G. B.-র কর্তারা ইঙ্গে পলকে দু'একবার বাজিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইঙ্গে পলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার মতো কিছুই পাওয়া গেলো না।

আবার নতুন করে স্টাসিনস্কির ট্রেনিং সুরু হলো। বলা হলো এবার তাকে ভালো করে জার্মান ও ইংরেজী ভাষা শিখতে হবে। ফটোগ্রাফী ও রেডিওর কাজও তাকে শেখান হলো।

একদিন ইঙ্গে পল তার স্বামীকে বললো: তুমি তো গবেট নও, তাহলে কেন অন্ধের মতো K. G. B'র কথা শুনেছ?

প্রথমে স্টাসিনস্কি এই কথার কোন জবাব দিলো না। কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনার পর বুঝতে পারলো যে, তার স্ত্রীর কথার ভেতর যুক্তি আছে। অন্ধের মতো K. G. B.-র হুকুম তামিল করে কী লাভ?

একদিন স্টাসিনস্কি দেখতে পেলেন যে, তাদের শোবার ঘরের মধ্যে একটি মাইক্রোফোন বসানো হয়েছে।

অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর ভেতর যে গোপন কথা হচ্ছে প্রতিটি কথাই টেপ রেকর্ডিং করা হচ্ছে। স্টাসিনস্কি বুঝতে পারলো যে, K. G. B. তার উপর কড়া নজর রাখছে। K. G. B.-র ব্যবহারে স্টাসিনস্কি একটু বিচলিত হলো।

এই ঘটনার পর থেকে ষ্টাসিনস্কি এবং ইঙ্গে পল K. G. B.-র কার্যকলাপ কিংবা কম্যুনিজম নিয়ে আলাপ আলোচনা বন্ধ করে দিলো।

আবার দেখা গেলো যে, স্টাসিনস্কি এবং ইঙ্গে পলের চিঠিপত্র মস্কোর ডাক খানা খুলতে সুরু করেছে।

কিন্তু কেন? স্টাসিনস্কি এবার সত্যিসত্যিই বিচলিত হলো।

* * *

কিছুদিন পরে জানা গেলো যে, ইঙ্গে পল অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। ইঙ্গে পল তার বাড়ীতে ফিরে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে স্টাসিনস্কিও বার্লিনে ফিরে যাবার অনুমতি চাইলো। কিন্তু যাবার অনুমতি মিললো না।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর স্টাসিনস্কি ঠিক করলো যে, সে পালিয়ে পশ্চিম জর্মানীতে আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। ঠিক হলো কম্যুনিষ্ট বার্লিনে ফিরে গিয়ে ইঙ্গে পল বন্ধুদের মারফৎ আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

মস্কো ছাড়বার আগে স্বামী-স্ত্রীর ভেতর কতোগুলো সাঙ্কেতিক শব্দ বা কোড ভাষা সৃষ্টি করা হলো। কারণ তারা দুজনেই জানতো যে, K. G. B. তাদের চিঠি সেন্সর করছে। অতএব K. G. B.-র চোখে ধুলো দিতে হলে এই কোড ভাষা ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে আমেরিকান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হলে সাঙ্কেতিক ভাষায় চিঠি লেখা একান্ত আবশ্যক।

বার্লিনে ফিরে গিয়ে ইঙ্গে পল কোড ভাষায় প্রথম চিঠি লিখলো এবং জানালো যে সে K. G. B'র প্রধান কর্তা শেলোপিনের কাছে আবেদন করেছে যে, তার স্বামীকে বার্লিনে ফিরে আসতে দেয়া হোক।

K. G. B. ইঙ্গে পলের আবেদন অগ্রাহ্য করলো। এবং চটে গেলো কেন শেলেপিনের কাছে সোজাসুজি চিঠি লিখেছে। স্টাসিনস্কিতে ধমক দিলো। বললো তার স্ত্রী যেন ভবিষ্যৎ এই ধরণের চিঠি শেলেপিনের কাছে না লেখে।

কিছুদিন পরে স্টাসিনস্কি তার স্ত্রীকে জানালো: প্লিজ গো টু ড্রেসমেকার।

এই ড্রেস মেকার ছিলো সাঙ্কেতিক শব্দ। এই শব্দের মানে হলো, গো টু আমেরিকান এম্বাসী।

একদিন ইঙ্গে পল স্টাসিনস্কিকে জানালো যে, তার একটি ছেলে হয়েছিলো কিন্তু প্রসবের সময় ছেলেটি মারা যায়। এই খবর শুনে স্টাসিনস্কি বেশ একটু বিচলিত হলো। বড়োকর্তাদের কাছে গিয়ে ধর্না দিলো। বললো: আমাকে বার্লিনে যাবার অনুমতি দিন।

K. G. B.-র কর্তারা চট্ করে তাকে বার্লিনে যাবার অনুমতি দিলেন না। কিন্তু কিছুদিন বাদে স্টাসিনস্কিকে তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দেয়া হলো। একটা মিলিটারী প্লেনে করে স্টাসিনস্কিকে বার্লিনে নিয়ে যাওয়া হলো।

বার্লিনে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গেই K. G. B.-র একজন এজেণ্ট স্টাসিনস্কির সঙ্গে দেখা করলো। এই দেখা করার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। স্টাসিনস্কিকে তীক্ষ্ণ নজরে রাখা।

ইঙ্গে পল ও স্টাসিনস্কি এবার বেশ সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে লাগলো। কারণ সদা-সর্বদাই তাদের পেছনে K. G. B'র ফেউ ঘুরছে।

ছেলের মৃত্যুতে ইঙ্গে পল একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু তবু অনেক চিন্তা ভাবনার পর ইঙ্গে পল ও স্টাসিনস্কি ঠিক করলো যে, ছেলের মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে তারা কম্যুনিষ্ট জর্মানী থেকে পালিয়ে আমেরিকান জোনে যাবে। একদিন স্টাসিনস্কি ও ইঙ্গে পল দুজনে ইঙ্গে পলের বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলো। তারপর সেই বাড়ী থেকে পেছনের দরজা দিয়ে তারা পালালো। সামনের দরজায় তখনও K. G. B-র অনুচর দাড়িয়েছিলো। দু'জনে আমেরিকান জোনের পানে হাঁটতে লাগলো। তাদের সঙ্গে ইঙ্গে পলের ভাইও ছিলো। খানিকটা পথ হাঁটবার পর তারা একটা ট্যাক্সী ভাড়া করলো। বার্লিনের সীমান্তে এসে স্টাসিনস্কি K. G. B.-র তৈরী পারমিট এবং জাল ডকুমেন্ট পুলিসকে দেখালো। এই পারমিট দেখে বুঝবার যো নেই যে, স্টাসিনস্কি পালাচ্ছে। সীমান্তের কাছে এসে স্টাসিনস্কি ট্যাক্সিকে বিদায় দিলো। ইঙ্গে পলের ভাইও চলে গেলো। তারপর দু'জনে আমেরিকান জোনে চলে এলো। তখনও বার্লিন সীমান্তে সোভিয়েত পুলিশের আইনকানুন বেশ শিথিল ছিলো। অতএব কম্যুনিষ্ট প্রান্ত থেকে আমেরিকান প্রান্তে পালিয়ে আসতে বেশীক্ষণ সময় নিলো না। এদিকে K. G. B.-র অনুচরেরা ইঙ্গে পলের বাবার বাড়ীর সামনে বসে পাহারা দিচ্ছে। ভাবছে স্টাসিনস্কি কখন বাড়ী থেকে বেরুবে।

* * *

আমেরিকান জোনে এসে তাদের প্রধান সমস্যা হলো কোথায় আশ্রয় গ্রহণ

করা যায়। আমেরিকান জোনে ইঙ্গে পলের দুএকজন আত্মীয় থাকতো। স্টাসিনস্কি ও ইঙ্গে পল এসে তাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করলো।

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন বাদে স্টাসিনস্কি আমেরিকান কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পন করলো। নিজের সমস্ত দোষ স্বীকার করলো এবং রেবেট ও বানডেরাকে যে খুন করেছিলো এই কথাও স্বীকার করলো।

স্টাসিনস্কির জেরা সুরু হলো। এই জেরাতে স্টাসিনস্কি K. G. B.-র কার্যকলাপের একটা পুরো আভাস দিলো। SMERSH-এর কার্যকলাপের বিবরণীও দেয়া হলো। বিশেষ করে কোর্টে জেরাবন্দীর সময় K. G. B.-র অনেক গুপ্ত খবর প্রকাশিত হলো। বিচারে স্টাসিনস্কির আট বছর জেল হলো।

* * *

একমাত্র স্টাসিনস্কির গল্প বললেই K. G. B. বা SMERSH-এর পুরো কাহিনী বলা হবে না।

পেট্রভ অষ্ট্রেলিয়াতে পালিয়ে যাবার পর K. G. B'র কার্যকলাপের একটা পুরো ফিরিস্তি দিয়েছিলেন। তার বিবরণী থেকে K. G. B'র অনেক গোপন রহস্য নিয়ে আলোচনা করার আগে প্রথমে জানা দরকার K. G. B. কী করে তাদের স্পাইকে ট্রেনিং দেয়।

আর এই কথা বলতে গেলেই আমাদের কার্ল টুমির কথা মনে করতে হবে। কার্ল টুমি প্রথমে ছিলেন সোভিয়েত স্পাই। কিন্তু তারপরে হয়েছিলেন ডবল এজেণ্ট। আর কার্ল টুমি ডবল এজেণ্ট হয়েছিলেন বলেই একদিন এফ. বী. আই. বিখ্যাত রাশিয়ান স্পাই রবার্ট বালচ ও তার স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রথমে কার্ল টুমির কথা বলা যাক। কারণ কার্ল টুমির জীবনী থেকে আমরা জানতে পারব কী করে K. G. B তাদের স্পাইদের ট্রেনিং দেয়।

* * *

মস্কো, ১৯৫১। ইয়ারস্লাভস্কি রেলওয়ে ষ্টেশন।

রেলওয়ে ষ্টেশন লোকে লোকারণ্য। ট্রানস্ সাইবেরিয়ান রেলরোড ট্রেন সবেমাত্র এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছে।

একটি তৃতীয়শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট থেকে অল্প বয়সের একটি যুবক নামলো। যুবকের বয়স বেশী নয়, একুশ বাইশ হবে। সুশ্রী চেহারা, দেখলে মনে হয় আমেরিকান। চুল খুবই ছোট করা ছাঁটা।

যুবকটির নাম কার্ল টুমি। সে হলো K. G. B'র ইনফরমার। K. G. B.-র মস্কো হেডকোয়ার্টারে কার্ল টুমিকে তলব করা হয়েছে। কেন মস্কোতে ডাক পড়েছে কার্ল টুমি তার সঠিক কারণ জানেনা।

প্ল্যাটফর্মের জনতার ভেতর দিয়ে কার্ল টুমি হাঁটতে লাগল। তার বগলে একটি ছাতা। এই ছাতা হলো তার নিদর্শন। হঠাৎ একটি লোক কার্ল টুমির কাছে এসে বললো : নমস্কার? তোমার কাকা এফিমের কী খবর?

প্রশ্নটা সঙ্কেতধ্বনি। আর এই কোড শব্দের মানে বুঝতে কার্ল টুমির একটুও অসুবিধে হলোনা। তাই অতি সহজ গলায় কার্ল টুমি জবাব দিলো : মাপ করবেন, আমার কাকার মৃত্যু হয়েছে।

ঠিক জবাব মিললো। লোকটি হাসলো। তারপর আবার বললো : দুঃসম্বাদ। যাক, তুমি আমার সঙ্গে এসো।

রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে তারা দুজনে মস্কোর মিলিটারী হোটেলে চলে এলো। টুমির সঙ্গী বললো : বাইরে যেওনা, বড়ো কর্তারা শিগগির তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

আধ ঘণ্টা বাদে আর্মি দুজন টুমির সঙ্গে দেখা করতে এলো। একজন মেজর জেনারেল আর একজন কর্নেল।

কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর কর্নেল বললেন : এবার বলুন এই হোটেল আপনার কী রকম লাগছে?

টুমি জবাব দিলো : চমৎকার। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিনা আমাকে কেন এতো আরামে রাখা হয়েছে।

এবার মেজর জেনারেল জবাব দিলেন। ধীর, শান্ত কণ্ঠস্বর। বললেন : টুমি, আজ তোমাকে ভবিষ্যৎর পথ বেছে নিতে হবে। তোমার এই সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা তোমাকে এতো বড়ো হোটেলে আরামে রেখেছি। ভবিষ্যৎএর পথ বেছে নিতে যদি তুমি ভুল করো তাহলে জীবনে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে।

কর্নেল বললেন : টুমি, আমরা তোমার সঙ্গে ভনিতা করতে চাইনে। সোজা খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই। এবার শোন, আমরা কেন তোমাকে মস্কোতে ডেকে পাঠিয়েছি।

: কেন?—উৎসুকী হয়ে টুমি জিজ্ঞেস করলো।

: তোমাকে K. G. B.-র এজেন্ট হয়ে আমেরিকায় কাজ করতে হবে। তোমাকে বেআইনীভাবে ছদ্মনামে ঐ দেশে ঢুকতে হবে। যদি ধরা পড়ো

তাহলে তোমার সাজা হবে দীর্ঘদিনের কারাবাস। আর যদি তুমি ধরা না পড়ো তাহলে তুমি তোমার দেশের সেবা করবে।

আমেরিকায় যাবার কথা শুনে টুমি বেশ হকচকিয়ে গেলো। আমেরিকায় গিয়ে কাজ করতে হবে এ ছিলো তার কল্পনার বাইরে। তাই বেশ একটু থতমত খেয়ে বললো: আমেরিকায়! কিন্তু আমি তো ঐ দেশে কাজ করবার উপযুক্ত নই।

কর্নেল এবার গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন। বললেন: কার্ল টুমি, আমরা তোমার জীবনের ফাইল পড়েছি। হ্যাঁ, তুমিই আমাদের কাজের জন্যে উপযুক্ত। আমাদের এই কাজে বেশ বিপদ আছে। এছাড়া তোমাকে বেশ কিছুদিনের জন্যে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

: কতোদিনের জন্যে আমাকে পরিবারের কাছ থেকে আলাদা থাকতে হবে? —বেশ একটু ভয়ে ভয়ে টুমি প্রশ্ন করলো।

: প্রথমে মস্কোতে আমাদের কাজের জন্যে তোমাকে বেশ কিছুদিনের জন্যে ট্রেনিং নিতে হবে। এই ট্রেনিং তিন বছরের জন্যে দেয়া হবে। আর আমেরিকাতে নিদেনপক্ষে তিন বছরের জন্যে থাকতে হবে। অবশ্যি যদি তোমার কাজে আমরা সন্তুষ্ট হই তাহলে তোমাকে আরো বেশ কিছুদিনের জন্যে আমেরিকায় থাকতে হবে।

: আমার পরিবারের কী হবে? তাদের দেখাশোনা কে করবে?—টুমির প্রশ্নে বেশ একটু কৌতুহলের স্বর ছিলো।

এবার মেজর জেনারেল তার মুখ খুললেন। বললেন: তাদের জন্যে চিন্তা করোনা। তাদের দেখাশোনার ভার আমরাই করবো।

টুমি এবার শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের থাকবার কোন ভালো জায়গা নেই। একটা ভালো বাড়ী চাই। ভালো বাড়ী পাবো কী?

এবার জবাব এলো কর্নেলের কাছ থেকে। তিনি বললেন, নতুন বাড়ী তোমাকে দেয়া হবে কিন্তু এই নতুন বাড়ীর জন্যে তোমাকে আরো কিছুদিনের জন্যে প্রতীক্ষা করতে হবে। তোমাকে শুধু নতুন বাড়ী দেওয়া হবেনা, তোমার মাইনেও তিনগুণ করা হবে। আমেরিকাতে থাকাকালীন তুমি ডলারে মাইনে পাবে। যদি আমাদের এই কাজ শেষ করতে পারো তাহলে ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমাকে আর চিন্তা করতে হবেনা। কারণ বাকী জীবন আরামে কাটাবার জন্যে তোমাকে যথেষ্ট পেনশন দেওয়া হবে।

এবার মেজর জেনারেল ও কর্নেল যাবার উপক্রম করলেন। যাবার আগে

কর্নেল বললেন : আমাদের প্রস্তাব ভালো করে চিন্তা করে দেখো। চট্ করে তোমার কাছ থেকে আমরা কোন জবাব চাইনে। আমরা তোমার সঙ্গে কাল দেখা করবো এবং এই নিয়ে আলোচনা করবো।

মেজর জেনারেল ও কর্নেল চলে গেলেন।

সেই রাত্রে টুমির ভালো ঘুম হলোনা। K. G. B.-র প্রস্তাব নিয়ে সারারাত্রি চিন্তা ভাবনা করলো। তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কোন প্রকারেই সম্ভব নয়। তাহলে জীবন বিপন্ন হবে। আমেরিকাতে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু টুমি কী ছাই জানতো যে, তার ভবিষ্যৎ K.G.B.র কর্তারা অনেক আগেই ভেবে রেখেছেন। আজ তারা শুধু তাদের চিন্তাধারাকে কাজে লাগাচ্ছেন।

* * *

এবার কার্ল টুমির অতীত জীবনীর খানিকটা বলা যাক।

কার্ল টুমির জন্মস্থান হলো আমেরিকায়। ছোটবেলা থেকেই তার বাবার কাছে কম্যুনিজমে দীক্ষা হয়। কার্লের বয়স যখন ষোলো বছর তখন সে তার পরিবারের সঙ্গে আমেরিকা থেকে রাশিয়ায় চলে গেলো। রাশিয়াতে বেশ কিছুদিন থাকার পর সেই দেশের নাগরিকের অধিকার পেলো। কিন্তু হঠাৎ একদিন কার্ল টুমির জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো। স্টালিনের মৃত্যুর পর K. G. B.-র পুলিশ এসে কার্ল টুমির বাবাকে গ্রেপ্তার করলো।

কার্ল টুমি তার বাবাকে আর কখনই দেখতে পায়নি।

এবার সংসার চালাবার পুরো দায়িত্ব কার্ল টুমিকে নিতে হলো। টুমি সামান্য কাঠকাটার কাজ নিলো। কিছুদিন পরে টুমির মা'র মৃত্যু হলো এবং টুমির বোনও নিরুদ্দেশ হলো। টুমি জীবনে আর কোনদিনই তার বোনকে দেখতে পায়নি।

টুমি এবার ঠিক করলো ইংরাজী শিখবে এবং ইংরাজীর মাষ্টার হবে। ভালো ইংরাজী শেখবার জন্যে কিয়েভে টিচার্স ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হলো। ইংরাজী শিখবার জন্যে একটি পরিবারের সঙ্গে থাকতে লাগলো। কিছুদিন পরে গৃহস্বামীর মেয়ে নীনার প্রেমে পড়লো এবং পরে নীনাকে বিয়ে করলো। রোজগার বাড়াবার জন্যে নীনাও একটি চাকুরী নিলো। স্বামী স্ত্রী দুজনেই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলো।

লড়াই সবেমাত্র শেষ হয়েছে। রাশিয়াতে খাবার এবং অন্যান্য জিনিষপত্র একেবারেই পাওয়া যায়না। সব জিনিষই রেশনে বিক্রী হয়। একদিন টুমি কাজ করবার সময় একবাক্স পাঁউরুটী দেখতে পেলো। আর শুধু তাই নয়।

দেখতে পেলো বাক্সের ভেতর একশোর বেশী পাঁউরুটী আছে। আর এই একশো পাঁউরুটীর কোন হিসেব নিকেশ নেই। টুমি জানতো যে, এই পাঁউরুটী চুরি করলে তার সাজা হবে দশ বছরের জেল। কিন্তু যদি তুমি ধরা না পড়ে তাহলে কী হবে ?

টুমি লোভ সামলাতে পারলোনা। এই একশো পাঁউরুটি চুরি করলো। ভাবলো এই চুরি করো নজরে পড়বে না।

টুমির স্ত্রী নীনা এই রুটি দেখে বিস্মিত হলো। স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো, এই রুটী কোথায় পেলে ?

বেশ একটু নির্লিপ্ত কণ্ঠে টুমি জবাব দিলো : এই রুটী আমি কোথায় পেয়েছি এই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করোনা। আজ ভালো খাবার পাওয়া গেছে। একটু উৎসব করা যাক।

উৎসবের জন্যে ভোদকা কেনা হলো। আর শুধু তাই নয়, টুমি তার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করলো।

কিন্তু টুমি কি ছাই জানতো যে, K. G. B. এই রুটী চুরির খবর জানতো। আর সেই রাত্রে টুমি যে বন্ধুদের জন্যে সে পাঁউরুটী দিয়েই সে পার্টি দিয়েছিলো সেই খবরও K. G. B-র কর্তারা রাখতো।

* * *

পরের বছরে মস্কোতে প্রচণ্ড শীত পড়লো। অথচ বাড়ীতে আগুন জ্বালাবার জন্যে কাঠ পাওয়া যাচ্ছিলো না। একদিন টুমির বড়োকর্তা ঠিক করলো যে, গভর্ণমেণ্টের ষ্টক থেকে কাঠ চুরি করতে হবে। গভর্ণমেণ্ট প্রহরীকে ঘুষ দেওয়া হলো। ঠিক হলো টুমি একটা মোটরে করে কাঠ চুরি করে আনবে। টুমি কাঠ চুরি করে আনলো এবং তার কর্তা এই কাঠের খানিকটা অংশ টুমিকেও দিলেন। টুমির এই কার্যকলাপের উপর K. G. B.-র নজর রাখছিলো। হঠাৎ একদিন সকালে K. G. B.-র একজন কর্মচারী টুমিকে এসে বললো : আমার সঙ্গে এসো।

টুমিকে K. G. B.-র হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হলো। K. G. B.-র একজন কর্মচারী টুমিকে জেরা স্বরু করলো। ভদ্রলোকের নাম ছিলো : সেরাফিম আলেক্সভিচ।

: তুমি চোর ?—সেরাফিম আলেক্সভিচ টুমিকে বললো।

: চোর !—টুমি যেন এই কথা বিশ্বাস করতে পারলোনা।

: হ্যাঁ, রুটী চুরি করেছ। তারপর কাঠ চুরি করেছ। তুমি হলে জাতির শত্রু। বলো তোমাকে আমরা কী সাজা দেবো ?

টুমি চুপ করে রইলো। কারণ বুঝতে পারলো যে, তার কার্যকলাপের কিছুই K. G. B.-র অজানা নেই। কী জবাব দেবে ভেবে পেলোনা।

ঃ তুমি সোস্থালিজমের বিরোধিতা করেছ?

সেদিন রাত্রে K. G. B. টুমির কর্তা এবং যে পুলিশ প্রহরীকে ঘুষ দেওয়া হয়েছিলো তাদের দুজনকে গ্রেপ্তার করলো। তাদের জবানবন্দীতে টুমির অপরাধ প্রকাশ পেলো।

টুমি K. G. B-র কর্তাদের হাতে পায়ে ধরলো। বললোঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমি দেশের অনেক সেবা করেছি। এবারকার মতো আপনারা আমার অপরাধ মার্জনা করুন।

কিন্তু K. G. B.-র কর্তারা টুমির কাকুতি-মিনতিতে চট্ করে ভুললেন না। বললেনঃ টুমি, তুমি জেলে গেলে তোমার পরিবারকে বেশ কষ্টভোগ করতে হবে।

তারপর খানিক চিন্তা করে K. G. B.-র কর্তা বললেনঃ এই বিপদ থেকে রেহাই পাবার একটা পন্থা আমি তোমাকে বলতে পারি।

উদগ্রীব, উৎকণ্ঠিত হয়ে কার্ল টুমি জিজ্ঞেস করলোঃ বলুন এই বিপদের হাত থেকে কী করে রেহাই পেতে পারি।

ঃ যদি তুমি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো। সহযোগিতা মানে তোমাকে আজ থেকে K. G. B.-র ইনফরমার হিসেবে কাজ করতে হবে।

এই বলে K. G. B.-র কর্তা টুমির কাছে একটি কাগজ ও পেন্সিল এগিয়ে দিলেন। টুমি K. G. B.-র কাছে তার দাসখৎ লিখে দিলো।

তারপর K.G.B.-র কর্তা টুমি'র হাতে একটি কাগজ দিয়ে বললেনঃ আজ থেকে সাতদিন বাদে আমাদের সঙ্গে এই ঠিকানায় দেখা করবে।

কার্ল টুমি K. G. B.তে কাজ স্বরু করলো।

বহুদিন পরে পরে কার্ল টুমি জানতে পেরেছিলো যে, তাকে প্রলোভন দেখাবার জন্যেই রুটীর বাক্স ও কাঠ চুরির আয়োজন K. G. B. করেছিলো।

*　　　*　　　*

সাতদিন বাদে কার্ল টুমি নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলো।

এই বাড়ীতে K. G. B. তাদের ইনফরমার ও এজেন্টের সঙ্গে দেখাশোনা করতো। এই ধরণের বাড়ীকে K. G. B.-র ভাষায় বলা হয়ঃ "Safe House" বা নিরাপদ জায়গা।

বাড়ীর সামনের দরজায় ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে একটি লোক এসে দরজা

খুলে দিলো এবং তাকে সেরাফিমের কাছে নিয়ে গেলো। টুমিকে দেখে গ্লাসের ভেতর খানিকটা হুইস্কী ঢেলে দিয়ে সেরাফিম বললেন : হ্যাভ এ ড্রিংক।

টুমি হুইস্কীর গ্লাস হাতে নিলো। সেরাফিম খানিকক্ষণ টুমির পানে তাকিয়ে বললেন : আজ থেকে তোমার কাজ হবে টীচার্স ইনষ্টিটিউটে কী ঘটছে সেই সব খবর আমাদের কাছে রিপোর্ট করা। হ্যাঁ, বলতে পারো আজ থেকে তুমি হবে আমাদের ইনফরমার। আমরা জানতে চাই তোমাদের ইনষ্টিটিউটে মাষ্টারেরা আমাদের সম্বন্ধে কী বলাবলি করছে। আমরা তোমার মতামত জানতে চাইনে। আমরা শুধু তোমাদের সহকর্মীদের আলাপ-আলোচনার সারাংশ শুনতে চাই।

টুমি প্রথমে কোন জবাব দিলো না। সেরাফিম আবার বলতে লাগলেন : আজ থেকে তোমার সহকর্মীদের কাছে নিজেকে ইণ্টেলেকচুয়াল বলে পরিচয় দেবে। তোমার সহকর্মীরা যদি সরকার বিরোধী কোন মন্তব্য করে তাহলে তাদের মন্তব্যকে সমর্থন করবে। ওরা যেন কোন প্রকারেই টের না পায় যে তুমি আমাদের অনুচর। প্রয়োজন হলে তুমি আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের নীতিকে সাপোর্ট করে কথা বলবে। যদি তোমার সহকর্মীরা জানতে পারে যে, তুমি আমেরিকার পক্ষ হয়ে কথা বলছো, তাহলে আসলে মনে প্রাণে যারা আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডকে সমর্থন করে, তারা এসে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। আমরা এইসব লোকদের ধরতে চাই। কিন্তু খবরদার, একটা কথা মনে রাখবে বেশী বাড়াবাড়ি করো না।

K. G. B.-র নির্দেশানুযায়ী টুমি তার কাজ স্বরু করলো। তার ইনষ্টিটিউটে সহকর্মীদের ভেতর কী আলোচনা হচ্ছে তার সারাংশ প্রতিদিন K. G. B -র কর্তাদের কাছে পাঠাতে লাগলো।

কিছুদিন পরে টুমি কৃতিত্বের সঙ্গেই ইংরাজী পরীক্ষায় পাশ করলো।

K. G. B. এবার তাকে একটি চাকুরী যোগাড় করে দিলো। K. G.B.-তে চাকুরী করতে হলে পার্টির মেম্বর হওয়া চাই। নিয়মানুযায়ী টুমি পার্টির মেম্বরশিপের জন্যে আবেদন করলো। কিন্তু তার আবেদন মঞ্জুর হতে বেশ খানিকটা সময় নিলো।

K. G. B.-তে কাজ করার সময় টুমি অনেক ছল চাতুরী শিখলো। কী করে চক্রান্ত করতে হয়, কী করে বিপ্লব স্থষ্টি করতে হয়, সবই তাকে শেখান হলো। K. G. B.-র কর্তারাও টুমির কাজে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাদের ভাষায় টুমি ছিলেন : এক্সলেণ্ট স্পাই।

কিছুদিন বাদে K.G.B. টুমিকে হুকুম দিলো নিকোলাই ভাসলোভিচ বলে এক রাশিয়ান পণ্ডিতের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে। শিক্ষক মহলে নিকোলাই ভাসলোভিচের বেশ সুনাম ছিলো। K. G. B. ভাসলোভিচকে অনেকবার পার্টিতে রিক্রুট করবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু প্রতিবারই ভাসলোভিচ K. G. B.-র প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। K.G.B. এবার টুমিকে নির্দেশ দিলেন ভাসলোভিচের উপর কড়া নজর রাখো।

ভাসলোভিচ ছিলেন স্পষ্ট বক্তা। একদিন তিনি সবার সামনে জোর গলায় বলেছিলেন আমি হলুম মুক্ত বিহঙ্গ। আমি পার্টিতে যোগ দিয়ে খাঁচার পাখী হতে চাইনে।

টুমি প্রতিদিনই K. G. B.-র কাছে সমস্ত খবরাখবর রিপোর্ট করতেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ, হয়তো অসাবধানতার দরুন, ভাসলোভিচের এই মন্তব্যের কথা বলতে ভুলে গেলেন।

টুমি ভাসলোভিচের মন্তব্য উল্লেখ করতে ভুললেন বটে কিন্তু সেরাফিম সেই কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। বললেন আমি মুক্ত বিহঙ্গ। আমি পার্টিতে যোগ দিয়ে খাঁচার পাখী হতে চাইনে।

টুমি এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। ভাসলোভিচের কথা যে K.G. B.-কে বলা হয়নি এই কথা বুঝতে পারলেন।

সেরাফিম এবার বেশ হুংকার দিয়ে বললেন—বলো এই মন্তব্য তুমি এর আগে কোথায় শুনেছ?

বেশ একটু মিন মিন সুরে টুমি জবাব দিলো: হ্যাঁ, একদিন এই মন্তব্য নিকোলাই ভাসলোভিচের মুখে শুনেছিলুম।

এই কথা কেন আমাদের কাছে রিপোর্ট করোনি?—সেরাফিম আবার ধমক্ দিয়ে উঠলেন।

এই কথার ভেতর কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করিনি,—আবার অপরাধীর কণ্ঠস্বরে টুমি জবাব দিলো।

এই রকম ভুল আর কখনও করোনা। তোমার ভাগ্য ভাল যে, এই কথা আমি শুনেছিলুম। অন্য কারু কানে এই কথা গেলে তোমার গর্দান যেতো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না।

মুখ ম্লান করে টুমি চলে গেলো। যাবার আগে একবার সেরাফিম সতর্ক করে বললো: টুমি আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করো না। তাহলে ধরা পড়বেই।

আলেভ্তিনা স্তেপানোভা দেখতে সুন্দরী। বয়স মাত্র ২৯। স্বামী মারা গেছে। আলেভ্তিনা স্তেপানোভা টুমির সঙ্গে একই ক্লাসে ইংরাজী ভাষা শিখতো। তার মুখের মিষ্টি হাসি দেখে টুমির হৃদয় গলে গেলো। সে আলেভ্তিনা স্তেপানোভাকে ইংরাজী শেখাতে রাজী হলো।

ইংরাজী শেখাবার জন্যে প্রতিদিন রবিবার টুমি আলেভ্তিনা স্তেপানোভার বাড়ীতে যেতো। আলেভ্তিনা খুবই মনোযোগী ছাত্রী ছিলো। প্রতিদিন বেশ মন দিয়ে ইংরাজী শিখতো। কিন্তু পড়াশুনার পর টুমির সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ চা খেতো। আর বিস্তর আজে-বাজে বিষয় নিয়ে গল্প করতো।

একদিন হঠাৎ আলেভ্তিনা স্তেপানোভা টুমিকে জিজ্ঞেস করলো: বাজারে শুনলুম, তোমার নাকি আমেরিকায় জন্ম হয়েছে।

টুমি ছোট, সংক্ষিপ্ত জবাব দিলো: হ্যাঁ।

আমেরিকায় ফিরে যেতে তোমার ইচ্ছে করে না?—আলেভ্তিনা কৌতুহল প্রকাশ করলো।

কিন্তু টুমি খুব সতর্ক হয়ে জবাব দিলো। বললো: জন্ম স্থান দেখবার ইচ্ছে কার না হয়। কিন্তু আমেরিকাতে জীবন কাটাবার আমার কোন ইচ্ছে বা সংকল্পই নেই।

এমনি ধরণের ছোটখাটো আলাপ-আলোচনার ভেতর টুমি ও আলেভ্তিনা স্তেপানোভার ভেতর বেশ হৃদ্যতা জমে উঠলো।

একদিন বাইরে প্রবল বরফ পড়ছে। জানালার সামনে দাড়িয়ে টুমি বরফ পড়া দেখছিলো। এমনি সময়ে আলেভ্তিনা স্তেপানোভা তার কাছে এসে দাড়ালো।

স্তেপানোভানার গা টুমির গায়ে লাগলো। সামান্য স্পর্শ. হয়তো টুমির দেহে চাঞ্চল্য আনলো। কারণ একটু বাদে আলেভ্তিনা স্তেপানোভনা বললো, আমরা দুজনে একাই আছি।

এবার ক্ষণিকের জন্যে টুমি আলেভ্তিনা স্তেপানোভার পানে তাকালো। কিন্তু K. G. B.-র কর্তাদের নির্দেশ তার কানে স্পষ্ট গেঁথে ছিলো। এই ধরণের প্রেম করার কী পরিণাম হতে পারে টুমির অজানা নেই। আর কে জানে, হয়তো আলেভ্তিনা স্তেপানোভা K. G. B.-রই কর্মচারী। টুমিকে হয়তো যাচাই করছে। টুমি একটু মৃদু হেসে জবাব দিলো: ধন্যবাদ। আজ তোমাকে আমি ইংরাজি শেখাতে পারব না। কারণ আমার বাড়ীতে আমার ছোট ছেলের অসুখ। আমাকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

এই বলে টুমি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলো।

তুদিন বাদে আলেতিনা স্তেপানোভা টুমিকে বললো,. আমার ইংরাজী শেখবার আর প্রয়োজন নেই।

বলা বাহুল্য আলেতিনা স্তেপানোভা ছিলেন K. G. B.-র কর্মচারী। টুমির কাছে প্রেম নিবেদন করেছিলো শুধু তাকে যাচাই করবার জন্যে। টুমি অবশ্যি এই পরীক্ষায় পাশ করেছিলো।

তারপর একদিন মস্কোতে টুমির ডাক পড়লো। মস্কো—মানে K. G. B.-র হেড কোয়ার্টারে। মস্কোতে যাবার আগে টুমির অনেক চিন্তা ভাবনা হয়েছিলো। কী ধরণের কাজ তাকে দেয়া হবে? স্পাইর কাজ? যদি স্পাইর কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাহলে কী সাজা হবে? মৃত্যুদণ্ড!

আর টুমি যদি মস্কোর নির্দেশ না শোনে তাহলে কী হবে? টুমি তার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবলো। আর শুধু তাই নয়। K. G. B.-র নির্দেশানুযায়ী কাজ করলে ভালো বাড়ী, গাড়ী ও রেফ্রিজেটর মিলবে। টুমি এই সব জিনিসের লোভ সামলাতে পারলো না।

টুমি মস্কোতে K. G. B.-র হেড কোয়ার্টারে বড়ো কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলো।

* * *

এই হলো টুমির মস্কো আগমনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

পরের দিন মিলিটারী হোষ্টেলে G.R.U.-র এক কর্নেল টুমির সন্ধানে এলো।

হোষ্টেল থেকে এবার তাকে একটা ছোট ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হলো। বলা হলো যে, মস্কো থাকাকালীন এইটে হবে তার আবাস। ঘরের চারদিকে আমেরিকান ম্যাগাজিন ছড়ান ছিলো।

কর্নেল যাবার সময় বললেন: টুমি, কিছুদিন জিরিয়ে নাও। ঘুমুও। আমাদের বন্ধুরা শিগ্‌গির এসে তোমার সঙ্গে যেগোযোগ স্থাপন করবে।

কিন্তু টুমির বেশীদিন চুপচাপ থাকতে হলো না। একদিন একটি লোক এসে টুমির দরজার কড়া নাড়া দিলো। বললো: আমার নাম আলেক্সী ইভানভিচ। আমি হলুম তোমার পরামর্শদাতা এবং শিক্ষক।

আলেক্সী ইভানভিচের পুরো নাম হলো আলেক্সী ইভানভিচ গালকিন। তিনি পার্টির পুরো মেম্বর। নিজের কর্মদক্ষতায় জীবনে যথেষ্ট উন্নতি ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে তার নাম ছিলো।

১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ সাল অবধি তিনি ইউনাইটেড নেশনসে কাজ করতেন। সমস্ত আমেরিকার জিওগ্রাফীর তার নখ দর্পনে ছিলো।

আলেক্সী ইভানভিচ গালকিন এবার কোন ভনিতা না করে টুমিকে বললো : কাজের কথা স্বরু করা যাক। তোমাকে আমরা তিন বছর ট্রেনিং দেবো। বিশেষ করে স্পাইং ও ইনটেলীজেন্সের কাজে তোমাকে শিক্ষা দেয়া হবে। ইনটেলীজেন্সের থিয়োরী এবং প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং তোমাকে দেয়া হবে। তারপর তোমাকে মার্কস, লেলিন ও এঙ্গেলসের ফিলসফিও শেখান হবে। ক্রিপ্টোলজি, ওয়ারলেস ট্রেনিং, ফটোগ্রাফীর কাজ ভালো করে জানা চাই। আর এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে আমেরিকার ইতিহাস, ভূগোল এবং সেই দেশের জীবনধারাকে শিখতে হবে। আর তোমাকে প্রতিদিন একটি করে আমেরিকান ছবি আমরা দেখবো।

গালকিন টুমিকে আরো কয়েকটী নির্দেশ দিলো। বললো : এবার থেকে যা কিছু শিখবে সব কিছু মনের ভেতর গেঁথে রাখবে। কারণ মনে কথা গেঁথে রাখা হলো স্পাইর প্রধান কাজ। হ্যাঁ, আর একটা কথা। কোন বিষয় নিয়ে তোমার মনে যদি কোন কৌতুহল জাগে তাহলে সেই প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ করোনা।

এবার একটু সাহস করে টুমি জিজ্ঞেস করলো : বেশ এবার আমাকে বলুন, আমেরিকাতে গিয়ে আমাকে কী কাজ করতে হবে।

খানিক চিন্তা করে গালকিন জবাব দিলো : প্রথমে আমেরিকাতে গিয়ে তোমাকে চাকুরীর সন্ধান করতে হবে। তুমি যে আমেরিকান নও, এই কথা যেন কারু মনে সন্দেহ না জাগে। তারপর আমাদের বিভিন্ন আমেরিকান এজেন্ট ও স্পাইদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

দুদিন বাদে টুমির ট্রেনিং স্বরু হলো।

একদিন ঘুম থেকে উঠে টুমি দেখতে পেলো যে, তার চোখের সামনে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি যে আমেরিকান এই বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু টুমি মেয়েটিকে চিনতে ভুল করেছিলো। আসলে মেয়েটি ছিলো রাশিয়ান এবং তার নাম ছিলো ফাইনা সোলাস্কো। দীর্ঘকাল আমেরিকায় থাকার দরুণ তার চালচলন কথাবার্তা, পোষাক-পরিচ্ছদ সবই আমেরিকান ধাঁচের হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, ফাইনা সোলাস্কো আমেরিকার স্কুল ও কলেজে পড়াশুনা করেছিলো।

১৯৫৫ সালে ফাইনা সোলাস্কো আমেরিকা হতে ফিরে আসে এবং K.G.B.-তে চাকুরী করতে থাকে।

ফাইনা সোলাস্কোকে দেখে টুমি বেশ একটু অবাক হলো। হঠাৎ তার ঘরে এই সুন্দরী ললনার আবির্ভাব হলো কেন? তাহলে কী K. G. B. আবার তার জন্যে ফাঁদ পেতেছে।

টুমিকে তার আগমনের কারণ ফাইনা সোলাস্কো বললো।

ঃ আমার কাজ হলো তোমাকে আমেরিকান ইংরেজী শেখানো এবং আমেরিকান জীবন যাত্রার কিছুটা আভাস দেয়া।

প্রথমেই ফাইনা সোলাস্কো টুমিকে বললোঃ তোমার হাতের নখগুলো বড্ডো অপরিষ্কার।

নিজের আঙ্গুলের পানে তাকিয়ে টুমি বেশ একটু লজ্জা পেলো। কিন্তু প্রশ্নের কোন জবাব দেবার আগেই ফাইনা আবার তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ তুমি কী কাজ করতে?

আমি ছিলুম ইংরেজীর টীচার। টুমি জবাব দিলো।

এবার ফাইনা সোলাস্কো টুমির জুতোর পানে তাকিয়ে বললোঃ তোমার জুতো বড্ডো ময়লা। ক'দিন জুতোয় কালি দাওনি।

টুমি আবার লজ্জা পেলো। বললোঃ প্রতিদিন আমরা জুতোয় কালি দেবার সময় পাই না।

আজ থেকে প্রতিদিন নিজের জুতোয় তুমি কালি দেবে।—ফাইনা সোলাস্কো আদেশের সুরে বললো। কী করে টাই পরতে হয় আমি তোমাকে শেখাবো। এসো আমার কাছে। এই বলে ফাইনা সোলাস্কো টুমিকে তার বেডরুমে নিয়ে গেলো।

তারপর আয়নার সামনে দাড়িয়ে ফাইনা সোলাস্কো টুমিকে কী করে টাই বাঁধতে হয় শেখালো। ফাইনা সোলাস্কোর কোমল হাতের স্পর্শ আবার টুমির দেহে চাঞ্চল্য জাগলো। কিন্তু টুমি তার মনের কামনাকে দমন করলো।

টুমি ফাইনা সোলাস্কের কাছ থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ফাইনা সোলাস্কো টুমিকে ধমক দিয়ে বললোঃ জীবনে কী তুমি কোন মেয়ে মানুষের নিকটে আসোনি। আমাকে দেখে অতো ভয় পাচ্ছো কেন?

টুমির একবার ইচ্ছে হলো ফাইনা সোলাস্কোর গালে থাপ্পড় মারে। কিন্তু টুমি জানতো K. G. B. তাকে সুন্দরী নারী দিয়ে প্রলোভন দেখাচ্ছে এবং পরীক্ষা করছে। যদি সুন্দরী নারীর সান্নিধ্যে এবং দেহ স্পর্শের লোভ সামলাতে পারে তাহলে টুমি যে কোন বিপদসঙ্কুল কাজ করতে পারবে। মেয়েমানুষের প্রলোভনে নিজেকে কখনই বিক্রী করবে না।

টুমি অতি ধীর মৃদু কণ্ঠে ফাইনা সোলাস্কোকে বললো: মাপ করবেন, আমার জীবনে শিখবার অনেক কিছুই আছে। হয়তো মেয়েমানুষের সঙ্গে কী করে চলাফেরা করতে হয় সেই বিষে আমার ভালো করে জানা নেই।

ফাইনা সোলাস্কো মৃদু হেসে বললো: ধন্যবাদ। আমি ভেবেছিলুম তুমি প্রলোভনের ফাঁদে পা দেবে। কিন্তু আমি তোমাকে ভুল আন্দাজ করেছিলুম। যাক, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি স্পাইর কাজে পাকাপোক্ত হবে।

এই ধরণের বহু কঠিন পরীক্ষার ভেতর দিয়ে টুমিকে দিন কাটাতে হলো। কিন্তু টুমির মন ছিলো শক্ত। কোন প্রলোভনের ফাঁদেই পা দিলো না।

কিছুদিন পরে টুমিকে ইনটেলীজেন্স স্পাইর কাজ শেখান সুরু হলো। নতুন শিক্ষকের নাম হলো আলেকজান্দার জোসেফভিচ। প্রথমেই আলেকজান্দার জোসেফভিচ টুমিকে বেশ লম্বা চড়া বক্তৃতা দিলো।

এই ধরণের বহু কাজের ট্রেনিং টুমিকে দেয়া হলো। এবার টুমির জন্যে আমেরিকান জামা কাপড়ও কেনা হলো।

তারপর ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যিখানে একদিন গালকিন টুমির সঙ্গে দেখা করতে এলো। বললো: দুএকদিনের ভেতর তোমাকে আমেরিকার জন্যে রওনা দিতে হবে। আজ সকালে আমি Center এর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। Center তোমার ট্রেনিংএ সন্তুষ্ট হয়েছেন। অতএব তোমার অবিলম্বে আমেরিকা যাওয়া দরকার। আমেরিকার সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে আমাদের আমেরিকা সংক্রান্ত অনেক খবরাখবর দরকার। আমরা মিলিটারী সিক্রেট জানতে চাই।

কবে আমাকে যেতে হবে? টুমি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলো।

ঠিক তারিখ ও সময় আমি তোমাকে এখনও বলতে পারবো না। তবে আমেরিকায় যাবার জন্যে তৈরী হয়ে নাও।

আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারবো কী?—টুমি জিজ্ঞেস করলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গালকিন বললো: তোমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিনা জানিনা। কিন্তু আমেরিকায় রওনা হবার আগে তোমাকে আবার আর একটা কঠিন পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।

এই কথাবার্তার কয়েকদিন বাদেই টুমির একটা বড়ো পরীক্ষা দিতে হলো। রেজাল্ট বেরুবার পর দেখা গেলো সমস্তগুলো বিষয়েই সে ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করেছে। বিশেষ করে স্পাইং ও ইনটেলীজেন্সে বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে।

পরীক্ষার ফলাফল বেরুবার পর টুমি আমেরিকায় যাত্রার আয়োজন সুরু করলো। ইতিমধ্যে গালকিন এসে খবর দিলো যে, K. G. B-র কর্তারা তার পরিবারের জন্যে একটা ভালো বাড়ী ঠিক করেছেন। এই খবরটা শুনে টুমি খুব খুশী হলো।

তারপর কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে টুমি ও তার পরিবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলো।

* * *

টুমি ছুটী থেকে ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমেরিকায় যাবার জন্যে তৈরী হতে বলা হলো। একদিন টুমি তার নতুন মণিবের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। এই নতুন মণিবের নাম হলো দিমিত্রিভ পলিয়াকভ।

পলিয়াকভ বেশ কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি রাশভারী কণ্ঠস্বরে বললেন: টুমি, তোমাকে নিউইয়র্কে গিয়ে আস্তানা গাড়তে হবে। সেইখানে ডক এরিয়াতে তোমাকে কাজ করতে হবে। তোমাকে জানতে হবে জাহাজে করে আমেরিকা কোথায় অস্ত্র, রকেট ইত্যাদি পাঠাচ্ছে। এই কাজ যদি তুমি ভালো করে করতে পারো তাহলে তোমাকে এরপরে অন্য কাজ দেয়া হবে। এবার তোমার অতীত জীবন সম্বন্ধে একটা রূপকথা সৃষ্টি করতে হবে। আর এই রূপকথা তোমাকে তোতাপাখীর মতো মুখস্থ করতে হবে।

পলিয়াকভ আরো বললেন: টুমি আমরা চাই ফলাফল। বই পড়ে তুমি কী শিখেছ জেনে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

তারপর পলিয়াকভ টুমিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করলেন। টুমির পরিবারের ইতিহাস জানতে চাইলেন। সর্বশেষে বললেন: তোমার জন্যে আমাদের এমনি রূপকথা তৈরী করতে হবে যেন সবাই এই কাহিনী বিশ্বাস করে। [স্পাই'র ভাষায় এই ধরণের 'রূপকথাকে' Legend বলা হয়]।

পলিয়াকভ এবার টুমির জীবনের একটি রূপকথা তৈরী করলেন। আর এই রূপকথায় বলা হলো টুমির জন্মস্থান হলো আমেরিকার মিশিগান শহরে। কিছুদিন পরে টুমির বোনের মৃত্যু হয় এবং পরিবারের সঙ্গে টুমি মিনিসোটা শহরে চলে যায়। প্রথমে মিশিগান শহরে টুমি চাকুরীর চেষ্টা করে কিন্তু সেখানে কোন চাকুরী না পেয়ে ভ্যাঙ্কুভার শহরে গিয়ে চাকুরী গ্রহণ করে।

এমনি করে বহু খুঁটিনাটি জিনিষ টুমিকে শেখান হলো। পলিয়াকভ টুমিকে বললেন যে, এই কাহিনী মনে গেঁথে রাখতে। যদি কোনদিন ধরা পড়ে তাহলে তার এই রূপকথার কাহিনীর ভেতর যেন খুঁৎ না থাকে।

কিন্তু ইনকমট্যাক্সের ব্যাপার নিয়ে পলিয়াকভ একটু চিন্তায় পড়লেন। যদি কর্তৃপক্ষ জানতে চায় টুমি কেন আমেরিকান সরকারকে ইনকমট্যাক্স দেয়নি, তাহলে কী জবাব দেবে এইটি ভেবে পেলেন না। অনেক চিন্তা ভাবনার পর পলিয়াকভ টুমিকে বললেন: যদি ইনকমট্যাক্সের কাছ থেকে কোন পরোয়ানা পাও তাহলে অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করো। তোমার ভবিষ্যৎ পন্থার কথা আমরা বাতলে দেবো।

একদিন পলিয়াকভ টুমিকে বললেন: দুমাসের জন্যে তোমাকে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে ট্রেনিংএর জন্যে পাঠান হবে।

তারপর হঠাৎ একদিন পলিয়াকভ জিজ্ঞেস করলেন: টুমি তুমি কোনদিন মানুষ খুন করেছ?

পলিয়াকভের প্রশ্ন শুনে টুমি চমকে উঠলো। খানিকটা চিন্তা ভাবনার পর বললো: হ্যাঁ যুদ্ধেয় সময় মানুষ খুন করেছি বটে।

পলিয়াকভ প্রতিবাদ করলেন। বললেন: না, ঐ ধরনের মানুষ খুন করার কথা বলছিনা। ধরো, তোমার কোন পরিচিত লোক, যার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে, এমনি কোন লোককে তুমি খুন করতে পারবে?

: আমি খুনী নই। টুমি সহজ, স্পষ্ট জবাব দিলো।

টুমির জবাব শুনে পলিয়াকভের মুখ গম্ভীর হলো। আবার রাশভারী কণ্ঠস্বরে বললো: আমরা তোমাকে কাউকে খুন করতে বলছিনে। আমরা শুধু জানতে চাই খুন করার মতো সাহস তোমার আছে কিনা? ধরো এমন কোন লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো, কিংবা :ধরো আমাদের দলের ভেতর এমন কোন শত্রু ঢুকলো যাকে খুন করা আবশ্যক এমনি ধরনের লোককে তুমি খুন করতে পারবে? অবশ্যি কী করে খুন করতে হবে তার সমস্ত নকসাই আমরা তৈয়ী করে দেবো। শুধু আমি জানতে চাই তুমি মানুষ খুন করতে পারবে কি না?

এবার টুমি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো: আমি কোন দিনই কর্তব্যের অবহেলা করিনি।

এই জবাব শুনে পলিয়াকভের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললো: সাবাস! এমনি ধরণের জবাবই আমি তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলুম। হ্যাঁ, টুমি প্রয়োজন হলে খুন করতে কখনও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করোনা।

*　　　*　　　*

তারপর একদিন টুমি ইয়োরোপের পানে রওনা দিলো।

প্রথমে গেলো কোপেনহেগেনে। কোপেনহেগেন থেকে টুমি পারীতে গেলো। সেইখানে ছদ্মনামে এক হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলো। কয়েকঘণ্টা সেই হোটেলে কাটাবার পর টুমি আর একটা হোটেলে গিয়ে উঠলো। ছদ্মনাম পাল্টালো, পাশপোর্টেরও পরিবর্তন হলো। কারণ সোভিয়েত কর্তারা মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন যদি পারীর পুলিশের মনে কোন সন্দেহ জাগে তাহলে তারা টুমিকে প্রথম ছদ্মনামেই খোঁজ করবে। পারী থেকে টুমি এক পোষ্টকার্ডে তার পৌঁছান সংবাদ দিয়ে ভিয়েনার K. G. B.-র এক এজেন্টের কাছে সেই চিঠি পোষ্ট করলো।

টুমি দু'সপ্তাহ পারীতে কাটালো। আমেরিকান ট্যুরিষ্ট হিসেবে শহরের বিভিন্ন স্থানগুলো ঘুরে বেড়ালো। পারী থেকে গেলে ব্রাসেলসে এবং ব্রাসেলস একজিবিশন দেখে দুদিন শহর ঘুরে বেড়ালো।

ইয়োরোপ কয়েকদিন ঘুরে বেড়াবার পর টুমি আবার মস্কোতে ফিরে গেলো।

K. G. B'র কর্তারা টুমিকে বললেন : এক্সলেন্ট। তোমার কাজ দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি। তাই কর্তৃপক্ষ তোমার মাইনে বাড়াবার সিদ্ধান্ত করেছেন। তোমাকে মাসে সাড়ে পাঁচশো ডলার মাইনে দেওয়া হবে। এ'ছাড়া কখনও কখনও যদি তোমার অন্য কোন জিনিষের প্রয়োজন হয় তবে আমাদের জানাবে।

এবার টুমি একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো : যদি আপনাদের কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আমার স্ত্রীর জন্যে, একটি রেফ্রিজেরাটার ও ওয়াশিং মেশিন চাই।

K. G. B.-র কর্তারা জবাব দিলেন : দু সপ্তাহের ভেতর তোমার স্ত্রীকে এই সব জিনিষ পাঠান হবে।

* * *

আমেরিকায় যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। ফাইনা এসে টুমির সঙ্গে দেখা করলো। বললো : সাবধানে এবং সতর্ক হয়ে কাজ করো।

পলিয়াকভ বললেন : তোমাকে যে সব নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেইগুলো মুখস্থ করে রেখো। আর খবর পাঠাবার জন্যে তোমাকে যে সব যন্ত্রপাতি দিয়েছি সেইগুলো সাবধানে রেখো।

এই কথা বলে পলিয়াকভ টুমির হাতে একটি জাল পাশপোর্ট দিলেন। পাশপোর্টের সঙ্গে দেড়শো আমেরিকান ডলার দেওয়া হলো। তারপর টুমির সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর বিমান বন্দর অবধি এলেন।

একটু বাদে প্লেন আকাশে উড়ে গেলো।

প্লেনে আকাশে উঠবার আগে পলিয়াকভ হাত নেড়ে বললো : গুডবাই এ্যাণ্ড গুডলাক। ডোণ্ট মেক মিষ্টেক।

*　　*　　*

মস্কো থেকে টুমি সোজা পারীতে এলো। পারীতে এক সপ্তাহ থাকবার পর ব্রাসেলসে গেলো।

সেইখান থেকে সোজা কানাডার মণ্ট্রিয়াল শহরে।

শহরে ঢুকবার পর তার প্রথম পাশপোর্ট ছিড়ে ফেললো। রবার্ট হোয়াইট, বিজনেসম্যান ফ্রম শিকাগো, এই হলো তার পরিচয়। মণ্ট্রিয়াল থেকে সে সোজা ভাঙ্কুভার শহরে গেলো এবং সেইখানে ক্রীসমাস কাটাবার পর ট্রেনে করে শিকাগো শহরে চলে গেলো। কাষ্টমস ও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের মনে সন্দেহ হলো না। আমেরিকান পুলিশ তার পাশপোর্টের ভেতর একটুও খুঁৎ খুঁজে পেলেন না।

ট্রেনে টুমির সঙ্গে আর একটি লোক এসে আলাপ জমালো। লোকটি দিল দরিয়া প্রকৃতির। প্রথম আলাপেই লোকটি টুমিকে ড্রিংক অফার করলো।

টুমি লোকটির পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর বললো : থ্যাঙ্কস। আমার বড্ডো ঘুম পেয়েছে। ড্রিংক করবার সময় নেই।

লোকটি টুমিকে আর বিরক্ত করলো না। টুমি এসে শিকাগো শহরে নেমে গেলো।

শিকাগোতে কয়েকদিন থাকার পর টুমি নিউইয়র্কে এসে পৌছল নিউইয়র্কে এসে জর্জ্জ ওয়াশিংটন হোটেলে আস্তানা গাড়লো।

রিসেপশন কাউণ্টারে কার্ল টুমি নামেই আত্মপরিচয় দিলো।

এবার Center-এর কাছে খবর পাঠাবার জন্যে টুমি দু'একটা Dead-drop-এর জায়গার সন্ধান করলো। এই জায়গাগুলোর কথা আগেই তাকে বলা হয়েছিলো।

তারপর টুমি ইউনাইডে নেশনসে সোভিয়েত ডেলিগেশনের কাছে এক বেনামী চিঠি লিখলো। এই চিঠিতে Center-কে জানালো যে, শিগগিরই 'Dead drop' মারফৎ সে তার গতিবিধির খবর Center-কে জানাবে।

দুদিন বাদে টুমি Center কে জানালো যে, দুই মাসের জন্যে সে মিনাসোটা ও উইসকনসিন শহরে যাবে।

Center থেকে জবাব দিলো। কনগ্র্যাচুলেশন। তুমি ট্যুরে যেতে পারো।

টুমি প্রথমে মিনাসোটা শহর ঘুরে বেড়িয়ে শহরের ছবি তুললো। একদিন, শহরের রাস্তায় ছবি তুলছিলো এমনি সময় একজন অপরিচিত লোক এসে টুমিকে বললো : মিঃ টুমি, আমরা তোমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

টুমি বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অপরিচিত লোকদুটোর পানে তাকালো। তারপর সন্দেহের স্বরে বললো,—মাপ করবেন, আপনাদের আমি চিনতে পারছিনে। আপনারা কে ?

দলের একজনকে টুমি অবশ্যি চিনতে পারলো। হ্যাঁ, কোন ভুল করেনি এই লোকটাকে সে শিকাগোয় আসবার সময় ট্রেনে দেখেছিলো। হ্যাঁ, এই লোকটাইতো তাকে ড্রিংকস অফার করেছিলো।

মিঃ টুমি, আমরা কে, হয়তো তুমি বুঝতে পারছো ?

আইডেনটি আমাদের এই—, বলে লোকদুটো পকেট থেকে তাদের কার্ড বের করলো। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষায় বললো,—আমরা হলুম এফ. বী. আই-র লোক। আমাদের সঙ্গে এসো।

এই জবাব শুনে কার্ল টুমি খানিকটা সময়ের জন্যে হকচকিয়ে গেলো। কিন্তু তার বিস্ময় উত্তেজনা ছিলো ক্ষণিকের। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো : সরি, আপনারা নিশ্চয় কোন ভুল করেছেন। আপনারা যাকে খুঁজছেন আমি সেই লোক নই। আমি অপেনাদের ভুল শোধরাতে চাই।

: কিন্তু তবু আমাদের সঙ্গে তোমাকে আসতে হবে। আপনার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা বলবো। এবার এফ. বী. আই-র দুই কর্মচারী তাদের পরিচয় দিলো। একজন বললো : আমার নাম ডন। আর এ হলো আমার সহকর্মী জেনি। আর যিনি আমাদের গাড়ী চালাচ্ছেন তার নাম হলো ষ্টিভ। এবার গাড়ীতে উঠে বসো।

টুমি আর কোন প্রতিবাদ না করে গাড়ীতে চেপে বসলো। খানিকটা পথ যাবার পর ডন বললো : মিঃ টুমি, আমরা আপনাকে সার্চ করবো। এবারে গাড়ী থামিয়ে সার্চ স্বরু হলো। সেই অবস্থায় টুমি এবার ডন, জেনি ও ষ্টিভের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। ডন ও জেনি টুমির মনিব্যাগ ও অন্যান্য কাগজপত্র কেড়ে নিলো।

কিন্তু এফ. বী. আই-র জেরায় টুমি ভেঙ্গে পড়লোনা। এই ধরনের একটা বিপদে সে যে পড়বে এই কথা মস্কোর কর্তারা তাকে আগেই বলেছিলেন। অতএব তোতাপাখীর মতো তাকে যে মন্ত্র শেখান হয়েছিলো টুমি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলো।

কার্ল টুমি স্বীকার করলো যে, তার জন্ম আমেরিকায় হয়েছিলো। কিন্তু জন্মের পর থেকে সে দীর্ঘ পঁচিশ বছর রাশিয়াতে কাটিয়েছে। টুমি আবার তার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে এবং এইখানেই সে বাকী জীবন কাটাবে।

সার্চ্চের পর আবার জেরা স্থরু হলো। এফ. বী. আই-র কর্তারা জিজ্ঞেস করলেন : এই শহরে তুমি কী করছো?

: চাকুরীর খোঁজে এসেছি,—বেশ অবিচলিত কণ্ঠস্বরে টুমি জবাব দিলো।

: এই শহর সম্বন্ধে তোমার বিশেষ কোন জ্ঞান আছে?

: বিশেষ কিছু নেই। তবে অনেকদিন আগে আমি এখানে জেনারেল ইলেকট্রীক কোম্পানীতে কাজ করতুম। এখানে থাকাকালীন আমার স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়। তারপর আমি চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়ে নিউইয়র্কে চলে যাই।

: তাহ'লে আবার এই শহরে ফিরে এলে কেন?—ডন জিজ্ঞেস করলো।

: নিউ ইয়র্কে থাকতে আমার ভালো লাগছিলোনা। তাই আবার এখানে ফিরে এলুম।

: নিউইয়র্কের কোন জায়গায় থাকতে?—এবার জেনি জিজ্ঞেস করলো।

৪৭৮৩ ডেকাতার এ্যাভিন্থতে আমার ফ্ল্যাট ছিলো। কিন্তু কিছুদিন আগে আমি বাড়ী পাল্টেছিলুম। পরে আমি জর্জ ওয়াশিংটন হোটেলে থাকতুম।

: নিউইয়র্কে কোথায় কাজ করতে?

আবার প্রশ্ন হলো।

: একটা কাঠের দোকানে।

: তোমার গাড়ী আছে?

: না।

: নিউইয়র্কে থাকাকালীন দপ্তরে কী করে যাতায়াত করতে?

: বাসে করে যেতুম।

: কোন বাসে করে এবং কোন রাস্তা দিয়ে যেতে?

মস্কো থাকাকালীন টুমি নিউইয়র্কের রাস্তাঘাটের নাম বাড়ী ইত্যাদি বেশ ভালো করে চিনে রেখেছিলো। কাজেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে অস্থবিধে হলোনা।

: বাসের নম্বর আমার মনে নেই,—টুমি মৃদুস্বরে জবাব দিলো।

: আশ্চর্য, প্রতিদিন বাসে করে কাজে যেতে অথচ বাসের নম্বর তোমার মনে নেই!—ষ্টিভ তার কৌতুহল প্রকাশ করলো।

ডন বললো, নিউইয়র্কের কথা পরে জিজ্ঞেস করা যাবে। এবার আমরা তোমার অতীত জীবনী শুনতে চাই।

*　　　*　　　*

টুমি আবার তার জীবন কাহিনী বলতে সুরু করলো। এই জীবন কাহিনী মস্কোতে থাকাকালীন বহুবার তাকে মুখস্থ করতে হয়েছিলো। টুমি বললো—আমার জন্ম মিশিগান শহরে, ১৯১৬ সালে। ১৯৩২ সালে তার বোন মারা যায়। এই সময়ে টুমি স্কুলে পড়তো। একদিন হঠাৎ তার সৎপিতা তাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যান। এই সৎপিতা ফিনল্যাণ্ডের লোক ছিলেন। বাবা চলে যাবার পর টুমি তার মিনাসোটা শহরে তার দিদিমার বাড়ীতে থাকতো। ১৯৩৮ সালে বাইশ বছর বয়সে টুমি বিয়ে করে। বউর নাম ছিলো হেলেন ম্যাটসন। এই সময়ে টুমি তার দিদিমার ফার্মে কাজ করতো। তারপর কিছুদিন বাদে লড়াই বাধলো। টুমি কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিলোনা।

কিছুদিন বাদে ফার্মের কাজে ইস্তাফা দিয়ে টুমি অন্যান্য কাজ সুরু করলো। তারপর কানাডায় চলে গেলো। সেইখানে কাঠের দোকানে কাজ করতো। কানাডা থেকে ফিরে এসে মিলওয়াকি শহরে আস্তানা গাড়লো। এই সময়ে তার বউর সঙ্গে ঝগড়া হয় এবং বউ তাকে ত্যাগ করে চলে যায়।

এই গল্পের মধ্যে কোন ভুল ছিলোনা। কারণ এই গল্পের প্রতিটি লাইনই K. G. B'র কর্তারা আগে থেকে যাচাই করেছিলেন। হেলেন ম্যাটর্সন বলে সত্যিই একটি মেয়ে ছিলো এবং ১৯৩৮ সালে হেলেন ম্যাটসনের বিয়ে হয়।

ডন, জেনি, ষ্টিভ মনে দিয়ে টুমির কাহিনী শুনলো কিন্তু হয়তো তার এই মনগড়া গল্প বিশ্বাস করলো না।

কিছুক্ষণ বাদে ডন তার মুখ খুললো। বললো: আমরা তোমার অতীত সম্বন্ধে যাচাই করে দেখেছি। কিন্তু তুমি যে কাঠের কোম্পানীতে কাজ করতে তার কোন প্রমাণ আমরা যোগাড় করতে পারিনি।

টুমি ঘাবড়াবার পাত্র নয়। সহজ গলায় জবাব দিলো: হয়তো নিশ্চয় তোমরা ভুল লোকের সঙ্গে কথা বলেছ।

এবার ডন তার ব্যাগ থেকে এক তাড়া ফটোগ্রাফ বের করলো। একটি ফটো দেখিয়ে বললো: এই ফটো কার বলতে পার?

: আমার সৎপিতার।—টুমির জবাবে দৃঢ়তা ছিলো।

: আর এই ফটোর ভেতর কে কে আছে? ডন আর একটি ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

টুমি অনায়াসে চোখ বুজে বলতে লাগলো : ইনি হলেন আমার মা, আমার সৎপিতা, আমার বোন, আর এই হলো আমার ছবি।

তোমার মনে আছে এই ছবি কবে তোলা হয়েছিলো? ডন আবার প্রশ্ন করলো।

: মনে নেই।—টুমি জবাব দিলো।

: চিন্তা করে দেখো। যদি আমি বলি এই ফটো ১৯৩৩ সালে মস্কোতে যাবার আগে তোলা হয়েছিল এই কথা অস্বীকার করবে কী?

টুমি প্রথমে কোন জবাব দিলো না। শুধু চোখ তুলে দেখলো ডন, জেনি ও ষ্টিভ তার পানে তাকিয়ে হাসছে।

ডন বললো : কিছুক্ষণের জন্যে জেরা বন্ধ করা যাক।

হঠাৎ ষ্টিভ জিজ্ঞেস করলো : কার্ল, তুমি যখন জর্জ ওয়াশিংটন হোটেলে থাকতে তখন ঘরে বসে টাইপ করেছিলে কী? কী কী টাইপ করছিলে জানতে পারি কী?

ষ্টিভের কথা শুনে কার্ল টুমি বেশ একটু চম্‌কে উঠলো। কথাটা সত্যি। জর্জ ওয়াশিংটন হোটেলে থাকাকালীন সে একটা নতুন টাইপ মেশিন কিনে টাইপিং প্র্যাকটিশ করছিলো। টুমি বুঝতে পারলো যে, আমেরিকায় ঢুকবার পর থেকে এফ. বী. আই. তার উপর কড়া নজর রেখেছে। বুঝতে পারলো যে, সে বেশ কড়া খপ্পরে পড়েছে। পরের দিন টুমি হার স্বীকার করলো। বললো যে, সে তার সমস্ত দোষ স্বীকার করবে।

কিন্তু পরের দিন আবার টুমি মিথ্যে কথা বলতে লাগলো।

*　　　　*　　　　*

টুমি প্রথমেই বললো : ১৯৩৩ সালে আমরা আমাদের সৎপিতা সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডে চলে যাই। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা প্রথমে যাইনি। আমেরিকাতে ফিরে আসবার ইচ্ছে চিরকালই আমার প্রবল ছিলো। তাই একটা ফিনিস জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে আমি আমেরিকাতে আসি। আমি জানি যে আমি বে-আইনী কাজ করেছি। কিন্তু এই ধরণের বে-আইনী কাজ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না।

এবার ডন তাকে হাজার প্রশ্ন করলো।

ফিনিস জাহাজের নাম কী। জাহাজের কাপ্তানের নাম জানতে চাইলো। কী ধরণের জাহাজ। মালবাহী জাহাজ? বেশ, কী ধরণের মাল এই জাহাজ নিয়ে যাচ্ছিল। জাহাজ কবে এসে বন্দরে পৌঁছয়।

ডন এই ধরণের বহু প্রশ্নবানে টুমিকে জর্জরিত করে তুললো।

একটু বাদে ষ্টিভ ঘরের ভেতর এসে ঢুকলো। টুমির পানে মৃদু হেসে বললো, সরি চ্যাপ, তোমাকে একটা দুঃসম্বাদ দেবো। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে, তুমি যে, ধরণের জাহাজের কথা বলছিলে সেই ধরণের ফিনিস জাহাজ নেই। হ্যাঁ, আমরা আর একটা মূল্যবান খবর জানতে পেরেছি।

এই বলে ষ্টিভ টেবিলের উপর একটি ওষুধের শিশি রাখলো।

ডন টুমিকে জিজ্ঞেস করলো : এটা কী বলতে পারো ?

ওষুধের শিশি দেখে টুমি বেশ একটু অবাক হলো।

এবার ডন শিশি থেকে একটি ট্যাবলেট বের করলো। তারপর একটি ছুরি দিয়ে ট্যাবলেটকে দুভাগ করলো। বললো : এই যে ট্যাবলেট দেখছো, এই ট্যাবলেট আমেরিকায় তৈরী হয় না। আমরা ল্যাবরটারীতে এই ট্যাবলেটের কেমিক্যাল পরীক্ষা করেছিলুম। আর সেই কেমিক্যাল পরীক্ষায় কী জানতে পেরেছি জানো ? এই ওষুধ কোন খাবার ওষুধ নয়। এ হলো ইনভিজিবল ইঙ্ক। এক একটা ট্যাবলেট জলে দিলে ইনভিজিবল কালি তৈরী করা যায়। বলো, এবার এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে ?

: আমার বলবার কিছু নেই।—টুমি বেশ সহজ নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলো।

এবার ডন তার কণ্ঠস্বর দৃঢ় করলো। বললো : টুমি, অস্বীকার করো না। আমরা জানি, তুমি হলে সোভিয়েত স্পাই। তুমি বে-আইনীভাবে আমেরিকাতে ঢুকেছ। আমরা যদি তোমাকে এই দেশ থেকে বের করে দিই তাহলে তোমার কী পরিণাম হবে বলতে পারো ? যদি তোমার কর্তারা জানতে পারেন যে, তুমি কাজে বিফল হয়েছ তাহলে তোমাকে কী সাজা দেয়া হবে তুমি নিশ্চয় অনুমান করতে পারছ। সোভিয়েত এজেন্ট ধরা পড়লে তাদের সাজা হয় মৃত্যুদণ্ড। এই শাস্তি আমরা তোমাকে দেবো না। Center তোমাকে এই সাজা দেবেন। বলো, এবার তুমি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে কি না ?

যদি আমাদের সঙ্গে কাজ করো……

ডনের কথা শেষ হবার আগেই টুমি বেশ রুক্ষস্বরে বললো : বলো, তোমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে আমার কী লাভ ? সোস্যালিজমের সঙ্গে তোমরা কক্ষনোই পাল্লা দিতে পারবে না……

এই টুমি সর্বপ্রথম স্বীকার করলো যে, সে এক সোস্যালিষ্ট দেশের নাগরিক।

ষ্টিভ এবার কম্যুনিজম, সোস্থালিজম ও ক্যাপিটালিজম নিয়ে আলোচনা সুরু করলো। খানিক আলোচনার পর ডন টুমিকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলো এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। ডনের ঘর-বাড়ী দেখে টুমি বেশ আকৃষ্ট হলো। অনেক চিন্তা ভাবনা—এবং এফ. বী. আই-র কাছ থেকে ভবিষ্যৎ-এর আশ্বাস পাবার পর টুমি তার নিজের আত্মপরিচয় এফ. বী. আই-র কর্তাদের কাছে দিলো। শুধু তাই নয়, টুমি এফ. বী. আই-র সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হলো।

আরো সোজা ও সংক্ষেপে বলতে পারা যায় যে, সেদিন থেকে কার্ল টুমি হলো 'ডবল এজেন্ট'।

*　　　*　　　*

এফ. বী. আই-র সঙ্গে আলোচনা করে টুমি ঠিক করলো যে, এবার থেকে সে Center-এর সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে। Center টুমিকে কোন একটা কাজ যোগাড় করতে বলেছিলো যাতে কারু মনে সন্দেহ না জাগে যে, টুমি স্পাইর কাজ করছে। এফ. বী. আই-র সাহায্য নিয়ে টুমি এক কাঠের দোকানে কাজ সংগ্রহ করলো। টুমি Center-কে খবর পাঠালো যে, সে একটি কাজ পেয়েছে। Center এই খবর পেয়ে খুসী হলো। তিন মাস পরে টুমির চাকুরীতে পদোন্নতি হলো। কিছুদিন বাদে Center তাকে সাইফার ও কোডের এক নতুন প্যাড পাঠালো। টুমি এই সাইফার প্যাড এফ. বী. আই-র কর্তাদের দেখালো। এবং তাদের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করলো।

ইতিমধ্যে আমেরিকা ও রাশিয়ার ভেতর ঝগড়া ক্রমেই বাড়তে লাগলো। প্রথমে বার্লিন নিয়ে ঝগড়া সুরু হলো। ক্রুশ্চেভ যুদ্ধের হুমকি দিলেন। টুমি Center-এর কাছ থেকে আদেশ পেলো: আমরা ব্রুকলিন নৌবন্দরের বিস্তারিত খবর চাই। জানতে চাই কোন জাহাজ আসছে—যাচ্ছে। কী কী অস্ত্র এই সব জাহাজে চালান দেয়া হচ্ছে তার সব খবর আমাদের চাই।

আবার এফ. বী. আই.-র সাহায্য নিয়ে টুমি ব্রুকলিন নৌবন্দরে একটি চাকুরী যোগাড় করলো। আর এই বন্দর থেকে প্রতিদিন এফ. বী. আই-র দেয়া খবর Center-এর কাছে পাঠাতে লাগলো।

ব্রুকলিন নৌবন্দরে চাকুরী নেবার পর Center ঘন-ঘন নতুন নির্দেশ টুমির কাছে পাঠাতে লাগলো।

প্রতি নির্দেশেই বলা হলো আমরা আমেরিকার সামরিক খরচ এবং নৌযুদ্ধ জাহাজের খবর চাই।

কয়েকদিন বাদে এক মাইক্রোডটের মারফৎ Center খবর পাঠালো : রবিবার ভোরবেলা, হাডসন নদীর ধারে আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা করবে। তোমার হাতে মাছ ধরবার একটি ছিপ থাকবে। আমাদের প্রতিনিধিকে চেনবার কোড শব্দ হলো এক্সকিউজ মী, আপনার সঙ্গে গতবছর আমার ইয়াট ক্লাবে দেখা হয়েছিলো। Centerএর নির্দেশ পেয়ে টুমি বেশ বিস্মিত হলো। সাধারণতঃ এই ধরনের দেখা করবার হুকুম Center কখনই দেন না। তবে এবার কেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলো। টুমি এফ. বী. আই-র বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ করলো। বন্ধুরা তাকে এই মিটিংএ যাবার জন্যে উৎসাহ দিলো।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে টুমি তার পুরান বন্ধু ও মাষ্টার গালকিনের দেখা পেলো। টুমি গালকিনকে তার কাজের একটা ফিরিস্তি দিলো। কিন্তু এফ. বী. আই,-র সঙ্গে যে তার বন্ধুত্ব হয়েছিলো এই কথাটি গোপন করে গেলো। গালকিন মন দিয়ে টুমির কথা শুনলেন। তারপর দু একটা নির্দেশ দিলেন। সর্বশেষে গালকিন টুমিকে বললে : টুমি তোমাকে কিছুদিনের জন্যে মস্কোতে ফিরে যেতে হবে।

গালকিনের কথা শুনে টুমি বেশ অবাক হলো। জিজ্ঞেস করলো, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। মস্কোতে ফিরে যেতে হবে কেন? কী কারণ? মস্কোতে ফিরে যাবার নাম শুনেই টুমি অবাক হয়েছিলো এবং তার মনে মনে বেশ খানিকটা ভয়ও হয়েছিলো।

গালকিন হেসে জবাব দিলেন : ভয় পাবার কিছু নেই। তোমাকে আবার আমেরিকাতে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু মস্কোতে ফিরে আসবার আগে তোমাকে নিউ লণ্ডন এলাকায় সাবমেরিণ ঘাঁটিতে যেতে হবে। ঐ ঘাঁটিতে কয়টি এ্যাটমিক সাবমেরিণ আছে আমরা জানতে চাই। যদি ওখানে বেশী প্রহরী অথবা মোটরলরী দেখতে পাও তাহলে আমাদের জানাবে।

এবার গালকিন আদেশের স্বরে বললেন : আমার নির্দেশ বুঝতে পেরেছ?

টুমি মাথা নেড়ে বললো,—হ্যাঁ।

: তাহলে আর দেরী করো না। এই সব জরুরী খবর সংগ্রহ করে শীগগিরই Centerএর কাছে পাঠাও।

গালকিনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পর টুমি আবার এফ. বী. আই-র বন্ধুদের কাছে ফিরে গেলো এবং তাদের কাছে গালকিনের সঙ্গে যে আলাপ আলোচনা হয়েছিলো তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিলো।

১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬২ সাল অবধি টুমি Centerএর কাছে অনেক খবর পাঠালো। সব খবরই বানান। তার মস্কো যাবার প্ল্যান বাতিল করা হলো। এমনি সময় হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে, কিউবার রকেটের ব্যাপার নিয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার ভেতর তুমুল ঝগড়া লেগেছে। টুমি বুঝতে পারলো কেন Center তার কাছ থেকে আমেরিকান নৌজাহাজ ও সাবমেরিনের খবর জানতে চেয়েছিলো ?

*　　　*　　　*

খানিকটা সময়ের জন্যে আমাদের টুমির গল্পকে এড়িয়ে যেতে হবে। কারণ একদিন টুমিকে এক বিখ্যাত সোভিয়েত স্পাইর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে বলা হলো। এখানে সেই স্পাইর জীবন কাহিনী বলা দরকার। নইলে এই কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে।

ভদ্রলোকের নাম ছিলো রবার্ট বালচ আর তার বউর নাম ছিলো জয় আন গারবার। কিন্তু দুটো নামই ছিলো ছদ্মনাম। আর দুজনেই ছিলেন রাশিয়ার G. R. U.-র [উচ্চারণ গেরু] স্পাই। এই ছদ্মনামে দুজনে বেআইনীভাবে জাল পাশপোর্ট নিয়ে আমেরিকাতে ঢুকেছিলেন এবং সেইখানেই বসবাস করছিলেন।

রবার্ট বালচ ও তার বউ জয় আনের অতীত সম্বন্ধে আজো পুরো খবর পাওয়া যায়নি। প্রকাশ্যে একদিন তারা আমেরিকাতে এক প্রজাপতির অফিসে বা মেট্রিমোনিয়েল ব্যুরোতে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু এই বিয়ে দুজনকেই গেরুর নির্দ্দেশেই তাদের করতে হয়েছিলো। কারণ তারা দুজনেই জনসাধারণের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাননি যে, আসলে তারা হলেন রাশিয়ান স্পাই।

রবাট বালচ ও জয় আন ছিলেন 'ইলিগ্যাল' স্পাই। ১৯৫৯ সালে তারা আমেরিকাতে এসেছিলেন। রবার্ট বালচ ৪১৩ নম্বর ওয়েষ্ট ফর্টিএইটথ স্ট্রীটে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। জয় আন ১০৫ নম্বর রিভারসাইড ড্রাইভে বাড়ী ভাড়া করলেন।

'ইলিগ্যাল' স্পাইর প্রথম কাজ হলো সেই দেশের বাসিন্দা বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। অর্থাৎ কারু মনে যেন একটু সন্দেহ না জাগে যে, লোকটির আসল পেশা হলো স্পাইং। বালচ খুব চমৎকার ফরাসী ভাষা বলতে পারতেন। তিনি এবার বারলিটজ ফরেইন ল্যাংগুয়েজ স্কুলে ফরাসী শিক্ষকের পদের জন্যে দরখাস্ত করলেন। এই চাকুরী পেতে তার একটুও অসুবিধে হলোনা। কারণ

বারলিটজ স্কুলের কর্তৃপক্ষের মনে একবারও সন্দেহ জাগলোনা যে, তাদের ফরাসী শিক্ষক আসলে হলেন GRU'র প্রফেশনাল স্পাই। কাজ নেবার সময় বালচ নিজেকে আমেরিকান বলে পরিচয় দিলেন। বললেন, জন্ম থেকে তিনি ফ্রান্স ও কানাডায় মানুষ হয়েছেন। তিনি তার বাবার সঙ্গে রিয়েল এষ্টেট বিজনেস, মানে বাড়ী-ঘর বেচাকিনির ব্যবসা করতেন। এই কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষা শেখান ছিলো তার এক কাজ।

বালচের পরিচয় পেয়ে বারলিটজ স্কুল কর্তৃপক্ষ খুশী হলেন এবং বালচকে স্কুলের ফ্রেঞ্চ টীচার হিসেবে নিযুক্ত করলেন।

জয় আন-গারবার হেয়ার ড্রেসিং স্যালুনে কাজ করতেন। তিনি নিউইয়র্কের একাডেমী অব বিউটী কালচার থেকে হেয়ার ড্রেসিংর ডিগ্রী নিয়েছিলেন। তারপর হঠাৎ একদিন Center থেকে হুকুম এলো: রবার্ট বালচকে বিয়ে করো। বালচও এই ধরণের এক নির্দেশ পেলেন। নিউইয়র্ক শহরে পলিনের ম্যাট্রিমনিয়েল ব্যুরোতে দুজনের বিয়ে হলো। বিয়ের পর দুজনে গ্রীনমাউণ্ট এ্যাভিন্যুতে একটা বাড়ী ভাড়া করলেন। দুজনেই চুপ চাপ থাকতেন এবং তাদের জীবনযাত্রা দেখে কার মনেই কোন সন্দেহ হলোনা যে, এরা আমেরিকান নাগরিক নয়, এরা হলেন GRU-র রাশিয়ান স্পাই।

প্রতি রবিবার মিঃ ও মিসেস বালচ বাল্টিমোরে কাছে একটি ছোট বনের কাছে তাদের ক্যাবিনের ভেতরে গিয়ে উইকএণ্ড কাটাতেন। আর এইখানে বসে রবার্ট বালচ ও তার স্ত্রী মস্কোর সঙ্গে রেডিও মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করতেন এবং বিভিন্ন ধরণের খবর Center কে পাঠাতেন।

* * *

এই সময়ে আমেরিকাতে আরো কয়েকজন সোভিয়েত স্পাই এলেন। এদের মধ্যে আলেক্সী গালকিনের নামের সঙ্গে পাঠকেরা আগেই পরিচিত হয়েছেন। গালকিনের বউ নাজেদা সার্জেভিনাও স্বামীর সঙ্গে আমেরিকাতে এলেন। নাজেদা আমেরিকার জীবনধারার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। কারণ অতীতে তিনি ইউনাইটেড নেশনসের সেক্রেটারিয়েটে কাজ করতেন। আরো একজন সোভিয়েত স্পাইর নাম হলো ইভান ইগারভ এবং তার স্ত্রী আলেজান্দ্রা ইভানোভা। ইগারভ ছিলেন সোভিয়েট ডিপ্লোম্যাট। কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন রবার্ট বালচ এবং তার স্ত্রীর ইলিগ্যাল সার্পোট অফিসার। তৃতীয় রাশিয়ান স্পাইর নাম হলো পিটার মাসলেনিকভ। আর চার নম্বর স্পাইর নাম হলো কার্ল টুমি।

গালকিন, মাসলেনিকভ ও টুমি আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে খবর সংগ্রহ করতেন এবং ডেড ড্রপ সিষ্টেমনুযায়ী একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তারপর সেই খবর Centerএর কাছে পাঠাতেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন টুমি ধরা পড়ে গেলো এবং ডবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে লাগল। কী করে টুমি ধরা পড়ে গেলে তার খানিকটা বিবরণী আগেই দেয়া হয়েছে এবং ডবল এজেন্ট হিসেবে তিনি যে কাজ করেছিলেন তার বর্ণনা পরে দেওয়া হবে।

টুমি যে ডবল এজেন্ট হিসেবে এফ. বী. আইর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে এই খবর কিন্তু Centerএর কাছে অজানা ছিলো। অতএব গালকিন মাসলেনিকভ এবং বালচ টুমিকে সরল মনে বিশ্বাস করতেন এবং সব কথা খুলে বলতেন। অবশ্যি GRU'র নিয়মনুযায়ী টুমি গালকিন মাসলেনিকভ ও বালচের আসল নাম বা পরিচয় জানতেন না। শুধু তাদের ছদ্মনাম তার জানা ছিলো। যদিও টুমি মস্কোতে থাকাকালীন গালকিনের সঙ্গে কাজ করেছিলো তবু গালকিনের প্রকৃত পরিচয় তার জানা ছিলোনা।

* * *

কিছুদিন বাদে বালচ গান শেখবার জন্যে এল্যান জেমিসন বলে এক ভদ্রলোককে তার গানের মাষ্টার নিযুক্ত করলেন। জেমিসন ছিলেন কমিক অপেরা কোম্পানীর মিউজিক ডিরেক্টর। কয়েকদিনের ভেতর বালচ কমিক অপেরা কোম্পানীর বেশ একজন নামকরা অভিনেতা হলেন। তিনি এবার প্রকাশ্যে অভিনয় করতে লাগলেন। G. R. U.-র স্পাই যে গান করছে এবং নাচছে এই কথা কারু মনে একবারও জাগলো না। তার মধ্যে বেশ দ্রুতলয়ে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেলো। প্রথমতঃ টুমি, গালকিন, মাসলেনিকভ ও বালচ প্রায়ই নির্দিষ্ট স্থানে দেখা করতেন। হঠাৎ একদিন Centerএর কাছ থেকে নির্দেশ এলো ঃ নো মোর মিটীং। আর শুধু তাই নয় Center এবার মস্কোর স্পাইদের দেশে তলব করে পাঠালো। তার কারণ জানা গেলো যে, বিখ্যাত রাশিয়ান স্পাই ওলেগ পেঙ্কভস্কিকে K. G. B.-র কর্তারা পাকড়াও করেছেন। আর এই ওলেগ পেনকভাস্কি অনেক রাশিয়ান স্পাইর নাম সি. আই. এ. ও এম. আই. সিক্সের কর্তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। এই খবরজানার সঙ্গে সঙ্গে G. R. U. তার স্পাইদের মস্কোতে ডেকে পাঠালো। গালকিন, মাসলেনিকভ মস্কোতে ফিরে গেলেন। বালচ দম্পতি ওয়াশিংটনের একপ্রান্তে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন।

কার্ল টুমিরও ডাক পড়লো।

Center টুমির জন্যে একটি জাল পাশপোর্ট পাঠালো। যাবার আগে টুমিকে বলা হলো নিউইয়র্কের কাছে কোন রকেট ষ্টেশন আছে কিনা সেই খবর যাচাই করতে।

টুমি Centerকে জানালো যে, জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি সে মস্কোতে ছুটি কাটাবে। ছুটির খানিকটা সময় সে ফিনল্যাণ্ডে কাটাতে চায়।

এই খবর Center-এর কাছে পাঠাবার পর টুমি নিউইয়র্কে শহরতলী ভেরমনের রকেট ষ্টেশনের সন্ধানে বেরুলো। বলা বাহুল্য টুমির সঙ্গে এফ. বী. আই-র এজেণ্ট ডন ও ষ্টীভও গেলো। Center-এর খবরে কোন ভুল ছিলোনা। ভেরমনের সামনে সত্যিই দুটো রকেট ষ্টেশন ছিলো। ডন ষ্টীভ ও টুমি ভেরমনের সামনে দুদিন বেশ খানিকটা ঘোরাঘুরি করলো।

দুদিন ভেরমনে ঘোরাঘুরি করার পর টুমি তার বাড়ীতে ফিরে এলো। কিন্তু বাড়ীতে এসে এক দুঃসম্বাদ পেলো। Center-এর কাছ থেকে হুকুম এসেছে। Center কড়া মেজাজে ধমক দিয়ে টুমিকে নির্দেশ পাঠিয়েছেন: তোমার সিকিউরিটি ও কাজ সম্বন্ধে আমরা বেশ চিন্তিত হয়েছি। কারণ তুমি মূর্খের মতো কতোগুলো কাজ করেছ। তোমাকে ভেরমনের রকেট ষ্টেশন সম্বন্ধে খবর যাচাই করতে বলা হয়েছিলো। আর বলা হয়েছিলো তোমার ছুটির একটা প্ল্যান পাঠাতে। কিন্তু তুমি বোকার মতো দুদিন ভেরমনে ঘুরে বেড়িয়েছ। বর্তমানে তোমার ছুটি ক্যানসেল করা হলো। তুমি অবিলম্বে সবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কোন কনটাক্ট বা বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেনা। আমাদের এই নির্দেশ তুমি পেয়েছ এবং সেই নির্দেশানুযায়ী কাজ করছো তার জবাব অবিলম্বে আমাদের দেবে।

টুমি Centerএর হুকুম পেয়ে হতভম্ব হলো। তাহলে কী মস্কো জানতে পেরেছে যে, সে ডবল এজেণ্ট হিসেবে কাজ করছে? হঠাৎ Center-এর মনে এই সন্দেহ জাগলো কেন? এই ধরণের বহু প্রশ্ন এসে টুমির মনে জড়ো হলো। সেইরাত্রে টুমি ওয়ারলেস মারফৎ Centerএর কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানালো। কিন্তু এই প্রতিবাদের জবাবে Center তাকে স্পষ্ট ভাষায় বললো: তোমার সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করো। আর আমাদের পরবর্তী নির্দেশের জন্যে প্রতীক্ষা করো।

টুমি বেশ একটু চিন্তিত হলো। কারণ কিছুদিন আগে ডেড ড্রপ সিষ্টেমানুযায়ী টুমি রকেট ষ্টেশনের বিস্তৃত খবর [অবশ্য খবরটি এফ. বী. আই

তৈরী করে দিয়েছিল] Centerএর কাছে পাঠিয়েছিলো। কিন্তু Centerএর কাছ থেকে এই খবরের কোন প্রাপ্তি সংবাদ না পেয়ে তার মন উতলা হলো। কী ব্যাপার ? Center খবর প্রাপ্তির সংবাদ তাকে দিলো না কেন। সেইদিন বিকেলবেলা টুমি যে নির্দিষ্ট জায়গায় রকেট ষ্টেশনের খবর রেখে এসেছিলো সেই জায়গায় ফিরে গেলো।

একটি ছোট ম্যাগনেটিক টিউবে ভরে এই রকেট ষ্টেশনের বিশদ বিবরণী টুমি রেখে এসেছিলো। কিন্তু টুমি সেই জায়গায় ফিরে এসে দেখলো যে, Center এর কোনও অনুচর সেই খবর সংগ্রহ করতে আসেনি। ম্যাগনেটিক টিউব যে জায়গায় রেখে আসা হয়েছিলো সেই জায়গায়ই পড়ে আছে।

টুমি এবার ডন ও ষ্টীভকে Centerএর নির্দ্দেশের কথা বল্‌লো। তারা সবাই বুঝতে পারলো য়ে, Centerএর মনে সন্দেহ জেগেছে। সময় থাকতে জাল গুটান ভালো। নইলে বিপদ হবে।

কিছুদিন বাদে আবার আর একটি খবর টুমি পাঠালো। Center এবার এই খবর প্রাপ্তির সংবাদ পাঠালো। কিন্তু টুমিকে তার পরবর্তী কাজের কোন নির্দ্দেশ পাঠালো না।

টুমি বিপদের আশংকা করলো। টুমি ঠিক করলো কিছুদিনের জন্যে শিকাগো বেড়াতে যাবে কিন্তু হঠাৎ একদিন ডনের কাছ থেকে টেলিফোন পেলো। ডন বললোঃ তোমাকে কাল বিকেলের ভেতর ওয়াশিংটনে যেতে হবে। বিশেষ কাজ আছে। তোমার সঙ্গে আমার এয়ারপোর্টে দেখা হবে।

* * *

ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টে এসে ডন ও ষ্টীভ কার্ল টুমির সঙ্গে দেখা করলো। তারপর কোন ভনিতা না করে সোজা ভাষায় বললোঃ কার্ল, আজ তোমাকে মন ঠিক করতে হবে, তুমি কী করবে? আমেরিকা থাকবে না মস্কোতে ফিরে যাবে ? কারণ আমরা খবর পেয়েছি যে, দুএকদিনের ভেতর তোমার মস্কোতে ফিরে যাবার হুকুম আসবে। আর শুধু তাই নয়। Center আমেরিকাতে তোমাকে আর ফেরৎ পাঠাবে না। যদি তুমি মস্কোতে ফিরে যেতে চাও, আমরা কোন আপত্তি করবো না। তুমি যদি আমেরিকাতে থাকতে চাও তাহলে আমরা তোমাকে এইখানে থাকবার জায়গা দেবো। এবার মন ঠিক করো। বলো তুমি কী করবে ?

টুমি ডনের প্রস্তাব শুনে খানিকক্ষণ চিন্তা করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো : যদি আমেরিকাতে থেকে যাই, তাহলে আমার পরিবারকে কোন প্রকারে মস্কো থেকে বের করে আনা সম্ভব হবে কী ?

ডন মাথা নেড়ে বললো : অসম্ভব।

আমাকে কী আমেরিকান ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে কাজ করতে হবে? টুমি আবার প্রশ্ন করলো।

: আমেরিকান ইনটেলীজেন্সে তোমার কাজ করবার কোন প্রয়োজন হবে না। এই দেশে তুমি স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারবে। কেউ তোমাকে কোন বাধা দেবে না।

টুমি চিন্তা করতে বসলো। কী করবে? আমেরিকাতে থাকলে তার স্ত্রী-পুত্রকে আর কখনই দেখতে পাবে না। আর মস্কোতে তার পরিবারের কী হবে? যদি সে মস্কোতে ফিরে যায় তাহলে K. G. B. তাকে কী শাস্তি দেবে। জেল'না প্রাণদণ্ড। কারণ টুমি জানতো যে, রাশিয়ান স্পাই যদি কাজে সফল হয় তার ইনাম পায় প্রচুর। কাজে ব্যর্থ হলে তার শাস্তি হবে প্রাণদণ্ড। অনেক চিন্তা ভাবনার পর কার্ল টুমি ধীর মৃদু কণ্ঠে ডনকে বললো : ডন আমি মস্কোতে ফিরে যাবো না। আমেরিকাতেই থাকবো।

*　　　　*　　　　*

এবার টুমির সাহায্য নিয়ে এফ. বী. আই. বালচের খোঁজে বেরুলো।

ওয়াশিংটনে এসে শহরের এক নির্জন প্রান্তে বালচ দম্পতি একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করলেন। তারপর জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে বিকেলে ফরাসী ভাষা শেখাবার কাজ নিলেন। মিসেস বালচ এক হেয়ার ড্রেসিং স্যালুনে কাজ নিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বালচের ছদ্মনাম হলো প্রফেসর। তার ছাত্রদের মধ্যে একজনের নাম ছিলো জর্জ কর্নেলিয়াস রুল। রুল ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসে বেশ বড়ো চাকুরী করতেন।

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে রুল বালচকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনাকে দেখে মনে হয় না যে ফরাসী দেশের নাগরিক। বলুন তো আপনি কোন্ দেশের লোক ?

রুলের প্রশ্ন শুনে বালচ বেশ অবিচলিত কণ্ঠেই জবাব দিলেন, আমার জন্ম হয় সুইটজারল্যাণ্ডে। কিন্তু আমি গোটা জীবন আমেরিকায় কাটিয়েছি। কিছুদিন বাদে বালচ নিজে ইউনিভার্সিটিতে জর্মান ক্লাসে যোগ দিলেন এবং

সেই ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন। জার্মান ক্লাসের একটি ছাত্রীর সঙ্গে বালচের বিশেষ বন্ধুত্ব হলো। মেয়েটির নাম হলো মিস ন্যান্সী ডিক্সন। মিস ডিক্সন রিসার্চ এ্যানালিষ্টের কাজ করতেন।

তাদের জার্মান-টীচার ডাঃ জানকোভস্কির বাড়ীতে প্রায়ই ছাত্রদের নিয়ে পার্টি করতেন। বালচও এই পার্টীতে যোগ দিতেন। এমনি করে বালচ নিজেকে ফ্রেঞ্চ টীচার ও জার্মান ভাষার ছাত্র বলে নিজেকে চালালেন। কিন্তু এই সময়ে নিজের আসল কাজ মানে স্পায়িং-এর কাজে একটুও গাফিলতি করেননি। ইতিমধ্যে G. R. U-র নির্দেশানুযায়ী তিনবার তিনি নিউইয়র্কে G R. U-র অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন।

টুমির কাছ থেকে এফ. বী. আই বালচের খবর পেয়েছিলেন। এফ. বী. আই এবার থেকে বালচ দম্পতির উপর কড়া নজর রাখতে লাগলেন।

একদিন G. R. U-র কর্মচারী একটি ম্যাগনেটিক টিউবে করে বালচের জন্যে একটি খবর একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে এলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানে বালচের পৌছুতে বেশ একটু দেরী হলো। দুঘণ্টা বাদে G. R. U-র কর্মচারী নির্দিষ্ট স্থানে এসে দেখলেন যে, ম্যাগনেটিক টিউব কেউ সংগ্রহ করেনি। ভাবলেন হয়ত বালচ কোন কারণবশতঃ এই টিউব সংগ্রহ করতে পারেন নি। GR.U-র কর্মচারী এই টিউব নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু ভদ্রলোক চলে যাবার খানিকবাদেই বালচ এসে সেই জায়গায় হাজির হলেন। কিন্তু এসে দেখলেন যে, নির্দিষ্ট স্থানে ম্যাগনেটিক টিউব নেই। বালচ বেশ খানিকক্ষণ ঐ জায়গার চারপাশে ঘোরাফেরা করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে নিরাশ হয়েই ফিরতে হলো।

তারপর বালচ আর একবার নিউইয়র্কে এসে নির্দিষ্ট স্থানে ম্যাগনেটিক টিউবের খোঁজ করতে লাগলেন। একঘণ্টা বাদে G.R.U.-র একজন কর্মচারী এসে একটি প্যাকেট রেখে গেলো। বালচ এই প্যাকেট সংগ্রহ করতে আর দেরী করলেন না। প্যাকেটটি পকেটে পুরে নির্দিষ্ট স্থানে চকের নিশানা দিয়ে আবার ওয়াশিংটনে ফিরে এলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন বাদে বালচ দম্পতি ওয়াশিংটন পরিত্যাগ করবার পরিকল্পনা করলেন। কারণ G. R. U-র স্পষ্ট নির্দেশ ছিলো যেন কোন বাড়ীতে বেশীদিন না থাকা হয়।

এফ. বী. আই খবর পেলেন যে, শিগ্‌গিরই ওয়াশিংটন থেকে বালচ দম্পতি পালাবার চেষ্টা করছেন। কারণ বালচ তার মোটর গাড়ী ইতিমধ্যে বিক্রী

করেছিলেন এবং জিনিষপত্র গোছাতে সুরু করেছিলেন। এফ. বী. আই বালচের ওয়াশিংটনের বাড়ীতে হানা দিলেন।

বালচ ও তার স্ত্রী এফ. বী. আইকে তাদের বাড়ী-ঘর সার্চ করতে বা তাদের গ্রেপ্তার করতে কোন বাধা দিলেন না। শুধু এফ.বী. আইকে অতি সংক্ষিপ্ত ছোট জবাব দিলেন: আমরা কিছুদিনের জন্যে ছুটীতে নিউ ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছি।

কিন্তু এফ.বী. আই বালচের বাড়ী খানাতল্লাসী করে অনেক জিনিষ পেলেন। বালচের পকেটে দুই হাজার ডলার পাওয়া গেলো। ছোট একটা আলমারীতে আরো দুই হাজার একশো ষাট ডলার মিললো। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বালচ দম্পতির নামে একটি জাল আমেরিকান পাশপোর্ট উদ্ধার করা হলো। আর একটি ছোট এনভেলাপে একটি ছোট কাগজে মস্কোর রেডিওর ওয়েভলেংথ লেখা ছিলো। একটি ছোট, ১$\frac{1}{8}$ ইনটু ১$\frac{1}{2}$ ইঞ্চির বই ভেতর ওয়ান টাইম প্যাড বা গামা পাওয়া গেলো।

এফ. বী. আই এবার বেশ ভালো করে বাড়ী খুঁজতে লাগলো। অনেকক্ষণ বাড়ী খোঁজার পর ক্যামেরার সরঞ্জামও উদ্ধার করলো। সেই সরঞ্জামের ভেতর একটি Exata ক্যামেরা ছিলো। ইনভিজিবল ইঙ্কও পাওয়া গেলো প্রচুর।

* * *

বালচ দম্পতিকে এবার নিউ ইয়র্কে নিয়ে আসা হলো। পুলিশের অনুরোধে কোর্ট বালচ দম্পতিকে জামীনে মুক্তি দিতে অস্বীকার করলো।

তারপর এফ. বী. আই বালচের অতীত নিয়ে তদন্ত সুরু করলো।

বালচের কাছে পুলিশ দুটো জাল পাশপোর্ট পেয়েছিলো। একটি পাশপোর্টের ভেতর নাম লেখা ছিলো জেমস্ অলিভার জ্যাকসন—এবং অপর পাশপোর্টের ভেতর নাম ছিলো বার্থা জ্যাকসন। দুটো পাশপোর্টই তেইশে মে, ১৯৬১ সালে ইস্যু করা হয়েছিলো।—দুটো পাশপোর্টে সিরিয়াল নম্বর পর পর দেয়া ছিলো। কাজেই সন্দেহ করবার কোন কারণই ছিলো না।

পুলিশে খোঁজ করে দেখলো যে, আসল জেমস অলিভার জ্যাকসন টেক্সাসের বাসিন্দা ছিলেন। আর সব চাইতে মজার ব্যাপার হলো যে, দ্বিতীয় পাশপোর্ট হ্যারী লী জ্যাকসন মানে নকল বার্থ রোজালি জ্যাকসনের পাশপোর্টের ইস্যুর তারিখ ছিলো একই দিনে। আর এই পাশপোর্টের নম্বর ছিলো জেমস অলিভার জ্যাকসনের পাশপোর্টের পরের নম্বর। জেমস অলিভার জ্যাকসন ১৯৬১'র মে মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে বেড়াতে যান এবং সেইখানে K. G. B.-র অনুচরেরা পাশপোর্টের নম্বর ও তারিখ টুকে রাখেন। হ্যারী লী জ্যাকসন

ইয়োরোপ এবং কম্যুনিষ্ট দেশগুলো বেড়াতে গিয়েছিলেন। এইখানে K.G.B-র এজেন্টরা পাশপোর্টের নম্বর, তারিখ ইত্যাদি লিখে রাখে। তারপর হ্যারী লী জ্যাকসনের পাশপোর্টকে পাল্‌টে বার্থা রোজালি জ্যাকসনের নামে একটি পাশপোর্ট তৈরী করলো। তারপর দুটো পাশপোর্ট এক সঙ্গে করার পর দেখা গেলো যে, ইচ্ছে করলে দুটো পাশপোর্ট জ্যাকসন দম্পতির নামে ব্যবহার করা যায়। K. G. B.-র কর্তারা ঠিক তাই করলেন।

পাশপোর্টের সমস্যা দূর করবার পর বালচের অতীত নিয়ে তদন্ত সুরু হলো। বালচের ঘর খানাতল্লাসী করবার পর এক শিশি ওষুধ পাওয়া গেলো। আর সেই ওষুধে ফার্মেসীর নাম ও ঠিকানা দেওয়া ছিলো।

বালচ অনর্গল ফরাসী ভাষা বলতে পারতেন। বালচের ঘরে একটি ছোট খাতায় ফরাসী দেশের একটি মেয়ের নাম ও রাস্তার ঠিকানা পাওয়া গেলো। মেয়েটির নাম ছিলো লরেট এবং রাস্তার নাম ছিলো জঁা জুরে।

এফ. বী. আই-র অনুরোধে ফরাসী সিকিউরিটি পুলিশ "ডিরেকশন ছ লা সুরাভাই ছুই টেরিটোয়ার" লরেটকে খুঁজতে লাগলো। জানা গেলো লরেটের বিয়ে হয়ে গেছে। পুলিশ এবার এসে লরেটের শরণাপন্ন হলো এবং বালচের একটি ফটো দেখালো।

: এই ভদ্রলোককে চেনো?—পুলিশ লরেটকে জিজ্ঞেস করলো।

: বারে, এ যে আলেকজান্দার সকোলভ। আমি একে খুব ভালো করে চিনি। অনেক বছর আগে আমি দু'একবার সকোলভের সঙ্গে পার্টিতে নাচতে গিয়েছিলুম।

পুলিশ এবার আলেকজান্দার সকোলভের ফাইল খুঁজে বার করলে। অনেক কারণবশতঃ আলেকজান্দার সকোলভ বহুবার পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তার প্রধান কারন ছিলো সকোলভ ছিলেন ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টির একজন নেতা।

সকোলভের জন্ম হয় ফেব্রুয়ারী, ১৯১৯ সালে, রাশিয়ার টিফলিস শহরে। বাবার নাম ছিলো ভিনসেণ্ট সকোলভ এবং মা'র নাম ছিলো নাদিন সকোলভ। আলেকজান্দার সকোলভের জন্মের কিছুদিন পর তার বাবা-মা রাশিয়া ত্যাগ করে তুর্কীর কনস্তান্তিনোপল শহরে এলেন। এইখানে আলেকজান্দারের একটি ছোট ভাই ইগর জন্মালো। তারপর তুর্কী থেকে সকোলভেরা ফ্রান্সে এলেন। বহুদিন ফ্রান্সে থাকার দরুণ ভিনসেণ্ট সকোলভ ফ্রান্সের নাগরিকের অধিকার অর্জন করলেন। বাপ ফরাসী নাগরিক হবার পর ছেলে

আলেকজান্দার সকোলভ ফরাসী নাগরিকের অধিকার পেলো। পারীতে থাকাকালীন আলেকজান্দার সকোলভ ফরাসী স্কুল ও সর্বো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করতেন। ছাত্রাবস্থায় লরেটের সঙ্গে আলেকজান্দার সকোলভের আলাপ, পরিচয় ও হৃদ্যতা হয়।

সর্বোতে পাঠ করবার সময় আলেকজান্দার সকোলভ পারীর ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সিটিজেনস অর্গানিজশান যোগ দিলেন। তারপর একদিন ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নাম লেখালেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আলেকজান্দার সকোলভ ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন এবং জর্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। লড়াই শেষ হবার পর আলেকজান্দার সকোলভ ফরাসী নাগরিকের অধিকার পরিবর্জন করেন এবং কিছুদিন পর সোভিয়েত এম্বাসী তাকে রাশিয়ান পাশপোর্ট দিলেন। পাশপোর্ট পাবার পর আলেকজান্দার সকোলভ রাশিয়াতে চলে আসেন। ফেরবার সময় কম্যুনিষ্ট জার্মানীতে তার একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো এবং সকোলভ এই মেয়েটিকে বিয়ে করেন। মেয়েটির নাম ছিলো জয় আন গারবার। জয় আন গারবারের অতীত সম্বন্ধে পুরো খবর আজ অবধি পাওয়া যায়নি।

আলেকজান্দার সকোলভ রাশিয়াতে ফিরে আসবার পর তার পরিবারের বাকী সবাই রাশিয়াতে ফিরে এলো। শুধু সকোলভের ভাই মিশেল ইংল্যাণ্ডে এসে আস্তানা গাড়লো। এইখানে কিছুদিন বাদে মিশেল ব্রিটীশ পাশপোর্টের জন্যে আবেদন করলো এবং একটি ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করলো।

* * *

বালচের সঙ্গে আর একজন সোভিয়েত স্পাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিলো। ভদ্রলোকের নাম ছিল এগারভ এবং তিনি আমেরিকার সোভিয়েত এম্বাসীতে ডিপ্লোম্যাট হিসেবে কাজ করতেন। তার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত এম্বাসী প্রতিবাদ করলেন। বললেন: ডিপ্লোম্যাটদের গ্রেপ্তার করবার অধিকার আমেরিকান সরকারের নেই। কিন্তু আমেরিকান ষ্টেট্ ডিপার্টমেণ্ট এই প্রতিবাদে অগ্রাহ্য করলেন।

এইখানে বলে রাখা ভালো যে, স্পাইর ইতিহাসে এই কয়েকটা বস্তু উল্লেখ যোগ্য। কারণ তখন দুনিয়ার বিভিন্ন সংবাদপত্রে স্পাই গ্রেপ্তার এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তর আলোচনা ও আলোড়ন স্থষ্টি হয়েছিলো। ওলেগ পেঙ্কভস্কী ও গ্রেভীল ভীনকে সোভিয়েত সরকার গ্রেপ্তার করেছিলো। গুপ্ত সংবাদ বিক্রী করবার অভিযোগে ষ্টকহল্মে কর্নেল ভয়েনারষ্টমকে গ্রেপ্তার করা

হলো। কিম ফিলবীর ব্যাপার নিয়ে ব্রিটীশ পার্লামেণ্টে তুমুল হৈ-হল্লা স্বরু হলো। তারপর হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে, কিম ফিলবী বেরুট থেকে পালিয়ে মস্কো চলে গেছে। এই সময়ই এগারভ ও বালচ দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হলো।

কিছুদিন বাদে আমেরিকান সরকার এগারভকে মুক্তি দিতে রাজী হলেন। কিন্তু শুধু এক সর্তে: তার পরিবর্তে দু'জন আমেরিকান বন্দী—মার্টিন ম্যাকিনেন এবং রেভারেণ্ড ওয়াল্টার সিসজেককে মুক্তি দিতে হবে।

স্পাইংএর অভিযোগে K. G. B. এই দুইজন আমেরিকানকে কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার করেছিলো।

অনেক আলোচনার পর ঠিক হলো এগারভ দম্পতিকে মুক্তি দেয়া হবে এবং তার পরিবর্তে ম্যাকিনেন ও রেভারেণ্ড সিসজেককে ছেড়ে দেয়া হবে।

কিন্তু বালচ দম্পতি ডিপ্লোম্যাট নয়। অতএব ঠিক হলো ওদের বিচার হবে। আর বালচের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে কার্ল টুমি।

কার্ল টুমি ইতিমধ্যে তার নাম পাল্টেছিলো এবং জন ওরল ছদ্মনামে এক হোটেলে বসবাস করছিলো।

কোর্টে কেস উঠলো। কেসে প্রকাশ পেলো যে, এফ. বী. আই. মাইক্রোফোনের সাহায্যে বালচ দম্পতির গোপন কথাবার্তা শুনছিলো। আমেরিকার আইনানুযায়ী মাইক্রোফোনের সাহায্যে গোপন কথাবার্তা শোনা বে-আইনী। এফ. বী আই-র এই আইন বিরুদ্ধ কাজ নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হলো। অনেক ভাবনার পর আমেরিকান সরকার সাব্যস্ত করলেন যে, বালচ দম্পতির বিরুদ্ধে কেস তুলে নিতে হবে এবং বালচদের আমেরিকা থেকে বের করে দিতে হবে। কোর্টে আমেরিকান সরকারের উকীল আবেদন করলেন যে, বালচ দম্পতির বিরুদ্ধে কেস তুলে নেয়া হোক।

বালচ দম্পতি কেস থেকে ছাড়া পেলো বটে কিন্তু আমেরিকান ইমিগ্রেশনের কর্তৃপক্ষ বালচ দম্পতিকে আমেরিকা ত্যাগ করবার আদেশ দিলেন।

তারপর একদিন এয়ার ইণ্ডিয়ার প্লেনে চড়ে বালচ দম্পতি আমেরিকা ত্যাগ করে চেকোশ্লাভকিয়াতে চলে গেলেন।

বহু রাশিয়ান স্পাইর গল্প করা হয়েছে। কিন্তু K. G. B. বা Center-এর কাজ কর্মের আভাস দিতে হলে আমাকে বিখ্যাত স্পাই আলেকজাণ্ডার ফুটের গল্প বলতে হবে। আলেকজাণ্ডার ফুট আসলে ছিলেন ইংরেজ। অতি

অল্প বয়েসে কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর স্পেনে গৃহযুদ্ধ বাধলো। কিম ফিলবীর মতো তিনিও জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরলেন। স্পেনে থাকাকালীন আলেকজাণ্ডার ফুটকে সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে রিক্রুট করা হলো।

স্পেনে দুই বছর ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে কাজ করবার পর আলেকজাণ্ডার ফুট ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন। কথা ছিলো আলেকজাণ্ডার ফুট আবার স্পেনে যুদ্ধ করতে ফিরে যাবেন। কিন্তু অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ব্রিটীশ কম্যুনিষ্ট পার্টি ঠিক করলো যে, আলেকজাণ্ডার ফুটকে অন্য কাজে লাগান হবে। স্পেনে ব্রিটীশ কম্যুনিষ্ট ব্যাটালিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে আলেকজাণ্ডার ফুটকে পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবে ব্যবহার করা হবে। অতএব আলেকজাণ্ডার ফুটের কভার কাজ হলো রেডক্রস ট্রাক ড্রাইভার।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর আলেকজাণ্ডার ফুট লণ্ডনে ফিরে এলেন।

১৯৩৮এ ইয়োরোপে যুদ্ধের কালো মেঘ দেখা দিলো। হিটলার প্রতিদিনই লড়াইর হুমকি দিচ্ছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি এবার আলেকজাণ্ডার ফুটকে স্পাইর কাজ করবার জন্যে জেনিভাতে পাঠালো।

আলেকজাণ্ডার ফুট জেনিভাতে এসে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তার এই অভিজ্ঞতা স্পাইংএর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বহু কারণে তার এই অভিজ্ঞতার কাহিনী উল্লেখ যোগ্য। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জেনিভাতে বসে আলেকজাণ্ডার ফুট বহু মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিলেন। বার্লিনের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দুষ্প্রাপ্য ডকুমেণ্ট তিনি এবং তার এজেণ্ট চুরি করে আনতেন এবং এই সব খবর রেডিও মারফৎ মস্কোতে Center-এর কাছে পাঠাতেন।

যুদ্ধের শেষে আলেকজাণ্ডার ফুট মস্কোতে চলে যান। কিন্তু সেইখানে গিয়ে তার সোভিয়েত সরকার এবং কমুনিজমের প্রতি বিতৃষ্ণা আসে। আলেকজাণ্ডার ফুট পার্টি ত্যাগ করে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে এলেন।

জেনিভাতে থাকা এবং কাজ করবার সময় আলেকজাণ্ডার ফুট এবং তার দলবল এক অভিনব পন্থায় মস্কোর কাছে খবর পাঠাতেন। আলেকজাণ্ডার ফুট বলেন যে, আজো মস্কো এই নিয়মানুযায়ী খবর সংগ্রহ করে থাকেন। আলেকজাণ্ডার ফুটের এই উক্তির সত্যি মিথ্যে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। অতএব K. G. B.-র কাহিনী বলবার আগে আলেকজাণ্ডার ফুটের এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলা যাক।

এই কাহিনী আলেকজাণ্ডার ফুটের মুখ থেকেই শুনুন।

: সবাই বললো আমি বিশ্বাসঘাতক। সবাই মানে আমার পার্টির কমরেডরা। তার কারণ আমি মস্কোর নীতির বিরোধিতা করেছিলুম। একদিন পার্টি এবং মস্কোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আবার নিজের দেশে ফিরে এলুম।

আমি দীর্ঘকাল মস্কোর স্পাই হিসেবে কাজ করেছিলুম। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ছিলুম ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সৈন্য। ঐখানে আমার স্পাইএর কাজে হাতেখড়ি হয়। তারপর ইয়োরোপে যুদ্ধ সুরু হলে আমাকে জেনিভাতে পাঠান হলো। ঐখানে বিভিন্ন কমরেডদের সঙ্গে আমাকে কাজ করতে হবে।

দিনটা আমার আজো স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাস। পার্টির কাছ থেকে নির্দ্দেশ পেয়েছিলুম যে, এক কমরেডের সঙ্গে আমার দেখা করতে হবে।

বাড়ীতে ঢুকবার আগে আমি রাস্তার চারপাশে তাকালুম। নির্জন রাস্তা, কেউ নেই। আমি একটু সাহস করে দরজার সামনে গিয়ে বেল টিপলুম। তখনও আমি জানতুম না এই বাড়ী কার এবং কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

একটু বাদে এক ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দিলেন। তারপর আমার মুখের পানে তাকিয়ে বললেন : কমরেড ফুট।

: হ্যাটস মী।—আমি ছোট জবাব দিলুম।

: ভেতরে আসুন। দিস ইজ দি ব্রিটীশ হেডকোয়ার্টার অব রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস।

আমি বেশ একটু স্তম্ভিত ও সঙ্কিত মনেই ঘরের ভেতর ঢুকলুম। ঘরের ভেতর Centerএর প্রতিনিধি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে বললেন : কমরেড ফুট, আপনাকে জেনিভা যেতে হবে। সেইখানে আমাদের দলের লোক আপনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

সেদিন থেকে আমি হলুম মস্কোর স্পাই। আমার মনের ভেতর যেটুকু দ্বিধা বা সঙ্কোচ ছিলো সব দূর হয়ে গেলো। কিন্তু কী ধরণের স্পাইর কাজ আমাকে করতে হবে তার কোন আভাসই আমাকে দিয়া হলো না।

বাড়ী ফিরে এসে সুটকেশ গোছালুম। তারপর সুইটজারল্যাণ্ড যাবার বন্দোবস্ত করলুম। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করবার সময় মিললোনা।

সোজা এলুম জেনিভাতে। এর আগেও আমি একবার জেনিভাতে এসেছিলুম। জেনিভা শহর কোনদিনই আমাকে আকর্ষণ করেনি। শহরের রূপ দেখলে মনে হয় এখানে জীবন যেন স্তিমিত হয়ে আছে।

জেনিভা শহরে এসে আমি ট্যুরিষ্টের পরিচয় দিয়ে এক হোটেলে উঠলুম। জিনিষপত্র গোছাবার আগেই আমি ভাবতে লাগলুম আমার সঙ্গে কে দেখা করতে আসবে?

আমাকে বলা হয়েছিলো যে, কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে পার্টির এক কমরেডের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কমরেড আমাকে দেখলে কী সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার করবেন সেইটেও আমি জানতুম।

হোটেলে চেক ইন করবার পর আমি শহর দেখতে বেরুলুম। কমরেডের চেহারা সম্বন্ধে অনেক জল্পনা কল্পনা করলুম। আমার কমরেড যে রাশিয়ান স্পাই এই বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিলো না। লোকটা দেখতে কী রকম হবে? রোগা, না মোটা? এই নিয়ে অনেক ভাবলুম।

শহরের মাঝখানে এক ক্লক টাওয়ারের সামনে কমরেডের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিলো। আমাকে বলা হয়েছিলো যে, কমরেডের হাতে একটি সবুজ প্যাকেট থাকবে। আমি ঠিক সময়েই ক্লক টাওয়ারের সামনে গিয়ে দাড়ালুম।

কিন্তু কোথায় আমার কমরেড বা কনটাকটম্যান। এলাকাটায় বেশ লোকজন ছিলো, লোক আসছে যাচ্ছে।

একটু বাদে দেখলুম একটি মেয়ে এগিয়ে আসছে। দেখতে সুশ্রী, বয়স বেশী নয়। তার হাতে একটি সবুজ প্যাকেট।

মেয়েটি আমার সামনে এসে দাড়ালো এবং স্পষ্ট গলায় বললো।: এক্সকিউজ মী স্যার। আপনার ঐ পরণের বেল্টটি কোথা থেকে কিনেছেন বলতে পারেন?

মেয়েটিই যে আমার কনটাক্ট এই বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রইলো না।

আমি মেয়েটির পানে হাত বাড়িয়ে বললুম: কমরেড!

মেয়েটি হেসে বললো: সোনিয়া।

এবার আমরা দুজনে গিয়ে একটা কফি হাউসে বসলুম। কাথাবার্তা সুরু হলো।

সোনিয়া মৃদু হেসে বললো: কমরেড সোনিয়া আমার ছদ্মনাম। আমার আসল নাম কী জানবার চেষ্টা করবে না। আপনার নাম ও পরিচয় জানবার কোন আগ্রহই আমি প্রকাশ করবো না। Center আপনার ছদ্ম নাম দিয়েছেন "জিম।" এই ছদ্মনামে আপনি সবার কাছে পরিচিত হবেন।

সোনিয়া এবার তার জীবন কাহিনী বলতে সুরু করলো। তার স্বামী

রেড আর্মিতে কাজ করতো। আজকাল ফার ইষ্টে,—খুব সম্ভবতঃ চীনে কাজ করছে।

এবার থেকে প্রায়ই সোনিয়ার সঙ্গে আমার বিভিন্ন কফি হাউসে দেখা হতো। হঠাৎ একদিন সোনিয়া বললো যে, আমাকে মিউনিখ শহরে যেতে হবে। ট্যুরিষ্ট হিসেবেই আমি ঐ শহরে যাবো। তারপর জার্মান ভাষা শিখবার ভান করবো এবং তিন মাস ঐ শহরে কাটাবো। আমাকে বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে এবং শহরের চারদিকে কী ঘটছে তার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে। তিনমাস বাদে আবার লুসান শহরে পোষ্ট অফিসের বড়ো বারান্দায় সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করবো। আমার খরচ বাবদ সোনিয়া আমাকে দুই হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক দিলো।

তিন মাসের জন্যে মিউনিখ শহরে গেলুম। কিন্তু সেইখানে থাকাকালীন উল্লেখযোগ্য এমন কিছু ঘটলো না।

লুসানে ফিরে এসে আবার সোনিয়ার সঙ্গে দেখা করলুম। কথাপ্রসঙ্গে সোনিয়া আমাকে বললো যে, মস্কোতে আমার কর্তা হলো G.R.U.। সোনিয়াও G. R. U.-র জন্যে কাজ করছে। কথা হচ্ছে সুইটজারল্যাণ্ডে আমাদের একটি বড়ো আস্তানা গড়তে হবে। এই আস্তানার কাজ হবে খবর সংগ্রহ করা। সোনিয়া বর্তমানে এই আস্তানা বানাবার চেষ্টা করছে।

সোনিয়া আমাকে আরো বললো যে, রাশিয়ার ডিরেক্টর অব মিলিটারী ইনটেলীজেন্স [G. R. U.] আমার অতীত, রাজনৈতিক মতবাদ সব কিছুই জানেন। তদন্তের ফলাফলে তারা বেশ খুশীই হয়েছেন। বর্তমানে সোনিয়া সাধারণ "কোলাবরেটর" (Collaborator) হিসেবে কাজ করছে এবং এই কাজের জন্যে Center তার মাইনে ঠিক করেছেন মাসিক দেড়শো ডলার এবং আনুষাঙ্গিক খরচপত্র। বলাবাহুল্য, আপনাদের বলে রাখি, সমস্ত রাশিয়ান স্পাইদের এবং তাদের খরচপত্র ডলারে দেখা হয়। সাধারণতঃ এই টাকা আমেরিকা থেকে স্পাইর কাছে পাঠান হয়। বিশেষ করে যারা G. R. U.-র সঙ্গে কাজ করেন তারা তাদের মাইনেপত্র ডলারেই পান।

সোনিয়া আমাকে আরো বললো যে, যুদ্ধ ঘনিয়ে না আসলে তাকে স্পাই এবং মোর্সের কাজ শেখবার জন্যে মস্কোতে যেতে হতো। কিন্তু ইউরোপে যুদ্ধ আসন্ন, অতএব এই W./T.-র [Wireless Telegraphy] কাজটা জিনিভাতে শিখতে হবে।

সোনিয়া আমাকে আরও একটা ইণ্টারেষ্টিং খবর দিলো। বললো, আমার

সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক কাজ করবেন এবং তিনি শিগগিরিই মিউনিখ থেকে জেনিভাতে আসবেন। প্রয়োজন হলে আমাদের শুধু খবর সংগ্রহের কাজ নয়, স্যাবোটেজের কাজও করতে হবে।

কয়েকদিনের ভেতর মিউনিখ থেকে আমার এক নতুন সহকর্মী এলেন।

আমি এলিজাবেথষ্ট্রাসের এক পাঁসিওতে থাকতুম। একদিন সকালবেলা পাঁসিওর একটি ঝি এসে আমাকে খবর দিলো যে, আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।

ভদ্রলোককে দেখে আমি বিস্মিত হলুম। ভদ্রলোক আমারই পুরান বিশেষ এক বন্ধু। স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের সময়ে আমরা দুজনে একসঙ্গে কাজ করতুম। বন্ধুকে দেখে আমার মনে বেশ উত্তেজনা হলো।

আমি যে পাঁসিওতে থাকতুম তার ঠিকানা কার জানা ছিলো না। ভাবলুম আমার বন্ধু পাঁসিওর ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে ?

বন্ধুর নাম বিল ফিলিপসন। কিন্তু Center তার কভার নাম দিয়েছিলেন "জ্যাক"। আমার মতো বিল বেশ কয়েকটা মাস জার্মানীতে কাটিয়েছিলো এবং তাকে ফ্রাঙ্কফুর্টে আই. জি. ফারবেন কোম্পানীর উপর নজর রাখতে বলা হয়েছিলো।

আমি বুঝতে পারলুম বিল হলো আমার নতুন সহকর্মী। এর কথাই সোনিয়া আমাকে বলছিলো।

কিছুদিন পরে আমাদের দুজনকে বলা হলো যে, হিটলারকে খুন করার একটি প্ল্যান করতে হবে। কিন্তু আমাদের এই চেষ্টা কার্যকরী হয়নি।

তারপর সোনিয়া একদিন বললো যে, আমাকে আবার মিউনিখ শহরে ফিরে যেতে হবে। মিউনিখে যাবার জন্যে আমি লুসান থেকে ট্রেনে উঠলুম। তারিখটা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ২৩শে আগষ্ট। ট্রেন ছাড়বার ঠিক কয়েক মিনিট আগে সোনিয়া বেশ ব্যস্ত হয়ে আমার কামরায় ঢুকলো। তারপর বললো, জিম, [জিম আমার ছদ্মনাম] ইয়োরোপে শিগ্‌গিরই যুদ্ধ বাধবে। আমি খবর পেয়েছি যে, এবার গ্রেট ব্রিটেন আর হিটলারের হুমকি সহ্য করবে না। তোমার মিউনিখে যাবার দরকার নেই।

আমি প্রতিবাদ করলুম, Center আমাকে মিউনিখে যাবার হুকুম দিয়েছেন।

সোনিয়া বেশ জোর গলায় বললো,Center এর জন্যে চিন্তা করোনা। আমি বলছি, তোমার মিউনিখে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

আমি ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম এবং মিউনিখে যাবার জন্য আয়োজন ক্যানসেল করলুম।

বিলের জন্যে আমার চিন্তা হলো। কারণ কয়েক দিনের ছুটী নিয়ে বিল জার্মানীতে বেড়াতে গিয়েছিলো। যদি ব্রিটেনের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বাধে তাহলে বিলের কী হবে?

এই ধরনের বহু কথা নিয়ে আমি যখন ভাবছি তখন হঠাৎ একদিন খবর পেলুম যে, রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে এক বন্ধুত্বের চুক্তি করেছে।

* * *

এই চুক্তির খবর শুনে সোনিয়া দুঃখিত হলো। কারণ সোনিয়া ছিলো পাকা কম্যুনিষ্ট। একদিন আমাকে সোনিয়া বললো, অসম্ভব জিম, ফাসিস্ত জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়া বন্ধুত্বের চুক্তি করতে পারে এই কথা আমি ভাবতেও পারি না।

জর্মান-রাশিয়া চুক্তির পর সোনিয়ার মন ভেঙ্গে পড়লো। এই ঘটনার পর থেকে তার কাজে উৎসাহ কমে গেলো।

সোনিয়া এবার থেকে নিঃশব্দে কাজ করতে লাগলো। একদিন সুযোগ পেয়ে লণ্ডনে ফিরে গেলো। লণ্ডনে ফিরে গিয়ে সোনিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টি থেকে পদত্যাগ করলো।

যুদ্ধের ঠিক আগে আমি জার্মানীতে বিলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলুম। বিলকে জেনিভাতে ফিরে আসতে বললুম। বিল জর্মানীর এক ছোট পাড়ায় ছিলো। কাজেই লড়াইর হুমকি সে শুনতে পায়নি।

বিল জেনিভাতে আসবার কয়েক ঘণ্টা বাদে আমরা জানতে পারলুম যে, ইংল্যাণ্ড জর্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

* * *

লড়াই সুরু হবার পর Center আমাদের চুপ করে থাকতে বললেন। বিল, আমি ও সোনিয়া [এর কিছুদিন বাদে সোনিয়া লণ্ডনে ফিরে যায়] মনট্রো শহরে গিয়ে আস্তানা গড়লুম। ওয়ারলেস মারফৎ কী করে Center-এর কাছে খবর পাঠান যায় সেই কাজ সোনিয়া আমাদের দুজনকে শেখালো। কিছুদিনের ভেতর টেলীগ্রাফীর কাজে আমি বেশ রপ্ত হলুম। Center দুজনকে রুমানিয়াতে যেতে বললেন। আমি রুমানিয়াতে যাবার বন্দোবস্ত করলুম। এই কাজের জন্যে আমাদের কিছু ডলারের প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু Center আমাদের কোন টাকা দিতে রাজী হলেন না।

কিছুদিন বাদে Center আমাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে আলেক্স বলে একজন জার্মানকে পাঠালেন। সেও আমাদের মতো স্প্যানিশ যুদ্ধে ইণ্টার-ন্যাশন্যাল ব্রিগেডে কাজ করতো। ঠিক হলো আলেক্স সোনিয়ার অধীনে কাজ করবে এবং জেনিভাতে এক গোপন রেডিও ষ্টেশন বসাবে।

কিন্তু একদিন আলেক্স সুইস পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। কারণ আলেক্স একেবারেই ইংরাজী বলতে পারত না। অথচ তার কাছে ব্রিটীশ পাশপোর্ট রয়েছে।

সুইস পুলিশ এসে আলেক্স এবং সোনিয়ার বাড়ী খানাতল্লাসী করলো। আপত্তিজনক কিছু পেলো না বটে কিন্তু আলেক্সকে নিয়ে আমাদের বিস্তর হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিলো।

এই সময়ে আমরা Center-এর নির্দেশানুযায়ী ছোটখাটো কাজ করতুম। সোনিয়ার ক্রমেই মস্কোর প্রতি বিতৃষ্ণা বাড়ছিলো। একদিন ঠিক করলো সে লণ্ডনে ফিরে যাবে। কিন্তু লণ্ডনে ফিরে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কারণ সোনিয়ার কাছে ছিলো জর্মান পাশপোর্ট। ঠিক হলো সোনিয়া তার স্বামী স্থলজকে ডিভোর্স করবে এবং বিলকে বিয়ে করে একটি ব্রিটীশ পাশপোর্ট যোগাড় করবে। শুধু নামেই বিয়ে হবে। পাশপোর্ট যোগাড় করবার জন্যেই বিয়ে করবে। সোনিয়া বললো যে, তার স্বামীর সঙ্গে তার বেইমানী করার কোন ইচ্ছেই নেই।

বিল ও আমি ভেবে দেখলুম প্ল্যান অতি চমৎকার। এই প্ল্যানের ভেতর একটুও ত্রুটী ছিলো না। কিন্তু আমাদের এই প্ল্যান কাজে লাগান গেলোনা। কেন তার কারণ খুলে বলছি।

সোনিয়ার একটি বিশ্বাসী ঝি ছিলো। এই ঝির নাম ছিলো লিসা। লিসা সোনিয়ার স্বামী স্থলজের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলো। আমরা সোনিয়ার ডিভোর্স ও পাশপোর্ট সংগ্রহ করার কথা লিসাকে খুলে বলেছিলুম। বলেছিলুম যে, এই ডিভোর্স শুধু নামেই হবে। আর কিছুই নয়। কিন্তু তখন কী ছাই আমি জানতুম সোনিয়া সত্যি সত্যি বিলের প্রেমে পড়েছে এবং তার কাছে এই ডিভোর্স প্রহসন নয়।

লিসার মনেও সন্দেহ জাগলো যে, সোনিয়া সত্যি সত্যি বিলকে বিয়ে করতে চায়। লিসা এবার এক কাণ্ড করে বসলো। লিসা জেনিভার ব্রিটীশ কন্সুলেটে টেলিফোন করে বললো যে, সোনিয়া ও বিল আসলে হলো সোভিয়েত স্পাই। শুধু তাই নয়, সোনিয়ার বাড়ীর কোথায় সিক্রেট রেডিও

ট্রান্সমিটার লুকানো আছে সেই কথাও জানালো। কিন্তু লিসার ইংরেজী কন্সুলেটের অফিসার একেবারেই বুঝতে পারলো না। অতএব তারা লিসার নালিশে কান দিলো না।

আমরা বুঝতে পারলুম যে, লিসা জেনিভাতে থাকলে সোনিয়া বা বিলের বিপদ বাড়বে। অনেক সাধ্যসাধনা করে আমরা লিসাকে জার্মানীতে পাঠালুম। স্পাইর দলে এই ধরনের লোক রাখতে নেই।

ইতিমধ্যে দ্রুতলয়ে যুদ্ধ এগিয়ে চলছে। কিছুদিন বাদে ফ্রান্সের পতন হলো। এবার center আমাদের কাছে খবর পাঠালেন 'আলবার্টের' সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বলাবাহুল্য আলবার্ট হলো ছদ্মনাম। আমাদের শুধু বলা হয়েছিলো যে, আলবার্ট হলেন সুইটজারল্যাণ্ডে সোভিয়েত স্পাই নেট ওয়ার্কের নেতা। সোনিয়াকে বলা হলো যে, তার রেডিও ট্রান্সমিটার যেন আলবার্টকে দেয়া হয়।

'আলবার্ট' জেনিভাতে থাকতেন। সোনিয়া একদিন আলবার্টের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। 'আলবার্টের' আসল নাম ছিলো আলেকজাণ্ডার রাডো। তিনি দীর্ঘকাল সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে কাজ করেছেন। আলেকজাণ্ডার রাডোর স্ত্রী মেরীও স্পাইর কাজ করতেন।

রাডোর কাছে ভালো উপযুক্ত অপারেটার ছিলো না। তাই সোনিয়া রাডোর কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করে আনতো এবং এই সব মূল্যবান খবর আমাদের ট্রানসমিটার মারফৎ center-এর কাছে পাঠান হতো।

কিন্তু এই ধরণের কাজকর্মে অনেক অসুবিধা হচ্ছিলো। বিশেষ করে সোনিয়া লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলো। তাই একদিন আমাকে center আদেশ দিলেন জেনিভাতে গিয়ে রাডোর ওয়ারলেসের জন্যে উপযুক্ত অপারেটার ট্রেন করবার জন্যে। অপারেটরের কাজের জন্যে রাডো একজন লোককে নিযুক্ত করেছিলো। এই লোকটির কোড নাম ছিলো এডওয়ার্ড। এডওয়ার্ডকে [লোকটির আসল নাম ছিলো এডমণ্ড হ্যামেল], কাজ শেখাতে বেশী সময় নিলো না। এডওয়ার্ড ট্রানসমিশনের কাজ শেখবার পর সোনিয়া লণ্ডনে চলে গেলো। সোনিয়া চলে যাবার কিছুদিন বাদে বিলও লণ্ডনে ফিরে গেলো। center এদের যেতে কোন বাধা দিলো না। কারণ আলেক্সের ঘটনা এবং লিসার ব্রিটিশ কনস্যুলেটে টেলিফোনের পর center সোনিয়া এবং বিল সম্বন্ধে বেশ একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।

আমি লাউসানে এসে আস্তানা গাড়লুম। লাউসানে তখন বাড়ী ভাড়া পাওয়া রীতিমতো দুষ্কর ছিলো। বিশেষ করে ফ্রান্সের পতনের পর প্রতিদিনই

সুইটজারল্যাণ্ডে অগুনতি শরণার্থী আসছিলো। আমি অনেক কষ্টে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলুম। কিন্তু ফ্ল্যাট পাবার পর আমার সমস্যা হলো কী করে রেডিওর এরিয়েল টাঙ্গানো যায়। কারণ কিছুদিন আগে সুইস গভর্নমেণ্ট রেডিওর এরিয়েল টানানো আইন জারী করে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অনেক চিন্তাভাবনার পর আমি এক রেডিও মেকনিকের শরণাপন্ন হলুম। বললুম: আমি হলুম ইংরেজ। প্রতিদিন বি-বি-সির খবর শুনতে চাই। কিন্তু আমার রেডিওতে ভালো এরিয়েল না থাকার দরুন আমি খবর শুনতে পাচ্ছি না।

দেশের এরিয়েল টানানো সম্বন্ধে রেডিও মেকানিকেরও আইন-কানুনের কোন জ্ঞান ছিলো না। আমার অনুরোধ শোনবার পর লোকটি আমার জন্যে এরিয়েল বানাতে রাজী হলো। সে একদিন আমার বাড়ীতে এসে একটি চমৎকার এরিয়েল টাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলো।

আমি ট্রান্সমিটর লুকিয়ে রাখতুম। শুধু কাজের সময় বের করতুম। কিন্তু একদিন আমার বিপদ ঘনিয়ে এলো। সুইস পুলিশের এক কর্মচারী এসে আমার বাড়ীতে হানা দিলো।

পুলিশ ভদ্রলোক বললেন যে, সুইটজারল্যাণ্ড সরকারের নিয়মানুযায়ী কোন বিদেশীর বিনানুমতিতে ফ্ল্যাট নেবার অধিকার নেই। আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করলুম। বললুম, এই আইনের বিন্দু বিসর্গও আমি জানতুম না। হালে এই আইন জানতে পেরেছি। হোটেলে থাকবার জায়গা পাইনি। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে ফ্ল্যাট নিতে হয়েছে। এই ফ্ল্যাট নেবার দরুণ সুইস সরকারের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ আমি বাড়ী ভাড়া বিদেশী মুদ্রায় দিচ্ছি। পুলিশ এবার আমার পাশপোর্ট দেখতে চাইলেন। আমি পাশপোর্ট দেখালুম। আমার ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট বই দেখতে চাইলেন। আমি এ্যাকাউণ্ট বইও দেখালুম। প্রতিমাসে আমি লণ্ডন থেকে পঁয়ষট্টি ষ্টার্লিং খরচ বাবদ পাচ্ছিলুম। এ ছাড়া আমার নামে ব্যাঙ্কে পনের হাজার সুইস ফ্রাঙ্ক জমা ছিলো।

এবার একটু সাহস করে বললুম: যদি আপনি ইচ্ছে করেন তাহলে আপনি আমার ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট সম্বন্ধে ইনভেষ্টিগেট করতে পারেন।

হয়তো আমার জবাবে পুলিশের ভদ্রলোক সন্তুষ্ট হলেন। শুধু বললেন যে, ফ্ল্যাট ভাড়া নেবার জন্যে আমাকে সুইস সরকারের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে, প্রতিমাসে আমি লণ্ডন থেকে পঁয়ষট্টি পাউণ্ড পাচ্ছি।

টাকা প্রাপ্তি প্রমাণ করতে আমার মুস্কিল হলো না। অতএব কয়েক-দিনের ভেতর আমি ফ্ল্যাট ভাড়া করবার অনুমতিও পেয়ে গেলুম।

*　　　*　　　*

প্রথমে সেণ্টারের সঙ্গে রেডিও মারফৎ যোগাযোগ স্থাপন করতে বেশ কষ্ট হলো। রাতের পর রাত নির্দিষ্ট ওয়েভ লেংথে আমি মস্কোকে ডাকতে লাগলুম। কিন্তু মস্কোর কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ পেলুম না। একদিন ভাবলুম জেনিভাতে গিয়ে রাডোর মারফৎ মস্কোর কাছে খবর পাঠাবো।

কিন্তু জেনিভাতে যাবার আগে আবার দু-একবার মস্কোকে ধরবার চেষ্টা করলুম। হঠাৎ মস্কো থেকে জবাব পেলুম: NDA, NDA…। NDA ছিলো আমার কল সাইন। আমি এই কল সাইন শুনে দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মস্কোর কাছে আমার কল সাইন পাঠাতে লাগলুম: FRX, FRX……

মস্কোর কাছ থেকে জবাব এলো: NDA, NDA, OK. QRKS [অর্থাৎ আমরা তোমার কল সাইন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।]

*　　　*　　　*

মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলুম বটে কিন্তু কী করে মস্কোর কাছে খবর পাঠিয়েছিলুম এবং তাদের জন্যে খবর সংগ্রহ করবার জন্যে যে স্পাইং করেছিলুম এবার তার একটা বিপদ বিবরণী দেবো। আমার এই বর্ণনা থেকে আপনারা সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কাজকর্মের খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন। বলে রাখা ভালো, আমি ছিলুম GRU-র [রেড আর্মির ইনটেলীজেন্স সার্ভিস] এজেণ্ট। কিন্তু আমি যতোদূর জানি K. G. B. একই প্রথানুযায়ী কাজ করে। ভাবছেন আমি পুরান সেকেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কথা বলছি। তারপর বেশ কয়েক-বছর কেটে গেছে। G. R. U. ও K. G. B.-র কার্যধারার নিয়ম পাল্‌টেছে। পুরান রীতিনীতির অল্প-বিস্তর অদল বদল হয়েছে বটে কিন্তু এখনও G. R. U. এবং K. G. B. পুরান নিয়মানুযায়ীই কাজ করে। বলে রাখা ভালো যে, কোন ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের নিয়মধারা চট্‌ করে রাতারাতি পাল্‌টানো যায় না।

এবার সুইজারল্যাণ্ডে আমি কী করে স্পাইং করেছিলুম তার একটা বিবরণী দিচ্ছি। প্রথমেই আপনাদের আমাদের কাজ করবার খানিকটা নমুনা দিয়ে নিই।

আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, কোন দেশে সোভিয়েত এসপিওনেজ সার্ভিসের

বড়ো কর্তার নাম হলো : Resident Director এবং তার দপ্তরকে বলা হয় Residentura। সাধারণতঃ রেসিডেণ্ড ডিরেক্টর অন্য কোন দেশে থাকেন ব্যাপারটা আরো খুলে বলছি। ধরুণ, জার্মানীতে যে সোভিয়েত এসপিওনেজ সার্ভিস আছে তার বড়ো কর্তা বা Resident Director বসে আছেন সুইজারল্যাণ্ডে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে কাজ করবার সময় রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর হয়তো সুইজারল্যাণ্ড সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর তার এজেণ্টদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন। আর সুইজারল্যাণ্ডে সোভিয়েত এসপিওনেজ সিষ্টেমের কর্তা হয়তো ফ্রান্সে বসে আছেন। অতএব এই রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর যে সব খবর বা এজেণ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তিনি সেই খবর ফ্রান্সের রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের হাতে তুলে দেবেন।

হয়তো আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর সাধারণতঃ দেশের বাইরে থাকেন কেন। [এখানে বলে রাখা ভালো যে, আজকাল রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর বেশীর ভাগই তার দেশে বসে খবর সংগ্রহ করেন।] তার প্রধান কারণ হলো এজেণ্ট ধরা পড়লে দেশের সরকার জানতে পারলো যে কী করে খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর বিদেশে থাকলে তার বিরুদ্ধে কিছু করা যায় না।

রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের দেশের বাইরে থাকবার আর একটি কারণ হলো এজেণ্টরা কখনই যেন জানতে না পারেন সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সিষ্টেমের আসল কর্তা কে?

রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরকে যে রাশিয়ান হতে হবে এমন কোন কথা বা বাধ্যবাধকতা নেই। অনেক ক্ষেত্রেই রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর বিদেশী হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানে রিচার্ড সর্জ ছিলেন রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর। কিম ফিলবি ছিলেন রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর।

রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরকে নিজের হাতে কখনই কোন খবর সংগ্রহ করতে হয় না এবং এজেণ্ট বা কাট আউট সংগ্রহ করার দায়িত্ব তার নয়। রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর হলেন বড়ো কর্তা। [সি-আই-এর বড়ো কর্তার নাম হলো ষ্টেশন চীফ] তিনি পলিসি ঠিক করেন, খবরের মূল্য যাচাই করেন, কী ভাবে center-এর কাছে খবর পাঠাতে হবে তার বন্দোবস্ত করেন। খবর সংগ্রহ বা দলের জন্যে যে টাকা খরচ করা হয় তার সমস্ত দায়িত্ব হলো 'রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের।' স্পাইর ভাষায় বলা হয় রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর হলো অদৃশ্য ব্যক্তি। অর্থাৎ রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের অস্তিত্বের খবর এজেণ্ট বা কুরিয়া কেউ জানতে পারে না।

রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের নীচে যারা কাজ করেন তাদের বলা হয় কাট্ আউট [cut out]। বলতে পারেন সমস্ত রাশিয়ান স্পাইং অর্গানিজেশনের সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ড হলো এই কাট্ আউট। অর্গানিজশনের সমস্ত ঝামেলা 'কাট্ আউটকে' পোহাতে হয়। এজেন্ট, ইনফরমার ও খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব হলো 'কাট্ আউটের'। ইংরাজী ভাষায় কাট্ আউটকে বলা হয় Talent Spotters।

* * *

কাট্ আউটের নীচেই হলো এজেন্টের স্থান। সব সময়েই এজেন্ট সংগ্রহ করবার জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হয় না। অনেক সময় অনেক এজেন্ট নিজের ইচ্ছায় রাজনৈতিক মতাবলম্বীর জন্যে এজেন্টের কাজ করেন। তারা এই কাজের জন্যে কোন টাকা গ্রহণ করেন না। জিজ্ঞেস করতে পারেন এজেন্ট কি করে সংগ্রহ করা হয়। এজেন্ট বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করা হয়। অনেকে টাকার লোভে খবর বিক্রী করেন। অনেকের বড়াই করবার ঝোঁকটা বেশ একটু প্রবল। নিজের কৃতিত্ব দেখাবার জন্যে অনেক আজেবাজে মূল্যবান খবর তিনি সবার কাছে বলেন। তারপর আর একটা কথা সদা সর্বদাই মনে রাখতে হবে, Every man has a price—হয়তো কারু মেয়েমানুষের প্রতি আসক্তি আছে। এদের কাছ থেকে মেয়েমানুষের লোভ দেখিয়ে খবর আদায় করা হয় এবং পরে এদের ব্ল্যাকমেল করে এজেন্টের কাজে নিযুক্ত করা হয়। কারু হয়তো সৌখীন মন। অর্থাৎ বিভিন্ন জিনিষের প্রতি দুর্বলতা আছে। কাট্ আউটের কাজ হবে আপনার মনের দুর্বলতা জানা। তারপর মনের সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আপনার কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করা। সর্বশেষে, হয়তো আপনি বামপন্থী কিংবা ডানপন্থী মানুষ। মস্কো বা ওয়াশিংটনের প্রতি আপনার সহানুভূতি আছে। আপনি স্বইচ্ছায় খবর কাট্ আউটের কাছে দেবেন।

আর একটা কথা বলে রাখা ভালো। অনেক দেশে হয়তো কোন কারণ বশতঃ সরকারী কর্মচারী তার চাকুরীর ব্যাপারে বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। এই ধরণের লোকেদের অতি সহজে টাকা দিয়ে বশ কবা যায়।

* * *

যারা রাজনৈতিক কারণে এজেন্টের কাজ করেন তাদের কভার নাম হলো "Neighbour"। দলের নাম হলো কর্পোরেশন। এবার আপনাকে Neighbour থেকে কী করে লোক রিক্রুট করা হয় তার একটা আভাস দিচ্ছি।

* Diagram taken from Hand book of Spies by Alexander Foote (Museum Press) Page 52
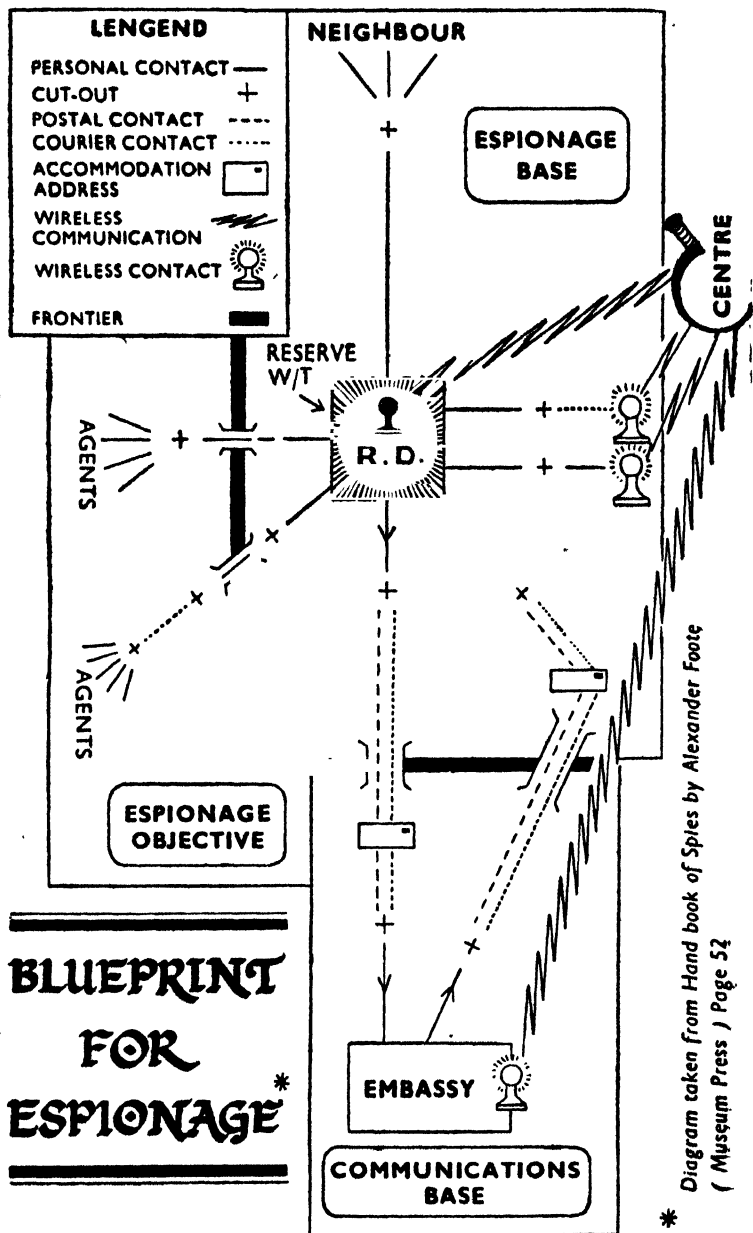
Neighbour-এর সঙ্গে রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর 'কাট্ আউট' মারফৎ যোগা-যোগ রাখেন। আর এই Neighbour-এর সাহায্য নিয়েই 'কাট্ আউট' ইনটেলেকচুয়ালদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই সব ইনটেলেক-চুয়ালদের পরে স্পাইংএর কাজে টানা হয়। অনেক সময় ইনটেলেকচুয়ালদের খবরে কোন মূল্য থাকে না কিন্তু তবু কাট্ আউট তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেন না। কারণ, হয়তো ভবিষ্যৎ একদিন এদের দিয়ে কাজ হবে।

এজেণ্ট সদা-সর্বদাই সোজাসুজি কাট্ আউটের কাছে তার খবর পাচার করেন। সংগৃহীত খবর থেকে এজেণ্টের মূল্য যাচাই করা হয়। কোন এজেণ্টকে দলে টানবার আগে তার অতীত সম্বন্ধে বিশেষ করে তলিয়ে দেখা হয়।

সোভিয়েত সিষ্টেম ও সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর নিয়মের ভেতর খুব বেশী পার্থক্য নেই। তবে সোভিয়েত সিষ্টেমে কাট্ আউট ও এজেণ্ট খুবই সতর্ক হয়ে কাজ করেন।

এছাড়া আর একদল আছে যাদের বলা হয় মাইনর কাট আউট ও কুরিয়ার। অনেক সময় রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর এইসব মাইনর কাট আউট ও কুরিয়ারের মারফৎ এজেণ্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। কিন্তু এই সব কুরিয়ার এজেণ্টদের আসল পরিচয় জানেনা। এদের কাজ হলো কোন নির্দিষ্ট স্থানে এজেণ্টদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা এবং খবর সংগ্রহ করে আনা। এই সব খবর মুখস্থ করে রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই সব খবর টাইপ করা হয়। তারপর টাইপের আসল কপিটি আগুনে জ্বালিয়ে দিয়ে চিঠি টাইপ করবার সময় যে কার্বন কপি ব্যবহার করা হয়েছিলো সেই কার্বন কপিটি কুরিয়ার নিয়ে আসেন। পরে এই কার্বন কপিও আগুনে পোড়ান হয়।

খবর পাঠাবার সময় ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়। এই কাজের জন্যে শুধু লোকের ছদ্মনাম নয়, দেশেরও ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়।

রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরকে প্রতিটি ছদ্মনাম মুখস্থ রাখতে হয়। রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের আর একটি বড়ো কাজ হলো দলের জন্যে বাজেট তৈরী করা। টাকা কখনোই ব্যাঙ্কে রাখা হয় না। কখনো কখনো ক্যাশ টাকা সেফ ডিপোজেট ভোল্টে রাখা হয়।

কেউ যদি মনে করেন স্পাই প্রচুর টাকা রোজগার করেন তাহলে ভুল করে থাকবেন। [এখানে বলে রাখা ভালো যে, সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্সের

কর্মচারীদের মাইনে আমেরিকান সরকারী কর্মচারীদের মাইনের চাইতে এক পয়সাও বেশী নয়] এজেন্টদের কাজ হিসেবে টাকা দেয়া হয়। ভালো খবর এনে দিলো তাহলে অবশ্যি ভালো বখশিষ পাবে। বেশী টাকা না দেবার আর একটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, এজেন্টের হাতে যদি বেশী টাকা থাকে তাহলে হয়তো লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ ছাড়া বেশী টাকা দেবার আর একটা ভয় আছে। বেশী টাকা পেলে এজেন্ট অর্গানিজেশন ছেড়ে চলে যেতে পারে। এই অর্গানিজেশন ছেড়ে চলে যাওয়াকে বলা হয়—**Going Private.**

এবার আপনাদের রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের মাইনের হিসেব দেবো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেসিডেন্ট ডিরেক্টরকে প্রতিমাসে আড়াইশো ডলার থেকে পাঁচশো ডলার অবধি দেয়া হতো। এছাড়া কাজকর্ম, খবর সংগ্রহ করবার জন্যে টাকা দেয়া হয়। [রিচার্ড সর্জকে Center এতো কম টাকা দিতেন যে, টাকার অভাবে তিনি অনেক কাজ করতে পারেন নি।] তখন ওয়ারলেস অপারেটরকে একশো থেকে ছুশো ডলার মাইনে দেয়া হতো। অবশ্যি অপারেটর যদি ভিন্ন কোন কাজ করেন তাহলে তাকে পকেট খরচ বাবদ একটা এলাউন্স দেয়া হয়। অনেক সময় ভালো কাজের জন্যে Center এজেন্ট বা ওয়ারলেস অপারেটরকে বোনাস দিয়ে থাকেন।

ওয়ারলেস অপারেটরের কাজ, মোর্স ইত্যাদি রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের জানা একান্ত আবশ্যক। কোন অপারেশনে পাঠাবার আগে রেসিডেন্ট ডিরেক্টরকে W/T-র কাজে ট্রেনিং দেয়া হয়।

স্পাই দলের প্রতিটি লোককে GRU-র সৈন্য হিসাবে গণ্য করা হয়। তাদের মিলিটারী র‍্যাঙ্ক দেয়া হয়। রাডোর র‍্যাঙ্ক ছিলো পুরো কর্ণেল। আমি প্রথমে ছিলুম মেজর। পরে প্রমোশান পেয়ে লেফট্যান্ট কর্নেল হয়েছিলুম। এছাড়া বিস্তর পুরস্কার ও ডেকোরেশান পেয়েছিলুম।

সোভিয়েত সিষ্টেমে পাঁচ বছর স্পাইর কাজ করবার পর পুরো পেন্সন নিয়ে রিটায়ার করা যায়। সমস্ত পেন্সন রুবলে দেয়া হয়। কিন্তু স্পাইর পেন্সনের টাকায় মস্কোতে থাকা অসম্ভব। কারণ খরচ বেশী। তাকে ভিন্ন একটা কাজ নিতে হয়। [বর্তমানে কিম ফিলবী ট্রানসলেশানের কাজ করছেন।] অনেক সময় স্পাই আর একটা কঠিন কাজ নিয়ে বিদেশে চলে যায়। তিন চার বছর বাদে রেসিডেন্ট ডিরেক্টর বা কাট আউট, এজেন্টকে মস্কোতে ছুটীর অজুহাতে তলব করা হয়। ডেকে পাঠাবার কারণ আর

কিছুই নয়। মস্কো রেসিডেণ্ট ডিরেক্টররা এজেণ্টদের সঙ্গে কাজকর্ম বা কাজের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করেন।

ছুটিতে যাবার সময় এজেণ্ট যে দেশে কাজ করে সেখান থেকে তার নিজের পাশপোর্ট নিয়ে অন্য এক দেশে যায়। সেই দেশ থেকে মস্কো যাবার জন্যে তাকে ভিন্ন একটি পাশপোর্ট দেয়া হয়। নিজের পাশপোর্ট বা অন্যান্য জরুরী কাগজ Center-র এজেণ্টের কাছে জমা রাখতে হয়।

অনেক সময় স্পাইর রিএ্যাকশন জানবার জন্যে Center তাকে মস্কোতে তলব করেন। যদি স্পাই ফিরে যাবার জন্যে উৎসাহ দেখায় তাহলে অধিকাংশ সময়েই ফিরে যাবার আদেশ ক্যানসেল করা হয়। কিন্তু ফিরে যাবার হুকুম শুনলে যদি স্পাই একটু ইতঃস্ততা প্রকাশ করে তাহলে Center-এর মনে সন্দেহ জাগে। স্পাইকে জোর করে মস্কোতে ফেরৎ আনা হয়। কখনও কখনও স্পাই হয়তো সামান্য চুনোপুঁটী। দলের খবরাখবর হয়তো বেশী তার জানা নেই। এই সব স্পাইদের Center সাধারণতঃ কোন শাস্তি দেন না।

রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর কিংবা কোন এজেণ্ট যদি তার দেশের বিপদের আশংকা করেন তাহলে তাকে সেই দেশ থেকে পালাবার হুকুম দেয়া হয়। তাকে বলা হয় অন্য কোন দেশে কনটাকটের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে। এই নূতন জায়গাকে বলা হয়—Place of Conspiracy. কনটাকৃট প্রথমে এজেণ্টকে না চিনবার ভান করেন। এজেণ্টের সঙ্গে প্রথম দেখা সাক্ষাতের পর কনটাকৃট তার চেহারার পুরো বিবরণী এবং আলাপ আলোচনার সারাংশ Centerকে জানান। Center তার ফাইলের বিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন যে, সত্যিই লোকটি তাদের এজেণ্ট, না শত্রুপক্ষ কোন জাল স্পাইকে তাদের কাছে পাঠিয়েছে।

রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরকে যদি কোন কারণে দেশ ছাড়তে হয় তাহলে তিনি "Place of Conspiracyতে" না গিয়ে অন্য যে কোন দেশে গিয়ে সোভিয়েত মিলিটারী এটাচীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর মিলিটারী এটাচীর সঙ্গে দেখা করবেন এবং তার নিজস্ব পরিচয় না দিয়ে সাইফারে Center-এর কাছে খবর পাঠাবেন। মিলিটারী এটাচী রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরকে কোন প্রশ্ন করবেন না, শুধু দেখা করবার জন্যে আর একটি দিন সময় ধার্য করবেন। মিলিটারী এটাচীর জবাবে Center রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের একটি ফটো তার কাছে পাঠাবেন এবং মিলিটারী এটাচীকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে বলবেন। সমস্ত প্রশ্নই Center

বানিয়ে দিয়েছেন এবং এর জবাব রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের জানা আছে। এই ধরণের প্রশ্নকে বলা হয়—Control Question। এই ফটো ও কণ্ট্রোল কোশ্চেন নিয়ে মিলিটারী এটাচী রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করবেন। ফটোর সঙ্গে যদি চেহারার মিল হলো এবং কণ্টোল কোশ্চেনের জবাব যদি রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর দিতে পারলো মনে কোন সন্দেহ থাকবে না। দলের কাজকর্ম সম্বন্ধে খানিকটা আভাস দিলুম বটে কিন্তু এবার কী করে Centerএর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হয় সেই কথা বলবো। খবর সংগ্রহ করার চাইতে খবর পাঠানো আরো দুরূহ কঠিন কাজ। আর কম্যুনিকেশন সিষ্টেম চালু রাখাই দলের সবচাইতে কঠিন কাজ। যুদ্ধের সময় মাইক্রোডট ব্যবহার করা বেশ কঠিন কাজ ছিলো। তবু মাইক্রোডটের সাহায্যে কখনও কখনও আমরা Center-এর কাছে খবর পাঠাতুম। এই সব মাইক্রোডট পোষ্টকার্ডে লাগিয়ে দিতুম। পোষ্টকার্ডে সাধারণ ঠিকানা লেখা থাকতো। সেখান থেকে পোষ্টকার্ড রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের হাতে পৌঁছে দেয়া হতো। রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর এই পোষ্টকার্ড, কুরিয়ার বা কোন কাট আউটের মারফৎ Center-এর কাছে পাঠাতেন। Center ও রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে চাইলে এই ধরণের মাইক্রোডট ও পোষ্টকার্ড রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের কাছে পাঠাতো। এছাড়া প্রায়ই কোন বিশ্বস্ত কাট আউট Center-এর প্রতিনিধির সঙ্গে গিয়ে অন্য দেশে দেখা করতেন।

কিন্তু বেশীর ভাগ খবরই রেডিও টেলিগ্রাফী মারফৎ Center-এর কাছে পাঠান হতো। প্রতি রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের রেডিও টেলীগ্রাফীর কাজ জানা একান্ত আবশ্যক ছিলো। সব খবরই সাইফার-কোডে পাঠান হতো।

Center এক বাঁধাধরা call sign-এ রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু রেসিডেণ্ট ডিরেক্টরকে প্রায়ই call sign ও ওয়েভলেংথ পাল্টাতে হয়। কল সাইন ও ওয়েভলেংথ না পাল্টালে ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে।

* * *

Center-এর সঙ্গে আমরা কী করে কাজ করতুম তার খানিকটা আভাস আপনাদের দিলুম। আপনারা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন স্পাইর কাজ কি, কি করে খবর সংগ্রহ করে এবং কি উপায়ে বড়ো কর্ত্তাদের কাছে খবর পাঠায়।

এইখানে আমাকে আলেকজাণ্ডার ফুটের কাহিনীতে ছেদ টানতে হবে। কারণ দীর্ঘকাহিনী বলে পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। শুধু K. G. B ও G. R. U.-র কাজের খানিকটা নমুনা দেবার জন্যে ফুটের গল্প আজ আমাকে বলতে হলো।

এই কাহিনীর প্রারম্ভে আপনাদের কাছে সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স ও ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সীর বর্ণনা দিয়েছি। এবার সি-আই-এর সবচাইতে বড়ো প্রতিদ্বন্দ্বী K. G. B এবং G. R. Uর বিবরণী আপনাদের দেবো।

রাশিয়াতে দুটো এসপিওনেজ সার্ভিস আছে। সিভিলিয়ান এসপিওনেজ সার্ভিসের নাম হলো K. G. B এবং আর্মি ইনটেলীজেন্স ইউনিটের নাম হলো G. R. U.।

K. G. B.-র কর্তা হলো কম্যুনিষ্ট পার্টি। খাতায় লেখা আছে K. G. B. হলো কমিটি অফ কাউন্সিল অব মিনিষ্টারের অধীনে। এই কাউন্সিল অব মিনিষ্টারের চেয়ারম্যান হলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী। এই কাউন্সিল অব মিনিষ্টারকে প্রেসিডিয়াম অব সুপ্রীম সোভিয়েতের কাছে জবাব দিহি করতে হয়। এই প্রেসিডিয়াম অব সুপ্রীম সোভিয়েতের বড়োকর্তা হলেন রাশিয়ার প্রেসিডেণ্ট।

প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েটকে নির্বাচিত করেন কম্যুনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটি।

সেক্রেটারিয়েটের অধীনে অনেকগুলো দপ্তর আছে। প্রতিটি দপ্তরকে রাশিয়ান ভাষায় অটডেল বলা হয়। আর প্রতিটি অটডেলের কাজকর্ম দেখবার জন্যে একজন বড়ো কর্তা আছেন। এই অটডেলের অধীনে K. G. B-র ডিরেক্টর কাজ করেন। K. G. B-র কাজ শুধু ইনটেলীজেন্স সংগ্রহ করা নয়। আরো বিভিন্ন ধরণের কাজ K. G. B. করে থাকেন। তাই ক্ষমতায় K. G. B. সেণ্ট্রাল ইনটেলীজেন্স এজেন্সীর চাইতে ক্ষমতাশালী।

কিন্তু K. G. B-র কার্য্যধারা বিশ্লেষণ করার আগে এই প্রতিষ্ঠানের অতীত ইতিহাস খানিকটা ঝালিয়ে নেয়া যাক। জারের আমলে সিক্রেট পুলিশকে বলা হতো Okhrana [Department of State Protection]

সেইযুগেও Okhrana খবর সংগ্রহ করতে আমেরিকাতে স্পাই পাঠাতো। যারা বিপ্লবী জারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতেন তাদের জন্যে Okhrana অনেক মোটা ফাইল তৈরী করেছিলো। বিপ্লবের পর এই সব ফাইল পড়ে দেখা গেলো যে, Okhrana ষ্টালিনের জীবনী সম্বন্ধে সব কিছুই জানতো। জারের

আমলে বহুবার Okhrana দপ্তরের অদল-বদল হয়েছে। দপ্তরের এক অংশ পুলিশের কাজকর্ম্ম দেখতো, আর এক অংশ খবর সংগ্রহ,—মানে ইনটেলীজেন্সের কাজ করতো।

Okhranaর পরবর্ত্তী নাম হলো চেখা [Cheka]। চেখার প্রথম কর্তা হলেন ফেলিক্স জেরজেনস্কি।

১৯১৭ সালে বিপ্লবের পরে Okhranaকে নতুন করে গঠন করা হলো এবং জেরজেনস্কি হলেন চেখার প্রথম ডিরেক্টর। জেরজেনস্কি চেখাকে এক বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তখন চেখার নাম শুনলে সবাই ভয়ে কাঁপতো।

১৯২২ সালে চেখা দপ্তরের নাম পাল্টানো হলো। দপ্তরের নতুন নাম হলো G. P. U. [State Political Administration]। আবার প্রায় একবছর বাদে G. P. U.-র নাম প্যল্টে OGPU [United State Political Administration] করা হলো।

কয়েক বছর বাদে জেরজেনস্কি মারা গেলেন। OGPU-র পরবর্ত্তী ডিরেক্টরের নাম হলো রুডলফভিচ মেনজেনস্কি। কিন্তু দপ্তরের আসল কাজকর্ম্ম দেখতেন মেনজেনস্কির সহকারী ইগাডো।

মেনজেনস্কি মারা যাবার পর ইগাডো OGPUর বড়ো কর্ত্তা হলেন। অনেকে সন্দেহে করেন যে, ইগাডো OGPUর কর্ত্তা হবার জন্যে মেনজেনস্কিকে বিষ খাইয়েছিলেন। ইগাডো OGPUর বড়ো কর্ত্তা হবার পর সিক্রেট সার্ভিসের নাম পাল্টে রাখা হলো NKVD (Peoples Commissariat for Internal Affairs).

OGPU ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কাজকর্ম দেখবার জন্যে NKVD-র অফিসে আর একটি নতুন দপ্তর খোলা হলো। এই দপ্তরের নাম হলো GUGB.

NKVDকে দিয়ে ষ্টালিন অনেক নোংরা কাজ করিয়েছিলেন। এই সব নোংরা কাজ শেষ হবার সঙ্গে ষ্টালিন ইগাডোকে বিদায় দিলেন। ইগাডোকে বড়কর্তার পদ থেকে ডিসমিস করা হলো। বিচারে শাস্তি হলো প্রাণদণ্ড।

১৯৩৬ সালে ইগাডোর পদটি ইভানভিচ ইয়েজভকে দেয়া হলো। কিন্তু তাকেও বেশীদিন এই কাজে টিকতে হলো না। ১৯৩৮ সালে ইয়েজভের পরিবর্তে লাভ্রেন্তি পাভলভিচ বেরিয়া হলেন রাশিয়ার সিক্রেট পুলিশ ও ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের একচ্ছত্র অধিপতি।

বেরিয়ার নাম আজোও অনেকে ভুলে যান নি। কারণ বেরিয়া ছিলেন ষ্টালিনের ডান হাত। তিনিও ষ্টালিনের মতো জর্জিয়ার লোক ছিলেন। ষ্টালিন বেরিয়াকে এতো বিশ্বাস করতেন যে, ১৯৫৬ সালে তাকে পলিটব্যুরোর মেম্বর করা হয়।

১৯৪১ সালে NKVDকে দুটো ভাগে ভাগ করা হলো। এক ভাগের নাম হলো NKGB এবং এই শাখার ভার মেরুকলভকে দেয়া হলো। কিছুদিন পরেই আবার NKVD এবং NKGBকে একত্র করা হলো।

১৯৪৬ সালে বেরিয়া NKVDর কাজকর্মের ভার ক্রুগলভের উপর ছেড়ে দিলেন। এবার NKVD একটি পুরো মিনিষ্ট্রি হলো এবং মিনিষ্ট্রির নাম হলো MVD. আর NKGBর নাম হলো MGB (Ministry of State Security)। বেরিয়ার অধীনে ভিক্টর আবাকুমভকে এই কাজের ভার দেয়া হলো। আবাকুমভকে বেশীদিন এই কাজে টিকতে হলোনা। তার জায়গায় সিক্রেট পুলিশের নূতন ডিরেক্টর হলেন সিমন ইগনাভিচ।

তারপর হলো ষ্টালিনের মৃত্যু। রাশিয়ান সিক্রেট পুলিশ সার্ভিসেরও বহু পরিবর্তন হলো। প্রথমে ক্রুশ্চেভ ইগনাভিচকে পুলিশের দপ্তর থেকে সেক্রেটারিয়েটে বদলী করলেন।

ষ্টালিনের মৃত্যুর পর দুটো দপ্তরকে আবার MVDর অধীনে আনা হলো। কিছুদিনের জন্যে এই নূতন মন্ত্রীত্বের কর্তৃত্ব বেরিয়াকে দেয়া হলো এবং তারপরেই বেরিয়ার পতন হলো।

১৯৫৬ সালে মস্কোতে কম্যুনিষ্ট পার্টির 20th Congress হয়। এই কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ তার বিখ্যাত বক্তৃতায় ষ্টালিনকে গালিগালাজ করেন। সি-আই-এর এক পোলিশ এজেন্ট এই বক্তৃতার কপি চুরি করেন এবং পরে আমেরিকায় এই বক্তৃতা প্রকাশ করা হয়। ক্রুশ্চেভের বক্তৃতা আমেরিকায় প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াতে তুমুল হৈ হল্লা স্বরু হলো। এই বক্তৃতা প্রকাশ হবার পর ক্রুশ্চেভ রেগে কাঁই হয়ে গেলেন। তিনি নিউইয়র্ক টাইমসের প্রকাশককে ধমক দিয়ে বললেন: বক্তৃতা! আপনি কোন বক্তৃতার কথা বলছেন। আমি একটিই বক্তৃতা দিয়েছিলুম আর সেই বক্তৃতা আমেরিকান ইনটেলীজেন্সী সার্ভিস তৈরী করেছিলো। এই বক্তৃতা প্রকাশকের নাম হলো এ্যালান ডালেস। এই প্রকাশকের উপর আমাদের একটুও বিশ্বাস নেই।

এই বক্তৃতা প্রকাশ হবার তিনবছর আগে বেরিয়ার পতন হয়। পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণদণ্ডের হুকুম দেয়া হয়। সরকারী ইস্তাহারে বলা হয়েছিলো

যে, ছয়দিনের বিচারের পর ১৯৫৩ সালে বেরিয়া ও আরো ছয়জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

বেরিয়ার মৃত্যু কিন্তু বহু রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনেকে অভিযোগ করেন যে, বেরিয়ার বিচার আদৌ করা হয়নি। তাকে ট্রেড মিনিষ্টার মিকোইয়ানই হত্যা করেছিলো। কিন্তু সবচাইতে মুখরোচক গল্প হলো যে, ষ্টালিনের মৃত্যুর পর বেরিয়ার দাপট একটুও কমলো না। প্রায়ই তিনি প্রেসিডিয়ামের সদস্যদের হুম্‌কি দিয়ে কথা বলতেন। আর শুধু তাই নয়, পুলিশের দপ্তরে এবং বহু উচ্চ সরকারী পদে বেরিয়া তার অনুচরদের নিয়োগ করেছিলেন। [বাজারে গুজব ছিলো যে, পেট্রভ—যিনি অষ্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বেরিয়ার একজন বিশ্বস্ত অনুচর] বেরিয়ার দাপট দেখে ক্রুশ্চেভ প্রেসিডিয়ামের বৈঠক ডাকলেন। এই বৈঠকে মলোটভ মালেনকভ ও বুলগানিনও উপস্থিত ছিলেন। বেরিয়ার বাকী শত্রুরাও এই মিটিংএ যোগদান করেছিলো। এদের মধ্যে জর্জ জুখভ, রডন মালিনভস্কিও ছিলেন। ক্রুশ্চেভের অতি অনুগত চর মোসকালেঙ্কো পাশের ঘরে বন্দুক হাতে নিয়ে বসেছিলো। ঘরের চারদিকে অবশ্যি বেরিয়ার প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছিলো।

বৈঠকে আলোচনা স্থরু হলো। একটু বাদে বেরিয়া হুমকি দিয়ে কথা বলতে লাগলেন। জোর গলায় কথা বলবেন না কেন? সিক্রেট পুলিশ তো তার হাতেই।

ক্রুশ্চেভ অভিযোগ করলেন যে, বেরিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বর নয়। অতএব তার কোন কথা বলবার অধিকার নেই। অবশ্যি এই অভিযোগ মিথ্যে। কারণ ষ্টালিনের যুগেও বেরিয়া ছিলেন পলিটব্যুরোর মেম্বর। বেরিয়া এবার বুঝতে পারলেন যে, তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যেই এই মিটিং ডাকা হয়েছে। বেরিয়ার হাতের কাছে ছিলো একটি ছোট এটাচী কেস। আর সেই এটাচী কেসের ভেতর ছিলো অটোমেটিক গান। বেরিয়া স্থটকেস থেকে অটোমেটিক গান বের করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই মালেনকভ বেল টিপলেন। অমনি পাশের ঘর থেকে মোসাকালোস্ক এসে বেরিয়ার উপর গুলী চালাতে লাগলেন। এই গল্প সত্যি মিথ্যে যাচাই করা হয়নি।

বেরিয়ার মৃত্যুর পর অল্প কয়দিনের জন্যে ক্রুগলভ MVD-র কর্তা হলেন।

* * *

বেরিয়ার মৃত্যুর পর রাশিয়ান সিক্রেট পুলিশকে আবার নতুন করে গঠন

করা হলো। M. V. D-র নতুন নাম হলো K. G. B.। এই K. G. B-র প্রধান কর্তা হলেন জেনারেল ইভান সিরোভ।

সিরোভ অনেকদিন রেড আর্মিতে কাজ করেছিলেন। তারপর ষ্টালিনের আমলে তাকে সিক্রেট পুলিশে বদলী করা হয়। ইউক্রেনে থাকাকালীন তিনি ক্রুশ্চেভের বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে দীর্ঘকাল কাজ করেছিলেন। সিরোভ যখন K. G. B-র কর্তা হলেন তখন তিনি সিক্রেট পুলিশের কাজে বেশ পাকাপোক্ত ছিলেন।

সিরোভের কথা বলতে গেলে হাঙ্গারীর বিপ্লবের কথা বলতে হবে। কারণ হাঙ্গারীর বিপ্লবের সঙ্গে সিরোভ জড়িয়ে ছিলেন।

* * *

পয়লা নভেম্বর, ১৯৫৬।

হাঙ্গারীর রাজধানী, বুদাপেস্ত শহর। আকাশ মেঘলা, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। দানুব নদীর পাশে হাঙ্গারীর পার্লামেণ্ট। পার্লামেণ্ট নির্জন। শুধু দালানের একপাশে নতুন প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাগী বসে কাজ করছেন।

এমনি সময় পার্লামেণ্টে বুদাপেস্তের সোভিয়েত এম্বাসডার উড়ি আন্দ্রেপভ ব্যস্ত হয়ে পার্লামেণ্টে ঢুকলেন। হাঙ্গারীর প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাগী তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

কিছুদিন আগে হাঙ্গারীয় জনতার সঙ্গে সোভিয়েত মিলিটারী বাহিনীর একখণ্ড যুদ্ধে হয়ে গেছে। হাঙ্গারীর সরকার দাবী করেছেন যে, বুদাপেস্ত শহর থেকে এক্ষুনি সোভিয়েত মিলিটারী বাহিনী তুলে নিতে হবে। প্রথমে সোভিয়েত সরকার এই দাবী মেনে নিলো। কিন্তু তারপর হঠাৎ বাজারে আবার খবর শোনা গেলো যে, সোভিয়েত মিলিটারী ইউনিট বুদাপেস্ত ত্যাগ করে যায়নি। খবরটা শুনে প্রধানমন্ত্রী ইমরে নাগী একটু বিচলিত হলেন এবং বুদাপেস্তের সোভিয়েত এম্বাসডার আন্দ্রেপভকে ডেকে পাঠালেন।

আন্দ্রেপভ প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দিলেন যে, নতুন সোভিয়েত সৈন্য আগমণের কারণ হাঙ্গারীর জনতা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে প্রতিদিন আক্রমন করবার চেষ্টা করছে। এই সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করবার জন্যে নতুন সোভিয়েত সৈন্য বুদাপেস্তে আনা হচ্ছে। এবার আন্দ্রেপভ গলার স্বরটা একটু নরম করে বললেন, অবশ্যি আমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে কোন হাঙ্গামার সৃষ্টি করতে চাইনে। বেশ আপোষজনক একটা মীমাংসা করতে চাই। আপনি

কয়েকজন প্রতিনিধির নাম বলুন। আমরা ওদের সঙ্গে বসে এই নিয়ে আলোচনা করবো।

কিন্তু ইমরে নাগী সোভিয়েত এম্বাসডারের প্রস্তাবে রাজী হলেন না। একটু বাদে ইমরে নাগী সোভিয়েত এম্বাসডারকে জানালেন যে, হাঙ্গারী এবার থেকে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করবে। আরও একটা খবর আন্দ্রেপভকে দেয়া হলো যে, হাঙ্গারী ওয়ারশ প্যাক্ট থেকে সরে পড়বে।

খবরটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার কয়েকঘণ্টার ভেতর বুদাপেস্তের চারদিক সোভিয়েত বাহিনী ঘিরে ধরলো। বাধ্য হয়ে ইমরে নাগী সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা স্থরু করলেন। আলোচনা অন্তে ঠিক হলো যে, সোভিয়েত বাহিনী বেশ সমারোহ করে বুদাপেস্ত থেকে চলে যাবে। বাকী সমস্যা সমাধানের জন্যে আবার বৈঠক বসবে। ঠিক হলো বুদাপেস্তের দক্ষিনে টোকয় গ্রামে মিটীং হবে।

টোকয় গ্রামে মিটীং স্থরু হলো। বিকেল নাগাদ হাঙ্গারীর প্রতিনিধিরা ইমরে নাগীকে টেলিফোন করে ফলাফল জানালো। হঠাৎ টোকয় গ্রামের সঙ্গে সমস্ত টেলিফোন কনেকশন বিচ্ছিন্ন করা হলো। দুই-দলের প্রতিনিধিরা এবার ডিনার খেতে বসলেন। এই ডিনারের মধ্যিখানে এসে উপস্থিত হলেন আলেকজন্দ্রভ সিরোভ—চীফ অব দি K. G. B [পরে GRU-র প্রধান কর্তা হয়েছিলেন]।

সিরোভ এবারে সোভিয়েত ডেলিগেশনের প্রতিনিধি জেনারেল মালিনিনের কানে কানে দু-একটা কথা বললেন। তারপর ঘোষণা করলেন যে, সোভিয়েত সরকার হাঙ্গারিয়ান ডেলিগেশনকে গ্রেপ্তার করেছে।

সিরোভের ঘোষণা শুনে জেনারেল মালিনিনের চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে উঠলো। তিনি এবারে সিরোভের ব্যবহারের প্রতিবাদ করে ডিনারের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন হাঙ্গারীর বিপ্লবের সঙ্গে সিরোভ ও আন্দ্রেপভ বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তারপর দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেলো। আন্দ্রেপভের কথা সবাই ভুলে গেলো। হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে, সোভিয়েত ইনটেলীজেন্স সার্ভিসে বিরাট অদল বদল করা হয়েছে। উড়ি আন্দ্রেপভ চেয়ারম্যান অব ষ্টেট্ সিকিউরিটি কাউন্সিল হয়েছেন। আর K. G. B-র কর্তা সেমিচাষ্টনিকে তার কাজ থেকে বিদায় দেয়া হয়েছে।

আন্দ্রেপভের এই দ্রুত উন্নতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সবাই

জিজ্ঞেস করতে লাগলো কী কারণে সেমিচাষ্টনিকে K. G. B-র কাজ থেকে সরানো হলো ?

অবশ্যি সেমিচাষ্টনিকে K. G. B-র পদ থেকে সরাবার একটা বিশেষ কারণ ছিলো। প্রথমতঃ সেমিচাষ্টানি ছিলেন ক্রুশ্চেভের ডান হাত। দ্বিতীয়তঃ ব্রেজনেভ K. G. B-র প্রাক্তন কর্তা সেলিপিন সম্বন্ধে বেশ আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কারণ একদিন বাজারে শোনা গেলো যে, সেলিপিন শিগগীরই ব্রেজনেভের গদীতে গিয়ে বসবেন। আর এই গুজব রটিয়েছিলেন সেমিচাষ্টনি।

অতএব সেমিচাষ্টনিকে সরিয়ে আন্দ্রেপভকে K. G. B-র কর্তা করা হলো। ব্রেজনেভ ভাবলেন যে, সেমিচাষ্টনিকে গদী থেকে সরাতে পারলে সেলিপিনের ক্ষমতা অনেক কমে যাবে। আন্দ্রেপভ আজকালও K. G. B-র কর্তা। কিন্তু সেলিপিনেরও ক্ষমতা কমেনি।

* * *

যদি কোনদিন মস্কোতে যান তাহলে দুই নম্বর জেরজেনস্কি ষ্ট্রীটে K. G. B-র দপ্তর দেখতে পাবেন। এই দপ্তরের নাম হলো লুবিয়াস্কা। দপ্তরের খানিকটা অফিস, খানিকটা কয়েদখানা। লুবিয়াস্কার নাম শুনলে সবার মনে ভীতির সঞ্চার হয়। এই বাড়ী বা জেরজেনস্কি ষ্ট্রীটের ধারে কাছে জনসাধারণের যাবার অধিকার নেই।

বাজারে গুজব, K. G. B. প্রতি বছর ২,০০০,০০০,০০০ ডলার খরচ করে থাকে।

K. G. B-র হেড-কোয়ার্টারে প্রায় তিন হাজার কর্মচারী আছে। আর সমস্ত পৃথিবী ছড়িয়ে প্রায় পনের হাজারেরও বেশী কর্মচারী কাজ করেন। K. G. B-র অনেক কর্মচারী এম্বাসীতে বিভিন্ন কর্মচারীর মুখোশ পরে কাজ করেন। K. G. B-র ফরেইন সেকশন এই সব কর্মচারীর কাজ-কর্মের তত্ত্বাবধান করেন।

* * *

K. G. B. ইলিগ্যাল স্পাই কী করে তৈরী করে তার খানিকটা নমুনা আগেই দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর বহুস্থানে K. G. B-র কর্মচারীরা পুরান পরিবার, বাড়ী, রাস্তার নাম, ফটো ইত্যাদি যোগাড় করেন এবং মস্কোতে এই সব খবর পাঠান। মস্কো অন্য কোন দেশে তাদের লোক পাঠাবার আগে এই সব খবরকে ভিত্তি করে জাল পাশপোর্ট তৈরী করেন। এই জাল পাশপোর্ট এতো নিখুঁত হয় যে, কোনটা আসল কোনটা নকল সহজে বোঝা যায় না।

অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অন্যের নাম ব্যবহার করে জাল পাশপোর্ট নিয়ে যাবার কী দরকার? দরকার আছে বৈকি? কারণ বর্তমান যুগে মিউনিসিপ্যালিটির, ইনকাম ট্যাক্সের দপ্তরে প্রতি নাগরিকের নাম ঠিকানা লেখা থাকে। সরকারের চোখে সহজে ফাঁকি দেবার যো নেই।

মস্কোর এই জাল পাশপোর্ট বানাবার প্রথা বানচাল করবার জন্যে আমেরিকান ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট আজকাল নতুন ধরণের পাশপোর্ট বানাতে সুরু করেছেন। পাশপোর্টের এই নতুনত্ব সাধারণের চোখে পড়বার যো নেই। নিউইয়র্কের পেন-জোনস্ কোম্পানী এই পাশপোর্ট তৈরী করেন। এই পাশপোর্ট তৈরী করবার পন্থা অতি গোপন রাখা হয়েছে।

*　　　*　　　*

K. G B-র ইলিগ্যাল স্পাইরা সাধারণতঃ সটওয়েভ মারফৎ Center-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এ ছাড়া কুরিয়ার, মাইক্রোডটও ব্যবহার করা হয়। 'ডেড ড্রপ' কী করে ব্যবহার করা হয় সেই কথা আগেই বলা হয়েছে। খবর পাঠাবার জন্যে K. G. B-র স্পাই সাধারণতঃ 'ডেড ড্রপ' সিষ্টেম পন্থা অবলম্বন করেন।

K. G. B. One Time Pad বা 'গামা' সাইফার প্যাড ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ প্যাডের আয়তন বড়ো হয় না। বড়োজোর আড়াইশো পাতা। প্রতি পাতায় এক ডজন পাঁচ গ্রুপের নম্বর থাকে। পাতার খানিকটা কালো কালীতে ছাপান। সাধারারণতঃ এজেন্ট কালো কালীতে যে নম্বরগুলো ছাপা আছে খবর পাঠাবার সময় সেই নম্বরগুলো ব্যবহার করে থাকেন। মস্কো থেকে যে খবর পাওয়া যায় সেই কোড জানবার জন্যে লাল কালীর নম্বর ব্যবহার করা হয়।

*　　　*　　　*

মস্কোতে ইংরাজী শেখাবার জন্যে K. G. B-র একটি স্কুল আছে। এখানে নিখুঁত ইংরাজী শেখান হয়। যাদের আমেরিকায় পাঠান হয় তাদের আমেরিকান ইংরাজী শেখান হয় আর যাদের লণ্ডনে পাঠান হয় তাদের 'অক্সফোর্ডের' ইংরাজী শেখান হয়।

অনেক সময় K G. B-র কর্মচারীদের রাজনৈতিক কাজেও ব্যবহার করা হয়। ক্রুশ্চেভের আমলে ওয়াশিংটনের K. G. B. রেসিডেন্ট ডিরেক্টর আলেকজাণ্ডার ফোমিনকে এই ধরণের কাজে ব্যবহার করা হয়েছিলো। [ফোমিন

ছিলেন সোভিয়েত এম্বাসীর কাউন্সিলার।] কিউবার হাঙ্গামা নিয়ে তিনি এক সাংবাদিকের সঙ্গে মীমাংসার আলোচনা করেন। এই আমেরিকান সাংবাদিকের নাম ছিলো জন স্কালি। স্কালি তার আলোচনার সারাংশ ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টের কর্তাদের জানান। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট এই খবর শোনবার সঙ্গে সঙ্গে স্কালিকে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর কাছে নিয়ে যান। সেদিন রাত্রি বেলায় কেনেডীর নির্দেশানুযায়ী স্কালি আবার ফোমিনের সঙ্গে দেখা করেন এবং ফোমিনকে জানান হয় যে, তিনি যে প্রস্তাব করেছেন সেই প্রস্তাব প্রেসিডেণ্ট কেনেডী গ্রহণ করতে রাজী আছেন।

এবার K. G. B.-র D-Department বা Department of Disinformation সম্বন্ধে কিছুটা বলতে হবে। এই D-Department-এর কাজ হলো মিথ্যে খবর প্রচার করা। Character Assassination-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই Character Assassination কাজ হলো D-Department এর। ধরুণ কোন নেতার বিরুদ্ধে কোন মিথ্যে অপবাদ প্রচার করতে হবে। সেই কাজের দায়িত্ব হলো D-Department এর।

খুব সম্ভবতঃ D-Department ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই দপ্তরে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন স্পেশালিষ্ট কাজ করেন। এদের কাজ হলো বছরে চারশো থেকে পাঁচশো মিথ্যে অপবাদ প্রচার করা। বিশেষ করে মেয়ে ঘটিত ব্যাপার, টাকা চুরি ইত্যাদির খবর D-Depertment তৈরী করে থাকেন। এই সব খবর সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে কাবু করা। রাশিয়ান ভাষায় Disinformation-কে বলা হয় Dezinformatsiya।

এই D Department-এর কর্তার নাম হলো জেনারেল ইভানভিচ আগাইনটস। আগাইনটস প্রথমে K. G. B-র ফরেইন ইনটেলীজেন্স সেকশনে কাজ করতেন। ক্রুশ্চেভের আমলে তাকে D-Derarment-এর কর্তা করা হয়। D-Department-এর পাল্লায় পড়ে ক্রুশ্চেভ এ্যালান ডালেসকে বলেছিলেন: মাই ডিয়ার এ্যালান, তুমি অনর্থক খবর যোগাড় করবার জন্যে পয়সা খরচ করছো। কারণ তোমরা যে খবর পাচ্ছো আমরাও সেই খবরই পাচ্ছি। একই লোক তোমাদের কাছে আমাদের কাছে খবর বিক্রী করছে। এসো আমরা দুজনে মিলে খবর সংগ্রহ করি।

খানিকবাদে ক্রুশ্চেভ আবার এ্যালান ডালেসকে বললেন: তোমাদের প্রেসিডেণ্ট নেহেরুকে যে চীন-ভারত বর্ডার সম্বন্ধে যে খবর পাঠিয়েছে সেই খবর আমরা দেখেছি…।

কথাটা ইচ্ছে করেই ক্রুশ্চেভ এ্যালান ডালেসকে বলেছিলেন। কারণ এই D-Department-এর উদ্দেশ্য ছিলো এ্যালান ডালেসকে বিভ্রান্ত করা।

*   *   *

এবার রাশিয়ান মিলিটারী ইনটেলীজেন্স G. R. U-র কথা বলা যাক। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে G. R. U-র শাখা ছড়িয়ে আছে। G. R U-র অফিস হলো Arbat Square-এ [এইখানে বলে রাখা ভালো, ১৮১২ সালে মস্কোতে নেপোলিয়ন এই Arbat Square-এর ভেতর দিয়ে ঢুকেছিলেন।] G. R. U সোভিয়েত আর্মড ফোর্সের একটি বিশেষ অংশ এবং ডিফেন্স মিনিষ্টারের অধীনে কাজ করে। অতএব K. G. B-র চাইতে G. R. U-র ক্ষমতা অনেক কম। আয়তনেও G. R. U কিন্তু K. G. B-র চাইতে ছোট।

G R. U.-র পুরো নাম হলো Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie। বহুবার এই নামের অদল বদল হয়েছে। G R. U-র প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম কর্তার নাম ছিলো জেনারেল জান কার্লোভিচ বেরজিন। অল্প বয়স থেকেই ডাকাতি, খুন, ব্যাঙ্ক আক্রমনে বেরজিন হাত পাকিয়েছিলেন। জারের আমলে একবার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিলো। বিচারে তার শাস্তি হলো প্রাণদণ্ড। বয়স অল্প দেখে মাত্র দুবছর জেল খাটবার পর তাকে মুক্তি দেয়া হলো।

তারপর এলো বলশেভিক রিভল্যুশন। এই বিপ্লবে বেরজিন যোগ দিলেন এবং যুদ্ধের পরবর্তীকালে তিনি হলেন রেড আর্মি ইনটেলীজেন্স ইউনিটের,— মানে G. R U-র প্রধানকর্তা। তার আমলে G. R. U. বিদেশে কয়েকজন স্পাই পাঠিয়েছিলো। ১৯০৫ সালে বেরজিন মাদ্রিদে রিপাব্লিক গভর্নমেণ্টের একজন পরামর্শদাতা হয়ে গেলেন। এবার G, R, U-র প্রধান কর্তা হলেন জেনারেল সেইমন পেত্রোভিচ উড়িটস্কি। কিন্তু ষ্টালিনের মৃত্যুর পর বেরজিন এবং উড়িটস্কিকে শাস্তি দেয়া হলো প্রাণদণ্ড। উড়িটস্কির পরে G. R. U-র কর্তা হলেন জেনারেল মিখাইল শালিন এবং শালিনের পরবর্তীকালে G. R. U-র প্রধান কর্মকর্তা হলেন ষ্টেমঙ্কে। K. G. B এবং G. R. U-র কে কবে কর্তা হয়েছিলেন তার একটা লিষ্ট এইখানে দেয়া হলো।

প্রথম সিকিউরিটি চীফের নাম হলো : এফ, ই, জেরজেনস্কি—চেখা, জি, পি ইউ এবং অগপুর [Cheka, G. P. U., O. G. P. U-র] কর্তা ছিলেন। ১৯১৭-১৯২৬ সাল অবধি কাজ করেন। হার্ট ফেলিওরে তার মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় কর্তার নাম ভি, আর মেনজিনস্কি—অগপুর [O G P U] কর্তা ছিলেন। ১৯২৬-১৯৩৪ সাল অবধি কাজ করেন।

তৃতীয় কর্তার নাম: জি, জি, ইগাডো। এন, কে, ভি, ডির [N. K. V. D-র] কাজ করবার সময় হলো ১৯৩৪-৩৬। চতুর্থ কর্তার নাম: এন, আই, ইয়েজভ, ১৯৩৬-৩৮। চার নম্বর কর্তা হলেন এল, পি বেরিয়া। তিনি এন, কে, ভি, ডি, এবং এম ভী ডীর কর্তা ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তার প্রাণদণ্ড হয়।

এই সময়ে ভি, এন, মেরকুলভ—এন, কে, জি, বি'র [N. K. G. B র] কর্তা ছিলেন। ১৯৫৩ সালে তারও প্রাণদণ্ড হয়।

মেরকুলভের অন্য সহকর্মীর নাম ছিলো: এস. এন. ক্রুগলভ। তিনি এন. কে. ভি. ডি. এবং এম. ভি. ডির কর্তা ছিলেন। ১৯৪৬-৫৬ সাল অবধি কাজ করেন। তারপর তাকে বরখাস্ত করা হয়। ভি. এস আবাকুমভ ১৯৪৬-৫১ অবধি এম. জি. বি'র কর্তা ছিলেন।

১৯৫৪-১৯৫৮ সাল অবধি K. G. B-র কর্তা ছিলেন আই. এ. সেরোভ। সেরোভকে পরে GRU-তে বদলী করা হয়। পেঙ্কভস্কির ঘটনার পর তার চাকুরী যায়।

১৯৫৬-৬০ সাল অবধি এম. ভি. ডির কর্তা ছিলেন এন. পি. ডুড্রভ।

১৯৫৮-১৯৬১ সাল অবধি K. G. B-র কর্তা ছিলেন এ, এন সেলেপিন। তারপর তার পদোন্নতি হয়।

সেলোপিনের পরে K. G. B-র কর্তা হলেন ভি. ওয়াই. সেমিচাষ্টনি। তিনি ১৯৬১-৬৭ সাল অবধি কাজ করেন।

বর্তমানে K. G. B-র কর্তার নাম ওয়াই. ভি. আন্দ্রেপভ। ১৯৬৭ সালে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন।

এফ. বী. আই.-র সঙ্গে সি. আই.-এর যেমনি ঝগড়া লেগে আছে তেমনি GRU-র সঙ্গে K. G. B.-র ঝগড়ার শেষ নেই। আর এই ঝগড়ার কথা বলতে গেলে আবার আলেকজাণ্ডার ফুটের কাহিনীতে ফিরে আসতে হবে।

আপনাদের নিশ্চয় রাডোর ছদ্মনাম আলবার্টের নাম মনে আছে। রাডো ছিলেন G. R. U-র জেনিভার রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর। রাডো এবং আলেকজাণ্ডার ফুট বিভিন্ন উপায়ে খবর সংগ্রহ করতেন এবং এইসব মূল্যবান খবর ওয়ারলেস মারফৎ মস্কোর কাছে পাঠাতেন। একদিন রাডো একজন করিতকর্মা জর্মানকে যোগাড় করলেন। এই স্পাইর আসল নাম রুডলফ রসলার। ছদ্মনাম ছিলো লুসি। স্পাইর ইতিহাসে লুসির নাম বিখ্যাত হয়ে আছে। তার কারণ লুসি প্রতিদিন রুশ প্রান্তের জর্মান সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে

অতি মূল্যবান ও দুর্লভ খবর নিয়ে আসতেন আর সেই সব খবর বেতারে পাঠান হতো। জর্মান হাই কম্যাণ্ডের প্রতিটি মূল্যবান খবরই লুসির কাছে পাওয়া যেতো।

লুসি সুইটজারল্যাণ্ডের লুসার্ন শহরে থাকতেন এবং বইর ব্যবসা করতেন। মাঝে মাঝে লুসি সুইটজারল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে প্রবন্ধও লিখতেন।

স্পাইর কাজে টাকার প্রয়োজন হয়। একদিন রাডোরও টাকার দরকার হলো। কারণ প্রতিটি খবরের জন্যে লুসিকে টাকা দিতে হতো। রাডো কানাডা থেকে তার দলের জন্যে টাকা পেতেন। রাডোর আর একজন এজেণ্টের নাম ছিল 'সিসি'। 'সিসি' অবশ্যি মেয়ে এজেণ্ট ছিলেন। একদিন রাডো 'সিসির' মারফৎ কানাডায় এক কনটাকটের কাছে খবর পাঠালেন যে, তাদের টাকার দরকার। শিগ্‌গিরই টাকা পাঠাও। কানাডার এই কনটাক্ট এই খবর নিয়ে অটোয়ার সোভিয়েত এম্বাসীতে গেলেন। কিন্তু এম্বাসীর কর্তারা এই খবর তাদের মিলিটারী সেকশনে, মানে G. R. U-র কাছে দিলেন না। বরং তারা উল্টো কনটাক্টেকই সন্দেহ করলেন।

কিছুদিন বাদে আবার 'সিসি' টাকার তাগিদ দিলেন। কনটাক্ট আবার এম্বাসীর দুয়ারে ধর্না দিলেন। তখন কানাডায় K. G. B-র রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর ছিলেন সেকেণ্ড সেক্রেটারী পাভলভ: পাভলভ মস্কোতে খবর পাঠালেন। কিন্তু মস্কো পাভলভকে স্পষ্ট বললো: এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। এ তোমার [মানে K. G. B-র] কাজ নয়। এ হলো G. R. U-র প্রব্লেম। পাভলভ এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও তার G. R. U-র সহকর্মীকে জানালেন না।

এদিকে সিসি প্রতিদিনই টাকার তাগিদ দিচ্ছেন। কনটাকটের কাছে খবর পাঠালেন যে, টাকা না পেলে তাদের দল আর কাজ করতে পারবেন না। কনটাক্ট আবার সোভিয়েত এম্বাসীতে চিঠি লিখলেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পর এবার পাভলভ এই চিঠি তার G. R. U-র সহকর্মীকে দিলেন। তারপর G. R. U. দশহাজার ডলার রাডোকে পাঠালেন।

K. G. B-ও G. R. U-র এমনি ধরণের ঝগড়া প্রতিদিনই হয়ে থাকে। আর তাদের মধ্যে ঝগড়া হয় বলেই মাঝে-মাঝে মস্কোর অনেক স্পাই ধরা পড়ে। যদি K. G. B. ও G. R. U-র ভেতর ঝগড়া না হতো তাহলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক স্পাইই ধরা পড়তেন না। এই সব স্পাইদের মধ্যে এ্যালান নুন মে, ক্লাউড ফুকস, হ্যারী গোল্ড, ডেভিড গ্রীনগ্লাস এবং জুলিয়াস

স্বজেনবার্গের নাম উল্লেখযোগ্য। দুই দলের ভেতর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দরুণ মস্কোকে বিস্তর খেসারৎ দিতে হয়েছিলো। K. G. B. ও G. R. U-র প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কতো প্রবল ছিলো ইগর গুজেনকোর কাহিনী শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু ইগর গুজেনকোর কাহিনী তার মুখ থেকেই শুনতে হবে। বলে রাখা ভালো যদি ইগর গুজেনকো কানাডা সরকারের কাছে আত্মসমর্পন না করতেন তাহলে আমেরিকান ও ব্রিটীশ সরকার সোভিয়েত এসপিওনেজ সার্ভিসের কার্যকলাপের কোন আভাসই পেতেন না। কারণ ইগর গুজেনকো ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে সব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা মস্কোর হয়ে কাজ করছিলেন তাদের নাম প্রকাশ হয়ে পড়লো।

ইগর গুজেনকো

স্থান অটোয়া। সময় সেপ্টেম্বর ১৯৪৫।

সবেমাত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার ভেতর তখনও মনোমালিন্য মতবিরোধ স্বরু হয়নি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না।

অটোয়ার সোভিয়েত এম্বাসীতে ইগর গুজেনকো সাইফার ক্লার্কের কাজ করতেন। আর এই কাজ করবার সময় গুজেনকো অনেক টেলিগ্রাম, যার ভেতর মূল্যবান খবর থাকতো, দেখতেন। এই সব টেলিগ্রাম পড়ে গুজেনকো সর্বপ্রথম জানতে পারলেন যে, মস্কো আমেরিকার এ্যাটম সিক্রেট বার করবার চেষ্টা করছে। গুজেনকো ছিলেন G. R. U-র স্পাই। আর কানাডাতে তখন K. G. B-র রেসিডেন্ট ডিরেক্টর ছিলেন পাভলভ [বলে রাখা ভালো আবেল আমেরিকাতে আসবার আগে পাভলভ ছিলেন হায়হানানের কনটাক্ট ম্যান] গুজেনকো কানাডা সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করবার পর কানাডিয়ান রয়াল কমিশনের কাছে যে বিবৃতি দিয়েছিলো তারই খানিকটা এইখানে তুলে দিচ্ছি। কারণ তাহলে K. G. B. ও G. R. U-র মনোমালিন্যের কিছুটা আভাস পাবেন।

* * *

"গুমোট রাত। একটুও হাওয়া বইছে না। এমনি দিনে কার কাজ করতে ইচ্ছে হয়! অলস মন্থর গতিতে আমি এম্বাসীর দপ্তরে ফিরে এলুম।

কিন্তু আমার বিবেক বলতে লাগলো: ইগর গুজেনকো. আর কতোদিন মস্কোর কাজ করবে? সময় থাকতে ভেগে পড়ো।

আমার আত্মপরিচয় কি আপনাদের কাছে দিতে হবে? কারণ স্পাইর ইতিহাস পড়তে গেলে প্রথমেই আমার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করতে হবে। সেদিন যদি কানাডা সরকারের কাছে আমার বক্তব্য না বলতুম তাহলে এই ছুনিয়ার অনেক রহস্যই আপনাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যেতো।

আজ আপনাদের কাছে আমার গল্প বলতে স্বরু করে সেই কাহিনী আপনাদের কাছে বলতে হবে। হ্যাঁ, কী বলছিলুম? গুমোট রাত, আজকে আমার কাজ করতে মন চাইছিলো না। কাজ না করবার আর একটা কারণ ছিলো। আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে, আজ রাত্রে আমি সোভিয়েত এম্বাসী থেকে পালাব।

পালাবার অনেক কারণ ছিলো। কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছিলুম যে, আমার বড়োকর্তা (G. R. U.-র) কর্নেল জাবোটীন আমাকে অবিশ্বাস করতে স্বরু করেছেন। একদিন কর্নেল জাবোটীন আমাকে ডেকে বললেন: গুজেনকো, ভবিষ্যৎএ লেফেটাণ্ট কুলাকভ তোমার সঙ্গে সাইফারের কাজ করবেন। কী করে এই কাজ করতে হবে ওকে শিখিয়ে দাও। কারণ তুমি চলে যাবার পর কুলাকভই সাইফারের কাজকর্ম দেখবেন।

বলতে ভুলে গেছি যে আমার মস্কোতে ফেরবার সময় হয়ে এসেছিলো। অতএব আমার কাছে প্রতিটি মূহুর্ত ছিলো মূল্যবান। পালাতে হলে এখান থেকেই পালাতে হবে। কারণ আমি জানি N. K. V. D.-র [K. G. B.-র প্রাক্তন নাম] স্পাইরা আমার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। কানাডা ছাড়লে পালাবার স্থযোগ পাব না। আমার বউর নাম আনা। আমাদের একটি ছেলে ছিলো। এই পালাবার প্রস্তাব নিয়ে আমি আনার সঙ্গে বিস্তর আলোচনা করেছিলুম। আমরা দুজনেই পালাতে চাই। হিসেব করে দেখেছিলুম যে, পালাবার সব চাইতে ভালো দিন হলো শনিবার। কারণ আমরা যে পালয়ে গেছি এই খবর সোমবার সকাল অবধি কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু অনেক চিন্তা ভাবনার পর আমি ঠিক করলুম বুধবার পালাব। কর্নেল জাবোটীনের কভার জব ছিলো মিলিটারী এটাচী। আমি তার দপ্তরে কাজ করতুম।

আমাদের সেকসনের প্রতিটি কাজই খুব গোপণে করা হতো। এই সেকসনে কারু নাক গলাবার অধিকার ছিলো না। অতএব আমি জানতুম কর্নেল

জাবোটীন ও কুলাকভ ছাড়া আর কেউ জানতে পারবে না যে, আমি কী করছি, কোথায় আছি। হয়তো কুলাকভ সারাটা রাত জেগে পাহারা দেবে। তার পরের দিন ঘুমুবে। আর সেই রাত্রে কর্নেল জাবোটীনের একটি ফিল্ম শোতে যাবার কথা ছিলো। অতএব পরের দিন ত্নপুরের আগে তিনি নিশ্চয় আমার কোন খোঁজখবর নেবেন না।

দপ্তরে এসে আমি সাইফার ঘরের পানে হাঁটছিলুম। আমি যে কোন সময়ে সাইফার ঘরে ঢুকতে পারতুম। আমাকে কেউ কোন প্রশ্ন বা জেরা করতে পারত না। সাইফার ঘরে যাবার আগে দেখলুম মিলিটারী এটাচীর দপ্তরে বসে কুলাকভ পাহারা দিচ্ছে।

দরজার সামনে ক্যাপ্টেন গালকিন দাড়িয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন গালকিনের কভার জব ছিলো দরজায় পাহারা দেয়া। অর্থাৎ এম্বাসীর প্রহরী। কিন্তু ওর আসল কাজ হলো স্পাইং ইনটেলীজেন্স অপারেটর।

আমি সাইফার ঘরে ঢুকবার আগে ক্যাপ্টেন গালকিন চীৎকার করে বললেন: গুজেনকো, সিনেমায় যাবে?

আমি সিনেমায় যাবার উৎসাহ দেখালুম এবং পাল্টা জবাবে জিজ্ঞেস করলুম: কোন সিনেমায় যাবে?

ক্যাপ্টেন গালকিন এবার সিনেমা হলের নাম উল্লেখ করলেন।

আমি ভেবে দেখলুম যে, এম্বাসী থেকে সটকে পড়বার একটা ভালো পন্থা পাওয়া গেছে। কারণ আসলে আমি এম্বাসীতে সেইরাত্রে কাজ করতে আসিনি। শুধু দেখতে এসেছিলুম যে, কুলাকভ মিলিটারী এটচীর দপ্তর এবং সাইফার রুম পাহারা দিচ্ছে কিনা। কারণ আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুল যে, পালাবার আগে সাইফার রুম থেকে কতোগুলো মূল্যবান জরুরী ডকুমেণ্ট চুরি করতে হবে।

এবার আমরা সবাই মিলে সিনেমায় গেলুম। কিন্তু খানিকটা ছবি দেখবার পর আমি বিরক্তি প্রকাশ করলুম। আমি গালকিনকে বললুম পুরানো বাজে ছবি। এ ফিল্ম আমি আগেই দেখেছি। এই বলে আমি আবার সোভিয়েত এম্বাসীর পানে হাঁটা দিলুম। রাত্রে এম্বাসীতে ঢুকতে হলে আমাদের একটা খাতায় নাম লিখতে হতো। আমি খাতায় নাম সই করলুম। তারপর সাইফার রুমের পানে হাঁটা দিলুম। হঠাৎ দেখতে পেলুম রিসেপশন রুমে NKVD-র রেসিডেণ্ট ডিরেক্টর ভিটালী পাভলভ বসে আছেন।

ভিটালী পাভলভকে দেখে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেলো। কিন্তু

আমি মনের চঞ্চলতা প্রকাশ করলুম না। পাভ্‌লভের মনে আমি কোন সন্দেহ জাগাতে চাইনে। অতি সহজ ভাবেই হলঘর দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু আমি এতো সন্তর্পণে হাটছিলুম যে পাভলভ আমাকে দেখতে পেলো না।

এবার আমাকে সাইফার রুমে ঢুকতে হবে। সাইফার রুমের সামনে বিরাট লোহার গেট। গেটের সামনে প্রহরী দাড়িয়ে থাকে। আমি গেট খুলবার জন্যে বেল টিপলুম। রায়জনভ এসে লোহার দরজা খুলে দিলো। রায়জনভ কমার্শিয়াল সেকসনের সাইফার ক্লার্ক। আমার বিশেষ বন্ধু। রায়জনভকে একা সাইফার রুমে দেখে খুশী হলুম। যাক কোন চিন্তা ভাবনা নেই।

রায়জনভ আমাকে দেখে হেসে জিজ্ঞেস করলো: খুব বেশী রাত অবধি কাজ করবে? আমি বললাম না, কয়েকটা টেলিগ্রাম ডিকোড করতে হবে। তারপর ভাবছি রাত সাড়ে আটটায় সিনেমা দেখতে যাবো।

রায়জনভ আমার জবাব শুনে খুসী হলো। তারপর নিজের কাজ করতে চলে গেলো।

এবার আমি নিজের ঘর খুললুম। দরজাটা খোলা রাখলুম। তারপর জাবোটীনের সাইফার ব্যাগ খুললুম। এই সাইফার ব্যাগের ভেতর অনেকগুলো জরুরী ও মূল্যবান টেলিগ্রাম ছিলো। আরো কিছু টেলিগ্রাম ফাইলে ছিলো। আমি এবার সাইফার ব্যাগ থেকে এবং ফাইল খুলে ডকুমেণ্টগুলো সার্টের ভেতর পুরলুম। পরে গুনে দেখেছিলুম যে, আমি মোট ১০৯টি ডকুমেণ্ট চুরি করেছিলুম।

এই সব ডকুমেণ্ট সার্টের ভেতর পুরবার পর নিজের কাজ করতে লাগলুম। কানাডার ফরেইন মিনিষ্ট্রির একজন কর্মচারী এমা ওয়ালকিন আমাদের নিয়মিত ভাবে মূল্যবান খবর দিতেন। এমা ওয়ালকিনের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক সংবাদ সাইফার কোডে রূপান্তরিত করলুম।

সাইফারের কাজ শেষ হবার পর আবার নিজের সার্ট পরীক্ষা করলুম। না, আমার সার্ট দেখে বুঝবার যো নেই যে, সার্টের ভেতর গোপনীয় জরুরী ডকুমেণ্ট আছে। আমি ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলুম। তারপর সাইফার টেলিগ্রামটি রায়জনভের হাতে তুলে দিলুম। বললুম: এই টেলিগ্রাম মস্কোতে পাঠাতে হবে।

রায়জনভের হাতে সাইফার ব্যাগটি দিয়ে বললুম: এইটি লকারে রেখে দাও।

আমি রায়জনভের পানে তাকালুম। রায়জনভ আমাকে কোন সন্দেহ

করলো না। আমি রায়জনভকে বললুম : বড্ডো গরম। আমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে যাবে?

রায়জনভ গম্ভীর মুখে জবাব দিলো : না, আমাব বাইরে যাবার সম্ভবনা নেই। দেখতে পাচ্ছো না পাভলভ হলঘরে বসে পাহারা দিচ্ছে। আমি দপ্তরে বসে নিজের কাজ করবো।

পাভলভের কথা শুনে আমি বিচলিত হলুম। কিন্তু পরে মনে সাহস নেবার চেষ্টা করলুম। পাভলভকে ভয় করলে চলবে না।

আমি সাইফার রুম থেকে বেরিয়ে এলুম। বেরিয়ে আসবার সময় আমার মনে ভয় হতে লাগলো। যদি আমার সার্ট থেকে ডকুমেণ্টগুলো পড়ে যায়? যদি আমি ধরা পড়ি তাহলে কী হবে? উত্তেজনায় আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিলো।

রিসেপশন ঘরের কাছে এসে দেখলুম ঘর খালি। পাভলভ নেই। হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে। মনে মনে ভাবলুম আমার কপাল ভালো।

গেটের সামনে এসে প্রহরীকে 'গুডনাইট' বললুম। তারপর বড়ো রাস্তায় বেরিয়ে এলুম।

* * *

আমি এবার সোজা 'অটোয়া জার্নাল' নিউজ পেপারের দপ্তরে চলে এলুম। এই দপ্তরে ঢুকবার সময় আমার বুকে খানিকটা কাঁপুনি উঠেছিলো কিন্তু ভয়-ডর ছিলো ক্ষাণকের। কিছুক্ষণের ভেতর মনের সাহস ফিরে পেলুম।

'অটোয়া জার্নালের' রিসেপশন রুমে ঢুকলুম। রিসেপশনিষ্টের কাছে গিয়ে বললুম : এডিটারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। রিসেপশনিষ্ট আমার পানে তাকিয়ে জবাব দিলেন। সোজা ছয় তলায় চলে যান। ঐখানে এডিটারের দেখা পাবেন।

আমি লিফটে করে উপরে গেলুম। নিউজ রুমে একটি আমেরিকান মেয়ে বসেছিলো। হয়তো আমাকে রাশিয়ান এম্বাসীর লোক বলে চিনলো। জিজ্ঞেস করলো : কী ব্যাপার? আপনাদের এম্বাসীর কী কোন খবর আছে?

আমার মনে হলো এই মেয়েটিকে এর আগে কোথায় যেন দেখেছি। স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম। এম্বাসীর পার্টিতে? আমার মনের আতঙ্ক বাড়লো।

আমি মেয়েটির কাছে মাপ চাইলুম। বললুম যে ভুল করে এই দালানে ঢুকেছি।

আমি এবার কোন কথা না বলে আবার নীচে চলে এলুম। তারপর সোজা বাড়ীতে চলে এলুম। আমার মনের চঞ্চলতা দেখে আনা ছুটে এলো। জিজ্ঞেস করলো : কী ব্যাপার ? কোন বিপদ ঘটেছে নাকি ?

আনাকে সমস্ত কথা খুলে বললুম। আমার কথা শুনে আনা বললো : ভয় পাবার কিছু নেই ইগর। যে আমেরিকান মেয়েটিকে তুমি দেখেছ, সে নিশ্চয় কোন রিপোর্টার হবে। তাই তোমার কাছে এম্বাসীর খবরা-খবর জানতে চেয়েছে। আমার মনে হয় না ঐ সংবাদপত্রে NKVD-র কোন এজেণ্ট কাজ করে। আর কাজ করলে তোমাকে এখন কে রুখতে পারে ?

আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলুম : এবার কী করবো ?

তুমি আবার 'অটোয়া জার্নাল' নিউজ পেপার অফিসে ফিরে যাও। এডিটারের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। তুমি যে ডকুমেণ্ট চুরি করেছ এই খবর এতো সহজে এম্বাসী জানতে পারবে না।

আমি সার্ট থেকে ডকুমেণ্টগুলো বের করলুম। তারপর আনা সমস্ত ডকুমেণ্টগুলো একটি কাগজে প্যাকেট করে দিলো।

আমি আবার 'অটোয়া জার্নাল' দপ্তরে ফিরে এলুম। লিফটে করে চার তলায় উঠলুম। হঠাৎ সামনে একটি লোককে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম : এডিটার কোথায় ?

লোকটি আমার মুখের পানে না তাকিয়ে জবাব দিলেন : বাড়ীতে চলে গেছেন। গুডনাইট !

এই বলে লোকটি চলে গেলো।

তারপর আমি আর একটি লোককে পাকড়াও করলুম। বললুম : আমি নাইট এডিটার ইন্ চার্জের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

: কী ব্যাপার ?—লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

: ব্যাপারটি বিশেষ জরুরী।—আমি জবাব দিলুম। আমাকে আর একটি বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে নিজের পরিচয় দিলুম। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চুরি করা ডকুমেণ্টগুলো লোকটিকে দেখালুম। বুড়ো লোকটি খানিকক্ষণ আমার পানে তাকিয়ে রইলেন। হয়তো চট্ করে আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না। ডকুমেণ্টগুলো নিজের হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন : 'রাশিয়ান'।

আমি জবাব দিলুম : হ্যাঁ। কিন্তু ভদ্রলোক কোন কিছু বলার আগেই

বললুম: হয়তো NKVD-র স্পাইরা আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। আমাকে সাহায্য করুণ।

বুড়ো লোকটি এমন কঠোর দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালেন যেন আমি পাগলের প্রলাপ বকছি।

: দুঃখিত, আমি ভারী দুঃখিত। আপনাকে আমি কোন সাহায্য করতে পারব না।—এই বলে লোকটি উঠে চলে গেলো। আমি বোকার মতো ঐ জায়গায় বসে রইলুম। খানিকবাদে লোকটি আবার ফিরে এলো। তারপর আমাকে বললেন: সরি, আমরা আপনার জন্যে কিছুই করতে পারব না। আপনি কানাডিয়ান মাউণ্টেড পুলিশের কাছে যান। নইলে কাল সকালে ফিরে এসে এডিটারের সঙ্গে দেখা করবেন। হয়তো উনি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

আমি ঠিক করলুম পুলিশের দরবারে গিয়ে হানা দেবো। পুলিশের বড়ো কোন কর্মচারীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করবো।

আমি পুলিশ দপ্তরে গেলুম। একজন পুলিশ কর্মচারীকে গিয়ে বললুম: আমি পুলিশের মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

পুলিশের কর্মচারী ঘড়ির পানে তাকিয়ে বললেন: রাত বারোটা বাজে। কাল সকালে এসে দেখা করবেন। আজ দেখা করা সম্ভব নয়।

বার বার 'সরি' কথাটি শুনে বিরক্তিতে আমার মনটা ভরে গেলো। আমি রুক্ষ স্বরে জবাব দিলুম: যেমনি করেই হোক আমাকে পুলিশের বড়োকর্তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। নিদেনপক্ষে আমি তার কাছে টেলিফোন করতে চাই।

আবার গতানুগতিক জবাব এলো: অসম্ভব। আজ সম্ভব নয়।

বাড়ীতে ফিরে এলুম।

আনা আমাকে সান্ত্বনা দিলো। বললো: আজ রাতটা ঘুমিয়ে নাও। কাল সকালে আবার চেষ্টা করে দেখা যাবে'খন।

আনা ডকুমেণ্টগুলো লুকিয়ে রাখলো।

সেদিন সারাটা রাত আমাদের দু'জনের কারুই ঘুম হলোনা। সারাক্ষণ আমাদের দুঃশ্চিন্তায় কাটলো। সকাল বেলায় আমি আনাকে বললুম: সকাল ন'টা বাজলে আমি পুলিশের মন্ত্রীর কাছো যাবো। কিন্তু মন্ত্রী যদি আমার সঙ্গে দেখা না করেন তাহলে কী হবে?—অসম্ভব! দুঃশ্চিন্তায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি।

পরের দিন সকালে আবার পুলিশ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বেরুলুম। আনা

তার হ্যাণ্ডব্যাগে ডকুমেন্টগুলো পুরে নিলো। যদি NKVD-র স্পাই আমার পেছু নেয় তাহলে আনা ডকুমেন্ট নিয়ে পালাতে পারবে।

পুলিশ দপ্তরে গিয়ে রিসেপশন ক্লার্ককে গিয়ে বললুম যে, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। লোকটি আমার পানে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। টেলিফোনে কার সঙ্গে জানি কথা বললো। তারপর আমাদের দু'জনকে পুলিশ মন্ত্রীর দপ্তরে নিয়ে গেলো। পুলিশ মন্ত্রীর সেক্রেটারী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: কী চাই?

আমি জবাব দিলুম: আমার এই খবর অতি গোপনীয়। একমাত্র মন্ত্রী ছাড়া এই খবর আমি আর কাউকে বলতে পারব না।

মন্ত্রীর সেক্রেটারী আমাদের দু'জনের পানে দু'একবার তাকালেন। তারপর নিজের ঘরের ভেতর ঢুকলেন। একটু বাদে এসে আমাদের দুজনকে বললেন: চলুন আমার সঙ্গে।

আমাদের দুজনকে নিয়ে সেক্রেটারী পার্লামেণ্ট বিল্ডিং এ গেলেন। কিন্তু এখানে এসে আমাদের আর একজন সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে হলো। সেক্রেটারী আমাকে আগমণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি একই জবাব দিলুম:

আপনাদের কাছে আমি মুখ খুলতে পারিনে। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সেক্রেটারী আবার টেলিফোনের নম্বর ডায়াল করলেন। দু'চার মিনিট কার সঙ্গে কথা বলবার পর বললেন: মাপ করবেন। মন্ত্রী আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারাবন না। 'সরি'।

আবার 'সরি' কথাটি শুনে আমার সমস্ত শরীর রিম-ঝিম করে উঠলো। কী করবো? আনা বললো: চলো আবার 'অটোয়া জার্নলে' দপ্তরে ফিরে যাই।

আমরা আবার নিউজ পেপার দপ্তরে ফিরে গেলুম। সম্পাদক দপ্তরে ছিলেন না। একটি মেয়ে রিপোর্টার এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন।

মেয়েটি আমাদের ডকুমেন্টগুলো দেখলেন। তারপর বললেন: আপনাদের এই গল্প আমাদের দপ্তরে কেউ বিশ্বাস করবেনা। আজকাল স্টালিনকে কেউ গালমন্দো দিতে চায় না। সবাই স্টালিনের প্রশংসা করছে। আপনি আবার পুলিসের কাছে ফিরে যান। NKVD-র হাত থেকে বাঁচতে হলে আপনাকে কানাডিয়ান সিটিজেন হতে হবে।

আমরা দুজনে পুলিশ দপ্তরে ফিরে গেলুম। পুলিশ দপ্তরের একজন আমাদের পরামর্শ দিলেন : আপনারা ক্রাউন এ্যাটর্নীর দপ্তরে যান। নিকোলাস ষ্ট্রীটে ক্রাউন এ্যাটর্নীর অফিস। ওদের কাছে সিটিজেনশিপের জন্যে আবেদন করতে হবে।

ক্রাউন এ্যাটর্নীর অফিসে গিয়ে দেখতে পেলুম যে, ভদ্রমহিলা সিটিজেন-শিপের কাজকর্ম দেখেন তিনি লাঞ্চ খেতে বাইরে গেছেন।

সারাটা দিন ঘুরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। বিশেষ করে আমাদের ছেলে আন্দ্রের চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছিলো। লাঞ্চ খাবার জন্যে আমরা সবাই সামনের এক রেস্তোঁরায় গেলুম। লাঞ্চ খাবার পর ঠিক করলুম যে, আন্দ্রেকে আমাদের এক ইংরেজ বন্ধুর কাছে রেখে আসবো।

খানিকবাদে আবার ক্রাউন এ্যাটর্নীর অফিসে ফিরে গেলুম। এবার ভদ্র মহিলা আমাকে একটি ফর্ম দিলেন। বললেন : এই ফর্ম ভর্ত্তি করুণ এবং এর সঙ্গে দুটো করে ফটো দেবেন।

: কানাডিয়ান সিটিজেনশিপ পেতে কতোদিন নেবে ?—আমি বেশ একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: একমাস, বড়োজোর দুমাস।

এই জবাব শুনে আনা কেঁদে ফেললো। আমি আনাকে রাশিয়ান ভাষায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলুম। আমাদের কাছেই আর একটি টেবিলে আর এক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। ভদ্রমহিলার নাম মিসেস ফারনান্‌ডে জুবারন। আমি মিসেস জুবারনের কাছে সমস্ত কথা খুলে বললুম। আমার কথা শুনে মিসেস জুবারন বেশ একটু বিস্মিত হলেন। তারপর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন : আশ্চর্য্য ! তোমার এই কাহিনী সমস্ত জগতের জানা উচিৎ। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

আমার চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিলো।

মিসেস জুবারন বিভিন্ন খবরের কাগজের অফিসে টেলিফোন করলেন। কাগজওয়ালাদের মিসেস জুবারন বললেন যে, তার কাছে একটি বিশেষ মূল্যবান খবর আছে। আর এই মুল্যবান দুষ্প্রাপ্য খবর তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে চান। মিসেস জুবারন একজন রিপোর্টারকে তার দপ্তরে আসতে বললেন।

আধঘণ্টা বাদে একজন রিপোর্টার মিসেস জুবারনের দপ্তরে এলেন। মিসেস জুবারন রিপোর্টারের সঙ্গে আমাদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি

রিপোর্টারকে মূল্যবান ডকুমেণ্টগুলো দেখালুম। সেই সঙ্গে সঙ্গে এই মূল্যবান ডকুমেণ্টে যে সব গোপনীয় টপ সিক্রেট খবর ছিলো সেইগুলোকে তর্জমা করে দিলুম। এইসব ডকুমেণ্ট ক্লাউস ফুকস, এ্যালান মুন মে, ব্রুনো পণ্টেকর্ভো, এবং আরো অনান্য এ্যাটম স্পাইদের কীর্তিকলাপ লেখা ছিলো।

আমার কথা শুনে রিপোর্টার মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন: অসম্ভব! এই ধরণের কাহিনী আমি একেবারেই বিশ্বাস করতে পারি না। আর এতো বড়ো ষ্টোরী আমরা ছাপতেও পারব না। আপনি পুলিশের কাছে যান।

মিসেস জুব'রন, আনা ও আমি রিপোর্টারকে বার বার এই ডকুমেণ্টগুলো প্রকাশ করবার জন্যে অনুরোধ করলুম। কিন্তু ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন এবং বললেন: এ বিগ ষ্টোরী ফর মী, আপনারা পুলিশের কাছে ধর্না দিন।—রিপোর্টার চলে গেলেন।

এবার মিসেস জুবারন বললেন: আপনাদের সাহায্য করবার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এর বেশী কিছু আমি করতে পারব না।

আমরা মিসেস জুবারনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার বড়ো রাস্তায় চলে এলুম।

ভাবতে লাগলুম কী করি? আমাদের সমস্ত চেষ্টাই যে ব্যর্থ হলো। আমার মনে হলো আমার বিপদ ঘনিয়ে আসছে। পাভলভ ও NKVD-র অন্যান্য অনুচরেরা নিশ্চয় আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আনা আমাকে বললো: ইগর, চলো আমরা বাড়ী যাই।

আমার বাড়ীতে ফিরে যেতে ভয় হচ্ছিলো। হয়তো সেইখানেই পাভলভ তার দলবল নিয়ে ঘাঁপটি মেরে বসে আছে। আমি ঠিক করলুম আমাদের ফ্ল্যাটে প্রথমে আমি যাবো। তারপর জানলা থেকে ইসারা দিয়ে আনাকে ডাকবো।

আমি ফ্ল্যাটে গেলুম। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। আমি ফ্ল্যাটের দরজা খুললুম। একটি ঘরের ভেতর ঢুকলুম। কেউ কোথাও নেই। আমি একটু নিশ্চিন্ত হলুম। জানলা দিয়ে ইসারা করে আনাকে ডাকলুম।

আনা প্রথমে তার ইংরেজ বন্ধুর বাড়ীতে গেলো। সেই বাড়ীতে আন্দ্রে ছিলো। তারপর আন্দ্রেকে নিয়ে আনা বাড়ী ফিরে এলো।

আমি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। আমাদের বাড়ীর সামনে একটি পার্ক ছিলো। দেখতে পেলুম সেই পার্কে দুজন লোক বসে আছে। আর দুজনেই আমাদের বাড়ীর পানে তাকাচ্ছে। NKVDর লোক!

ভয়ে, আতঙ্কে আমার বুক কাঁপতে লাগলো।

আমি এবার বিছানায় দেহ এলিয়ে দিলুম। কিন্তু উত্তেজনায় আমার ঘুম পেলো না। আমি আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। না, আমি দেখতে কোন ভুল করিনি। সত্যিই দুজন লোক পার্কের বেঞ্চিতে বসে আমাদের বাড়ীর পানে তাকাচ্ছে।

এরা কে? ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।

আনা রান্নাঘর থেকে বেড়িয়ে এলো। এমনি সময় আমাদের দরজায় নক শুনতে পেলুম। কে যেন আমাদের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। পাভলভ!

আমি আনাকে চুপ করতে বললুম। এমনি সময় আন্দ্রে বেড রুম থেকে সিটিং রুমে চলে এলো। আমরা আন্দ্রেকে জড়িয়ে ধরলুম। যেন সে কোন চীৎকার না করে।

বাইরে থেকে আবার দরজায় ধাক্কা শুনতে পেলুম। তারপর রাশভারী গলায় শুনতে পেলুম: গুজেনকো?

কণ্ঠস্বর হলো মিলিটারী এটাচী জাবোটীনের ড্রাইভারের। এই ড্রাইভার ছিলো কনটাক্টম্যান। আমি কোন জবাব দিলুম না। ড্রাইভার বার বার আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলো। কিন্তু আমি চুপ করে বসে রইলুম। কোন জবাব দিলুম না।

আনা বসবার ঘরে আন্দ্রের মুখ চেপে বসে ছিলো যেন আন্দ্রের মুখ দিয়ে কোন আওয়াজ না বেরোয়। খানিকবাদে ড্রাইভার চলে গেলো।

আমি আর একটা কাণ্ড করে বসলুম। হয়তো সেদিন বেপরোয়ার মতো কাজ করেছিলুম বলেই আমার জীবন রক্ষে পেয়েছিলো। আমার পাশের ঘরে থাকতেন কানাডিয়ান এয়ার ফোর্সের একজন কর্মচারী। আমি এবার ভদ্রলোকের শরণাপন্ন হলুম। ভদ্রলোকের নাম ছিলো সার্জেণ্ট মেন। সেদিন ক্যাপ্টেন মেনের কাছে সব কথা খুলে বলবার সময় ছিলো না। তবু সংক্ষেপে বললুম যে, আমরা বিপদে পড়েছি।

সার্জেণ্ট মেন আমার বক্তব্যর সারাংশ শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন গুজেনকো, তোমার স্ত্রী ও ছেলেকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এসো। আমি এক্ষুনি পুলিশকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

আমি ব্যালকনির পেছনের দরজা দিয়ে সার্জেণ্ট মেনের ঘরে গিয়েছিলুম। এবার নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলুম আনা ও আন্দ্রে ঘরে নেই।

উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কোথায় গেলো আনা ও আন্দ্রে! হঠাৎ দেখতে পেলুম আমাদের সামনের ফ্ল্যাটে মিসেস এলিয়টের ঘরে গিয়ে আনা ও আন্দ্রে হাজির হয়েছে।

মিসেস এলিয়ট প্রস্তাব করলেন যে, আনা ও আন্দ্রে রাতটা তার ঘরেই কাটাবে। বর্তমানে তার বাড়ীতে কেউ থাকেন না। তার স্বামী ও ছেলে শহরের বাইরে গেছেন।

আমি মিসেস এলিয়টের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালুম।

কিছুক্ষণ বাদে সার্জেণ্ট মেন তুজন পুলিশ নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হলেন। আমি পুলিশের কাছে আমার সমস্ত কথা খুলে বললুম। পুলিশ আমাকে কিছু প্রশ্ন করলো। তারপর মিসেস এলিয়টের সঙ্গে কথা বললো এবং শেষে বললো গুজেনকো, তুমি ভয় পেয়োনা। যদি আমাদের দরকার হয় তাহলে আমরা কয়েক মুহূর্তের ভেতর তোমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হবো। এই বলে পুলিশ চলে গেলো।

আমি ঘুমুতে চলে গেলুম। রাত বারোটার সময় দরজায় কে যেন ধাক্কা দিতে লাগলো। বাইরে থেকে আমি অনেকের গলা শুনতে পেলুম। এর মধ্যে পাভলভের কণ্ঠস্বর আমার কাছে পরিচিত ছিলো। পাভলভ ছাড়া আরো কয়েকজনের কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পারলুম। রজভ ও আণ্ডেলভও ছিলো।

অনেকক্ষণ ধরে ওরা দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। দরজার ধাক্কার শব্দ শুনে সার্জেণ্ট মেন তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বেশ জোর চড়া গলায় বললেন গুজেনকোর পরিবার এখানে নেই।

এই জবাব শুনে পাভলভ ও তার সহকর্মীরা চলে গেলো।

একটু বাদে মিসেস এলিয়ট আমার ঘরে এলেন। বললেন আমি পুলিশকে খবর দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই খবর দিতে পারছিনে। এবার মিসেস এলিয়ট আমার ঘর থেকে পুলিশকে টেলিফোন করলেন। বললেন একদল লোক তার বাড়ীতে বিনা অনুমতিতে ঢুকবার চেষ্টা করছে। অতএব এক্ষুনি যেন পুলিশ তার বাড়ীতে আসে।

খানিক বাদে তুটি পুলিশ কনষ্টেবল এসে আমার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়ালো। একজনের নাম টমাস ওয়ালশ আর একজনের নাম জন ম্যাককুলো। একটু বাদে পাভলভ ও সোভিয়েত এম্বাসীর আরো কয়েকজন কর্মচারী এসে উপস্থিত হলো। আমি পেছনের ব্যালকনি দিয়ে মিসেস এলিয়টের ঘরে গেলুম এবং

দরজা ফাঁক করে পুলিশ আর পাভলভের ভেতর যে আলাপ আলোচনা হচ্ছিলো সেই কথা শুনতে লাগলুম।

পাভলভ আমার দরজা ভাঙবার চেষ্টা করলো। পুলিশ বাধা দিলো। পাভলভ বেশ চড়া মেজাজে বললো এটা সোভিয়েত এম্বাসীর বাড়ী। এই বাড়ীর ভেতর কতোগুলো জরুরী ডকুমেণ্ট আছে। ঐ সব ডকুমেণ্ট সোভিয়েত সরকারের সম্পত্তি। আমরা ঐ ডকুমেণ্ট উদ্ধার করতে এসেছি।

ইন্সপেক্টর ওয়ালশ সরকারী গলায় প্রশ্ন করলো: এই বাড়ীর মালিক আপনাকে তালা ভাঙবার হুকুম দিয়েছেন কী?

পাভলভ রুক্ষস্বরে জবাব দিলো: আমাদের সঙ্গে একটু সতর্ক হয়ে কথা বলবেন। বললুম তো, এগুলো আমাদের সরকারের বাড়ী। এই বাড়ী নিয়ে আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

আপনাদের পরিচয়পত্র কোথায়? আপনারা যে সত্যি সত্যি সোভিয়েত এম্বাসীর লোক একথা কী করে জানবো?—ইন্সপেক্টর ওয়ালশ জবাব দিলেন।

একটু বাদে পুলিশ ফোর্সের বড়োকর্তা ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড এলেন। পাভলভ ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ডকে দেখে রাগে গর্জাতে লাগলেন। ম্যাকডোনাল্ড পাভলভকে আরো প্রশ্ন করলেন। তারপর ম্যাকডোনাল্ড পাভলভকে বললেন, মাপ করবেন, এই বাড়ীতে ঢুকবার আগে ফরেইন অফিসের হুকুম নিতে হবে। আপনি একটু প্রতীক্ষা করুন।

রাগে গর্জাতে গর্জাতে পাভলভ চলে গেলেন।

খুব ভোরে অটোয়া সিটি পুলিশ ইন্সপেক্টর এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। আনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

: ইগর ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া করেছেন। এবার নিশ্চয় পুলিশের কর্তারা আমাদের কথা শুনবেন।

আমি পুলিশের সঙ্গে ওদের অফিসে গেলুম। পুলিশের কাছে সমস্ত কথা খুলে বললুম। পুলিশ আমার কথা শুনে মৃদু হাসলো। বললো: গুজেনকো ভয় করোনা। আমার সদা-সর্বদাই তোমার উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম। তবে তোমার কেস কী করে পরিচালনা করবো সেইটে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলুম।

বলা বাহুল্য, কানাডিয়ান পুলিশকে আমার দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান ডকুমেণ্টগুলো দিলুম। এই সব ডকুমেণ্ট স্পাই জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করলো।

ইগর গুজেনকোর গল্প আপনারা শুনলেন। স্পাই জগতের ইতিহাসে গুজেনকোর কাহিনীর মূল্য আছে। কারণ গুজেনকোর কাহিনী পরবর্তী বছরে কানাডিয়ান সরকার সরকারীভাবে প্রকাশ করলেন যে, কয়েকজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক রাশিয়ানদের কাছে এ্যাটম সিক্রেট দিয়েছেন।

গুজেনকোর কাহিনী বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হৈ-হল্লা, আলোড়ন সুরু হলো। কারণ গুজেনকোর কাহিনী থেকে জানা গেলো যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে GRU এবং K. G. B-র এজেন্টরা কাজ করছে। আর এই এজেন্টদের নাম গুজেনকোর ডকুমেন্টের ভেতর লেখা ছিলো।

গুজেনকো পালাবার পর অটোয়ার G. R. U. রেসিডেন্ট ডিরেক্টর জাবোটীন দেশে ফিরে গেলেন। কিছুদিন বাদে সোভিয়েত এম্বাসডারকে মস্কো ডেকে পাঠালো।

গুজেনকোর ডকুমেন্টের ভেতর যে সমস্ত স্পাইদের নাম লেখা ছিলো তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করা হলো।

এদের মধ্যে বিখ্যাত নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বৈজ্ঞানিক ডাঃ এলান হুন মে, ক্লাউস ফুক্স, হ্যারী গোল্ড, ডেভিড গ্রীনগ্লাস, জুলিয়াস রজেনবার্গের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্পাই জগতের বিচিত্র রহস্যর কিছুটা শুনলেন। কিন্তু সব কথা বলা সম্ভব হলোনা, তার কারণ এই বিচিত্র জগতের কথা বলতে গেলে রামায়ণ মহাভারত ফাঁদতে হবে। আর এইখানে আমার এই গল্পের ছেদ টানবার আর একটা কারণ আছে। হয়তো এই কাহিনী পড়তে পড়তে পাঠকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাই বারান্তরে আবার এই কাহিনীর পুনারুত্থাপন করতে হবে।

সি-আই-এ এবং K,G.B'র কাহিনীর ভেতর নতুনত্ব এমন কিছু নেই। অতীতে প্রাচীনকালে স্পাইর প্রচলন ছিলো। তখনকারদিনে সম্রাটও দেশের সরকার স্পাইর খবরানুযায়ী কাজ করতেন এবং শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করতেন। বিখ্যাত চৈনিক লেখক Sun Tzu-র নাম আজকালও স্মরণীয় হয়ে আছে। খৃষ্টধর্মের পাঁচশত বছর আগে Sun Tzu স্পাইং সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। এই বইটির নাম হলো Art of War। এই বইতে কী করে সিক্রেট এজেণ্ট এবং ডবল এজেণ্ট ব্যবহার করা হয় তার বিস্তৃত বিবরণী দেয়া আছে।

যুগ যুগ ধরে প্রতি দেশের গভর্ণমেণ্ট খবর সংগ্রহ করবার জন্যে স্পাই ব্যবহার করেছে। যদিও সমাজের কাছে স্পাই চিরকালই হেয় এবং হীন বলে প্রতিপন্ন গন্য করা হবে, তবু দেশের সরকার চালাবার জন্যে স্পাই অপরিহার্য।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর স্পাইং সিষ্টেমের এতো উন্নতি হয়েছে যা আমাদের কল্পনার বাইরে। বিভিন্ন দেশ স্পাইং সিষ্টেমকে কর্মঠ ও শক্তিশালী করবার চেষ্টা করছে। একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে C.I.A, যেমন K.G.B'র সম্বন্ধে বিস্তৃত খবরাখবর রাখে, তেমনি K.G.B. C.I.A'এর কার্যকলাপের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। অর্থাৎ একজনের কার্যকলাপ অন্যের অজানা নেই। তার প্রকৃষ্ট প্রমান হলো জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক দ্বারা রকেট নিয়ে গবেষণা করা। আমেরিকা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পেনিমিনডের বড়ো জর্মান বৈজ্ঞানিকদের আমেরিকাতে নিয়ে যান এবং তাদের নিয়ে রকেট সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন। এদের মধ্যে ভেরনার ফন ব্রাউন ও ডোরেনবাজারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেরিকা বড়ো বড়ো জার্মান বৈজ্ঞানিকদের তাদের দেশে ধরে নিয়ে গেছে

এই খবর মস্কোর এবং K.G.B'র অজানা ছিলোনা। অতএব তারা ভেরনার ফন ব্রাউনের সহকর্মী হেলমুট গ্রোটরুপকে পাকড়াও করলো এবং গ্রোটরুপকে নিয়ে মস্কো রকেট গবেষণা স্থুরু করলো। গ্রোটরুপকে সেদিন যদি মস্কো পাকড়াও না করতো তাহলে আমরা আকাশের বুকে স্পুটনিক দেখতে পেতুম কিনা সন্দেহ।

গ্রোটরুপকে নিয়ে মস্কো রকেট গবেষণা করছে এই খবর ওয়াশিংটনের কর্তাদের অজানা ছিলোনা। তারা এবার ভেরনার ফন ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করলেন: হের ফন ব্রাউন আপনি কি বলেন? মস্কো কি হেলমুট গ্রোটরুপের সাহায্য নিয়ে রকেট বানাতে পারবে।

ভেরণার ফনব্রাউন সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন: হ্যাঁ।

একটা কথা বলা দরকার যে প্রতিদেশের সিক্রেট সার্ভিস অসম্ভব ক্ষমতাশালী। বাজারে গুজব ছিলো যে মুসোলিনীর ডান হাত ছিলো সিক্রেট পুলিশচীফ। কারণ সিক্রেট পুলিশ চীফ মুসোলিনীর সমস্ত কার্য্যকলাপের খবরাখবর রাখতেন। অতএব মুসোলিনী তার পুলিশচীফ বেশ ভয় করে চলতেন।

এ্যালান ডালেস নিজেই স্বীকার করেছেন যে আজকাল ইনটেলীজেন্স সার্ভিস দেশের সবচাইতে ক্ষমতাশালী। তার কারণ ইনটেলীজেন্স সার্ভিসের কর্মচারীরা যে কোন দেশে, যে কোন জায়গায় যখন খুশী ভ্রমন করতে পারেন এবং যতোখুশী টাকা ব্যয় করতে পারেন। এই ব্যয়ের কোন হিসেব নিকেষ কাউকে দিতে হয় না এবং তাদের কাজকর্মের কোন জবাবদিহি দিতে হয়না।

অতএব প্রতিদেশেই সিক্রেট সার্ভিস আজকাল শক্তিশালী হয়ে দাড়াচ্ছে। তার প্রমাণ বে অব পিগসে'র অভিযান। কারণ আমেরিকান সরকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এই অভিযানের বিরোধিতা করেছেলেন। এমনকি প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর এই অভিযান সম্বন্ধে দোটানা মন ছিলো। সেদিন কিন্তু তিনি সি-আই-একে বাধা দিতে পারতেন। বে অব পিগস ব্যর্থ হবার পর কেনেডীকে সমস্ত বিশ্ব জগতের কাছে গালমন্দো শুনতে হলো। এই ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পৃথিবীর বহুস্থানে বহুবার সি-আই-এর কার্য্যকলাপের জন্যে আমেরিকান এম্বাসডারকে গালমন্দো শুনতে হয়েছে।

এই স্পাইংর দরুণ সমাজে যে নৈতিক চরিত্রের অবনতি হচ্ছে তার সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেছেন······We are going too for

away from the old virtues, and rules of life......there are certain values we should keep, values like decency in our conduct, and dealings with others, pride in ourselves, self reliance, dedication to our country, respect for law and order.

কিন্তু এলান ডালেস মনে করেন যে স্পাইংর কাজের সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের কোন যোগাযোগ নেই। তিনি বলেছেন : All that I can say is that I am a Parsons son and I was brought up as a Presbytrian, may be calvinist may be that may be fatalist. I do not know. But I have a reasonable moral standard."

কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে যে আজকাল স্পাইংর জন্যে জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের অবনতি হচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে আজকাল মানুষ টাকা এবং মেয়ে মানুষের পরিবর্ত্তে নিজের চরিত্রকে বিক্রী করছে। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যাক বারজুন স্পাইং সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে বলেছেন : The spy enjoys permissive depravity, for in exchange for a few tricks there is also power and luxury, cash and free sex.

রিচার্ড বিসেল বলেছেন যে সি. আই-আই'র কর্ম্মচারীদের দেশের প্রতি অনেক বেশী আনুগত্য। এই আনুগত্যর জন্যে অনেক সময় তাকে নীতি-বিরোধী কাজ করতে হয়।'

কিন্তু সবচাইতে বড়ো প্রশ্ন হলো : আজকাল স্পাইংর হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব কিনা।

এর জবাব দেয়ার জন্যে Disraeli একটি কথা উল্লেখ করবো। Disraeli বলেছেন Revolutions are not to be avoided. অতএব আজকালকার যুগে "neither can the fact of spying in todays world evaded.

তাই এসপিওনেজ সার্ভিস প্রতিদেশেই থাকবে।

সমাপ্ত